ডায়েরি : ১৯৭৮-২০০৮

আবদুল মান্নান সৈয়দ

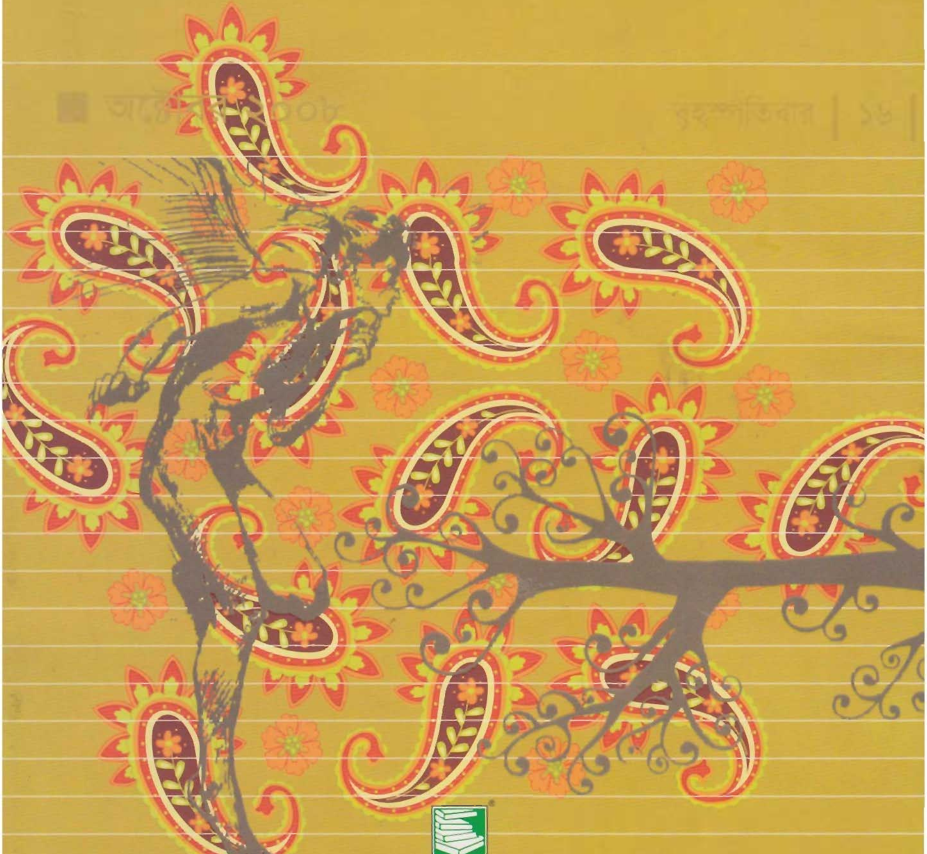

Pathak Shamabesh
Since 1987

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডায়েরি / স্মৃতিকথা / সাংস্কৃতিক ইতিহাস

ডায়েরি : ১৯৭৮-২০০৮

আবদুল মান্নান সৈয়দ

Diary 1978-2008
0 2 2 8 8 0 1
Tk. 725.00 + Vat

Cover Design by Selim Ahmed

Pathak Shamabesh Since 1987

A
Pathak Shamabesh Book

Diary / Memoirs / Cultural History

CULTURE PRESS

ISBN 984-70212-0010-4

9 847021 200108

B.Tk. 725.00
UK.£ 30.00
US.$ 60.00

Printed & Bound by Culture Press, Bangladesh

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Bangladesh Taka 725.00
UK. £ 30.00 US. $ 60.00

'বাংলাদেশে ফরাসি জর্নালের ধরনে লেখা সাহিত্য আজ পর্যন্ত কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। কোনো বিশিষ্ট সাহিত্যিক জর্নাল লিখেছেন ? রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি লিখেছিলেন, কিন্তু সে-বইয়ে দিনের পর দিন তারিখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিছু লেখার প্রয়োজন আছে, মনে করেননি তিনি। ... আমাদের সাহিত্য ক্রমেই আরো অব্যর্থ গভীর হতে না পারলেও ইয়োরোপীয় সাহিত্যের অনুভাবে বিস্তার লাভ করার পথ অবারিত হয়ে উঠছে; বাংলা সাহিত্যে ক্রমে জর্নাল দেখা দেবে বলে মনে হচ্ছে।'

'লিটারারি নোটস্' : জীবনানন্দ দাশ

Get closer to Pathak Shamabesh at
www.pathakshamabesh.com
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
ISBN 984 70212 0010 4

আবদুল মান্নান সৈয়দ আমাদের সাহিত্যপরিগুলের এক অনিবার্য ব্যক্তিত্ব। কবিতা- গল্প- উপন্যাস- প্রবন্ধ- সমালোচনা- গবেষণা-কাব্যনাটকসহ সাহিত্যের সব-ক'টি অন্দরমহলেই তিনি নিজস্বতার সহজাত স্বাক্ষর রেখেছেন। এখনো তাঁর কলম সতৃষ্ণ এবং নতুনতর বিষয়ের অভীপ্সায় প্রবৃত্ত। পাঁচ দশকের উদ্ব্যস্ত সাহিত্যকর্মে লিপ্ততার ফাঁকে ফাঁকে নিয়মিত-অনিয়মিতভাবে তিনি ডায়েরিও লিখে গেছেন। প্রথমবারের মতো বিগত তিরিশ বছর (১৯৭৮-২০০৮) সময়সীমার মধ্যে তাঁর ডায়েরি সংস্থিতি পাচ্ছে এই বইয়ে। একজন উজ্জ্বল ব্যক্তির দিনলিপির ঐতিহাসিক গুরুত্ব, সেটি তো আছেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে সময়ের ভিতর দিয়ে এসেছেন তার নানা বাঁক-বদল, তাঁর নিজস্ব ভাবনাজগৎ ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর সাহিত্যিক নিবেদনকে বুঝতেও সহায়তা করবে।

অলংকরণ : অশোক সৈয়দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচ্ছদ : সেলিম আহ্‌মেদ

ডা য়ে রি
১৯৭৮-২০০৮

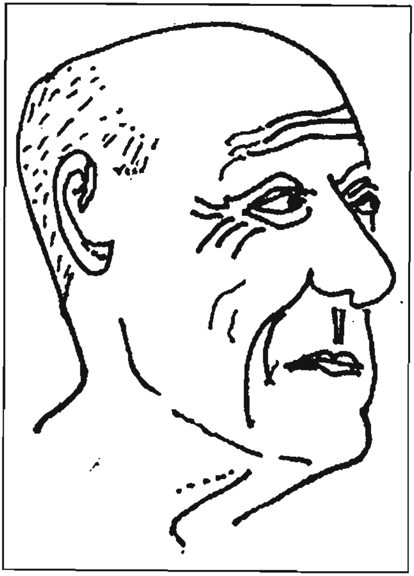

পিকাসো — চিত্রী : অশোক সৈয়দ (১৯৮০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

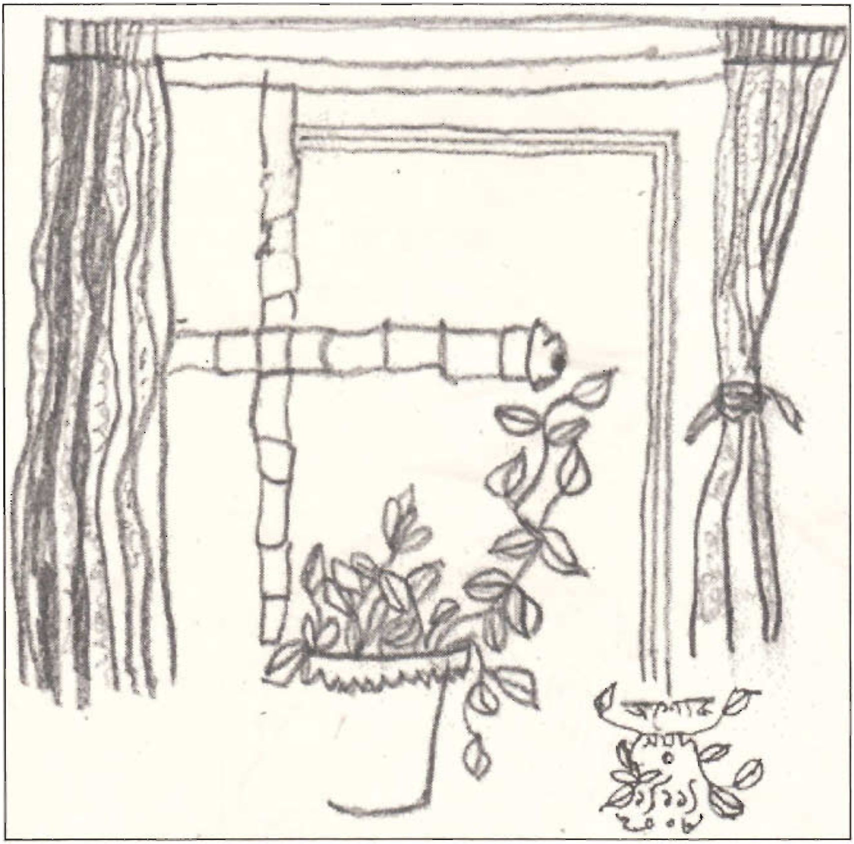

'পুরুষপাথরও লাফিয়ে পড়ছে নারীপাথরের ওপরে।
গহন তক্কে সাপ ডেকে ওঠে বিজন তরুর কোটরে।'

— চিত্রী : অশোক সৈয়দ

Pathak Shamabesh

পাঠক সমাবেশ-এর বই

দেশ ও বিদেশের অর্থনীতি, উন্নয়ন, রাজনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, নন্দনতত্ত্ব, ইতিহাস, নারীর সমাজ-ইতিহাস, চলচ্চিত্র, থিয়েটার, সঙ্গীত, গণ-মাধ্যম, স্বাস্থ্য, সমকালীন বাংলাদেশ ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশনা ও পরিবেশনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডায়েরি : ১৯৭৮-২০০৮

আবদুল মান্নান সৈয়দ

পাঠক সমাবেশ
বাংলাদেশ ২০০৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

PATHAK SHAMABESH BOOK
ডায়েরি ১৯৭৮-২০০৮ : আবদুল মান্নান সৈয়দ

✦

স্বত্ব © জিনান সৈয়দ
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক
সাহিদুল ইসলাম বিজু
পাঠক সমাবেশ
১৭/এ নিচতলা এবং ২৭ দোতলা, আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা
ফোন: ৮৮-০২-৯৬৬২৭৬৬, ৯৬৬৩৫২৩, E-mail: pathak@bol-online.com
www.pathakshamabesh.com

প্রচ্ছদ : সেলিম আহ্‌মেদ
টাইপসেট : সোহেল মিল্টন, পাঠক সমাবেশ কম্পিউটার
মুদ্রণ : মার্ক প্রিন্টার্স, ঢাকা

এই বইয়ের কোনো অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রণ বা কোনো মাধ্যমে রূপান্তর করা যাবে না, আলোকচিত্র, ফটোকপি, রেকর্ডিং ইত্যাদি এই আইনানুগ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে।

Diary 1978-2008 : Abdul Mannan Syed
Copyright © Zeenan Syed

First Published in Bangladesh by Pathak Shamabesh, February 2009
All Rights Reserved

Published in Bangladesh by
Shahidul Islam Bizu
PATHAK SHAMABESH
17/A (Ground Floor) and 27 (First Floor), Aziz Market, Shahbag, Dhaka 1000
Phone : 88-02-9662766, Fax : 88-02-9662969, E-mail : pathak@bol-online.com

Cover Design : Selim Ahmed
Layout Design & Typeset : Shohel Milton, Pathak Shamabesh Computer
Printed in Bangladesh by Mark Printers, Dhaka

No part of this book may be reprinted, photographed, photocopied, recorded or reproduced in any form without the written consent of the publisher.

ISBN 984-70212-0010-4

Outlet - 1 : PATHAK SHAMABESH, 204/B (2nd Floor) Tejgaon Link Road, Tel : 9861003
Outlet - 2 : PATHAK SHAMABESH, Shahbag, 17/A Aziz Market, G.F. Tel : 9662766
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

নুরউল করিম খসরু
পুলক হাসান
বুলান্দ জাভীর
রাজু আলাউদ্দিন
কাজল শাহনেওয়াজ
রিফাত চৌধুরী
অমিতাভ পাল
রেজা ফারুক

– আমার কাননের পাখিরা –

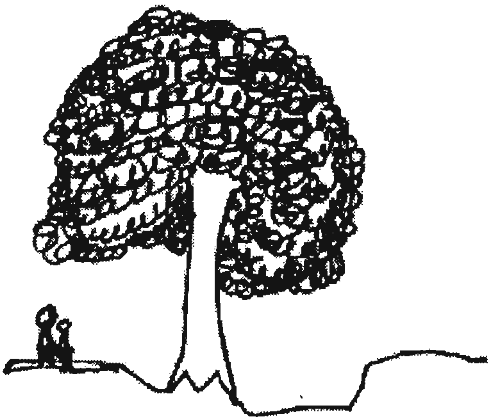

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এক রাতে তুমি হয়ে এসেছিলে নত।
তাইতো আমার আকাশ ছোঁবার ব্রত।'

— চিত্রী : অশোক সৈয়দ

পাঠক সমাবেশ
প্রকাশিত এই লেখকের
অন্যান্য বই :

শুদ্ধতম কবি (প্রবন্ধ। তৃ সং)
বিংশ শতাব্দীর শিল্প-আন্দোলন (প্রবন্ধ)
হে বন্ধুর বন্ধু হে প্রিয়তম (কবিতা)
মাতাল কবিতা পাগল গদ্য (কবিতা/গদ্য)
মেঘের আকাশ আলোর সূর্য : আবুল হাসান (কবিতা/সম্পাদনা)
নতুন দিগন্ত সমগ্র : আব্দুর রউফ চৌধুরী (উপন্যাস/সম্পাদনা)
পরদেশে পরবাসী : আব্দুর রউফ চৌধুরী (উপন্যাস/সম্পাদনা)
আত্মকথা : আকবর কবির (স্মৃতিকথা/সম্পাদনা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

১৯৭৮ / একটি অভিযান	১৭
১৯৮২ / কবিতার ঝাপট, চিত্রকলার চাপ	২৩
১৯৮৫ / ঘরকুনোর বঙ্গদর্শন	৩১
১৯৮৬ / 'এখন' ও তখন	৪৭
১৯৮৭ / অতীতে-বর্তমানে	৪৯
১৯৮৯ / তা তা থই থই তা তা থই থই	৫৩
১৯৯০ / শেষ-পর্যন্ত	৯৯
১৯৯২ / শেকড়গুচ্ছ	১০৩
১৯৯৩ / কাঁদো নদী কাঁদো	১০৯
১৯৯৫ / গহীন বনে গণ্ডারের মতো একাকী	১২১
১৯৯৬ / তথ্য ছাড়া ইতিহাস নেই	১৩৯
১৯৯৮ / নজরুল, জীবনানন্দ, আরো সব কবি	১৪৫
১৯৯৯ / শরীর ও মন	১৬১
২০০০ / শতাব্দীসন্ধির দিনগুলি	১৬৩
২০০১ / ওগো অপ্রাসঙ্গিকতা	১৮৭
২০০২ / কয়েকটি দিন	২৩৭
২০০৩ / কলকাতা ? কলকাতা !	২৪৯
২০০৪ / তৃতীয় বাস্তবতা	২৫৫
২০০৫ / কাল তার দেখা পাব	২৫৯
২০০৬ / তোমার হৃদয় আজ ঘাস	২৭১
২০০৭ / রণাঙ্গন বিকশিত ফুলে	২৮৩
২০০৮ / কেন আসিলে ভালোবাসিলে	২৯৯
নির্দেশিকা	৩৩৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমণী-পুরুষ — চিত্রী : অশোক সৈয়দ

AMARBOI.COM

'The greatest danger for most of us is not failure to reach too high a goal, but that we aim too low and reach that goal.' – **Michelangelo**

'The true art of work is but a shadow of the divine perfection.'
– **Michelangelo**

'Do all the good you can, love liberty above all; and whether to be before a royal throne, never betray the truth.' – **Beethoven**

'Haste is harmful, and besides, it reveals the absence of a sincere need to express one's thoughts, because if the need is sincere, the writer will spare neither effort nor time to set forth his idea in the most clear-out and lucid way.' – **Totstoy**

'A man is the sum of his acts, of what he has done and what he can do – nothing else.' – **Malraux**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

AMARBOI

আমার আব্বা সৈয়দ এ. এম. বদরুদোজ্জা (১৯১০-৮৯) যেমন ছিলেন ক্রীড়াবিদ, তেম্নি কবিতা ও ডায়েরিও লিখতেন। কবিতা লিখতেন উর্দু ভাষায় আর ডায়েরি লিখতেন বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়। খেলোয়াড় হিশেবে ঢাকা ও করাচি সফর করেছেন দেশবিভাগের অনেক আগে। আব্বার প্রিয়তম কবি ছিলেন গালিব। আমাকে একবার বলেছেন, 'গালিব পড়িসনি। কী কবিতা লিখবি ?' আব্বার ইন্তেকালের পরে তাঁর ডায়েরিগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে (পরিবারের একমাত্র লেখক-সদস্য হিশেবে) আমি পাই। দুএকবার উল্টে দেখেছি, তাতে পারিবারিক ইতিবৃত্ত আর তাঁর চাকরির দিনযাপনের কথা আছে। আব্বার ডায়েরির কোনো নির্বাচিত সংগ্রহ কোনোসময় প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি।

আমি ডায়েরি লিখি কবে থেকে, তা মনে নেই। তবে কলেজ-জীবনে আমি কিছু কিছু নোট করতাম। দুঃস্বপ্ন দেখতাম কৈশোরে খুব। আমার নোটবইয়ে তার বিশ্লেষণ করতাম। এবং একসময় দুঃস্বপ্ন দেখা থেকে মুক্ত হই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার জীবন-ও-শিল্প-যাপনের অনেক দিন এমনই উদ্‌ভ্রান্ত ছিল যে স্থির-শান্ত হয়ে ডায়েরি লেখার সময় পাইনি। সেই জন্ম থেকে এমন ভেসে চলেছি যে শান্তিতে কোনো কাজ করতে পারিনি। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে ডায়েরি লেখার অভ্যাস তৈরি হতে থাকে ক্রমশ। যে-বছরগুলো নেই, অথবা শুধুমাত্র কয়েকটি রেখায় আঁকা, সেই দিনগুলো-যে নিষ্ফলা গেছে— তা মনে করবার কারণ নেই। তার অনেক হারিয়ে গেছে। লেখাও হারিয়েছে ঢের। লেখা আরো বেশি হারিয়েছে। টুকরো কাগজে লেখার ফল। অবিশ্রাম লেখার ফল।

আমার ডায়েরির কোনো বিশেষতা আছে কিনা জানি না। এই প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। এত দ্রুত সব হারিয়ে যাচ্ছে, চুরি হচ্ছে, নিজের মনে থাকছে না— যে, আমি মনে করি, হাতের কাছে যা পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি ছেপে ফেলা দরকার।

আত্মকথা লেখার সময় পাই না। এমন কিছু ঘটনাবহুলও নয় আমার জীবন। তবে আমার জীবন অসম্ভব ঘটনাবহুল। এও ঠিক, আমি শিশুবয়েস থেকে গৃহহারা। আমার ডায়েরি আমার বাড়ি খোঁজার একটি ইতিহাস— মাঝখান-থেকে-অনেক-পৃষ্ঠা-হারিয়ে-যাওয়া ইতিহাস।

*

AMARBOI.COM

'Everyman must invent his way.' — জাঁ-পোল সার্ত্‌এর *Flies* নাটকে ওরেস্‌টিসের উক্তি-যে আমারও লক্ষ্য ছিল, তা ৫০-বছর প্রকাশ্য শিল্পচর্চার (অপ্রকাশ্য আরো ৫/৭ বছর) পরে এসে যেন এতদিনে উপলব্ধি করলাম। আর এটা সম্ভব হলো এতকাল পরে — যখন আমাকে সম্পাদক-প্রকাশকরা কেউ কেউ বলছেন আত্মকথা রচনা করবার জন্যে। নতুন করে আর আত্মকথা লিখব কি, আমার সবরকম লেখাতেই আত্মতা প্রবল প্রবিষ্ট। যেমন এই লেখাতে ঢুকে যাচ্ছে আজকের ভোরবেলার চড়ুইপাখির 'টিউ' 'টিউ' ধ্বনি ; যেমন লিখতে লিখতে চোখে পড়ল নীল রেলিঙ জড়িয়ে লতিয়ে-পাকিয়ে ধরে আছে মানিপ্ল্যান্ট লতাপাতা : পুরুষ আর রমণী। 'শিল্পের পিচ্ছিল পথ চলতহি পদাঙ্গুলি চেপে/ রাধা সাধি আপন কাহ্নুরে।' — একদিন একটি কবিতায় লিখেছিলাম। আমার ভিতরকার নারী প্রতি নীল রাত্রেই যমুনায় চলেছে তো চলেছেই। নিত্য তার অভিসার। সোনালির কণ্ঠস্বরের মদিরা কি এর মধ্যে চলকে পড়ছে না ? একজনের রাহসিকতা, আরএকজনের হাস্যোজ্জ্বল আনন্দধ্বনি — যে সাঁতার-না-জানা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে সমুদ্রস্নানের ব্যবস্থা করে দিল, যে-মানুষটি কেবল এতকাল তোলা-পানিতেই কোনোরকমে স্নান সমাপন করেছে তাকে ?

'ওরে অপ্রাসঙ্গিকতা, জীবন তোকে এত দিল, তার পরেও তুই কেঁদে মরিস ? এক-জীবনেই তোকে স্তরের পর স্তর ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছি, তাও তুই জীবনের কাছে নিমকহারামি করিস ? — যা, এবার সবুজ শুশ্রূষা গ্রহণ কর ! নীল উপশম গ্রহণ কর ! দ্যাখ, একটি গাছ কি কম বিস্ময়কর ! ফুলের মঞ্জরী ! আকাশের নীল ! মার খাচ্ছিস মানুষের কাছে, অপমানিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছিস — সেটাই কি মনে রাখবি ? শুধু ভালোবাসার দেনা শোধ করতে পারবি ?' বুকে হাত দিয়ে বলি : 'না, পারব না। তাই এই আত্মোন্মোচন।'

ডায়েরি অনিয়মিত লিখে গেছি। হারিয়ে-ছড়িয়ে আপাতত হাতের কাছে পেলাম তিরিশ বছর (১৯৭৮-২০০৮) পরিসরের একগুচ্ছ। এসব কেনোদিন ছাপার উদ্দেশে লিখিনি। আমার যাত্রাপথের দীর্ঘ বিবরণ লেখবার মতো অখণ্ড অবসর পাই না, আড্ডাতেই দিন যায় কিংবা শুয়ে-বসে। এক মেধাবী তরুণের সঙ্গে আলাপ করলাম, তার পরামর্শ এগুলো ছাপবার। সম্পাদকরা ঈদসংখ্যায় আমার গল্প চান, ডায়েরির কথা বলতেই তাঁরা আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ২০০৮ সালে সারা রোজার মাস খেটে এগুলো একত্রিত করা গেল। এরই সমন্বিত রূপ দেখে মনে হলো এই আত্মবিম্বনের মধ্য দিয়ে আমি তো সুররিয়ালিস্ট নই আর, আমি তো আসলে আমার পথ খুঁজে গেছি চিরকাল — আমারই অজ্ঞাতসারে।

না, আজ আর আমি সুররিয়ালিস্ট বলতে রাজি নই আমাকে। আমি এক্‌জিস্‌টেন্‌শিয়ালিস্ট : যদি আমার জন্যে কোনো অভিধা প্রযোজ্য হয়। আমি আমার অস্তিত্বকে অর্থবান করে চলেছি।

'শিল্পযাপন' নামে অনেক টুকরো গদ্যরচনা লিখেছি, সে-সবের কিছু পাণ্ডুলিপিতে লুপ্ত হয়েছে, কিছু কিছু প্রকাশিতও হয়েছে — সে-সব ভাবনাবেদনা আমার দিনাতিপাতেরই অংশ। 'জর্নাল' নামের একগুচ্ছ রচনা আমার *নির্বাচিত কলাম* বইয়ে আছে। সে-সব কিন্তু প্রাত্যহিক দিনপঞ্জি বা ডায়েরি নয়। বিভিন্ন খাতায়, নোটবুকে, টুকরো কাগজে বিরামহীন মন্তব্য লিখে গেছি। সে-সবও আমার প্রবহমান চিন্তাজগতের বাণীরূপ। অবিশ্রাম পরিকল্পনা করেছি। আমার আদি নোটবইয়ের (ষাটের দশকের) এরকম এক টুকরো—

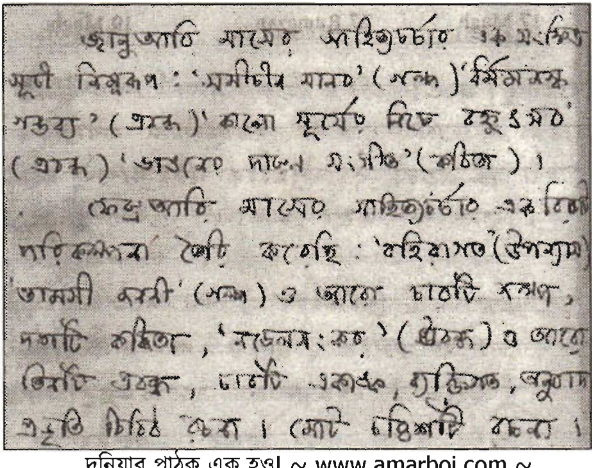
জানুয়ারি মাসের সাহিত্যচর্চার এক সংক্ষিপ্ত সূচী নিরূপণ : 'সমীচীন মানব' (গল্প) 'বর্ষিমাসস্ক শক্তব্য?' (প্রবন্ধ) 'কালো সূর্যের নিচে বেহুঁশ' (প্রবন্ধ) 'ভাবের দারুণ সংগতি' (কবিতা)।

ফেব্রুয়ারি মাসের সাহিত্যচর্চার এক বিরাট পরিকল্পনা তৈরি করেছি : 'বহিরাগত' (উপন্যাস) 'তামসী নারী' (গল্প) ও আরো চারটি গল্প, দশটি কবিতা, 'নজরুল : কবি' (প্রবন্ধ) ও আরো তিনটি প্রবন্ধ, চারটি একাঙ্ক, গ্যাজিক্যাল, অনুবাদ প্রভৃতি চিন্তিত রচনা। মোট ত্রিশটি রচনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর আমার অভ্যেস হচ্ছে থিওরি রচনা করে সেই ছাঁচে ফেলে কাজ করা এবং শিশুর আনন্দে সেই ছাঁচ ভেঙে এগিয়ে যাওয়া। জীবনভোর এই করেছি। ১৯৬৩ সালে আমার ছাপার হরফে মুদ্রিত প্রথম প্রবন্ধ 'কথাসাহিত্য প্রাসঙ্গিক' (আমাদেরই *সাম্প্রতিক* পত্রিকায় প্রকাশিত, পরে মুক্তধারা প্রকাশিত আমার *নির্বাচিত প্রবন্ধ* প্রথম খণ্ডে স্থানপ্রাপ্ত) তারই একটি চিহ্ন।

জীবন তো অনেক বড় ব্যাপার, এই ডায়েরিটাও তো হয়ে উঠল নিজের ধরনে-গড়নে। ডায়েরির নিয়ম মানল না। যুক্ত হলো কিছু ফোটোগ্রাফ, প্রচ্ছদচিত্র, রচনার অলংকরণ, আমারই বিভিন্ন সময়ে অঙ্কিত কয়েকটি ছবি, আরো এটা-সেটা।

১৯৮০-র ১৪ই ফেব্রুয়ারি ডায়েরিতে দেখলাম আমার আঁকা পাবলো পিকাসো-র একটি প্রতিকৃতি। আশির দশকের প্রথমে যখন আমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে গবেষণা-ব্যপদেশে লিপ্ত, তখন চিত্রকলার পশ্চাদ্ধাবনে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম : এরকম বৈপরীত্য তথা মুক্তি আমাকে চুম্বকের মতো টানে : নারীর দুর্মর আকর্ষণের চেয়ে তা একতিল কম নয়। এমনকি পিকাসোকে নিয়ে ছোট একটা বই লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছি, খাতা ভরে উঠছে একটু একটু, বন্ধু আন্ওয়ার আহমদ পিকাসো-কেন্দ্রী বই বের করবে বলে তাগাদা দিচ্ছে। শেষপর্যন্ত *পিকাসো* লেখা হলো না। লিখিত হলো বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক কবি মনজুরে মওলার আমন্ত্রণে *বেগম রোকেয়া*। পিকাসো জন্মেছিলেন ১৮৮১ সালে (মৃত্যু ১৯৭৩), বেগম রোকেয়ার জন্ম ১৮৮০ সালে (মৃত্যু ১৯৩২এ)। কোথায় পিকাসো, কোথায় রোকেয়া ! কিন্তু এ-ই আমি ! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ক লেখা এগোতে থাকল। কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ বাঙালি-মুসলমান সমাজে জন্মগ্রহণ করায় আমার কিছু দায়িত্ব আছে না ! *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ* নামে বই লিখে ফেললাম, আর তা আমার প্রতি ভালোবাসায় (তাঁর গ্রন্থনির্বাচক বেতনভোগী উপদেষ্টাদের পরামর্শ গ্রহণ না-করে — তাঁর প্রস্তাব মোতাবেকই) চিত্তদা — চিত্তরঞ্জন সাহা বইটি বের করে ফেললেন। আমি এরকমই। আমার কোনো কোনো প্রকাশকও পেয়েছি ওরকম — যেমন 'মুক্তধারা'র চিত্তদা, যেমন 'নলেজ হোমে'র খানমজলিশ ভাই, কিংবা 'পাঠক সমাবেশ'র এই বিজুশাহেব — আমার ব্যাপারে ওঁদের মুক্ততা আমাকে আজো ডানা মেলে উড়তে দ্যায়। আমি কি আর পোষা পাখি !

এই ডায়েরিতে কোথায় যেন 'ওগো অপ্রাসঙ্গিকতা' কবিতাটি লুকিয়ে আছে — খুঁজেপেতে একটু পড়ে ফেলতে পারেন এখানে পাঠক। — জীবনভোর আমি অপ্রাসঙ্গিকতার জয়গানই গেয়েছি। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও কেউ কেউ আমাকে যখন অপ্রাসঙ্গিক মনে করেন, তখন কেন-যে চটে যাই ! এখন থেকে রেগে যাব না আর। যে-অপ্রাসঙ্গিকের জয়গান গেয়েছে, সে যদি নিজে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়, তাহলে সেটাই তার সাফল্য বলে ধরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচিত নয় কি ? তা নাহলে বন্ধু আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ যখন আমাকে আত্মজীবনী লেখবার কথা বলছেন— রবীন্দ্রনাথ তো পঞ্চাশ বছর বয়েসেই লিখে ফেলেছেন— তখন যে-ডায়েরি কখনো প্রকাশের কথা দূরকল্পনায়ও ছিল না আমার, সেগুলো একত্রপ্রকাশ করতে যাব কেন ?

আর ছবি ? *খেয়া*-র দুঃসাহসী সম্পাদক পুলক হাসান তাঁর পত্রিকায় (২৫তম বর্ষ, উদ্বোধনী সংখ্যা, আগস্ট ২০০৮) আমার আঁকা ছবি ছেপে আমার ভিতরকার ষাটের দশকের অশোক সৈয়দকে জাগিয়ে দিলেন আবার। লেখার মতো আমার আঁকা ছবিও ছড়ানো বাড়িময়। সেও আকস্মিক। টুকরোটাকরা। কাটুমকুটুম। সেও অপ্রাসঙ্গিক।

বছর তিরিশ আগে পিকাসো-র ছবি এঁকেছিলাম। এ বছর অনিন্দিতা দেবী একদিন বিকেলবেলা জমিয়ে আমাকে বিঠোফেন (১৭৭০-১৮২৭)-এর অদ্ভুত জীবনকাহিনি শোনালেন। আমি বিস্মিত, মুগ্ধ। কবে বিঠোফেন-জীবনবৃত্ত কিনে রেখেছিলাম। উল্টেও দেখা হয়নি কোনোদিন। সেদিন আমার আবার শরীর খুব খারাপ। বাড়িতে শুয়ে আছি। মনে ছিল, কোন আলমারিতে আছে — এটুকুই। রানুকে বললাম আলমারিটা খুলতে। কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে বইটি বের করলাম। দাগ দিয়ে দিয়ে পড়ে হতবাক। *Beethoven : The Composer as Hero* বইটি আমাকে প্রমত্ত রাখল কয়েকদিন। পরদিন সকালবেলা কি-একটা জরুরি কাজে বেরোনোর কথা, একটু দেরি হয়ে গেল, বিঠোফেন-এর প্রতিকৃতি পেন্সিলে ধরে রাখলাম সক্কালবেলাই। আর যিনি এই মহাজীবনের সন্ধান দিলেন, সেই অনিন্দিতা দেবীর একটি প্রতিকৃতি কী না-আঁকলে হয় ! কাজেই সেটাও সম্পন্ন করা গেল। অপ্রাসঙ্গিকের ভার যে নিয়েছে স্বেচ্ছায়, তাকে এরকম কত কাজই-না নিষ্পন্ন করতে হয়। সবটাই ক্রীড়াচ্ছলে। সবটাই ক্রীড়া ! যেমন — আমার নোটবইয়ের পাতা থেকে এই অংশটুকু ———→

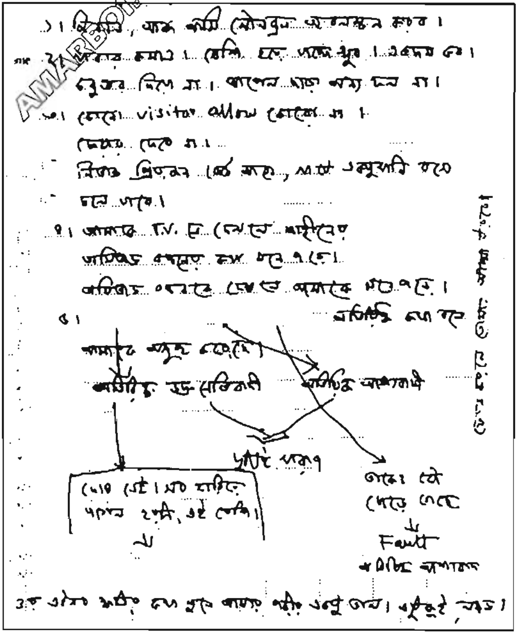

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

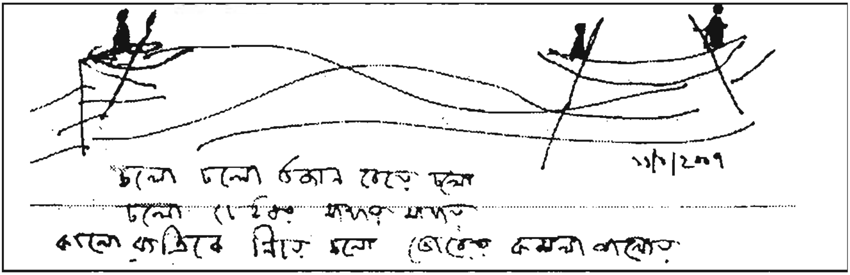

কিন্তু সবটাই কি ক্রীড়া ? ২০০৭-এর ডায়েরিতে যখন ওপরের ছবি আর লেখা তৈরি হয়ে উঠল আপনাআপনি, ডায়েরির একটা পৃষ্ঠার নিম্নাংশে, তখন কী জানি ছ-মাস পরে আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে, এবং তারপর ভাঙাচোরা শরীর-মনে লড়াই করে যেতে হবে ঢেউয়ের উজানে ?

তবু জীবন অপরাজিত। আমি কি দেখিনি, বিকেলবেলা, সন্ধের আগে আগে — একটু পরে আঁধার নেমে আসবে এরকম সময়ে — মাঠে শিশুদের ছোটাছুটির মধ্যে হঠাৎ ফোয়ারার মতো ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতির ওড়াউড়ি ? তা নাহলে অসুখবিজয়ী এরকম কবিতাও-বা লেখা হয়ে গেল কেন একজনের আসবার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ? —

AMARBOI.COM

সন্ধে সাড়ে-ছ'টা। ২২/৭/২০০৮

ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি **কুরচিফুল**

একটি পরী এসে ঢাকনা খুলে দিয়েই উড়ে গেল আকাশে। তারপরই ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে জ্বলন্ত লাভাস্রোত নামল। পুড়িয়ে দিল অরণ্য, জনপদ, মানুষ, পশু, উদ্ভিদ — সব, সমস্তই। একটা টলটলে জল-ভরা নদী এক ঘণ্টার মধ্যে রূপান্তরিত হলো একটি অগ্নিপ্রবাহে। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি নগর পরিণত হলো রূপকথার নিঝুমপুরীতে। সেখানকার গাছগুলো অঙ্গারের গাছ, বাড়িঘর কয়লার, মানুষ-মানুষী কালো কষ্টিপাথরের তৈরি। আর বিশ্বাস করবে তোমরা ? — সেই নগরের বাতাসও হয়ে উঠল কালো রঙের। শুধু ওই নগরের ওপরের আকাশটা হয়ে উঠল প্রগাঢ় নীলিমা, ইস্পাতের মতো ঝকঝক করতে লাগল। আর ওখানকার আকাশের সূর্য এমন রশ্মি ছড়াতে লাগল — যেন মনে হচ্ছিল সোনা-রুপোর সব বর্শা ছুঁড়ে মারছে। পৃথিবীর আর-কোথাও এরকম কিরণসম্পাত ঘটেনি কোনোদিন।

পরীটাকে কে না চেনে, সোনামনি ? তুমিই তো সেই পরী। আর ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিটা আমার হৃদয় ছাড়া — বলো — আর কার হতে পারে !

ও, আকাশে উড়ন্ত পাখিদের কলকাকলির কথা বলা হয়নি বুঝি ? — সেই শব্দ গেঁথে-গেঁথেই তো শত শত কবিতার পর কবিতা লিখে গেছি আমি ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অচেতন ও অবচেতন মিথ্যে না, কিন্তু সচেতনতাও কি অলীক ? যদি তা-ই হবে, তাহলে একঘর ভিড়ের মধ্যে এই কয়েকটি পঙক্তি লিখলাম কি করে ? —

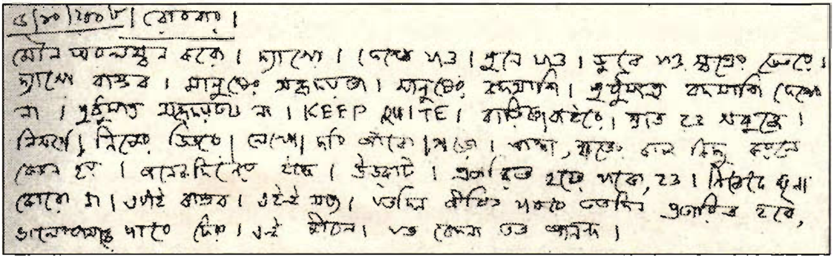

পড়ে মনে হবে : আমি একটি সংশ্লেষণে পৌঁছে গেছি। কিন্তু না, কোথাও পৌঁছোনো যায় না। জীবনে সংশ্লেষণ অসম্ভব, জীবন কোনো অঙ্ক নয়। এই সেদিন আঁকলাম 'কিশোরীর স্বপ্ন' —

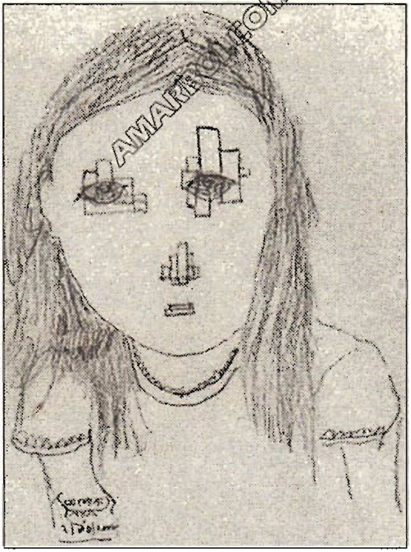

এই কিশোরীর মতোই—আমিও আজো স্বপ্ন দেখি—কল্পনা করি — সারাক্ষণ রাত্রির মতো অপেক্ষা করি সারাক্ষণ ভোরের সোনালির।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, আমি সুররিয়ালিস্ট নই, এক্‌জিস্‌টেন্‌শিয়ালিস্টও না। আমি আর্টিস্ট। আমার ডায়েরি আমারই মতো।

*

এই ডায়েরি প্রকাশের প্রথম পরিকল্পনা থেকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত সহায়তা দিয়ে গেছেন কবি-সমালোচক সাব্বির আজম। মইনুল আহসান সাবের, মাজহারুল ইসলাম, সাজজাদ হোসাইন খান এবং ড. অনু হোসেন তাঁদের পত্রিকায় গভীর গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছেন জর্নালমালা। *অন্যদিন* পত্রিকার মোমিন রহমান কত লেখাই-না লিখিয়ে নিয়েছেন অলস আমাকে দিয়ে। এই ডায়েরি সানন্দে প্রকাশ করেছেন সাহিদুল ইসলাম বিজু। সেলিম আহ্‌মেদ দুর্ধর্ষ প্রচ্ছদ এঁকেছেন। মিল্টন অমানুষিক শ্রম দিয়েছেন। 'পাঠক সমাবেশ'-এর প্রত্যেকটি কর্মীর সহায়তা পেয়েছি। বইটির অনুপম বাঁধাই সম্পন্ন হয়েছে বহুঅভিজ্ঞ শিল্পপ্রিয় আশরাফ শাহেব ও কুদ্দুস শাহেবের আন্তরিক উৎসাহে। — এঁদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

AMARBOI.COM

স্কলার-ইন-রেসিডেন্স
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি
ঢাকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ
আবদুল মান্নান সৈয়দ

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আমার উত্তরাধিকারীদের প্রতি নির্দেশ। — এই ডায়েরি যে-ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তার বাইরে অন্যকোনোভাবে যেন আমার ডায়েরি প্রকাশিত না-হয়। — আবদুল মান্নান সৈয়দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭৮

একটি অভিযান

AMARBOI.COM

৭-১২-৭৮ ♦ বৃহস্পতিবার

আমরা রওনা হলাম ভোরবেলা— ছ-টারও আগে। শীতকালের ভোর। আকাশে কুয়াশা আর আঁধার জড়ানো। তখনো রাস্তায় রাস্তায় নিওন-বাতি জ্বলছিল। রিকশায় যেতে যেতে মনে হচ্ছিল ঢাকার অতিচেনা রাস্তাগুলো একদম অপরিচিত—দীর্ঘ, বিশাল, পরিচ্ছন্ন — যেন অন্য কোনো শহরের মতো লাগছিল। রাতে ভালো ঘুম হয়নি – ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমে, স্বপ্নে, জাগরণে চলে গেল। অস্বস্তি হচ্ছিল, চোখ করকর করছিল, নানারকম সম্ভব-অসম্ভব স্বপ্ন-কল্পনার পাপড়ি উড়ছিল মনের ভিতরে। ভোরবেলা ঘুমটা যখন জাঁকিয়ে এল, তখনি উঠে পড়লাম। আসলে এই প্রথম দেশের বাইরে যাচ্ছি – উত্তেজনা, স্বপ্ন, কল্পনা তো থাকবেই।

বাসে করে ঢাকা থেকে যশোর অব্দি। ঘণ্টাখানেকও চলেনি বাস, থেমে গেল হঠাৎ। কী-একটা যন্তর খারাপ হয়েছে। গ্রামের গাছপালা চা-খানার সামনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। বাস থেকে নেমে পড়লুম। এখানে ঢাকার চেয়ে অনেক বেশি শীত, বড়ো—বড়ো গাছের ফাঁক দিয়ে যে-মিঠে রোদ্দ এসে পড়েছে তার ভেতরেও দাঁড়ানো যাচ্ছিল না, এমন কনকনে ঠাণ্ডা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর গা-শিরশির-করা বাতাস যেন হাড়ের ভেতরে গিয়ে চোখা বিঁধে যায়। ড্রাইভার-ছোকরাটি আনাড়ি। এক বয়স্ক অভিজ্ঞের পরামর্শে শেষ-পর্যন্ত আবার সচল হলো বাস। খুশি-আমি ওঁকে একটা সিগারেট খাওয়াতে চাইলাম। সিগারেট আমার অনভ্যস্ত, বেড়াতে বেরিয়ে শখ করে যে-প্যাকেটটি কিনেছিলাম আসলে তার ভারও লাঘব করতে চেয়েছিলুম।

১৯৯৮-৯৯ সালে নজরুল ও জীবনানন্দের জন্মশতবর্ষে ঢাকা ও কলকাতায় পরিব্যস্ততায় কেটেছে আমার দিনগুলি। রচনায়, বক্তৃতায়, গ্রন্থে, ভাষণে — নানাভাবে উদযাপিত। — আমার লেখার সঙ্গে ছবিটি জীবনানন্দের বিবাহ-বাসরের। ঢাকা, ১৯৩০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরিচা ঘাটে বাস-কোম্পানিরই নিজস্ব ফেরি। পর-পর যে-দুজনই সারেং ফেরিটা চালাচ্ছিল, তাদের বিশিষ্টতা লক্ষ্য না-করে উপায় নেই। প্রথম যে-বৃদ্ধ লোকটি চালাচ্ছিলেন, তার চোখ যেন কোন দূরলোকে ডুবে আছে। আর দ্বিতীয় লোকটি লঞ্চের চাকাটি ঘুরোতে ঘুরোতে আমাদের দিকে চেয়ে অন্তরঙ্গের মতো হাসছিল গল্প করছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে। তার যে তখন ফেরি চালিয়ে কোনোরকমে সংসার চালাতে হয়, তাকে দেখলে কে তা বলবে !

যশোরে পৌঁছলাম বেলা আড়াইটের দিকে। ওখান থেকে বেবি-ট্যাকসি যেখানে থামল, সেখান থেকে রিকশা ধরে মাইল দেড়-দুই এলে আমাদের ক্‌াস্টমস। তিনটে অংশে ভাগ করা : ভ্রমণের উদ্দেশ্য ; হেলথ সার্টিফিকেট ; চেকিং। পার হয়ে একটা কুলি — বাচ্চা ছেলে — আমাদের জিনিশপত্র নামিয়ে দিলে একটি জায়গায়। 'এই পর্যন্ত আমাদের সীমানা', বললে। ভারতীয় কুলি ওখান থেকে আমাদের জিনিশপত্র তুলে নিলে। ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করলাম। হরিদাশপুর চেকপোস্ট। আবার তিনটি অংশ : ভ্রমর্ণের উদ্দেশ্য; চেকিং; হেলথ সার্টিফিকেট। পার হতে হতে সন্ধে ঘনিয়ে এল। দেখি সাড়ে-পাঁচটা বাজে। ভারতীয় সময়। আধ ঘণ্টা কমিয়ে নিলুম ঘড়ি। ভারতীয় সময় অনুযায়ী। আবার বেবি-ট্যাকসি ধরে বনগাঁ রেলওয়ে

আমার বিশ্বাস (১৯৮৪) গ্রন্থটি প্রকাশ করে আমার বন্ধু আন্‌ওয়ার আহমদ তার 'রূপম প্রকাশনী' থেকে। বইয়ের পশ্চাৎপ্রচ্ছদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেশন। বনগাঁ বোধহয় চব্বিশ পরগনার মধ্যে। মনে হচ্ছিল কত চেনা সব। রাস্তার দু ধারে গাছপালা। তারই ভেতরে এক-একটা কাঁচা শাদা ধুলো-ওড়া রাস্তা বেঁকে চলে গেছে। একটা-দুটো দোকান মোড়ে। মনে হচ্ছিল, এই তো আমার দেশগাঁ। এই পথটাই চলে গেছে সাঁইপাড়া কি জালালপুরে।

বনগাঁ স্টেশনে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত্রি হয়ে এল। ছ-টা তেত্রিশএর ট্রেনে (ইলেকট্রিক ট্রেন) চড়ে বসলুম। রেলস্টেশনে বসে কমলালেবু খেলাম– এক টাকা তিরিশ পয়সায় চারটে। আশ্চর্য। আমাদের দেশে অচিন্তনীয়। একজন লোক বনগাঁ থেকেই আমাদের সঙ্গ নিয়েছিলেন। মধ্যপ্রদেশে বাড়ি ছিল তাঁর একদিন। পাকিস্তান হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানে সপরিবারে চলে গেছেন। এই লোকটাও চলে যাবেন। যাবার আগে বোধহয় শেষবারের মতো জন্মভূমিতে যাচ্ছেন। লোকটার চোখে-মুখে আশ্চর্য ভয়ের ছাপ দেখলুম। কী অসহায়তা ! রাস্তায় আসতে আসতে মনে হচ্ছিল, রাষ্ট্র কিছু নয় — রাষ্ট্র মানুষকে কতটুকু দ্যায়। রাষ্ট্রের চেয়ে ভাষা বড়। আমি বাংলাদেশের সন্তান, তার চেয়ে অনেক বড় আমি বাংলা ভাষার সন্তান। রাষ্ট্র জন্মায়, রাষ্ট্র ভেঙে যায়, কিন্তু ভাষা আবহমানের। শেয়ালদা অব্দি লোকটা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এল।

পঁচিশ বছরেরও আগে কোন ছেলেবেলায় আমি ছিলাম এই শহরে। শুধু আবছাভাবে মনে ছিল ট্রাম চড়ার কথা, আর একদিন বিদ্যুৎ-তাড়িত হয়েছিলাম একটি বাড়িতে। ব্যস, আর কিছু মনে নেই। ট্রেনের কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আশ্চর্য শহরটা। আলোকোজ্জ্বল ঘিঞ্জি বসতি। রাতের কলকাতা।

এত ক্লান্ত ছিলাম, যে, শেয়ালদাতেই একটা হোটেলে উঠলাম। হোটেল থেকে নেমে গিয়ে খেলাম। একটা হোটেলে। হোটেলটার নাম 'সাধুর হোটেল'। ভেতরে লেখা রয়েছে 'নিরামিষ ভোজনালয়'। খাবার দাম আশ্চর্য শস্তা। দুরকম নিরামিষ তরকারি। ডাল, ভাত দুজন খেলাম। অমৃতসমান লাগল খেতে।

তারপর হোটেলে ফিরে এলুম। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছিল। অচেনা জায়গা, আগের রাতেও ভালো ঘুম হয়নি, সারাদিন দারুণ ধকল গেছে, তবু বোধহয় উত্তেজনাতেই ঘুম মাঝে মাঝে ভেঙে যেতে লাগল।

৮-১২-৭৮ ♦ শুক্রবার

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। স্নানঘরে একফোঁটা পানি ছিল না। কাউন্টারে গিয়ে দেখি কেউ নেই। হোটেলের বোর্ডাররা চ্যাঁচামেচি করছে। অনেকেই হয়তো ঘুমিয়ে। শেষ-অব্দি পানি এল। গোসল-টোসল সেরে আমাদের স্যুটকেস আর এ্যাটাচি কেস নিয়ে রওনা হলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছে ছিল না একেবারেই। তবু একটা মানুষ-টানা রিকশায় উঠতে হলো। সামনে একটা চাকা না-লাগিয়ে দুটো বড় কাঠের ডাণ্ডা লাগানো। লোকটা ঠাট্টা করেই বুঝি সেই দুটি ধরে যখন উঁচু করল, তখন পড়ে যাই-যাই। খুঁজে খুঁজে বাস-স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। বাস আর আসে না। রিকশাঅলা বোধহয় বিহারি, আমাদের ফুটপাতে মালের দিকে নজর রাখতে বলে চলে গেল। অনেকক্ষণ পরে একটা বাস আসতে তাতে উঠে পড়ি। মিনিবাস বলে এগুলোকে।

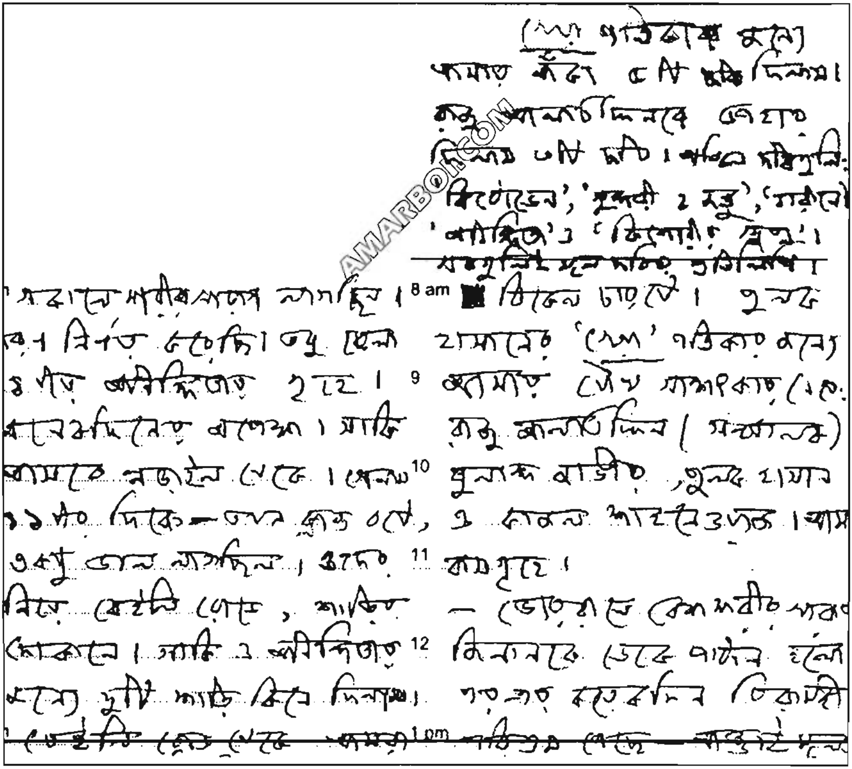

ডায়েরির একটি পৃষ্ঠাংশ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের এক অনুষ্ঠানে আমি ও আমার বন্ধু রেডিওর মহাপরিচালক কণ্ঠশিল্পী নাজমুল আলম।

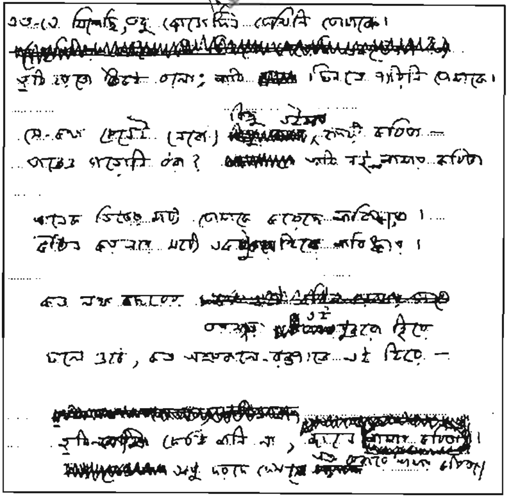

সাম্প্রতিক একটি কবিতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮২

কবিতার ঝাপট, চিত্রকলার চাপ

AMARBOI.COM

'To be radical is to grasp things by the roots. The root of humanity, however, is man himself.' —Marx

'Exatitude is not art.' —Delacroix (1850)

৪-৫-১৯৮২

রমণী

ব্রাউন ঘোড়ার মতো মনে পড়ে তোমাকে আমার।
নিতম্ব, গ্লোবের মতো, ভূমন্ডল ধারণ করেছে।
চৈত্রবাতাসের শব্দে তোমার কুহর ওঠে বেজে।
পাথর ফাটিয়ে ওই জেগে ওঠে তৃণভূমি, খুশি ও খামার।

কবিতার টুকরো

কেন জন্ম হয়েছিল ? কেন চোখে চোখ পড়েছিল ?
আবার জুলাই। বৃষ্টি। কতদিন পরে বৃষ্টি এল ফের ?
হৃদয়, ট্যাক্সির মতো, ছুটে চলে তোমার উদ্দেশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কন্যা জিনান। ১৯৮২ সালে। কলকাতার এক পথশিল্পীর পেন্সিল-ড্রয়িং।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রানু। আশির দশকে।

AMARBOI.COM

১১-৬-৮২

দুঃখ

কালো রাত্রি হয়ে ওঠে একটি গভীর নীল কুয়া;
তবু তার মধ্যে জ্বলে নক্ষত্র, সবুজ জল।
শাদা দিন হয়ে ওঠে বিশদ কাফন ;
তবু তার মধ্যে জ্বলে আত্মার সুরভি।
হৃদয়, ছিঁড়ো না কাঁটাতারে—ও তো স্বরলিপি।
নামো, ঝরনা, ফাটিয়ে পাথর। অরণ্য, সবুজ হয়ে ওঠে আরো
শিরা- ছেঁড়া টিয়ার চিৎকারে।

৩০-৬-৮২

জিনিশ

বিয়ের পর থেকে আমার বউ রিনা বলে, 'এটা কেনো! ওটা কেনো!' বিয়ের আগে থেকেই চিনতাম ওকে। তখন সে ওরকম, বোঝাই যেতো না।

'টেলিভিশন কেনো! টেলিভিশন!'

টেলিভিশন কেনা হলো।

তখন, 'ফ্রিজ চাই! ফ্রিজ!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ের সময় একটা ওয়ার্ডরোব পেয়েছিলাম। ছোট খুব। আমার পছন্দ বড়োশড়ো ওয়ার্ডরোব। একএক করে জিনিশ বাড়ছে। ঘরে রাখবার জায়গা নেই। আমি আপত্তি করি। কিন্তু আমার আপত্তি টেকে না।

মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা শুনি ফ্রিজের ভিতরে একটানা ঝিঁঝির আওয়াজ। কার্পেট হয়ে ওঠে মুথাঘাসের নরম। টিউবলাইট থেকে বেরিয়ে আসে মাখন। কিন্তু তারপরই প্রতিদিনের পুনরাবৃত্তি।

তারপর একদিন রিনা গেছে তার ভাইয়ের বাড়িতে। সঙ্গে গেছে খোকা—আমাদের একমাত্র সন্তান। আমি একা শুয়ে আছি। আলো জ্বেলেই শুয়ে পড়েছিলাম। মাঝরাতে ঘুম ভাঙতে দেখি ওয়ার্ডরোবের জায়গায় একটি শেগুনগাছ দাঁড়িয়ে আছে। খাবার টেবিলের জায়গায় গাছ। দামি চেয়ারগুলো একএকটা বিদেশি চারাগাছে রূপান্তরিত হয়েছে। আমি তার একগুচ্ছ তরুণ সবুজ পাতায় আদর করে হাত বোলাতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে ঘরের ভিতরটা যেন একটা অরণ্যে পরিণত হলো। আর তারপরই দেখলাম আমার দুটো পা থেকে শেকড় গজিয়ে ঢুকে যাচ্ছে মেঝের ভেতরে, হাত দুটো ডালের মতো ঝুলছে, আঙুলগুলো হয়ে উঠছে আশ্চর্য-সুন্দর পাতা, চোখ দুটো ফুলের কুঁড়ির মতো।

AMARBOI.COM

৮-৭-৮২

মধ্যবিত্ত

অন্যের দুঃখ দেখে ফেটে যায় হৃদয়ের কাচ।
অন্যের সুখ দেখে রক্তের ভিতরে অগ্নি জ্বলে ॥

তারিখহীন

'Always it is the sky, the things without limits that attract me and give me the opportunity of looking at them with pleasure.' —Cezanne (1886)

তারিখহীন

'Cold accuracy is not art. Skilful Invention, when it is pleasing or expressive, is art itself.' —Delacroix (1850)

'It was necessary...to do everything that was forbidden, and to reconstruct more or less successfully without fear of cxaggeration : even with exaggeration.' —Gauguin

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

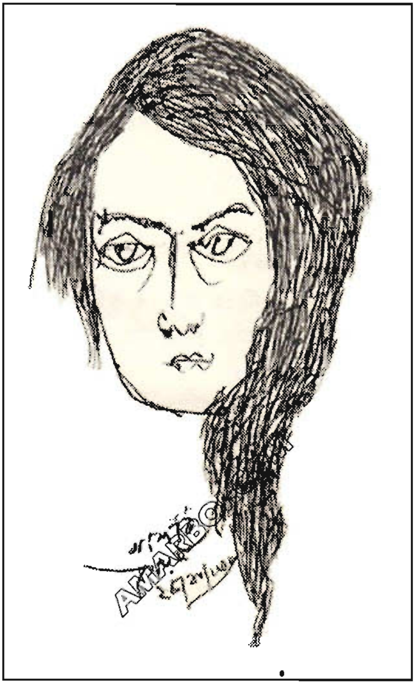

'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'।'
— চিত্রী : অশোক সৈয়দ

তারিখহীন

'I have tried to express the terrible passions of humanity by means of red and green.' —**Van Gogh (1888)**

তারিখহীন

কবিতার টুকরো

ঝরনার জলে ঐ প্রাকৃতিক ফ্যান ঘুরে যায়।
মাছ, তুমি চলেছ কোথায় ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

...
ট্যাক্সির বিরুদ্ধে তুমি, জাহাজের বিরুদ্ধেও তুমি,
লেদ্‌মেশিনের উড়োজাহাজের বুলডোজারের
বিরুদ্ধে প্রস্তুত তুমি। এইসব মেশিনের বিরুদ্ধে...

তারিখহীন

কবিতার টুকরো
জাগরণ আজ রাতে ফেরেনি বাসায়।
ওকে নিয়ে গেছে কারা ভুলিয়েভালিয়ে অন্ধ এক কুঠুরিতে।
ভেসেছে নালায় অনেক রুপোর মাছ– ঠান্ডা, মরা, শাদা।
মাঝরাতে অত্যদ্ভুত বিদ্যুৎ চমকায়।
গিয়েছে রুপোর মাছ এই পথ দিয়ে একদিন।
আজ রাত্রি কাটাবে কাদায়
ফরশা-চঞ্চল খরগোশ।

AMARBOI.COM

তারিখহীন

'My art is irrational, or flamboyant go-between, a blue spirit gringing out of my pictures. And I thought, down with realistic Naturalism, Imressionism and Cubism, they make me feel sad and constrained'.

—Chagall

৪-৮-৮২

এখন থেকে লিখব অভিজ্ঞতার কবিতা। অনুভূতির কবিতা লিখেছি অনেক—অভিজ্ঞতার কেলাসন ছাড়া চিন্তার শিরদাঁড়া ছাড়া কবিতা দাঁড়াতে পারে না, মনে হয়।

গতকাল (৩-৮-৮২) ছিল আমার জন্মদিন।...শাদা পাতা নষ্ট করা ছাড়া আর চলবে না একটি দিনও।

তারিখহীন

সত্য কথা
তোমার দু-চোখ দেখে মনে পড়ে বন্দুকের কথা।
তোমার যুগল স্তন, প্রিয়তমা, খামিরের মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— এইসব সত্যি কথা লেখাই যায় না কবিতায়।
কবিতায় লিখতে হবে চোখ দুটি ভ্রমরের মতো,
আর ঐ স্তন দুটি সরোবরে-ভাসা পদ্মফুল।

তারিখহীন

কবিতার টুকরো
সোনার কাপের মতো তোমার উজ্জ্বল স্তন দুটি
ব্যবহার করে গেছে কয়েকজন নেকড়ে-হায়েনা।
পাছার স্থাপত্য দেখে মূর্ছা গেছে শিল্পী পশ্চিমের,
উড়ন্ত ডিশের মতো চাঁদ ভেসে চলে গেছে।

তারিখহীন

খোলাখুলি
তোমাকে পেছন থেকে দেখে খুব ভালো লেগেছিল।
তোমার চওড়া পাছা মানকচুর পাতার মতন।
বহুক্ষণ ধরে আমি অনুসরণ করেছিলাম। তারপর মুখ দেখে ভীষণ হতাশ।
--আমারই এমন হয় ? অনেক অনেকক্ষণ পরে
যখন চেতনা ফোটে, সব লাগে করুণ বিস্বাদ ?

AMARBOI.COM

তারিখহীন

কবিতা মুদ্রিত শব্দ নয় কেবল, খোলা রাখে অভিজ্ঞতার পৃষ্ঠা।

সুররিয়ালিস্ট ইশতাহারে ফুটনোটে কেবল উল্লেখ ছিল চিত্রশিল্পীরা প্রথমদিকে দূরেই ছিলেন এই আন্দোলন থেকে, কেবল বন্ধুতা ছিল। ব্রেতোঁ-র আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর চারপাশের সমস্ত-কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করা।

১৯২২-২৩-এর শীতঋতুতে হোয়ান মিরো এবং আঁদ্রে ম্যাসন আবিষ্কার করেন এক পুরোনো দালানে ওদের স্টুডিও কাছাকাছি (এখানে পরে এসে আর্প যোগ দিয়েছিলেন ওঁদের সঙ্গে)। ওঁরা অতিদ্রুত পরিণত হন ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে। মিরো ম্যাসনকে জিজ্ঞেস করেন তিনি পিকারিয়া না ব্রেতোঁ কার সঙ্গে দেখা করবেন। ম্যাসন জবাব দিয়েছিলেন, 'পিকাবিয়া ইতোমধ্যে অতীত হয়ে গেছে। ব্রেতোঁ ভবিষ্যৎ।' মিরো একবার কিউবিস্টদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'আমি ওদের গিটার ভেঙেচুরে ফেলব।' ১৯২৪-এর মধ্যেই মিরো, ম্যাসন এবং তরুণ লেখকেরা ম্যাসনকে ঘিরে জমায়েত হন। মিশেল লিরিস, আনতোনিন আর্তো—এঁরাও সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের অংশিদার হয়ে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখহীন

স্বীকারোক্তি

মাফ করবেন আমাকে। কোনো মানে করতে পারি না।
সারাদিন অফিস করেছে। রাতে কেন মরে গেল ?
এত বৈষয়িক, তবু মৃত্যুকে তো এড়াতে পারল না।
কেন মৃত্যু ? জাগরণ কেন শুধু যন্ত্রণায় ছেঁড়া ?
অবিচ্ছিন্ন বাতাসেরা কলাপাতা টুকরো টুকরো করে।
কী বলে ওই কলাপাতা রাত্রিদিন অঝোর মর্মরে ?

তারিখহীন

জীবনানন্দ দাশের 'কার্তিকের ভোর : ১৩৫০' ১২-লাইনের ছোট একটি কবিতা। তারই মধ্যে কবিতার আত্মা ও শরীর দুদিক থেকেই প্রায় জীবনানন্দীয়। তাই আলোচনার জন্যে এই কবিতাটি বেছে নিলাম।–

১। হৈমন্তিক।

২। *সাতটি তারার তিমির*-এর সমসাময়িক। তাই সমকাললগ্ন। এই সময়কার লেখা অন্যান্য কবিতা।

৩। সুকান্ত ভট্টাচার্যের *আকাল* সংকলনে জীবনানন্দ অনুপস্থিত। সমাজতন্ত্রী কবিদের ওই সম্পর্কিত কবিতার সঙ্গে তুলনা।

৪। সমান দু ভাগে (৬ পঙক্তি) বিভক্ত, একই নিয়মে অমিল অসমমাত্রিক অক্ষরবৃত্তে লেখা। দুই স্তবকেরই শেষ দুই পঙক্তিতে অন্তমিল যেন কবিতারই গোপন অর্থে পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছে।

৫। আছে জীবনানন্দের বিখ্যাত চাবি-শব্দ 'তবু'র ব্যবহার।

৬। আছে oxymoron-এর আশ্চর্য প্রয়োগ : 'হৃদয়বিহীনভাবে আন্তরিকতা'।

৭। 'সূর্যলোকিত' শব্দের দুরকম ব্যবহার : প্রথমবার বাইরের অর্থে, দ্বিতীয়বার আত্মিক অর্থে।

৮। প্রথম স্তবকে পৃথিবীব্যাপী ভাঙনের উর্ধ্বে সূর্য চাঁদ প্রভৃতি; দ্বিতীয় স্তবকে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের ভিতরেই যুবক-যুবতীর অরোধ্য ভালোবাসা।

৯। 'কার্তিকের ভোর : ১৩৫০'–কবিতার এই শিরোনামও বিপরীতার্থক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮৫

ঘরকুনোর বঙ্গদর্শন

AMARBOI.COM

১-১-১৯৮৫ ♦ ১৭ই পৌষ ১৩৯১ ♦ মঙ্গলবার

রাত্রিবেলা লিখতে লিখতে টেলিভিশন আধো দেখতে দেখতে ও শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, সৃষ্টিশীলতায় ফেরা দরকার আবার। গল্প ও কবিতায়। ভিতরে একটি রণনও টের পাচ্ছি।

৪-১-৮৫

আমার সম্পাদিত *জীবনানন্দ* গ্রন্থটি আজ বিকেলে প্রকাশিত হলো। এটি 'চারিত্র গ্রন্থমালা ৩'। গত দুমাস থেকে বইটি নিয়ে খেটেছি।

৫-১-৮৫

'I cannot conquer everything. But I will to do so. Let me get my breath and cry once more : "Spend yourself, spend yourself again! Run till you are out of breath and die madly!..."...toil endlessly! Otherwise what would life be worth! We are what we have been from the beginning, and we are what we

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

shall be always, ships tossed about by every wind...I believe that life has no meaning unless one lives it with a will, at least at the limit of ones will.'

– Paul Gaugin : *Intimate Journal*

৩-২-৮৫
আজ সকাল সাতটায় নোয়াখালির উদ্দেশে রওনা হলাম। নোয়াখালি মহিলা কলেজে অধ্যাপক হিশেবে যোগ দিতে হবে। বাস ধরলাম যাত্রাবাড়ি বাসস্টপেজ থেকে। আড়াইটায় মাইজদি। নেমে মহিলা কলেজ। অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম জগন্নাথ কলেজে কমার্সের অধ্যাপক ছিলেন– আমার পূর্বপরিচিত। আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন তিনি আমাকে।

৪-২-৮৫
অনেকদিন পরে আজ প্রথম ক্লাস নিলাম। বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষের ও বি.এ. প্রথম বর্ষের। মেয়েদের কলেজ। অল্প কয়েকটি মেয়ে। পড়ালাম গল্পসংকলন ও প্রবন্ধসংকলন থেকে– বই বেরিয়েছে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির পক্ষে। দুপুরবেলা বেরিয়ে সিনেমা দেখে এলাম একটা। টেলিফোন অফিস থেকে ফোন করলাম ঢাকায়। রানু-জিনানদের সঙ্গে কথা বলে স্বস্তি।

AMARBOI.COM

৫-২-৮৫
আজ দুটো ক্লাস নিলাম–বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষের ও আই.এ. প্রথম বর্ষের।

বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষে পাঠ্য : নাটক *কৃষ্ণকুমারী* (মাইকেলের এই নাটকটি আমরাও পড়েছিলাম ইউনিভার্সিটিতে); আবুল মনসুর আহমদের *সত্য-মিথ্যা* (অপাঠ্য–ছাত্রী ও অধ্যাপকদেরও সেই মত); এছাড়াও কবিতা (জীবনানন্দের 'বনলতা সেন', নজরুলের 'বিদ্রোহী', রবীন্দ্রনাথের 'চঞ্চলা'); গল্প (রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র', পরশুরাম, বনফুল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমুদ্রের স্বাদ', আবু রুশদ); আর প্রবন্ধসংকলন।

আই.এ.তে পড়ালাম রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী'। মেয়েরা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। রবীন্দ্রনাথের লেখার কুশলতাও তারা যথেষ্ট উপভোগ করল। ঢাকা থেকে Peter Boerner-এর যে-গোয়েটে-জীবনী এনেছিলাম, সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম। দু-একটি উদ্ধৃতি : 'Serenity & honesty are the key to everything', 'I have never pretended in my poetry.' বিকালবেলা তিনটি ছেলে এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। সাহিত্য ব্যাপারে সাক্ষাৎ। আমার নির্জনতা ভঙ্গ হওয়াতে খুব খুশি নই। আমি এখন নির্জনতাভিখিরি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

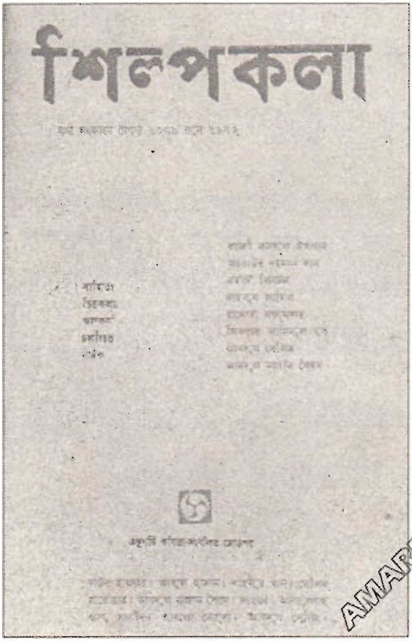

আমি ও আমার বন্ধু আবদুস সেলিম (বর্তমানে নাট্যজগতের সঙ্গে যুক্ত) *শিল্পকলা* নামে এই লিটল ম্যাগাজিনটি সম্পাদনা করতাম। ১৯৭০ সালে প্রথম প্রকাশিত। ৮টি সংখ্যা বেরিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। পরে আমরা দুজন *চারিত্র* নামে আরেকটি লিটল ম্যাগাজিন বের করি।

AMARBOI.COM

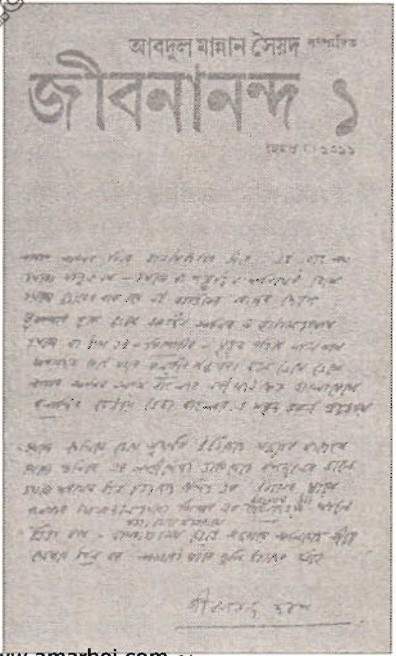

জীবনানন্দ নামে একটি
লিটল ম্যাগাজিনের
দুটি সংখ্যা বের করেছিলাম।
হেমন্ত ১৩৯১ বঙ্গাব্দে, ১৯৮৪ সালে।
পুরোটাই জীবনানন্দ দাশ-সংপৃক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬-২-৮৫
দুটো ক্লাস নিলাম আজ। সন্ধেবেলা এখানকার দুটি উৎসাহী তরুণ আমার কাছে আসে। খসরু একজনের নাম, আরেকজন।

৭-২-৮৫
সকাল সাতটার সময় ঢাকার উদ্দেশে বাসে রওনা দিলাম। উপাধ্যক্ষ মোখলেসুর রহমান আমার সঙ্গে নোয়াখালি থেকে চৌমুহনি পর্যন্ত এলেন। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক আবদুর রশিদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা ভোলবার নয়। ঢাকায় পৌঁছোলাম দুটোর মধ্যে। সবাই খুশি।

২০-২-৮৫
'Life & color—it is the same thing.' —Marc Chagall

AMARBOI.COM

২২-২-৮৫

তুমি

সুদীর্ঘ রাস্তার মতো তোমাকে আমার মনে পড়ে।
ব্যাপক বৃষ্টির মতো তোমাকে আমার মনে পড়ে।
নিবিড় রাত্রির মতো তোমাকে আমার মনে পড়ে।
তুমি নেই। পথ জুড়ে শুধু পড়ে আছে দীর্ঘ রাস্তা,
দিগন্ত-প্রান্তর জেগে ধেয়ে-আসা বৃষ্টির বন্যতা, আর
রাত্রি—ঘনরাত্রি—তমস্বিনী নিশীথ—যামিনী ॥

নোয়াখালিতে বাসে আসতে আসতে কবিতাটি লিখলাম। আমার কবিতায় যতিচিহ্নও একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। এই কবিতার খশড়া করেছি ৩রা জানুয়ারির পৃষ্ঠায়। এখন হোটেলে বসে মনোমতো যতিচিহ্ন বসিয়ে প্রকৃত শান্তি পেলাম। একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে সৌভাগ্যবশত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *লাল সালু* উপন্যাসটি পেয়ে গেলাম বইয়ের দোকানে। বইটির উপরে বিস্তারিত লিখব এবার।

২৬-২-৮৫
সকালবেলা রেস্তরাঁয় খেতে গেছি। কাল খেতে খেতে পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক রবিউল হক এসেছিল এবং যেচে আলাপ করেছিল। আজো আমার টেবিলে এসে বসল একজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞেস করল, কাল টেলিফোন পেয়েছিলেন ঢাকার ? মনে হলো, ছেলেটিকে টেলিফোন অফিসে দেখেছিলাম যেন। এখানকার, এই মফস্বলের, চরিত্র দেখছি এটা : অসম্ভব কৌতূহল, অযাচিত জিজ্ঞাসা। এর মধ্যে একটি আন্তরিকতা আছে। তবে বিরক্তিও ঘটায় যথেষ্ট, কারো নির্জনে নিজের মধ্যে থাকা মুশকিল।

দশটার সময় কলেজে গেলাম। তিনটে পর্যন্ত থাকলাম। রোজ তাই থাকি। দীর্ঘ সময়। অনেক দিন পরে অধ্যাপকদের সঙ্গে। ভালোই কাটে। সংকীর্ণতা। প্রমুক্তি।

২৭-২-৮৫

দুপুর পর্যন্ত ক্লাস করলাম। তিনটে পর্যন্ত। বিকেলে পাবলিক লাইব্রেরিতে। শাহান শাহেবের সঙ্গে অনেকক্ষণ। আরেকজন ভদ্রলোকের সঙ্গ।

তারপর রেস্তরাঁয়। নোয়াখালি কলেজের রফিক শাহেবের সঙ্গে রেস্তরাঁয় রাত দশটা পর্যন্ত। শেষ দিকে ওই কলেজেরই ম্যানেজমেন্টের এক অধ্যাপক এলেন। আন্তরিক আপ্যায়ন দুজনরাই। বিস্ময়। শ্রদ্ধা। দেখে আমারও বিস্ময়।

AMARBOI.COM

৫-৩-৮৫

'We must be nothing but want to become anything.' —Goethe

১১-৩-৮৫

গতবার নোয়াখালি ভ্রমণের মতো এবারও উঠেছি সেই ছোট হোটেলটায়। এই হোটেলের পাশে পাইস হোটেলের মতো ঢালাও ব্যবস্থার গ্র্যান্ড হোটেলে খেয়ে এত গরম লাগছিল যে, ডাব খেলাম একটা। একটা ডাব চার টাকা। ঢাকার চেয়ে কম কী ? তারপরও ক্লান্তি যায় না দেখে আর অভ্যাসবশত চা খাবার জন্যে ঢুকেছিলাম কিরণ হোটেলে। ঢুকতেই নোয়াখালি কলেজের (ওই হোটেলেই গতবার পরিচিত) অধ্যাপক মোদাচ্ছির শাহেবের সঙ্গে দেখা। মনে মনে নির্জনতা ভঙ্গ হওয়ায় বিরক্ত হলেও তার গল্পের তোড়ে ভেসে গেলাম বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। অদ্ভুত লোক। বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী। ১৯৭১ সালে ভারতে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিজে ৩৬বার আত্মহত্যা করতে গেছেন। শেষবার কোনোরকমে বেঁচে যান। অদ্ভুত সব লোকজনের সঙ্গে মেশেন। প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল, হাসিব শাহেব আর আমি— জিন-ভূতের গল্প, অবিশ্বাস্য সব গল্প, ধর্মমিশ্রিত, বুদ্ধির বাইরের জগৎটি সম্পর্কে ব্যক্তিগত-শাস্ত্রগত উদাহরণ। রাত ন-টায় হোটেলে ফিরে শরীর ভেঙে ঘুম নেমে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২-৩-৮৫
আজ অপরাহ্নে রিলিজ হলাম। দুপুরবেলা কলেজ-কর্তৃপক্ষ আহার করালেন। সাধারণ কিন্তু সৌজন্যময়। নোয়াখালি গার্লস কলেজে মাস দেড়েক থাকলাম।

১৪-৩-৮৫
আজ সকালে হেঁটে গেলাম অফিসে। জয়েন করলাম। একজন মেজর জেনারেল এই অফিসের প্রধান। 'সম্ভব হলে এ কথাগুলো কাউকে বলবেন না'—একথা বলে তিনি আমাকে নিভৃতে তাঁর বিশ্বাসের উচ্চারণ শোনালেন।

১৬-৩-৮৫
বিকাল পাঁচটার সময় প্রেসে যাব বলে বেরোচ্ছি, এমনি সময় এল বারেক আবদুল্লাহ। প্যাপিরাস প্রেসের মালিক, আমাদের ছাত্র হেলাল আত্মহত্যা করেছে। অবিশ্বাস্য মনে হলো। ওর সঙ্গে বেরিয়ে *বাংলার বাণী* কাগজে খবর দেখলাম। মৃত্যুর নানাবিধ কারণ শুনতে পেলাম। হেলাল ছিল আমার ছাত্র, খুব সহায়ক। তার ছাপাখানা থেকে আমার নয়টি বই মুদ্রিত হয়েছে। মনটা খুব খারাপ। আমার ব্যক্তিগত ক্ষতিও হলো। তবু জীবনের প্রবহমানতাকে মেনে নিতেই হয়।

AMARBOI.COM

১৭-৩-৮৫
সকাল সাড়ে-সাতটায় অফিসে এসেছি। টেলিফোনে কথা বললাম জিনান, রানু ও সায়ীদ ভাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ। সায়ীদ ভাই বললেন— নিঃসঙ্গতাই আমাদের পথ। এখন থেকে আমরা একা—কাজ করে যেতে হবে একাকী।— হেলালের মৃত্যুর ব্যাপারে অনেকগুলি সন্দেহ কাজ করছে। সায়ীদ ভাই জানালেন নতুন একটি তথ্য। দু-একদিনের মধ্যে কি মূল ঘটনা জানতে পারব? নাকি চিরতরে রহস্যই থেকে যাবে ? দুটোর সময় বাড়ি ফিরলাম। আহার। নিদ্রা। বিকাল পাঁচটার সময় হেঁটে ও বাসে গেলাম পুরানা পল্টনে। বাসে সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল। আমারই উদ্দেশে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে বাসে উঠে পড়েছে। 'বুকস অ্যান্ড পিরিয়ডিক্যালস' আজো বন্ধ কেন বুঝলাম না।

ওখান থেকে গেলাম 'প্যাপিরাস প্রেসে'। মিলাদ শরিফ হচ্ছে হেলালের স্মরণে। মোতাহার হেলালের মৃত্যুর কারণ বর্ণনা দিল। সাড়ে-সাতটায় রিকশায় বাসায় ফিরলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বিশ্বাস গ্রন্থের প্রকাশন-উৎসবে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে, শরিক হয়েছিলেন অনেক সুধী ব্যক্তি। ছবিতে বাঁদিক থেকে : জরিনা আখতার, শামসুর রাহমান, নূরুল কাদের, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, কবীর চৌধুরী, নাজমুল আলম প্রমুখ।

AMARBOI.COM

৩০-৩-৮৫

ভূমিকা

দীর্ঘদিন চলে গেল বাস্তবের সঙ্গে ক্রমাগত সেতুর নির্মাণে।
সম্পূর্ণ হলো না আজো। বারবার ভেঙে ভেঙে পড়ে।
অফিসে যাবার পথে ভোরের বাতাস যে-কবিতা আনে,
তা যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে সহকর্মীদের ঐকাহিক স্বরে।
এম্নিভাবে কতবার ভেঙেছে কবিতা।
দারুশিল্পে অবিরল কুরে-খুঁড়ে গেছে ঘুণপোকা।
গেছে রাম বনবাসে। পাতালে ঢুকেছে গিয়ে সীতা।
উজ্জ্বল দিনের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঝড় একরোখা।
এরই মধ্যে আজ চাই কবিতার দীপ্ত উচ্চারণ।
কল্পনা ও বাস্তবের আতীব্র সংঘর্ষে আজ দেখা দিক
অগ্নির অমোঘ জাগরণ।
অনেক দাহের শেষে আজ মেনে নিই এই স্বাভাবিক :
পাথরে জাগ্রত হয় অগ্নি, পাহাড়ে প্রপাত,
অফুরান জ্যোৎস্নায় জ্বলে ওঠে তমস্বিনী রাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩১-৩-৮৫

নোয়াখালি

রেলওয়ে স্টেশন ওই, সোনাপুর থেকে আসে ট্রেন,
তারপর চলে যায় ঢাকার উদ্দেশে।
লিপ্ত হয়ে আছি মাঠে, বাংলাদেশের প্রায় শেষে।
পৃথিবীর সব শান্তি এখানে সফেন।
সমুদ্র ? সরে গেছে অনেক দক্ষিণে, তিরিশ মাইল দূরে,
পড়েছে চরের পর চর,
তোমার আননও আজ মুছে আসে দিনে দিনে,
মাটির গভীর থেকে স্থূল-সূক্ষ্ম কত স্তর-স্তরান্তর।
অনেক শব্দের পরে ভালো এইখানে থেমে থাকা–
ট্রেন-চলে-যাওয়া দ্বিগুণ নিস্তব্ধ স্টেশনের খুব কাছে।
মনে হয় জীবনের নিরন্তর ঘুরে-যাওয়া চাকা
নৈঃশব্দ্যের পাশে থেমে আছে।
প্রতিযোগিতার পারে, তুমিহীন অন্ধকারে পড়ে আছে একখানি বল্।
দক্ষিণ বাতাসে আজ তিরিশ মাইল দূরে সমুদ্র উতল ॥

AMARBOI.COM

৫-০৪-৮৫

কমলাপুর রেলোয়ে স্টেশন। সকাল সাতটা। মুশাররফ করিম–'আবুল মনসুর আহমদ সংসদে'র সভাপতি– স্টেশনে এসে দ্রুতযান রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর একটি কক্ষে তুলে দিল আমাদের। সেখানে ছিল সালিম হাসান ও সেলিম। এলেন শিল্পী আবদুর রাজ্জাক, সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী ও কবি সিকদার আমিনুল হক। ময়মনসিংহের উদ্দেশে সকাল সাতটায় রওনা হয়ে পৌঁছোলাম বেলা এগারোটার দিকে। উঠলাম ডাকবাংলোয়। দুপুরে খাওয়ার পর এখন এটুকু লিখলাম। পাঁচটার দিকে বেরিয়ে দেখলাম ব্রহ্মপুত্র নদ। সার্কিট হাউস থেকে একেবারে কাছেই। সার্কিট হাউসের উল্টোদিকে চমৎকার বিশাল মাঠ, তার উল্টোদিকে আলেকজান্ডার ক্যাসেল। কোনো-এক আলেকজান্ডার শাহেবের ভ্রমণ উপলক্ষে এক জমিদারের নির্মাণ। বিশাল প্রাসাদ। আজ ছুটির দিন [শুক্রবার] বলে ভেতরে অবশ্য যাওয়া হলো না। ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে একটি ছোট সুন্দর পার্ক পেরিয়ে 'জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা'। দেখলাম । ছ'টার সময় টাউন হলে আমাদের সংবর্ধনা। তারপর একটি নাটক অভিনীত হলো। রাত্রি এগারোটায় সার্কিট হাউসে ফিরলাম। রাত দুটো পর্যন্ত আড্ডা। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল। কাজল শাহনেওয়াজ আমাকে বাস-স্টেশনে পৌঁছে দিল। সাতটায় ছেড়ে সকাল ন-টায় পৌঁছে গেল ঢাকায়। দশটার দিকে অফিসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেডিয়ামে ছিল খালেদ শাহেবের 'আইডিয়াজ' নামে বইয়ের দোকান। সেখানে আমরা যেতাম অহরহ। এই দোকানেই ১৯৭২ সালে পুনর্মুক্ত হয় পাকিস্তান আমলে বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ *সত্যের মতো বদমাশ*। তৎকালীন একজন সংসদ-সদস্য পুনর্মুক্তির উদ্বোধন ঘোষণা করেন। আমার বন্ধু আতাউর র. খান (বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) ব্যবস্থা করেছিল। উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কলেজের আমার শিক্ষক প্রফেসর রওশন আরা রহমান, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ প্রমুখ।

৭-৪-৮৫

ময়মনসিংহ

এই ব্রহ্মপুত্র নদ! পড়ে আছে বেশ শান্ততায়
এখন এপ্রিলে। চরের উপরে ধানখেত জাগর স্বপ্নের মতো।
রৌদ্র, হলদে রেশমি-শাল, শূন্য থেকে পদতল অবধি লুণ্ঠিত।
১৩৯১-এর শেষ দিনগুলি অতি দ্রুত চলে যায় :—
তারই মধ্যে একটি দিন ভেসে এল সার্কিট হাউসে
কোকিলের কণ্ঠ থেকে উড়ে-যাওয়া মুক্তার মতন।
এমনি দিনই গোলাপের মতো ফুটেছিল, চন্দ্রাবতী যখন
একমনে কবিতা লিখেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোলামাঠ, পামগাছ, আলোকজান্ডার ক্যাসেলের উল্টোদিকে দুদিনের পান্থনিবাস
ভুলিয়ে দ্যায় জীবনের ক্লান্তি, ক্ষুধা, অজস্র নৈরাশ,
অমোঘ অপরিতৃপ্তি, গাধা-টানা জীবনের জ্বর।
স্বর্গ থেকে এসেছিল এই একটি দিন—
(যেমন স্বর্গ থেকে চলে আসে কবিতার পরবর্তী লাইন)
রাত দুটো, ঘুমে কাৎ, শুনি পরবর্তীদের কণ্ঠস্বর ॥

৩০-৪-৮৫
আজ সকালে অফিস। অফিসে আন্‌ওয়ার আহমদ।

০১-০৫-৮৫
নজরুল-জন্মবার্ষিকী স্মরণিকা (নজরুল ইন্সটিটিউট)। আমার দুটি রচনা তৈরি করতে হবে— 'নজরুল ইসলাম' (পরিচিতি-প্রবন্ধ) আর নজরুল বিষয়ে স্বাধীনতা-উত্তর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা।

AMARBOI.COM

৬-৫-৮৫
'সাম্যের কবি সুকান্ত' (কথিকা)। রেডিও (আগারগাঁও)। সকাল ১০টায় রেকর্ডিং।

১৪-৫-৮৫
সন্ধে ছয়টা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। ফারুক আলমগীরের কবিতাগ্রন্থ *স্বপ্নের মধ্যে শৈশব*-এর প্রকাশন-উৎসব। আলোচনা।

১৫-৫-৮৫
'ফররুখ আহমদ' : *অঙ্গীকার*।

২৭-৫-৮৫
গতকাল রাত্রি ন-টা পর্যন্ত ব্যস্ততা গেল।

রাত্রি নটার সময় ফিরলাম *সানন্দ* অফিস থেকে। এখানে বসেই আমার এবারের ঈদ-সংখ্যার উপন্যাস 'এক উৎসব' সম্পূর্ণ করলাম। ফিরে এসে রাত্রি দশটায় ঘুম।

আমি আর সহকর্মী ইদ্রিস মিয়া বগুড়ার পথে। ঢাকায় গত কয়েক মাস থেকে যে-পরিমাণ ব্যস্ততা যাচ্ছে, তাতে এই পরিবর্তন জরুরি হয়ে উঠেছিল। বিকালে গেলাম বজলুল করিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

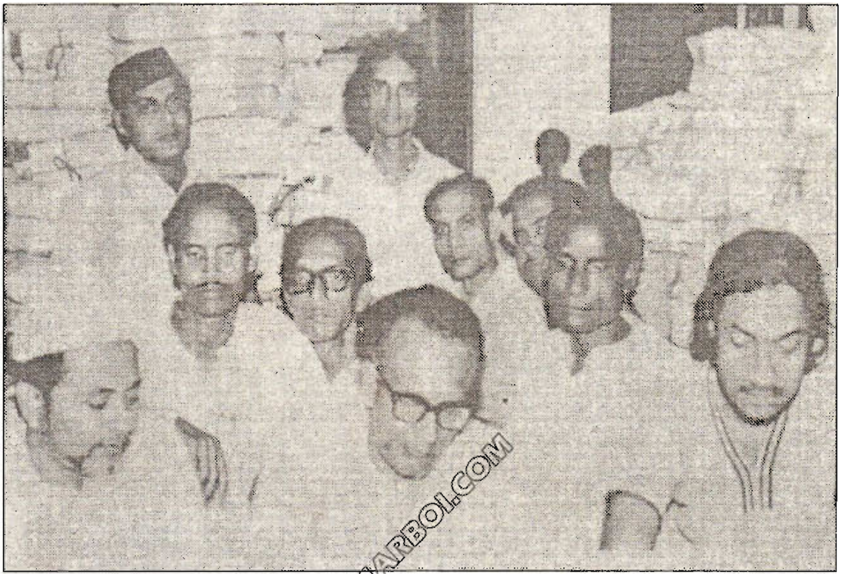

ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। আশির দশকের প্রথমে আমি কলকাতায় গিয়েই যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম *কাফেলা* নামে একটি পত্রিকার সঙ্গে, পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই। সম্পাদকমণ্ডলীর এক সভায় সম্পাদক আবদুল আজিজ আল আমান, মহমুদউল্লাহ, আমি, আবদুর রাকিব, ইবনে ইমাম প্রমুখ।

বাহারের গাড়িতে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট সংলগ্ন আবাসে। সেখান থেকে আবার সাতমাথায়। একটি চায়ের দোকানে বসলাম। এখানেই বগুড়ার তরুণ লেখকরা আড্ডা দ্যায় সন্ধ্যায়। বাহার, কাজী রব, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ অন্যান্য আরো তরুণ লেখক একসঙ্গে বসলাম ওই চায়ের দোকানে।

৩০-৫-৮৫

ডি.সি.র সহৃদয় আপ্যায়ন। সাড়ে সাতটায় NDC আমাদের প্রেস ক্লাবে পৌঁছে দেন। প্রেসক্লাবে 'কবিতাসন্ধ্যা'। কবিতা পড়লাম মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী রব, বজলুল করিম বাহার, আমি এবং তরুণ কবিরা কেউ কেউ। মু. শহীদুল্লাহ 'তাকে বলা যায়' নামে আমাকে উৎসর্গিত একটি কবিতা পড়ল। প্রচুর হাততালি। আমি পড়লাম নতুন-রচিত সনেটগুচ্ছ। ফারুক সিদ্দিকী পরে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩১-৫-৮৫
খাওয়া ও দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম। বিকাল চারটার সময় গেলাম পাহাড়পুর, নওগাঁ, রাজশাহির মধ্যে কিন্তু জয়পুরহাট থেকে ৯ মাইল দূরে। সরকারি গাড়িতে গেলাম। রসিক তুরী (৭১) নামে এক সাঁওতাল ইতিহাস বলল। ১৭৭টি কক্ষ, চারকোনা, প্রতি কক্ষে একজন ভিক্ষু থাকে, একটি ধ্যানবেদী। চারদিকে চারটি বিশাল দরোজা। কেন্দ্রীয় অফিসে মাঝে মাঝে ভেন্টিলেটরের মতো খোলা। বৈকালিক আলো-হাওয়ায় চমৎকার ভ্রমণ হলো। ১৯৩০ সালে অক্ষয় মৈত্রেয়, দিঘাপতির মহারাজা এঁরা খনন শুরু করেন।

১-৬-৮৫
চিনিকলের ডাকবাংলো।

২-৬-৮৫
ডাকবাংলোয় ইদ্রিস সাহেব বলছিলেন প্লেটোর *রিপাবলিক*-এর কথা। প্লেটো বলেছেন, শিক্ষা হবে একই সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি ও শরীরের চর্চা, আর সংগীতে সিক্ত হতে হবে, কেননা তাতে মন হয় কোমল।

AMARBOI.COM

৩-৬-৮৫
সাতটায় ঢাকার উদ্দেশে।

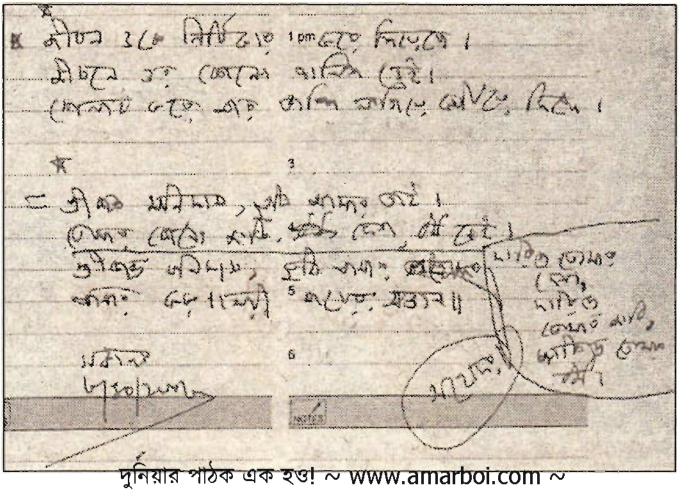

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার প্রথম বই। প্রথম কবিতার বই। বেরিয়েছিল ১৯৬৭ সালে। প্রচ্ছদ : রফিকুন্নবী। টানা-গদ্যে-লেখা এই বইটি ষাটের দশকে একটি ঝড় তুলেছিল। পক্ষে-বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন অনেকে। তখনকার দিনের সেরা পত্রিকা *সমকালে* এই বইয়ের দীর্ঘ আলোচনা লিখেছিলেন শওকত ওসমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বুক সোসাইটি' নামে বাংলাবাজারের এক প্রকাশনসংস্থা থেকে বেরিয়েছিল আমার উপন্যাস *পোড়ামাটির কাজ*। গৌতম বুদ্ধের কালের পটভূমিতে লেখা আমার বেশ কিছু গল্প-উপন্যাসের একটি। বুক সোসাইটি-র প্রকাশক মোস্তফা কামাল আমার একটির-পর-একটি উপন্যাস বের করে যাচ্ছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে আমার উপন্যাস লেখার চাড়ও কমে যায়। ও, একটি কথা বলতে ভুলে গেছি। *পোড়ামাটির কাজ* উপন্যাসটি প্রথম বেরিয়েছিল *সচিত্র স্বদেশ* পত্রিকায়। তখন উপন্যাসটির অসামান্য অলংকরণ করেছিলেন খ্যাতিমান অভিনেতা আফজাল হোসেন। আমার ইচ্ছানুসারে, প্রাণেশ মণ্ডল তারই অনুসরণে মলাটের ছবি এঁকেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

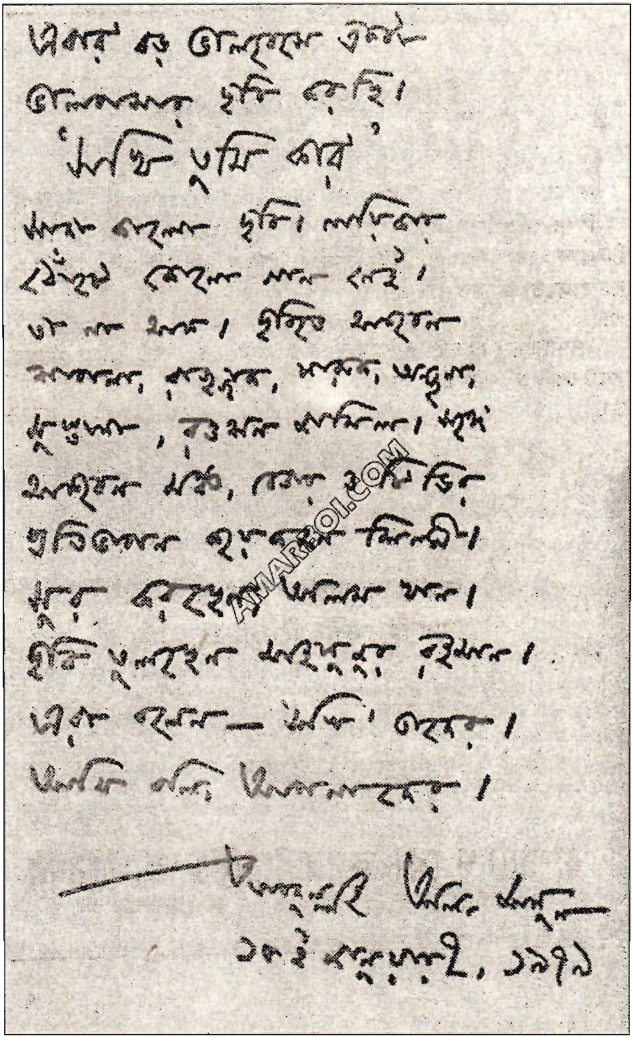

চারিত্র নামে একটি লিটল ম্যাগাজিন বের করেছিলাম ১৯৭৯ সালে। তার প্রথম সংখ্যায় আগাম ভালো টাকা দিয়ে তার পরিচালিত ‘সখি তুমি কার’-এর বিজ্ঞাপন দিয়েছিল নাট্যকার-অভিনেতা-পরিচালক আমার বন্ধু আবদুল্লাহ আল মামুন। এরকম নিজে বিজ্ঞাপন লিখে মামুন আর-কোথাও বিজ্ঞাপন দিয়েছে কিনা, জানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮৫তম নজরুল জন্মোৎসব

সর্বসাধারণের মুক্তপ্রবেশ

নজরুল পরিষদ ও কাফেলা পরিচালিত

১১ জ্যৈষ্ঠ ২৬ মে বৃহস্পতিবার বেলা ১টা থেকে মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে (২১ রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড) আবদুল মান্নান সৈয়দের সভাপতিত্বে নজরুল জন্মোৎসব। **প্রধান অতিথি শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। অংশগ্রহণে:** মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধীরেন বসু, কল্যাণী কাজী প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। নজরুল পুরস্কার (আজহারউদ্দীন খান) এবং কাফেলা পুরস্কার (আবদুল জব্বার) প্রদান অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ।

নজরুল পরিষদ ॥ বি২/২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-৭

জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপিত

কবি জীবনানন্দ দাশের ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ২২শে অক্টোবর কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের গ্রীন রোডস্থ বাসভবনে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের 'সমালোচনা সমগ্র' গ্রন্থটির প্রকাশনা উৎসব ও অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব আবদুল হাফিজ, গল্পকার নাজমুল আলম, শাহাবুদ্দীন আহমদ, কবি ফজল শাহাবুদ্দীন, শান্তনু কায়সার, সানাউল হক খান, নুরউল করিম খসরু, আনওয়ার আহমদ প্রমুখ। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে রূপম প্রকাশনী।

অনুষ্ঠানে জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত কবিতা থেকে আবৃত্তি করেন সেলিনা স্বপ্না, মানিহারুল ইসলাম ও আবদুল হাই শিকদার। সভাপতিত্ব করেন কবি আতাউর রহমান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেন আবদুল মান্নান সৈয়দ।

মা. বা.

কার্তিক। ১৩৯০

Publication ceremony

Staff Reporter

The publication ceremony of Amar Biswas, a collection of articles by poet Abdul Mannan Syed, will be held at 6-30 p.m. today (Tuesday) at the Isfendere Jahed Hasan auditorium of Biswa Sahitya Kendra at 14 Mymensingh Road, Dhaka. Prof. Kabir Chowdhury, Mr. SantoshGupta, Mr. Abdul Hafiz, Mr. Abdullah Abu Saed, Mr. Abdus Selim, poet Jarina Akhtar, Mr. Nurul Karim Khasru and publisher of the book Mr. Anwar Ahmed will participate in the discussion.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১ ৯ ৮ ৬

‘এখন’ ও তখন

AMARBOI.COM

১-১-৮৬ ♦ ১৬ই পৌষ ১৩৯২ ♦ বুধবার

ন-টা পর্যন্ত বাসায় স্নান, আহার, অফিসের প্রস্তুতি। অফিস। অফিস থেকে ব্যাংক, বাড়ি, আম্মা। দুপুরবেলা *এখন* অফিসে। এল ইকবাল আজিজ ও আবুল হাসানাত। হাসানাত ভাই কি ঈষৎ মনঃবৈকল্যে ভুগছেন ? আমাকে একবার ‘আপনি’ একবার ‘তুমি’ সম্বোধন করছিলেন। এম্নিতে ভালো লোক।

৪-১-১৯৮৬

‘জন্মের দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, আবার জন্মের দ্বারা কেউ অব্রাহ্মণও হয় না। কর্মের দ্বারাই মানুষ ব্রাহ্মণ হয়।’ — গৌতম বুদ্ধ

একদিন সমুদ্রতীরে এক স্তব্ধতার বিশালতা অনুভব করেছিলাম। সেটা ছিল দুপুর। সমুদ্রতীর ছিল জনশূন্য। আজ ১৯ বঙ্গবন্ধু এভেনিউয়ে *এখন* অফিসে সেই নীরবতা নেমেছে। দুপুর। আমি একাকী বসে আছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকদার গেল জাকি ভাইয়ের কাছে, গুলশানে। জাফরকে পাঠিয়েছি প্রেসে ও ব্লকের দোকানে। আমি একা।

একটু আগে এসেছিলেন কবি আবদুস সাত্তার, তারপর মুকুল চৌধুরী (ই-ফা-প্রযোজিত *অগ্রপথিক* পত্রিকার লেখার জন্যে শাহাবুদ্দীন আহমদ তাকে পাঠিয়েছেন), তারপর বিজ্ঞাপন ম্যানেজার রফিক চৌধুরী, তারপর ওই বিল্ডিঙেরই এক দোকানি সুরেশ। এক বিচিত্র স্রোতে ভেসে চলেছি। সকালে গেছে আরেক পর্যায়। বাড়ি, অফিস, বা-এ। এখন একাকীর বিজনতা।

৮-১-১৯৮৬

বিটিভি। 'বুলবুল কবি নজরুল'। রেকর্ডিং। উপস্থাপনা আমার। আলোচনায় অংশগ্রহণ : শাহাবুদ্দীন আহমদ (নজরুল-চর্চা), মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (নজরুল-সংগঠন), আবদুস সাত্তার (পুরোনো গ্রামোফোন রেকর্ড), শেখ লুৎফর রহমান (গান), বেগম সুফিয়া কামাল প্রমুখ। কবির জীবদ্দশায় মন্তব্যসমূহের উৎকলন।

AMARBOI.COM

২৫-৫-১৯৮৬

১১ই জ্যৈষ্ঠ। শিল্পকলা একাডেমী-তে নজরুল বিষয়ে আলোচনা।

১৮-৯-১৯৮৬

গতকাল আজিমপুর কলোনির ফ্ল্যাটের (১৩-এম) পজেশান পেয়েছি। আজ উঠলাম। চমৎকার ফ্ল্যাট। চারতলা। ঘর দুটি বড়। আলাদা ডাইনিং স্পেস। আলো-বাতাস সুপ্রচুর—যা আমি পছন্দ করি। আমাদের তিনজনের জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা।

১৯-৯-৮৬

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। নভেম্বর : ১৯৮৬।

জীবনানন্দ দাশের *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। ২২-১০-৮৬।

সমালোচনা-সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ। দ্বিতীয় সংস্করণ। রূপম প্রকাশনী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১ ৯ ৮ ৭

অতীতে-বর্তমানে

AMARBOI.COM

'Serenity and honesty are the key to everything'. —Goethe

১৭-৪-৮৭ ♦ ৩রা বৈশাখ ১৩৯৪ ♦ শুক্রবার

কবির কাজ (একটি গদ্য-সনেট)

কবির কাজ কি? সম্প্রতি মাঝে মাঝে ভাবি।
চিৎকার? স্লোগান? মিছিল? নান্দীপাঠ? জিন্দাবাদ?— তা না—
নিজেকে হাজারখানা
করে ছিঁড়ে ফেলেও তার অঙ্গীকার এবং তার দাবি
একমাত্র শব্দ আর ছন্দের কাছেই
জাগ্রত থাকবে সে বর্তমানে—
কিন্তু তার মানে
এই নয় যে আমূও নিমজ্জিত হবে সমকালেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বিশ্বাস : শেষ-পর্যন্ত
সমকাললিপ্ত নয়— সমকালভেদী তাকে হতে হয়।
একমাত্র তাহলেই মুঠো ভরে আনতে পারবে মনিরত্ন।
তার কাজ, তার পরিচয়
পিকাসো যেমন স্টুডিওতে স্বেচ্ছাবন্দি মহাযুদ্ধের অগ্নিবৃষ্টিতে
কিংবা অর্জুনের ব্যথিত বিস্ময়ে স্তব্ধ-হয়ে-যাওয়া দৃষ্টিতে ॥

৭-৯-৮৭

সকালবেলা অফিস। *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী : জীবন ও সাহিত্য* নামে যে-বইটি লিখছি তার জীবনীঅংশের কাজটি আগে শেষ করতে হবে। জীবনীর অন্তর্ভুক্ত 'সাময়িকপত্রে প্রকাশিত মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর রচনাপঞ্জি'র তৃতীয় পাঠ তৈরি করলাম খানিকটা। এসব কাজ কী বিপুল পরিশ্রমসাধ্য! কিন্তু কী আনন্দজনক !

গ্রীন রোডে গেলাম। আব্বা-আম্মার সঙ্গে আলাপ। বাজার করে রিকশায় উঠছি আজিমপুরের উদ্দেশে, পাড়ার একজন বর্ষীয়ান মুখ-চেনা ভদ্রলোক উপযাচক হয়ে জিগেস করলেন– ওখানে কি? বললাম— বছরখানেক হলো ওখানে আছি। উনি বললেন— ছোট ভাই দুটিকে দেখি না। বললাম— আছে ওরা। বললেন– সাত বছর ধরে শ্বাসকষ্টে ভুগছি। বললাম– আব্বা-আম্মাও তো অসুস্থ, জানেন বোধ হয়।

অদ্ভুত লাগল বৃদ্ধ বয়েসের এই নিজে থেকে আলাপ। মধুর। করুণ।

বিকেলে আবিদ আজাদের অফিস।

সন্ধেবেলা তালিম ভাইয়ের [কবি তালিম হোসেন] বাড়িতে। আমি, শাকেরউল্লাহ, বাবু রহমান। ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ আলাপ তালিম ভাইয়ের কবিতা নিয়ে। চমৎকার বললেন— 'দিতে এলে ফুল কে আজি সমাধিতে মোর!' রাত দশটায় ফেরা।

৮-৯-৮৭

দুটি কাজ করলাম আজ সকালে— ১। তালিম হোসেনের কবিতা— নোট। এবং ২। সমালোচনা— নোট।

বিকেল পাঁচটা থেকে ছ'টা।— মতিঝিলে আবিদ আজাদের অফিস। সন্ধে সাতটা থেকে রাত সাড়ে-ন'টা।— তালিম হোসেনের বাড়িতে। তাঁর কবিতা নিয়ে যে-আলোচনা লিখব সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ গভীর উদ্দীপক আলাপ।

'৪৭-পূর্ববর্তী তালিম হোসেনের অগ্রন্থিত কবিতার কয়েকটি পত্রকর্তিকা ও পাণ্ডুলিপি নিয়ে এলাম। নারী ও প্রকৃতি বিষয়ে কবিতা বা সামাজিক ব্যঙ্গকবিতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯-৯-৮৭

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে গেলাম। শাহাদাৎ হোসেনের *ইসলামী কবিতা*-র দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপবার জন্য প্রেসে গেছে। এখন অতিদ্রুত 'শাহাদাৎ হোসেনের গদ্য' ও তাঁর নতুন কবিতা সংযোজনের কাজটি করতে হবে।

সিকানদার আবু জাফর-সম্পাদিত *সমকাল* পত্রিকার কবিতা-সংখ্যা। ঐতিহাসিক মূল্যে বিশাল এই সংখ্যায় *সমকালে* আমার প্রথম প্রবেশ। প্রচ্ছদশিল্পী : সৈয়দ জাহাঙ্গীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

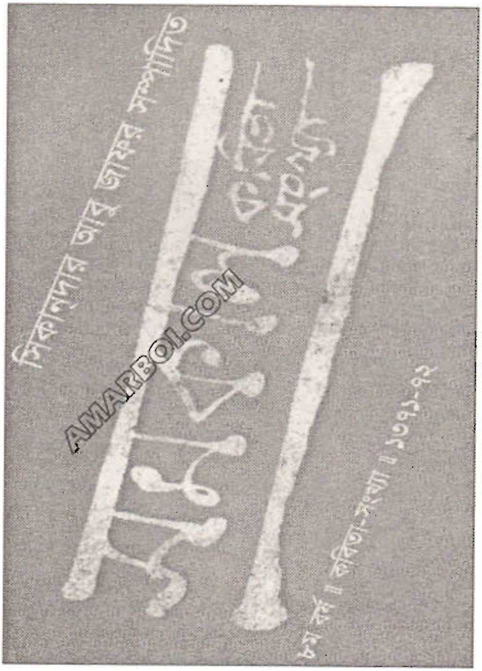

সমকাল কবিতা-সংখ্যার পুনর্মুদ্রিত প্রকাশ।
ভূমিকা আমার লেখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮৯

তা তা থই থই তা তা থই থই

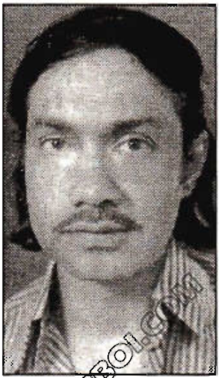

AMARBOI.COM

১-১-১৯৮৯ ♦ ১৮ই পৌষ ১৩৯৫ ♦ ইংরেজি নববর্ষ, রোববার

শুভ নববর্ষ।

সকাল সাড়ে-ন'টা ॥ অফিসে বসে লিখছি। সারা সকাল লেখার কিছু কাগজ গুছোলাম। এখন বুঝছি, শিল্পী-লেখকের জন্যেও শৃঙ্খলা কত দরকার। অনেক দিন অনেক বছর অগোছালো এলোমেলো স্বেচ্ছাচারী কাটালাম। এবার লেখার পদ্ধতি বদলানো জরুরি হয়ে উঠেছে। কেননা বিশৃঙ্খলায় অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে। এখন সময় বড়ো মূল্যবান। শৃঙ্খলা জরুরি।

রাত্রি দশটা ॥ বেলা এগারোটার দিকে ব্যাঙ্ক হয়ে বাড়িতে গেলাম। আব্বা বারান্দায় সোফায় বসে কাগজ পড়ছিলেন। ৩রা ডিসেম্বর আব্বার স্ট্রোক হয়েছিল। তারপর তাঁকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি। দুঃসহ দিন আমাদের। এখন একটু সামলে উঠেছেন— কিন্তু পুরোপুরি নয়। স্মৃতি কখনো আসছে, কখনো চলে যাচ্ছে। তবু আল্লার কাছে শোকর, তিনি এখন একটু ভালো। দুপুরবেলা অফিস থেকে ফিরে, খেয়ে, ঘুমোলাম। বিকাল থেকে রাত্রি ন-টা পর্যন্ত পত্রিকা অফিসে শিল্পতরু-তে— যেখানে আমি উপদেষ্টা সম্পাদক। *শিল্পতরু* দশম সংখ্যার (ডিসেম্বর ১৯৮৮) inner দেখে দিলাম — সম্পাদকীয়, সূচিপত্র ইত্যাদি। আশা করি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগামীকাল বেরুবে পত্রিকাটি। রাত্রিবেলা আবিদ আজাদের সঙ্গে রিকশায় ফিরি— ছাপড়া মসজিদের কাছে নামি। তারপর খেয়ে, এখন রেডিওতে গান শুনতে শুনতে, টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে, আধশোয়া হয়ে এই ডায়েরি লিখলাম।

২-১-৮৯

সকাল ন-টা ॥ এইমাত্র অফিসে এসে পৌঁছলাম। রাত্রিবেলা ঘুম হয়েছে ঠিকই, তবু সকালবেলা থেকে মাথা ঘুরছে কেন ? প্রেশার তো ঠিক ছিল এতদিন। আব্বার অসুখ শিকড়সুদ্ধ নড়িয়ে দিয়েছে। জাগতিক নিয়ম জেনেও মানুষ যতক্ষণ-না নিজে তার সম্মুখীন হচ্ছে, ততক্ষণ নির্বোধই থাকে। এখন লিখতে বসব।

বেলা একটা ॥ বাংলা একাডেমীর আজহার (ইউনির্ভাসিটিতে আমার ক্লাসমেট)কে ফোন করেছিলাম। বলল : বা-এ-র জীবনী সিরিজে আমার যে-বইটি লেখার কথা ছিল, *আবদুল গনি হাজারী*, এ মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দিলেও চলবে। কথা ছিল অনেক আগেই দেবার। যাই হোক, সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রাণপণ খেটে হলেও ১০ই জানুয়ারির মধ্যে বইটি তৈরি করব ইনশাআল্লাহ। নাহলে স্যার, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, রাগ করতে পারেন। যাই হোক, কাজটি করব।

সন্ধে সাতটা ॥ একটার সময় ডায়েরি লিখেই বাসায় চলে এসেছিলাম অফিস থেকে। তারপর এতক্ষণ বিশ্রাম, ঘুম; টিভি দর্শন। এবার কাজে বসব।

৩-১-১৯৮৯

প্রায় বারোটা ॥ গতরাত্রি ন-টার সময়ই শুয়ে পড়েছিলাম। ভালো লাগছিল না। বিশ্রাম ছিল প্রয়োজনীয়। রাতে ঘুম বিঘ্নিত হলেও সকাল সাতটা পর্যন্ত জোর করেই ঘুমোলাম বা শুয়ে থাকলাম। সাতটা থেকে ন-টা পর্যন্ত বাসাতেই লেখালেখির কাজ। লিখতে লিখতে *উষালোকে*-সম্পাদক মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ এল। *উষালোকে*-র এই সংখ্যায় মোহিতলাল বিষয়ক লেখার প্রুফ দেখে দিলাম। সংখ্যাটি *শিল্পতরু*-কে উৎসর্গ করছে— বলল।

ভোর পাঁচটা— ৪-১-৮৯ ॥ রাত সওয়া-তিনটের দিকে ঘুম ভেঙে গেল— তারপর আলো জ্বেলে পড়ছি, লিখছি। আমার সাধারণত গভীর ঘুমই হয়। কিন্তু আব্বার স্ট্রোকের পর থেকে— সম্প্রতি কিছুকাল— মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। বেশ অনেক বছর আগে এরকম হতো। তাতে সাহিত্যের দিক থেকে ফলপ্রসূই হয়েছে বলতে হবে। যেহেতু এখন ভোররাত, কাজেই ৪ জানুয়ারিই বলতে হবে ইংরেজি হিশেবে। কিন্তু এখানে লিখছি এজন্যে যা গতকাল আর ডায়েরি লেখা হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান সৈয়দ

আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ফসলী মৌসুমে পাকিস্তানী জান্তা কর্তৃক বাজেয়াপ্তকৃত "সত্যের মতো বদমাস" এর জনক আবদুল মান্নান সৈয়দ একজন কবি, প্রাবন্ধিক, কথাশিল্পী এবং একজন চৌকস সম্পাদক।

বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে সর্বাধিক বিতর্কিত অথচ নন্দিত এই সাহিত্যিকের জন্ম তারিখ ১৮ই শ্রাবণ ১৩৫০। মা কাজী আনোয়ারা মজিদ, বাবা সৈয়দ এ, এম, বদরুদ্দোজা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা-সাহিত্যে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (১৯৬৪) পাশ করে, তাঁর পেশা অধ্যাপনা। বর্তমানে কলকাতার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে যুক্ত থেকে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিষয়ে গবেষণাও করছেন।

একজন নিরলস ও সৎ পরিশ্রমী শব্দ শিল্পী আবদুল মান্নান সৈয়দ এর প্রকাশিত লেখার সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। তার গল্প ও কবিতা অনূদিত হয়েছে ইংরেজী, ফার্সী, হিন্দী ও উর্দু ভাষায়।

'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার-৮১' লাভের আগে তিনি সম্মানিত হয়েছেন "ইবাম স্মৃতি পুরস্কার ১৯৬৯", "হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার ১৯৭৩", "সমন্ত প্রকাশন সাহিত্য পুরস্কার ১৯৭৫" (কলকাতা) ও "সুফী মোতাহার হোসেন সাহিত্য পুরস্কার ১৯৭৬" পেয়ে।

১৯৮১ সালে 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার' পেয়েছিলাম আমার *করতলে মহাদেশ* প্রবন্ধগ্রন্থের জন্যে। তার আগেই আমি এই পুরস্কারের বিচারক হিশেবে কাজ করেছি। আলাওল পুরস্কারের অনুষ্ঠান যখন হয়, তখন আমি কলকাতায়। সেজন্যে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারিনি। পরে ফরিদপুরে গিয়ে পুরস্কার নিয়ে এসেছি। তখনও একটি ছোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন উদ্যোক্তারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪-১-৮৯

বেলা সাড়ে-বারোটা ॥ সাতটায় ঘুম ভাঙে। রাতে ঘুম ভেঙে ভোররাতে ঘুমিয়েছিলাম আবার। এখন থেকে রাতে টেবিল ল্যাম্প রেডি রেখেই ঘুমোব। যাতে ঘুম ভাঙলেই এসে কাজ করতে পারি। সময় তাহলে অপচয়িত হবে না। সাড়ে-আটটায় গেলাম বাংলা একাডেমীতে। আ-গ-হাজারী বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ। সেলিনা হোসেনের সঙ্গে দেখা হলো বাংলা একাডেমীতে। দুটি বই দেবার কথা আছে– তার কথা মন করিয়ে দিলেন। *ছন্দ* ও *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-রচনাবলী ১*। ফেব্রুয়ারিতে দেবো, মনস্থ করলাম। সে-কথা তাকে বললাম না। সাড়ে ন-টায় অফিস।

অফিসে এসেছি একটু আগে। এ বছর বই বের করার ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছি– সম্ভাব্য গ্রন্থের তালিকা এখনি লিখলাম। এর পর কাজে বসব।

৮-১-৮৯

তবু

এক-এক করে হতে থাকে সব দুয়ার বন্ধ
–তবু যে কি করে খুলে যায় সব গোপন দরোজা।
চোখ থাকতেও মনে হয় যেন নিজেকে অন্ধ
–তবু তার মাঝে চলতেই থাকে নিজেকে খোঁজা।

দিনগুলি চলে দ্রুতধাবমান ট্রেনের কামরা,
বোঝা-না-বোঝার কুয়াশায় মেশে নিকট-অতীত।
চুল-দাঁত খসে, নিভে যেতে থাকে উজল চামড়া,
–মাঠে মাঠে তবু লিপ্ত রয়েছে তীব্র হরিৎ।

দুপুরবেলাই নেমে আসে যেন গভীর সন্ধ্যা,
চারদিকে থেকে ঘিরে ঘিরে ধরে রূঢ় বলয়,
সুন্দর যেন সুন্দরী এক কাকবন্ধ্যা,
–তবু ভেসে আসে উদ্যান-থাকে স্নিগ্ধ মলয়।

–তবু দেখা দ্যায় রাত্রিশেষের সোনার কিরণ,
–তবু জ্বলে ওঠে রাত্রিকে ছিঁড়ে কৃত্তিকা,
শাদা পৃষ্ঠায় চলতেই থাকে শিল্পসৃজন,
বন্যার পরে সবুজে সবুজে ছেয়ে যায় ফের মৃত্তিকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

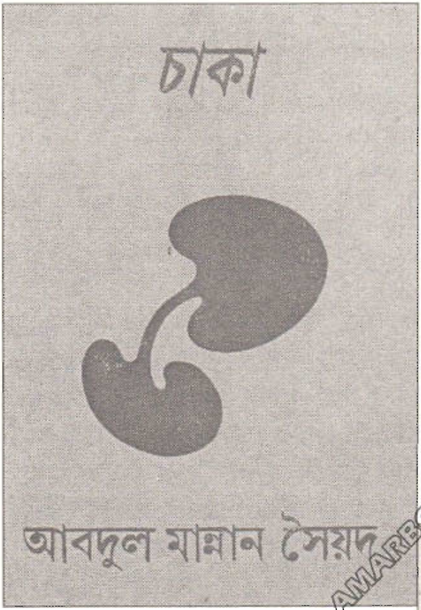

ঢাকা কাব্যনাট্যটি আমার বন্ধু মুস্তফা আনোয়ার ছেপেছিল তার পত্রিকায়। বোধহয় *কুঁড়েঘরে*। পরে আলাদা গ্রন্থাকারে বের করে দ্যায় ও-ই। ঢাকা রেডিও থেকে কাব্যনাট্যটি সম্প্রচারিত হয়েছিল। পরিচালক : দিলওয়ার হাসান।

AMARBOI.COM

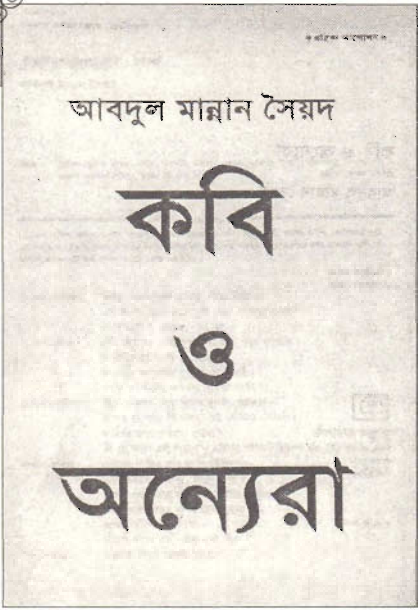

কবি ও অন্যেরা পুস্তিকা আকারে বের করে কাজল শাহনেওয়াজ। — *ঢাকা* এবং *কবি ও অন্যেরা* দুটি কাব্যনাট্যই হাতে হাতে বিতরিত হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮-১-৮৯ (সবুজে-সবুজ হয়ে ওঠো ফের)

(সবুজ আবার)

[৮ তারিখেই অফিসে বসে কবিতাটি লিখে ফেলেছিলাম।
১০ তারিখে কিছু সংশোধন করে এখানে টুকে রাখলাম।
৮ তারিখে ডায়েরি লেখা হয়নি, পৃষ্ঠা শাদা ছিল–
এখন কাজে লাগল– ১০-১-৮৯]

৯-১-৮৯

অফিসে এসেছিল 'প্রগতি' ও 'নওরোজে'র কবির খান। বিকালে শিল্পতরু হয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে গেলাম। ড. এনামুল হকের *ভীষণ সুখের নির্যাতন* কবিতাগ্রন্থের প্রকাশন-উৎসব। সভাপতি : কবীর চৌধুরী। বক্তা– আমি, আল মাহমুদ, সন্তোষ গুপ্ত এবং ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। আমার ভাষণই সবচেয়ে ভালো হয়েছে, সবার অভিমত। ওখান থেকে আল মাহমুদকে নিয়ে শিল্পতরু অফিসে। তরুণ লেখকরা ছিল। রাত দশটা পর্যন্ত সাহিত্য বিষয়ে তর্কাতর্কি। ক্লান্ত। বাসায় ফিরে *উষালোকে* থেকে একটা ডায়েরি পেলাম। শাকেরউল্লাহ দিয়ে গেছে। শাকের ও আহমদ আখতার এসেছিল। রাত বারোটার দিকে শুয়ে পড়লাম।

AMARBOI.COM

১০-১-৮৯

বেলা দশটা ॥ অফিসে এসেছি ন-টার আগে। *উষালোকে* পত্রিকার সম্পাদক শাকেরউল্লাহর টেলিফোন। আ-গ-হা-র জীবনী লিখছি।

বিকেল সাড়ে-চারটা ॥ শিল্পতরু অফিসে বসে লিখছি। অফিস থেকে বেরিয়ে 'আড়ং' থেকে কিনলাম ব্র্যাক প্রকাশিত কবীর চৌধুরী-অনূদিত আবদুল গনি হাজারীর ইংরেজি কবিতগ্রন্থ। ফিরে অফিস– চা-টা খেয়ে বেরোলাম। *বাংলাদেশ অবজার্ভার* অফিস লাইব্রেরি ও *দৈনিক বাংলা*-য় ওবায়েদ-উল হক, *দৈনিক বাংলা*-র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের অফিসে। নির্লিপ্ত, আন্তরিক ভদ্রজন। *অবজার্ভার* কেন ছেড়েছেন– সেই গল্প করলেন। বাসায় ফেরার সময় আবদুল হাফিজকে তোপখানা রোডে পেয়ে রিকশায় তুলে নিলাম। হাফিজ ভাইকে অসুস্থ বেকার হতাশ মনে হলো। ওবায়েদ শাহেবের উল্টো। প্রতিভাবান, পরিশ্রমী, কিন্তু অস্থিরচিত্ত বেশি– ইমোশনাল হলে যা হয়! একই ধরনে কত বিরোধী বিপরীত স্বভাবের মানুষের সঙ্গে দেখা হয় যে!

রাত দশটা ॥ একটু আগে শিল্পতরু থেকে ফিরেছি। শিল্পতরু থেকে আবদুল গনি হাজারী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্যে অভিযানে বেরিয়েছিলাম। সঙ্গে শুকচাঁদ রায়। সরদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়েনউদ্দীনের বাড়ি ও সেখান থেকে ইন্দিরা রোডে আ-গ-হা-র বাড়ি। যেতে যেতে শুকচাঁদের আত্মকথা মানে প্রেমের ইতিহাস শোনা। আ-গ-হা-র বাড়ি চেনা না-থাকায় ফিরে আসছিলাম। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সঙ্গে রাস্তায় দেখা– উনি গিয়ে চিনিয়ে দিলেন। প্রকৃত ভদ্রলোক। অভাবিতভাবে দেখা হওয়াতে অভিযান ব্যর্থ হলো না। কাল সকালে মিসেস হাজারীর সঙ্গে দেখা করব– আজ ছিলেন না।

১১-১-৮৯

খুব ব্যস্ত কিন্তু উজ্জ্বল দিন গেছে।

অফিসে সকালবেলা এসেছি।

সকালবেলা গেলাম মিসেস হাসনা হাজারীর বাড়িতে। আবদুল গনি হাজারীর বাড়ি। জীবনী লিখছি শুনে আগ্রহভারে আদর করে বসালেন। কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেল– সব নয়। সুশিক্ষিতা মহিলা– তবু মনে হয় লেখকরা এক নিজস্ব জগতের অধিবাসী, কেউ সেই দেয়াল ভেদ করতে পারে না। তবে কাগজপত্রও ঠিক করে রেখে যাননি কিছুই। ব্যস্ত, কিন্তু অগোছালো। ফররুখ যেভাবে গুছিয়ে রেখে গেছেন সব, তার উল্টো। মনে হয়, আমাদের সতর্কতা দরকার।

অফিসে ফিরে একটা পর্যন্ত।

দুপুরবেলা রানু আর জিনানকে নিয়ে বেরোলাম। কিছু কেনাকাটা। বহুদিন পর ওদের নিয়ে বেরিয়েছি। এখন থেকে মাসে অন্তত একবার করে বেরোব ওদের নিয়ে।

সন্ধ্যার দিকে ফিরলাম।

বিশ্রাম, ইতস্তত পড়া, লেখার একটু গোছগাছ, রাত দশটার আগে শুয়ে পড়লাম।

১৪-১-৮৯

বিকেল সওয়া-পাঁচটা ॥ গতকাল খুব কর্মিষ্ঠ দিন গিয়েছে। সকালবেলা গিয়েছিলাম আবদুল গনি হাজারীর ইন্দিরা রোডের বাড়িতে। তাঁর স্ত্রী হাসনা হাজারী ও ছেলে অন্তু আ-গ-হা সম্পর্কে অনেক তথ্য দিলেন। হাজারী ভাইয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র মাহমুদ হাজারী এলেন এগারোটায়। খুব কাছে থেকে দেখেছেন হাজারীকে। একে ভালো লাগল। একটা মানুষকে আবিষ্কার করা অসম্ভব– তার কত দিক আছে। হাসনা হাজারীর অনুরোধে দুপুরে খেতেও হলো। বেলা একটার সময় বেরোলাম ওখান থেকে। দুপুরে ঘুমিয়ে চারটে থেকে লিখতে শুরু করলাম রাত্রি ন-টা পর্যন্ত। টিভি নাটক দেখে দশটার সময় ঘুমোলাম। রাত দুটোর সময় ঘুম ভাঙল। দুটো থেকে পর্যন্ত পাঁচটা কাজ করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ (১৪-১-৮৯) অফিসে ন-টার দিকে। আ-গ-হা প্রায় শেষ করে এনেছি। আগামীকাল জমা দিতে পারব ইনশাআল্লাহ। অফিসে অনেক টেলিফোন আর ব্যক্তি।

২৩-১-৮৯

বেলা দশটা ॥ ন-টার সময় অফিসে এসেছি। অনেকদিন পরে ডায়েরি লিখছি। দিনগুলো দ্রুতগামী ট্রেনের কামরার মতো অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আগের পৃষ্ঠায় (২২-১-৮৯) অফিসের দেরাজে-পাওয়া এক টুকরো কবিতা লিখে রাখলাম— কোথায় যে হারাবে! এত কাজ জমে আছে! এত এলোমেলো! কী করে যে শামাল দেবো! প্রাসঙ্গিক কিছু মন্তব্যও যোগ করলাম। *আবদুল গনি হাজারী* বইটি সম্পূর্ণ করে ১৫ই জানুয়ারি তারিখে জমা দিয়েছি বাংলা একাডেমীতে।

রাত সাড়ে-দশটা ॥ খুব ব্যস্ত দিন গেল। পৌনে একটা পর্যন্ত অফিসে। তারপর গ্রীন রোড বাড়িতে ও বাজার— দুটোর সময় জিনানকে নিয়ে নিউমার্কেটে। তিনটে থেকে আটটা পর্যন্ত বিরামহীন কাজ করলাম। শিল্পতরু। *চেতনায় জল পড়ে শিল্পের পাতা নড়ে* inner সমেত কাজ শেষ করলাম। মলাট আগেই ছাপা হয়ে গেছে। কয়েকদিন পরে বইটি বেরুবে, আশা করা যায়। আমার কাজ সম্পূর্ণ হলো— এটাই শান্তি।

AMARBOI.COM

২৬-১-৮৯

বেলা সাড়ে-নটা ॥ ন-টার দিকে অফিস এসেছি। গতকাল সারাদিন লিখে জীবনানন্দ দাশের *শ্রেষ্ঠ কবিতা* বইয়ের ভূমিকা শেষ করেছি। প্রুফে কিছু যোগ করা উচিত হবে। আজ মোহিতলাল ও আগামীকাল সমর সেনের *নির্বাচিত কবিতা*-র ভূমিকা সম্পূর্ণ করতে হবে। গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশক : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

২৭-১-৮৯

বেলা সাড়ে-নটা ॥ ফ্ল্যাটের বারান্দায় রোদে বসে লিখছি। গতকাল ছোটাছুটি গেল। *চেতনায় জল পড়ে...*-র প্রুফ, জীবনানন্দ দাশের *শ্রেষ্ঠ গল্প*-এর ভূমিকা দিলাম শাকেরকে, দুপুরে বাড়ি ফেরা, সুলতান-রেসিন তাদের মেয়ে দুটো নিয়ে সারাদিন আমাদের এখানে, দুপুরে খেয়েই গ্রীন রোডে আম্মার সঙ্গে দেখা করে শিল্পতরু, রাত সাড়ে-আটটায় বাড়ি ফেরা, বিশ্রাম, ঘুম, ফলে কোনো লেখার কাজ হয়নি। ও, না, শিল্পতরুতে বসে আবিদের অনুরোধে *চেতনায় জল পড়ে...*-র জন্যে ২-পৃষ্ঠার আরেকটি লেখা লিখলাম। 'আমার সাহিত্য সম্পাদনা'। আজ পরিকল্পিত কাজ ধরব। অবশ্য বাংলা একাডেমীতে 'আ-গ-হা' বইয়ের প্রুফ দেখতেও বেরুব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

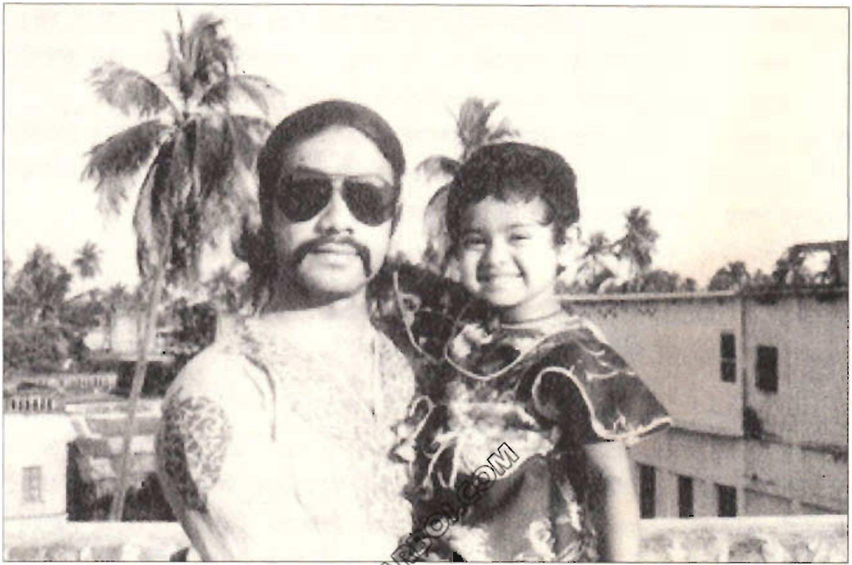

খুলনা। ১৯৭৮। রানুর এক খালার বাড়ির ছাদে। আমার কোলে জিনান। / খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে কবিতার আসরে কবিতা পড়েছিলাম সেবার। নিয়ে গিয়েছিল কবি ও প্রকৌশলী মিলন মাহমুদ – আমাদের সময়ের কবি। মিলন মাহমুদ পরে ঘোড়াশাল সার-কারখানায় এক বিস্ফোরণে নিহত হয়। ছিল অসম্ভব ভালোমানুষ। শুনলাম, সে-নিউজপ্রিন্ট মিলও লুপ্ত হয়েছে। / সেবার খুলনা রেডিওতেও একটি প্রোগ্রাম করেছিলাম।

২৯-১-৮৯

বেলা সওয়া-বারোটা ॥ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশিত মোহিতলাল মজুমদারের নির্বাচিত কবিতা সংগ্রহের ভূমিকা সম্পূর্ণ করলাম। ন-টায় অফিস। আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও বেলাল চৌধুরীকে *শিল্পতরু*-র ফেব্রুয়ারি সংখ্যার জন্যে প্রেমের কবিতা চেয়ে টেলিফোন। ফোনে বু ও মেজো ভাবির সঙ্গে আলাপ। অফিসে এল আহমাদ কাফিল। ৩১ তারিখে ইবরাহিম খাঁ সংক্রান্ত আলোচনাসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ। *ঢাকা* পত্রিকার ইউনুস এল। ক্যালেন্ডার দিল।

সমর সেনের কবিতা আলোচনার জন্যে ধরেছি আজকে। আগামীকাল সম্পূর্ণ করে জমা দিতে হবে।

রাত তিনটা (সুতরাং ইংরেজি মতে ৩০-১-৮৯) ॥ তিনটের সময় বেরিয়ে বাংলা একাডেমী, শিল্পতরু, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, নলেজ হোম, তারপর বাড়ি রাত আটটায়। সব জায়গায় কেন্দ্রীয় কাজ আশু গ্রন্থ প্রকাশনা। জানুয়ারি মাসে চারটি গ্রন্থের কাজ শেষ হলো—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১) *চেতনায় জল পড়ে...*, (২) *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ গল্প*, (৩) *আবদুল গনি হাজারী*, (৪) *মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা*। আগামী মাসেও অন্ততপক্ষে চারটি বইয়ের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এত কাজ জমে গেছে– এত প্রতিশ্রুতি ! এখন ছুটতে হচ্ছে।

আজকাল রোজ মাঝ-রাতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। সময়টা কাজে লাগাতে হবে। দেখছি পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি জিনিশ সময়। সক্রেটিস হেমলকের পেয়ালা মুখে দেবার আগে তার শিষ্যদের সময় ব্যাপারেই সচেতন করে দিয়েছিলেন।

৩০-১-৮৯

সন্ধে ছয়টা ॥ এখন বাংলা একাডেমী ঘুরে এসে, কিছু প্রুফ দেখে, এই ডায়েরি লিখলাম। সমর সেনের কবিতা বইয়ের ভূমিকা ১লা ফেব্রুয়ারি দিতে হবে– তার প্রস্তুতি নেওয়া দরকার।

৩১-১-৮৯

সকাল সাড়ে-সাতটা ॥ বাড়িতে বসেই লিখছি। আজ দুটি সভায় যোগ দান করতে হবে : ইবরাহিম খাঁ বিষয়ক একটি সেমিনারে (চেতনা সংসদ আয়োজিত, কাকলি বিদ্যালয়ে) আর শিল্পতরু অফিসে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠান। আমি মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন স্মৃতি-পরিষদের সম্পাদক। বিকাল পাঁচটায় অনুষ্ঠান।

বেলা দুটো ॥ নটায় অফিস। মল্লিক। তারপরে রফিক আজাদ। তার সম্পাদিত পাক্ষিক পত্রিকা *ঘরে বাইরে*-র জন্য কয়েকটি লেখা চাইল : গল্প (৫-২-৮৯ তারিখে দিতে হবে), উপন্যাস (২৫-২ তারিখে), কবিতাগুচ্ছ (২-৩ তারিখে), নিয়মিত সমালোচনা ইত্যাদি। এই লেখাগুলি দেবো ইনশাআল্লাহ। পরেও লিখব নিয়মিত। তবে সময় বের করতে হবে। অফিস থেকে বেরিয়ে ব্যাংক– পোস্টাফিসে রেডিও লাইসেন্স– গ্রীন রোডে আব্বা-আম্মার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরে স্নানাদি করে বারান্দায় বসে এই লেখা লিখলাম। তিনটের দিকে বেরোব।

(১-২-৮৯) বেলা সাড়ে সাতটা। গতকাল চেতনা সংসদ ও ইবরাহিম খাঁ পর্ষদ আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণ। মূল প্রবন্ধ : মজিদ মোহাম্মদ। সভাপতি : ড. করিম। প্রধান অতিথি : খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন। তারপর শিল্পতরু অফিসে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের জন্মদিন উদযাপন। সভাপতি : ডা. আবদুস সালাম। প্রধান অতিথি : তোফায়েল আহমদ। আলোচক : মোঃ গোলাম হোসেন। পুরো অনুষ্ঠান আমিই পরিচালনা করলাম।

২-২-৮৯

বেলা দশটা ॥ রাত তিনটে পর্যন্ত কাজ করব ঠিক করেও শুয়ে পড়লাম রাত সাড়ে-এগারোটায়। যৌবন! তবু রোজই চেষ্টা করতে হবে। যেমন, আজো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখালেখিতেই জীবন কাটল। কত পত্রিকা অফিসে গিয়ে-যে লিখেছি!
এক পত্রিকা অফিসে বসে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখছি, ড. আশরাফ সিদ্দিকী ছিলেন, বললেন–
লেখকদের পত্রিকাঅফিসে বসে গল্প-কবিতা লিখতে দেখেছি, প্রবন্ধ লিখতে দেখলাম প্রথম।

সকালে ছ-টার দিকে উঠে সাড়ে-আটটা পর্যন্ত কাজ করলাম। অফিসে আসতে আসতে প্রায় দশটা হয়ে এল। এখন অফিসে বসেই ডায়েরি লিখছি। সমর সেনের কবিতা বইয়ের ভূমিকাটি অনেকখানি হয়েছে– আজ সম্পূর্ণ করব ও জমা দেবো।

রাত আটটা ॥ সমর সেনের কবিতাগ্রন্থের ভূমিকা সম্পূর্ণ করলাম। একটু আগে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে গিয়ে দিয়ে এসেছি। বিকালে শিল্পতরুতে এসেছি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে ঘুরে এসে শিল্পতরু অফিসে বসে এই ডায়েরি লিখছি।

রাত দশটা ॥ শিল্পতরু অফিসে লিখতে লিখতে চট্টগ্রামের কাস্টমসের কালেক্টর মাহবুবুর রহমান শাহেব এলেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল। এঁরা সারা দুনিয়ার খবর রাখেন– বহু বিষয়ে স্বচ্ছ জানেন। আমাদের কর্মবিমুখতার প্রসঙ্গেই প্রধানত বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে এসে এটুকু লিখলাম। আমেরিকা, জাপান, জার্মানি, তাইওয়ানের কর্মলিপ্ততার কথা বললেন। ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বা-এ-তে জমা দিতে হবে 'বাংলাদেশের সাহিত্যপত্র' প্রবন্ধটি। আজ থেকে তার প্রস্তুতি নিতে হবে।

৩-২-৮৯

সেই নারী

কত রাত্রি হবে? খুব বেশি নয়। আমি ফিরছিলাম বিদ্যা দান করে। ইসলামপুরের রাস্তা দিয়ে। রিকশায়। রাত্রি দশটাতেও রাস্তায় প্রচুর লোকজন। দোকানপাট জ্বলজ্বল করছে। হঠাৎ দেখি– কিছু বোঝার আগেই– পা থেকে মাথা অব্দি সম্পূর্ণ নগ্ন এক নারী রাজরাজেশ্বরীর ভঙ্গিমায় রাস্তার এপার থেকে ওপারে চলে গেল। যানবাহন লোকজন কিছুকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না-করে।

আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে পারিনি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভেবেছি অনেকদিন, কে এই নারী ? আশপাশের কোনো বেশ্যাপাড়া থেকে বেরিয়ে এসেছে ? তার কি মাথা খারাপ ছিল ? কেন সে রাত্রি দশটার জমজমাট রাস্তা দিয়ে ওরকম উথালপাথাল নগ্ন দেহে হেঁটে পার হয়ে গিয়েছিল রাস্তা ? কোত্থেকে এসেছিল ? গিয়েছিলই-বা কোথায় ?

রাস্তার সমস্ত লোক কি তাকে দেখেছিল ?

নাকি ওই আশ্চর্য দৃশ্য কেবল আমিই অবলোকন করেছিলাম ?

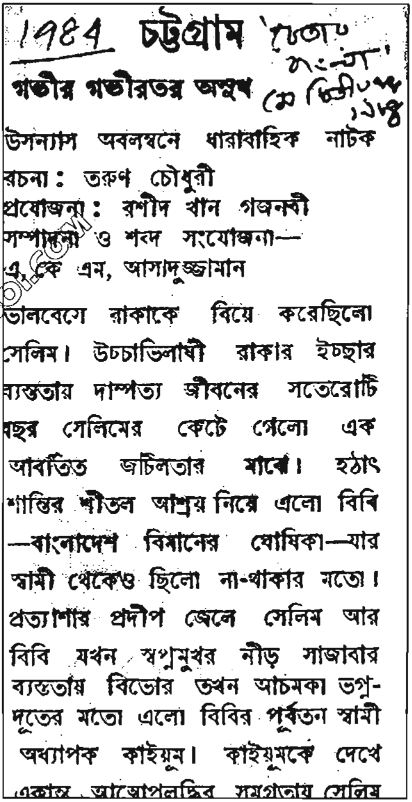
1984 চট্টগ্রাম

গভীর গভীরতর অসুখ

উপন্যাস অবলম্বনে ধারাবাহিক নাটক
রচনা: তরুণ চৌধুরী
প্রযোজনা: রশীদ খান গজনবী
সম্পাদনা ও শব্দ সংযোজনা—
এ. কে. এম. আসাদুজ্জামান

ভালবেসে রাকাকে বিয়ে করেছিলো সেলিম। উচ্চাভিলাষী রাকার ইচ্ছার ব্যস্ততায় দাম্পত্য জীবনের সতেরোটি বছর সেলিমের কেটে গেলো এক আবর্তিত জটিলতার মাঝে। হঠাৎ শান্তির শীতল আশ্রয় নিয়ে এলো বিবি—বাংলাদেশ বিমানের ঘোষিকা—যার স্বামী থেকেও ছিলো না-থাকার মতো। প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বেলে সেলিম আর বিবি যখন স্বপ্নমুখর নীড় সাজাবার ব্যস্ততায় বিভোর তখন আচমকা ভগ্নদূতের মতো এলো বিবির পূর্বতন স্বামী অধ্যাপক কাইয়ুম। কাইয়ুমকে দেখে একান্ত আত্মোপলব্ধির সমগ্রতায় সেলিম

খুলনা ও চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র থেকে আমার বেশ-কিছু গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ সম্প্রচারিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান সৈয়দ দীর্ঘকাল
ধরে লেখালেখি করে আসছেন।
তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা খুব
একটা কম নয়। সাহিত্যের বিভিন্ন
শাখায় তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। ১৯৭৫-এ
বেরিয়েছিল শেষ কবিতার বই 'নির্বা-
চিত কবিতা।' সাত বছর পর আবার
বেরিয়েছে কবিতার বই। একটি
নয় দু'টি। দু'টিরই প্রকাশক নওরোজ
কিতাবিস্তান।

'সংবাদ' পু ১৯৮৫

সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের বই দু'টির
নামও একটু আলাদা ধরনের।
একটি হচ্ছে 'কবিতা কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড" আর অন্যটি
"পরাবাস্তব কবিতা"। সম্প্রতি
"পোড়ামাটির কাজ" এবং "অ-তে
অজগর" নামে দু'টি নাতিবৃহৎ
উপন্যাসও বেরিয়েছে মান্নান সৈয়-
দের। প্রকাশক—বুক সোসাইটি।

কবি মহিউদ্দিনের মৃত্যুতে শোকসভা

শিল্প কলা দর্শন সমাজের উদ্যোগে আগামী ১৯শে ফেব্রু-য়ারী সকাল ১০ টায় কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের গ্রীন-রোডস্থ বাসভবনে কবি মহিউ-দ্দিনের মৃত্যুতে এক শোকসভার আয়োজন করা হইয়াছে। কবি হাসান হাফিজুর রহমান ইহাতে সভাপতিত্ব করিবেন। ১৯৭৫

রূপম-এর বই

আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর

নতুনতম প্রবন্ধ গ্রন্থ

আমার বিশ্বাস

প্রকাশনা অনুষ্ঠান—

২৮ সেপ্টেম্বর/সন্ধ্যে সাড়ে ছটা।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

১৭ ময়মনসিংহ রোড, ঢাকা

অনুষ্ঠান উপলক্ষে

২৫% কমিশনে বই বিক্রি।

সমীচীন মানব

গল্প থেকে নাটক

—তুমি যে প্রেমের কথা বলতে পারো—রাফেজা তা জানে না, চম্পার সঙ্গে অশ্লীল কথার খৈ ফুটিয়েছো সাইফা তা কল্পনা করতে পারবে না; আর তুমি যে সাংসারিক কথায় কত নিপুণ—চম্পা তা ভাবতেও পারবে না।

আমি নিজেও জানিনে কি করে বিভিন্ন জনের কাছে আমার আচরণ ও ব্যব-হারের এই ভিন্নতা সম্ভব হলো।

আবদুল মান্নান সৈয়দের গল্প অবলম্বনে নাটক "সমীচীন মানব" প্রচারিত হবে আগামী ১৩ই জানুয়ারী শুক্রবার বেলা ২-৩০ মিনিটে।

বেতার নাট্যরূপ: তরুণ চৌধুরী

প্রযোজনায়: সৈয়দ আবদুল মতিন।

খুলনা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত

১২৮৪

'বেতার বাংলা'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩-৫-৮৮
টুকরো কাগজে লেখা এই কবিতাটি খুঁজে পেলাম কাল আমার ছেঁড়া কাগজপত্রের স্তূপে। টুকরো কাগজে লিখব না আর ভাবছি। সংখ্যাচিহ্নিত খাতায় দেখা দরকার। তাহলে হারায় না। কবিতাটি এভাবেই এসেছিল। এখন একে কি বাঁধব ছন্দ-মিলে?—৫-২-৮৯।

৪-২-৮৯
সন্ধে সাড়ে-ছটা ॥ নটার সময় অফিস। রফিক আজাদ, মল্লিক ও তার দুই সহযোগী—ব্যাংক—বাংলা একাডেমী— বাড়িতে মেজজুরা—দুপুরবেলা বিশ্রাম—সাড়ে-তিনটা থেকে সাড়ে-ছ'টা পর্যন্ত জীবনানন্দ দাশের *শ্রেষ্ঠ গল্প*-র ভূমিকা সংশোধন ও সংযোজন করলাম প্রুফে। কাল শাকেরকে দেবো। বাড়িতে বসেই কাজ করলাম। আজ, শিল্পতরু-তে যাইনি বিকালে।

একজন রিকশাঅলা
মনে হয়, আমি ঠিক তোমার মতোই।—
অনিশ্চিত কম্পমান নিরুৎসাহ, দাহ সেও জ্বলছে ঢিমে তালে,
তবু এসে দাঁড়িয়েছি জীবিকার দায়ভারে। রাস্তায়।
বাঁচতে হবেই, যতক্ষণ বেঁচে আছি।
সাহস, সৌন্দর্য, সৃষ্টি—পৃথিবীতে কোথাও হয়তো বর্তমান :
আমি শুধু নেমেছি রাস্তায়।
কোনো দিন সে-সবের আশ্চর্য সাক্ষাৎ
পাব বলে বিশ্বাস করি না।
অবিশ্বাসেও জোর নেই।
শুধু ভেসে চলি।
শুধু চাকা ঘুরে যায় প্যাডেলের চাপে।
চাকা! চাকা! শুধু ঘুরে-যাওয়া চাকার মতন ॥

[১৪-২-৮৮
অফিসের দেরাজে এই কবিতাটি লিখে রেখেছিলাম। এখানে টুকে রাখলাম। টুকরো-টাকরা কবিতাগুলো একত্র করা দরকার।]

৫-২-৮৯
বেলা দশটা ॥ অফিসে এসেছি ন-টার দিকে। এইবার কাজে বসব। ৩-২-৮৯ তারিখে একটি পুরোনো কবিতা কপি করে রাখলাম—এবং মন্তব্য। ৪-২-৮৯ তারিখেরও আরএকটি কবিতা তুলে রাখলাম মন্তব্য সমেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী এক অনুষ্ঠানে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। আন্ওয়ার আহমদ, নাজমুল আলম, আমি।
আমার এই দুই বন্ধুই বেঁচে নেই আর। স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি।

AMARBOI.COM

রাত আটটা ॥ অফিসে এসেছিল নাজমুল— শাকের— জিল্লু প্রভৃতি। শাকেরকে জীবনানন্দের *শ্রেষ্ঠ গল্প*-এর সংশোধিত ভূমিকা দিলাম। শাহাদাৎ ভাই (খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন) বলেছেন *নজরুল একাডেমী পত্রিকা* আবার ধরবার জন্যে। প্রস্তুতি নিতে হবে। আজো শিল্পতরু অফিসে গেলাম না। বিকালে জিনান-রানুকে নিয়ে 'মুক্তধারা'র বইমেলায়। সন্ধেবেলা বা-এ থেকে আনা আ-গ-হা বইয়ের প্রুফ দেখলাম। এবার লিখতে বসব। রফিকের গল্প কাল দিতেই হবে।

৬-২-৮৯

রাত সওয়া-এগারোটা ॥ অতির্ব্যস্ত একটি দিন কাটালাম। অফিস। অফিসে আইয়ুব, রাশিদা, নাসির আহমেদ। অফিস থেকে সাড়ে-বারোটায় বেরিয়ে শিল্পতরু। শাকের। দুপুরে বিরিয়ানি খেলাম শাকের, নাসির, আমি। তিনটের সময় সৈয়দ ইকবালের অফিসে। বাংলা একাডেমী। শিল্পতরু। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। ফিরে আবার শিল্পতরু। রাত সওয়া-নটায় শিল্পতরু থেকে বেরোলাম। সায়ীদ ভাই আরো দুটি বইয়ের ভূমিকা লিখতে দিল—*বাংলাদেশের নির্বাচিত ছোটোগল্প ১* ও *বাংলাদেশের নির্বাচিত ছোটোগল্প ২*-এর। কয়েক দিনের মধ্যে দেবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭-২-৮৯

সকাল সাতটা ॥ একটানা লিখে *ঘরে-বাইরে* পত্রিকার জন্যে 'আবদুল হাফিজ : জীবন ও সাহিত্য' গল্পটি শেষ করব। দেখি, কতক্ষণ লাগে!

রাত সাড়ে-দশটা ॥ সন্ধে সাতটার দিকে গল্পটা শেষ হলো। প্রায় সারা দিনই লিখেছি। দুটো পর্যন্ত অফিস। দুটোর পর থেকে শিল্পতরু। শিল্পতরু অফিসে থেকে রাত সাড়ে-নটায় বেরোলাম। বাসায় এসে খেয়েদেয়ে এই ডায়েরি লিখছি। অনেকদিন পরে এই গল্পটি লিখে আজ অপরিসীম আনন্দ পেলাম। সৃষ্টির আনন্দের সঙ্গে আর-কোনো আনন্দের তুলনা হয় না। এ বছর প্রচুর গল্প লিখতে চাই। আল্লাহ চায় তো হবে।

৮-২-৮৯

রাত্রি প্রায় বারোটা ॥ সকালবেলা অফিস। জিল্লু। রফিক আজাদ। রফিককে 'আবদুল হাফিজ : জীবন ও সাহিত্য' গল্পটি দিলাম। বাংলা একাডেমী। বাড়ি। দুপুরে খাওয়া। ঘুম। তিনটের সময় গ্রীন রোডে আম্মার সঙ্গে দেখা করে শিল্পতরু। বাংলা একাডেমী মেলা। ফিরে শিল্পতরু। আমার *চেতনায় জল পড়ে শিল্পের পাতা নড়ে* প্রবন্ধগ্রন্থটি বেরুল শিল্পতরু থেকে। আজ।

AMARBOI.COM

আগুন

আজো যবে বিনীত অক্ষরে
ধরে যায় আগুন অম্লেয়,
রাত্রি তত ফর্শা হতে থাকে—
রাত্রি তত হতে থেকে ধ্যেয়।
মনে মনে জ্বলতে থাকি ফের,
মনে মনে বলতে থাকি : প্রিয়,
এম্নি করে গহন আঁধারে
তোমার পরশখানি দিও।
ফিরে দিও কবিতার জল,
ফিরে দিও কবিতার মাটি—
শব্দে যেন রঙ লাগে ফের,
রক্তে যেন হতে পারি খাঁটি ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজিমপুরের দক্ষিণ-খোলা চমৎকার ফ্ল্যাটে জীবনের সেরা কয়েকটি বছর কাটিয়েছি। ব্যস্ততা গেছে অসম্ভব সে-সময়, তারই সঙ্গে আনন্দ — অজস্র আনন্দ। বাড়িতে আর থাকতাম কতক্ষণ ! চিরকালই আমার পায়ের তলায় সর্ষে। কিন্তু ঢাকা শহরেই। প্রিয়তম শহর আমার ! — জিনানের তোলা ছবি।

AMARBOI.COM

৯-২-৮৯

সকাল ন'টা ॥ কাল শুতে শুতে দুটো বাজল। সাড়ে-সাতটায় উঠেছি। এখন অফিসে এলাম। অসম্ভব ব্যস্ত যাচ্ছে এ মাসটা— যাবেও। বইপত্র প্রকাশ, লেখালেখি— সব-মিলিয়ে। এখন, 'বাংলাদেশের সাহিত্যপত্রিকা' লেখাটি নিয়ে বসতে হবে।

১৩-২-৮৯

রাত্রি সাড়ে-আটটা ॥ একটু আগে বাংলা একাডেমী বইমেলা থেকে ফিরে খেয়েদেয়ে এই ডায়েরি লিখছি। সকালে ঘুম ভাঙে, দরোজার চাবি হারিয়ে এক নাটক। পরে চাবি পাওয়া গেল বিছানার ওপরেই। আশ্চর্য! তুচ্ছ ভুল কী নাটকই না তৈরি করে জীবনে! দশটার সময় জিনানকে নিয়ে নিউমার্কেট। ওর বইপত্র কিনে এগারোটায় ফিরে চা খাচ্ছি— এল ফারুক আলমগীর, আলী ইমাম আর আবৃত্তিকার এক তরুণ। টিভি প্রোগ্রাম, ১৩ তারিখে রেকর্ডিং, ১৬ তারিখে সম্প্রচার। দুপুরে খেয়ে, ঘুমিয়ে, তিনটের সময় অনেকখানি হেঁটে নিস্তব্ধ পলাশি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগন্নাথ হল, আশ্চর্য বসন্তের কোকিল ডাকছে গাছে, হলে গান বাজছে, গতকালই গুলিতে একটি ছেলে মারা গেছে, রীতিমতো ভয় লাগল পার হতে, মেডিকেল কলেজের কাছ থেকে একটা রিকশা পেলাম, বইমেলা, বা-এ প্রেসে আ-গ-হা-র শেষ তিন ফর্মার ফাইনাল প্রুফ দেখলাম, ফিরে বইমেলায় সৈয়দ ইকবাল—শাহাদাত বুলবুল—শিহাব সরকার—সায়ীদ ভাই—ফারুখ ফয়সালের সঙ্গে দেখা, শিল্পতরু স্টলের সামনে কিছুক্ষণ। রাজু আলাউদ্দিন—বুলান্দ জাভীর—আহমদ আখতার—পুলক হাসান। তারপর নিউমার্কেট হয়ে বাড়ি।

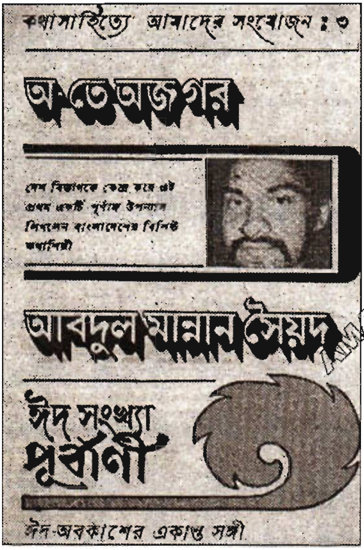

দেশবিভাগের পটভূমিতে লেখা আমার *অ-তে অজগর* উপন্যাসের বিজ্ঞাপন। ঈদসংখ্যা *পূর্বাণী* পত্রিকায়। *ইত্তেফাক* গ্রুপের কাগজ ছিল। উপন্যাসটি পরে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে।

১১-২-৮৯

রাস্তার পাশের বাড়িগুলো

রাস্তার পাশের বাড়িগুলো, মনে হয়,
আশ্চর্য রহস্যময়।
কারা থাকে এসব বাড়িতে ?
কিরকম করে তাদের দিনগুলো কাটে গ্রীষ্মে-শীতে ?
একদিন দেখতে যাব প্রত্যেক বাড়িতে—
স্বপ্নে-ঘেরা কী করে কাটায় এইসব ছেলেরা-মেয়েরা
ওদের প্রত্যেক দিন ?
ওরা কি জানে, কী-রঙিন
ওদের জীবনযাত্রা আমার দু-চোখে। না, দেখব না,
দেখলে স্বপ্ন ভেঙে যাবে : থাক স্বপ্নকল্পনায় বোনা।
ওদের আশ্চর্য দিন, ওদের আশ্চর্য রাত্রিগুলো
আমার দিনরাত্রি জুড়ে কেবলি উড়িয়ে যাক স্বর্ণরেণু
আর স্বপ্নধুলো ॥

এই কবিতাটি একটা ছিন্ন পৃষ্ঠায় খুঁজে পেলাম আজ, শেষের তিন-চার লাইন আজকেই যোগ করলাম— মূল লেখায় ছিল না। গত বছরই বোধ হয় লিখেছিলাম। কবিতাটি কোথায় মাথায় এসেছিল, তা কিন্তু মনে আছে ঠিকই। বেইলি রোডের অন্তর্গত রাস্তায় রিকশায় যেতে যেতে চিন্তাটা মাথায় এসেছিল কয়েক লাইন কবিতা সমেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

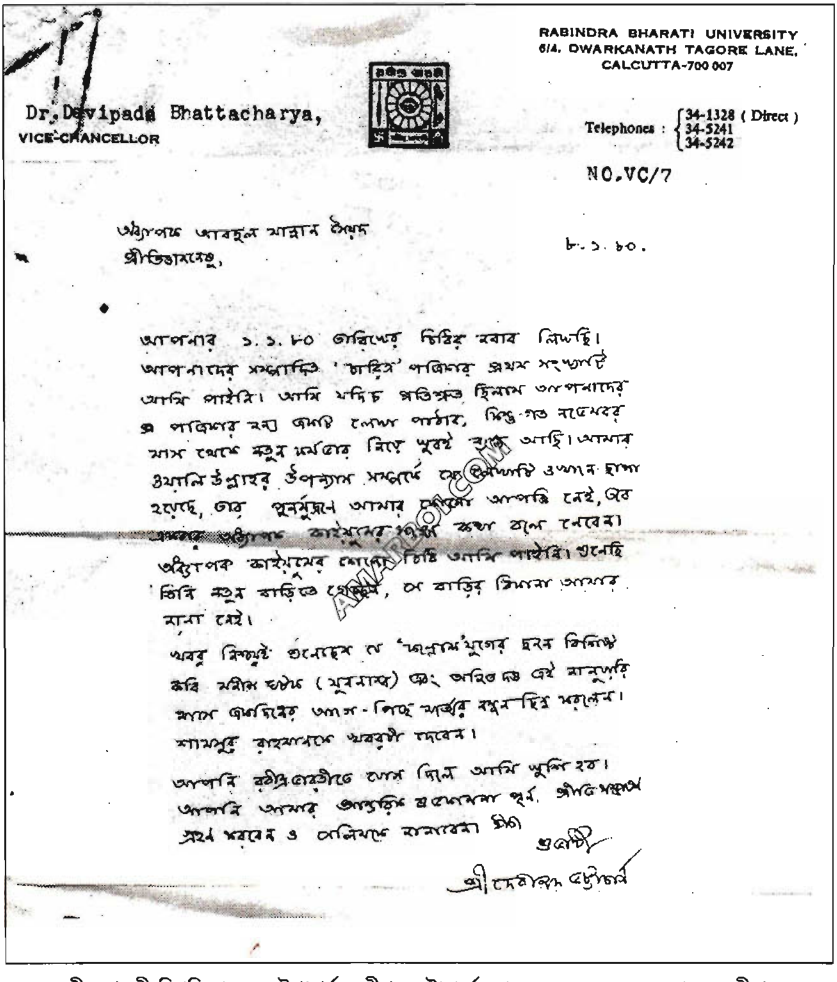

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
6/4, DWARKANATH TAGORE LANE,
CALCUTTA-700 007

Dr. Devipada Bhattacharya,
VICE-CHANCELLOR

Telephones : 34-1328 (Direct) 34-5241 34-5242

NO.VC/7

অধ্যাপক আবদুল মান্নান সৈয়দ
প্রীতিভাজনেষু,

৮.১.৮০.

আপনার ১.১.৮০ তারিখের চিঠির জবাব লিখছি। আপনাদের সম্পাদিত 'চারিত্র' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি আমি পাইনি। আমি যদিও প্রতিশ্রুত ছিলাম আপনাদের ঐ পত্রিকার জন্য একটি লেখা পাঠাব, কিন্তু গত নভেম্বর মাস থেকে নতুন দায়িত্ব নিয়ে খুবই ব্যস্ত আছি। আমার ওয়ালিউল্লাহর উপন্যাস সম্পর্কে যে লেখাটি ওখানে ছাপা হয়েছে, তার পুনর্মুদ্রণে আমার কোনো আপত্তি নেই, তবে এ বিষয়ে অধ্যাপক কাইয়ুমের সঙ্গে কথা বলে নেবেন। অধ্যাপক কাইয়ুমের কোনো চিঠি আমি পাইনি। শুনেছি তিনি নতুন বাড়িতে গেছেন, সে বাড়ির ঠিকানা আমার জানা নেই।

খবর নিশ্চয়ই শুনেছেন যে 'কল্লোল' যুগের দুজন বিশিষ্ট কবি মণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) এবং অজিত দত্ত এই [illegible] মাস দেড়েকের আগ-পিছু মর্ত্যের বন্ধন ছিন্ন করলেন। শামসুর রাহমানকে খবরটা দেবেন।

আপনি রবীন্দ্রভারতীতে যোগ দিলে আমি খুশি হব। আপনি আমার আন্তরিক শুভকামনা জানবেন. প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ করবেন ও পরিবারে জানাবেন। ইতি

শুভার্থী
শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবীপদ ভট্টাচার্যের পত্র। ১৯৮০। ১৯৭৮ সালে দেবীবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় কলকাতায়। সেবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে জীবনানন্দের *মাল্যবান* উপন্যাস সম্পর্কে একটি ভাষণ দিয়েছিলাম। দেবীবাবু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিষয়ে যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেখানে উপস্থিত ছিলাম। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে বছর কয়েক গবেষণাকর্মে যুক্ত ছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

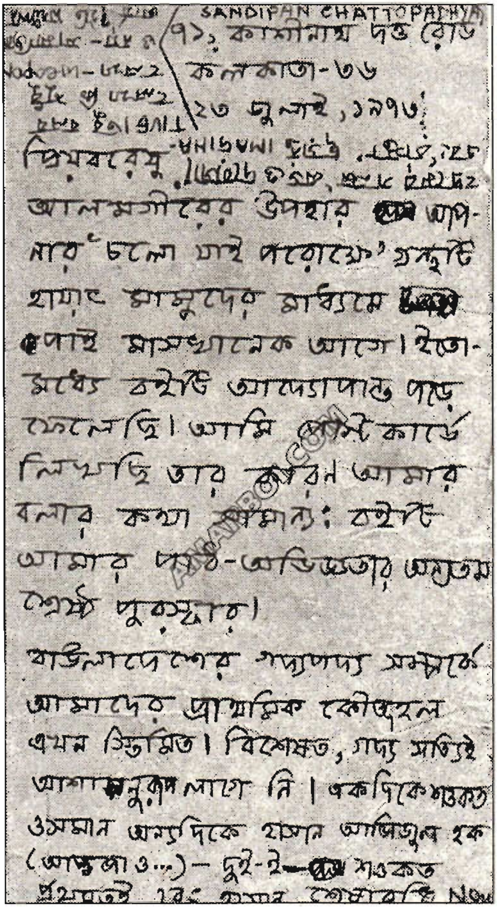

SANDIPAN CHATTOPADHYAY
৭১, কাশীনাথ দত্ত রোড
কলকাতা-৩৬
২৩ জুলাই, ১৯৭৩

প্রিয়বরেষু,

আলমগীরের উপহার আপনার 'চলো যাই পরোক্ষে' গ্রন্থটি হায়াৎ মামুদের মাধ্যমে পাই মাসখানেক আগে। ইতোমধ্যে বইটি আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলেছি। আমি পোস্টকার্ডে লিখছি তার কারণ আমার বলার কথা সামান্য: বইটি আমার পাঠ-অভিজ্ঞতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

বাংলাদেশের গদ্যপদ্য সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক কৌতূহল এখন স্তিমিত। বিশেষত, গদ্য সাহিত্য আশানুরূপ লাগে নি। একদিকে শওকত ওসমান অন্যদিকে হাসান আজিজুল হক (আত্মজা ও...) — দুই-ই — শওকত

১৯৬৮ সালে আমার প্রথম গল্পগ্রন্থ *সত্যের মতো বদমাশ* প্রকাশিত হয় 'পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন' থেকে। ১৯৬৯ সালে বইটি তদানীন্তন সরকার-কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় অশ্লীলতার অপবাদে। ১৯৭২ সালে বইটি পুনর্মুক্ত। ১৯৭৩ সালে 'বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন' থেকে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। একই সঙ্গে আমার দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *চলো যাই পরোক্ষে*। প্রকাশক : আলমগীর রহমান। আলমগীরের সঙ্গে দীর্ঘ বন্ধুতাই গড়ে ওঠে ক্রমে। এখন সে 'অবসর' ও 'প্রতীক' প্রকাশনসংস্থার মালিক। *চলো যাই পরোক্ষে* পড়ে কথাশিল্পী সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় একটি পোস্টকার্ড লেখেন আলমগীরকে। ও সেটা আমাকে দ্যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

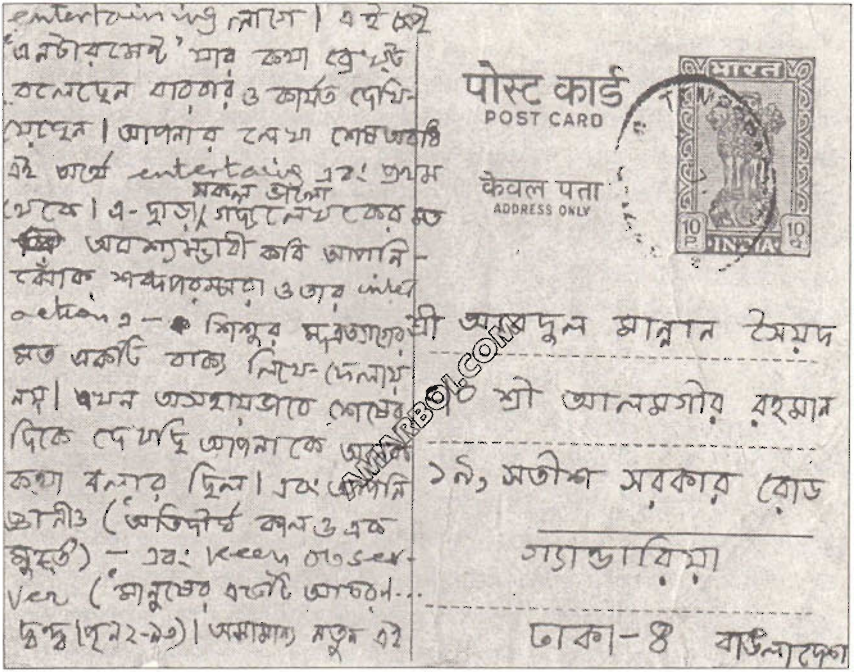

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরে কলকাতায় আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে অসম্ভব সহৃদয়তায় গ্রহণ করেন। দৈনিক *আজকাল* পত্রিকা তখন সদ্য বেরিয়েছে। তিনি আমাকে সেখানে লেখবার ঢালাও আমন্ত্রণ জানান। ওইরকম সহৃদয়তাতেই আমাকে গ্রহণ করেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আমার অবিরল মার-খাওয়া জীবনে এসব আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩-২-৮৯

পৌনে-এগারোটা ॥ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে বসে লিখছি। *মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা* ও *সমর সেনের কবিতা* বই দুটির কাজ চলছে পাশের ঘরে। সকাল থেকে বই দুটি নিয়ে আছি—আজই সম্পূর্ণ করব। এদিকে 'বাংলাদেশের সাহিত্যপত্রিকা' প্রবন্ধটির কাজ থেমে আছে। আজ সম্পূর্ণ করতেই হবে।

রাত দশটা ॥ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে সাড়ে-নটায় ঢুকেছিলাম, থাকলাম বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। ওখানেই খেলাম তিনটের সময়। সারাদিনে মোহিতলাল ও সমর সেনের *নির্বাচিত কবিতা*-র ফাইনাল প্রুফ দেখলাম। পাঁচটার সময় শিল্পতরু। আটটার সময় শিল্পতরু থেকে বেরিয়ে গ্রীন রোডে আব্বা-আম্মার সঙ্গে দেখা করে ন-টার সময় বাসা। অসম্ভব ক্লান্ত, এখন আর কোনো কাজ সম্ভব না। পত্রিকা-টত্রিকা ঘাঁটছি, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব। ক্লান্তি—মনটাও ভালো না—কাজের চাপও অসম্ভব। দুদিন অফিসে যাইনি। আগামীকাল যেতে হবে। কাল টিভি প্রোগ্রাম। 'বাংলাদেশের সাহিত্যপত্রিকা' লেখাটি আর দেরি করা যাবে না। অতি জরুরি।

AMARBOI.COM

১৩-২-৮৯

সারাদিন ব্যস্ততায় কেটেছে। দুদিন পরে অফিস গেলাম। মল্লিক। বারোটার সময় অফিস থেকে বেরিয়ে সৈয়দ ইকবালের অফিসে। জীবনানন্দ দাশের *শ্রেষ্ঠ গল্প*-এর প্রচ্ছদ করেছে, সেটা নিয়ে নিউমার্কেটে নলেজ হোমে হয়ে বাসা। খেয়ে দুটোর সময় টিভি। টিভিতে 'আমাদের কাব্যসাহিত্য' শীর্ষক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করলাম। আলোচক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও আল মাহমুদ। ওখান থেকে ফিরে শাকেরউল্লাহর প্রেসে আবু হেনা স্যারের গাড়ি থেকে নামলাম আমি আর আল মাহমুদ। *নজরুল একাডেমী পত্রিকা* শুরু করব আবার—২২ তারিখে কাজ শুরু করব। ২২ তারিখে শাকেরের অভিজন প্রেসে আসব কথা দিলাম। রাত্রে সারাদিনের এই ব্যস্ততার পর কোনো কাজ অসম্ভব। শুয়ে পড়লাম।

১৪-২-৮৯

সকাল ন-টা ॥ এইমাত্র অফিসে এলাম। এখনি কাজে বসব।

সাড়ে তিনটা ॥ অফিসে নাজমুল আলম, জিল্লু, বারেক আবদুল্লাহ, ইকবাল-চর্চাকারী ছেলেটি। বারোটায় গ্রীন রোডে আব্বা-আম্মার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফেরা। খাওয়া। ঘুম।

রাত আড়াইটা (ইংরেজি মতে ১৫-২-৮৯)॥ চারটের সময় বাংলা একাডেমী। সেমিনার রুমে জীবনীগ্রন্থ প্রকাশনা অনুষ্ঠান। আমার রচিত *আবদুল গনি হাজারী* গ্রন্থ প্রকাশ। মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামালের কাছ থেকে গ্রন্থ ও চেক গ্রহণ। বইমেলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে প্রধান অতিথি হিশেবে পুরস্কার বিতরণ করছি তরুণ সাহিত্যকর্মীদের। কবি-প্রাবন্ধিক-অধ্যাপক সৈকত আসগরের আহ্বানে গিয়েছিলাম। সত্তরের দশকে।

শিল্পতরু-র স্টলে বসলাম কিছুক্ষণ। আমাদের পুরোনো বন্ধু জিনুর সঙ্গে। পরে 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে'র স্টলে সায়ীদ ভাইয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ। জিনুর সঙ্গেই বেরিয়ে এলাম আটটার দিকে।

বাড়িতে আসার কিছুক্ষণ পরে আহমদ আখতার এল। একসঙ্গে পরোটা, গোশত, হালুয়া খেলাম। সাড়ে-দশটায় গেল আখতার। সাড়ে-এগারোটার দিকে ঘুমোলাম।

রাত চারটে ॥ মাঝে মাঝে আমার নিজের লেখা ডায়েরি পড়া উচিত, মনে হচ্ছে। অনেক সময় অনেক কর্তব্য, দায়িত্ব প্রতিশ্রুতি লিখে রাখি—কাজের চাপে সেগুলো ভুলে যাই। ডায়েরি পড়লে সেগুলো আবার মনে আসবে, এবং সেভাবে কাজ করা যাবে।

১৫-২-৮৯

দুপুর সাড়ে-বারোটা ॥ ন-টার সময় অফিস। অফিসে গিয়ে এ মাসের ১১ তারিখে খালি পৃষ্ঠায় পুরোনো একটা খুঁজে-পাওয়া পৃষ্ঠা থেকে একটা কবিতা পড়লাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা
ওঠো, জাগো, ফিরে চলো আবার সৃষ্টিতে।
ডাঙা থেকে ঝাঁপ দাও আবার ঝর্নায়।
বলো : দিন ভরে দাও অজস্র বৃষ্টিতে।
বলো : রাত্রিঅন্ধকার বিদ্ধ করো চাঁদের দৃষ্টিতে।
এসেছ অনেক দূর। বেলা হলো।
এবার গা তোলো।
এক পর্ব শেষ হলো। এখন, পর্বান্তর।
এতদিন হলাম কি উচ্ছ্বাসবর্জিত ?
কথা পরিমিত ?
এবার পড়ব ভেঙে ভিতর-ঝর্নায়।
উঠুক নিঃশব্দে বেজে অন্য কণ্ঠস্বর ॥

১৭-২-৮৯
সকাল সাড়ে-ন'টা ॥ গতকাল সারাদিন ধরে 'বাংলাদেশের সাহিত্যপত্রিকা' প্রবন্ধটি লিখে শেষ করলাম। দুপুরবেলা মদু এল, একসঙ্গে গেলাম বিকালে বাংলা একাডেমীতে, লেখাটি পড়লাম। সভাপতি : রাহাত খান। আলোচক : আহমদ কবির ও ফখরুজ্জামান চৌধুরী। আলোচক রফিক আজাদ অনুপস্থিত ছিল। লেখা সকলেই পছন্দ করেছে। লেখার পরে বা-এ-র ডিজি আবু হেনা মোস্তফা কামালের ঘরে অনেকক্ষণ। শওকত ওসমান এলেন। তাঁকে নিয়ে শিল্পতরু স্টলে। আবিদ আজাদ, শাহাবুদ্দীন নাগরী এবং আমি চায়ের স্টলে। ন-টার দিকে শিল্পতরু প্রেসে। দশটায় বাসা। রাত দুটোয় ঘুম। সকাল আটটায় উঠেছি।

রাত্রি সাড়ে-দশটা ॥ বেলা দশটার সময় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে গিয়ে পেলাম আমার সম্পাদিত দুটি বই মোহিতলাল মজুমদারের *নির্বাচিত কবিতা* এবং সমর সেনের *নির্বাচিত কবিতা*। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রকাশিতব্য *বাংলাদেশের নির্বাচিত গল্প* প্রথম খন্ডের আমার লেখা ভূমিকার প্রুফ দেখে বাসায় ফিরলাম। বিকালে গাজি রফিক এল। তাকে নিয়ে নলেজ হোম হয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। তালিম হোসেনের সভাপতিত্বে কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। *কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড* থেকে কয়েকটি কবিতা পাঠ—ব্যাপক সাড়া।

বুলবুল সরওয়ার একটি উপন্যাস চাইল 'সৃজনী'-র জন্যে। দুটি বই-ই এখন তৈরি করতে হবে। যথাসম্ভব দ্রুত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট্টগ্রাম সংস্কৃতিকেন্দ্র প্রবর্তিত 'ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার' গ্রহণ করছি শিল্পী সবিহ-উল-আলমের কাছ থেকে। আমিই এই পুরস্কারের প্রথম প্রাপক।

১৮-২-৮৯

বেলা দশটা ॥ নটার সময় অফিসে এসেছি। মল্লিককে ডেকে পাঠালাম। দৈনিক *সংগ্রামে* সাজজাদকে দেওয়ার জন্য একটি কবিতা দিলাম।

বেলা সাড়ে-বারোটা ॥ শিল্পতরু-তে গিয়ে জানুয়ারি সংখ্যার সম্পাদকীয় লিখে এলাম একটু আগে। এখন অফিসে আবার।

ছয় লাইন

নিউমার্কেটে সন্ধেবেলা তোমাকে দেখলাম ঘন ভিড়ের ভিতরে,
তারপরই একটি নদীর মতো তরতর করে অদৃশ্যে মিলালে।
তুমি কী সে-ই, হারিয়ে ফেলেছি যাকে একুশ বছরে,
একথা এখন ভাবি – শব্দহীন এই রাত্রিকালে।
অনন্তকে হাতেই পেয়েছিলাম একদিন স্বপ্নে – ঘুমঘোরে –
১৯৬৪ সালে ॥ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯-২-৮৯

বেলা এগারোটা ॥ দশটার সময় অফিসে এসেছি। ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বোধ হয় জানুয়ারি মাসে লেখা *নদী* লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত (জানুয়ারি-মার্চ '৮৯), একটি কবিতা টুকে রাখলাম। ছেঁড়া পৃষ্ঠায়, এখানে-ওখানে কবিতা লেখা আমার অভ্যেস, এগুলোকে এই ডায়েরিতে সঞ্চয় করে রাখছি মাঝে মাঝে। – ২৬-১-৮৮ তারিখে লেখা আরেকটি কবিতা টুকে রাখলাম ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে। শেষ দু-তিন লাইন নতুন করে লিখলাম এখন।

রাত্রি সাড়ে-দশটা ॥ বারোটার দিকে অফিস থেকে টেলিভিশনে। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' কবিতাপর্বে। দেখা হলো জাহানারা আরজু, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, সৈয়দ হায়দার, মাহমুদ শফিকের সঙ্গে। সৈয়দ হায়দার নামিয়ে দিয়ে গেল শাকেরের প্রেসে। দুপুরে শাকেরের বাড়িতে খেলাম। *নজরুল একাডেমী পত্রিকা* ষষ্ঠ সংখ্যার কপি দিলাম আজ। আগামী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে ন-এ-প বের করার চেষ্টা করতে হবে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত শাকেরের প্রেসে আড্ডা। তারপর শিল্পতরু অফিসে। *শিল্পতরু* দ্বাদশ অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা আজ বেরুল, যদিও জানুয়ারি সংখ্যা আজ বেরোয়নি, কাল বেরুবে আশা করছি। শিল্পতরু অফিস থেকে 'নলেজ হোমে' এলাম, জীবনানন্দ দাশের *শ্রেষ্ঠ গল্প*-এর প্রচ্ছদ ছাপা হয়ে গেছে, ভালোই করেছে সৈয়দ ইকবাল। আগামীকাল *বাংলাদেশের কবিতা* বইটি লেখা শুরু করতে হবে।

AMARBOI.COM

২০-২-৮৯

বেলা সাড়ে-এগারোটা ॥ ন-টার দিকে অফিসে এসেছি। এতক্ষণ ধরে বেতন বিল ও আনুষ্ঠানিক কাজ করলাম। এইবার বসব মূল কাজে। *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী : জীবন ও সাহিত্য* এবং *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-রচনাবলী* একই সঙ্গে তৈরি করব। অনেকদিন ধরে এই আনন্দময় কাজটি করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি ভেতরে ভেতরে।

রাত সাড়ে-এগারোটা ॥ সারাদিন একটা ঘোরের মধ্যে যাচ্ছে। একটার সময় অফিস থেকে বেরিয়ে নিউমার্কেটে গেলাম। দেখি নলেজ হোমে আমার সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের *শ্রেষ্ঠ গল্প* এসে গেছে। যাক, আমি খুশি যে জীবনানন্দের ৯০তম জন্মদিবসে (১৮ই ফেব্রুয়ারি) এই বই বের হলো। মনে করব– আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার্ঘ্য। খাওয়া। ঘুম। তিনটের সময় শিল্পতরু। বিকালে বইমেলা। রাত ন-টার সময় ফিরে আবার শিল্পতরু। দশটার দিকে বেরুল *শিল্পতরু* জানুয়ারি সংখ্যা। এই নিয়ে বারোটি সংখ্যা পূর্ণ হলো *শিল্পতরু* পত্রিকার। রাতে আমি আর আবিদ ফিরলাম অনেক ঘুরে–কাল একুশে ফেব্রুয়ারি–রাস্তাঘাট এখনি বন্ধ করে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭১ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে জীবনানন্দ নিয়ে লিখতে শুরু করি। মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে আমার লেখা থেমে যায়। ভেবেছিলাম, পূর্ণাঙ্গ একটি বই লিখে প্রকাশ করব। কিন্তু সেকি আমার উদ্বাস্তু সাহিত্যজীবনে কোনোদিনই সম্ভব হয়েছে ! আমাদেরই *শিল্পকলা* ও *কণ্ঠস্বর* পত্রিকায় ছাপা শুরু হয়ে যায়। ১৯৭২ সালে কবির মৃত্যুবার্ষিকীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমি আমার কাজে পরিতৃপ্ত—পাঁচটি বই বেরুল আর *শিল্পতরু* পত্রিকার দুটি সংখ্যা।

২১-২-৮৯

ন-টার দিকে জিনান আর আমি শহীদ মিনারে গেলাম। সেখানে থেকে বাংলা একাডেমীর বইমেলায়। শিল্পতরু স্টলে। লেখকদের সঙ্গে দেখা। এগারোটার দিকে বাসায় ফিরলাম। অনেক হাঁটতে হয়েছে। ক্লান্ত। খাওয়া। ঘুম। চারটের সময় খাবার টেবিলে বসে বিভিন্নরকম লেখালেখি। এই ডায়েরিও তার একটি। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে 'আগুন' নামে একটি কবিতা তুলে রাখলাম। (কবিতাটি পুনর্লিখিত। মানে আরো দীর্ঘয়িত করলাম কবিতাটি টুকে রাখার পর-পরই।)

২২-২-৮৯

পার্ক স্ট্রিটে এক রাত্রি। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

> মোটামুটি আমার দীর্ঘ ও ঈষদ্দীর্ঘ কবিতাগুলি এই কবিতাসংগ্রহে স্বাশ্রিত হলো। *পার্ক স্ট্রিটে এক রাত্রি*-র প্রথম সংস্করণে আমার কয়েকটি দীর্ঘকবিতার সঙ্গে, প্রকাশকের নির্বন্ধে, কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক ছোট কবিতাও স্থান পেয়েছিল। এখন এই দ্বিতীয় সংস্করণে সেই ত্রুটি স্খালন করা গেল। সে-সব কবিতা সরিয়ে নূতন লেখা কয়েকটি কবিতা যুক্ত করে। সমস্ত কবিতাই তারিখ-সংবলিত। উত্তরচল্লিশে দীর্ঘকবিতাকে বিশেষ উপযোগী বলে মনে হচ্ছে, অভিজ্ঞতার বাণীরূপ দীর্ঘকবিতাই সবচেয়ে সহজভাবে ধারণ করতে পারে।

AMARBOI.COM

২২-২-৮৯

বেলা দশটা ॥ ন-টার সময় অফিসে এসেছি। গতকাল বিকেলবেলা 'আগুন' নামের কবিতাটি ডায়েরিতে টুকে রাখতে রাখতে কবিতার আরো দুটি অংশ যুক্ত করলাম— কবিতাটি প্রথম যখন লিখেছিলাম তখন ঐ দীর্ঘায়নের তথা অসমাপ্তির কথা মনে ছিল। আশ্চর্য, এতসব বিচিত্র জৈবিক ও জৈবনিক আলোড়নের মধ্যে মানসধারা ঠিকই প্রবাহিত ও অটুট থাকে ভেতরে ভেতরে। কী করে-যে থাকে! সৃজনের ধারা ব্যাখ্যা করা সত্যি অসম্ভব। 'আগুন' কবিতাটি দীর্ঘায়িত করে মনে হলো আমার *পার্ক স্ট্রিটে এক রাত্রি* কবিতার বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা দরকার। আমার সমস্ত দীর্ঘকবিতা নিয়ে। তারই একটি ভূমিকা লিখে রাখলাম আগের পৃষ্ঠায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

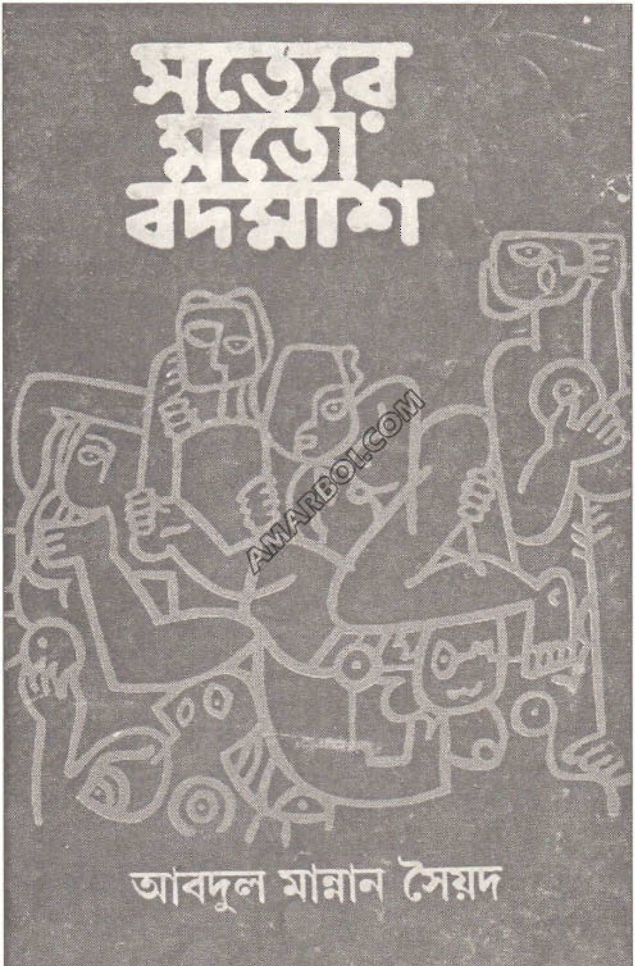

আমার প্রথম গল্পগ্রন্থ। ১৯৬৮ সালে বেরিয়েছিল। ১৯৬৯ সালে বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৭২ সালে পুনর্মুক্ত। পরে আরো সংস্করণ। আমার গল্প আজ অন্য জায়গায় চলে এসেছে। আমার জীবনও কি নয়? ভালো কি মন্দ জানিনে, কিন্তু এক নদীতে দু'বার স্নান করা যায় না। জীবন এক স্রোতস্বিনী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩-২-৮৯

বেলা একটা ॥ সকাল ন-টায় অফিস। 'বাংলাদেশের সাহিত্যপত্রিকা' প্রবন্ধটির পরিশোধন ও পরিযোজনের কাজ করলাম। দুপুরবেলা বা-এ-তে দিয়ে দেবো, ওরা ছাপছে। *শিল্পতরু*-তে যাবে অভগ্ন কেন্দ্রীয় লেখাটি।

রাত আটটা ॥ একটার সময় অফিস থেকে ফিরে খাওয়া। ঘুম। বাংলা একাডেমীতে সেলিনা হোসেনকে 'বাংলাদেশের সাহিত্যপত্রিকা'র ফাইনাল কপি দিলাম। পাঁচটার সময় এলাম শিল্পতরুতে। এই আটটা পর্যন্ত কাজহীন গল্প—খামোখা গল্প, সময় নষ্ট। এখন ঠিক করলাম, বাড়িতে বসে একটানা কাজ করে 'বাংলাদেশের কবিতা' সম্পূর্ণ করে দায়মুক্ত হতে হবে। এর পর শিল্পতরুতে আসব সম্পূর্ণ পান্ডুলিপি নিয়ে। অন্তত ভূমিকা ও পরিশিষ্টের কাজ সম্পূর্ণ করে। গতকাল সন্ধেবেলা তালিম ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। *নজরুল একাডেমী পত্রিকা*-র কাজ শুরু হয়েছে। তালিম হোসেনের *নির্বাচিত কবিতা* সম্পাদনার কথা হলো আমার। মোটামুটি ১২ ফর্মার বই হবে। 'পরিশেষ'-অংশে এই ক-টি পরিচ্ছেদের কাজ আমি করব : জীবনপঞ্জি, গ্রন্থপঞ্জি, সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনাপঞ্জি, সমকালীন প্রতিক্রিয়া ও মন্তব্য, সাক্ষাৎকার, মূল্যায়ন। কবির প্রতিকৃতি ও হস্তলিপির নমুনা থাকবে। *বাংলাদেশের নির্বাচিত ছোটগল্প* বইয়ের প্রথম খন্ড (প্রকাশক : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র) আমার ভূমিকা সংবলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ের দ্বিতীয় খন্ডে আমার 'জলপরি' গল্পটি গৃহীত হয়েছে।

২৪-২-৮৯

২৫শে ফেব্রুয়ারি লিখছি ২৪ তারিখের দিনযাপন।

সাতটায় ঘুম থেকে উঠলাম। *নজরুল* নামের সংকলন তৈরি করলাম। সূচিপত্র আর কিছু লেখা। ন-টার সময় গ্রীন রোড। দশটায় হাসনা হাজারীর বাড়িতে। তাঁকে দিলাম *আবদুল গনি হাজারী* বইয়ের দুই কপি। খুব খুশি হলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। বাড়িতে ফিরে খাওয়া। ঘুম। পাঁচটায় জিনানকে নিয়ে নিউমার্কেটে। ফারুক সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা। তাকে নিয়ে বাড়ি। চা, নাশতা। আবার তার সঙ্গে বেরিয়ে নিউমার্কেট। সেখান থেকে সে যেখানে উঠেছে গ্রীন রোডে কাইয়ুম শাহেবের বাড়িতে। ন-টার সময় বাড়িতে ফিরলাম। বারোটার দিকে ঘুম।

সকালে ওই ঘণ্টা দুয়েক ছাড়া লেখা নিয়ে বসতে পারিনি। লেখার জন্যে সময় বের করা কত কঠিন !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫-২-৮৯

সকাল সাড়ে-ন-টা ॥ ন-টা বেজে যায় রোজ অফিসে আসতে আসতে। অভ্যাস! এটা আটটায় পরিণত করা দরকার। কাল থেকেই।

দুপুর সাড়ে-বারোটা ॥ সকালে এসেছিল রাশিদা। কাজী রাশিদা আনওয়ার। *গ্রীন রোড* কবিতাপত্রের জন্যে তাকে বললাম। দেখা যাক, কি করে। তারপর এল রফিক আজাদ—তার *ঘরে-বাইরে* পত্রিকার প্রথম সংখ্যার কপি নিয়ে। ওই পত্রিকায় প্রকাশিত আমার 'আবদুল হাফিজ : জীবন ও সাহিত্য' গল্পটি তার ভালো লেগেছে। বারবার বলল। গল্প লিখতে চাই আবার। 'সমালোচনার সমালোচনা' নামে একটি প্রবন্ধ দিতে হবে তার কাগজের জন্যে। ৫ই মার্চ।

২৬-২-৮৯

সাড়ে ন-টা ॥ আজকেও ন-টা বাজল অফিসে আসতে। গতকাল রাতে জানি না কেন ঘুম খুব ডিস্টার্ব হয়েছে। হয় এরকম। এখন একটানা তিন ঘণ্টা কাজ করব।

বারোটা পার হয়েছে ॥ হাফিজ ভাই এসে অনেকক্ষণ ছিলেন। দামি কথা বললেন অনেক। দল না-করার ফলে, স্বাধীনচেতা হওয়ার জন্যে, নিঃসঙ্গ। কিন্তু বহুপাঠী, বিশ্লেষক। শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণ ও বক্তব্য খুব ভালো লাগল। যথার্থ অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ। গভীর। সূক্ষ্মের দিকে নজর থাকলেও ব্যাপকতাকেও তিনি ভোলেননি।

AMARBOI.COM

২৭-২-৮৯

সাড়ে-আটটা ॥ আজ সাড়ে-আটটায় এলাম অফিসে। আরো আগে আসতে চাই। ঠিক আটটায়। দুদিন শিল্পতরুতে যাচ্ছি না— *বাংলাদেশের কবিতা* বইটি শেষ করতে হবে, এই শর্তে। কিন্তু আমার অস্থির চঞ্চল মন নিয়ে কিছু লেখাপড়া ও নোট করলাম নজরুল ও মো-ও-আ-বিষয়ে। হাফিজ ভাই এসে সাড়ে-দশটা পর্যন্ত থাকলেন। দুই ঘণ্টা। নানা বিষয়ে আলাপ হলো।

১-৩-৮৯

বেলা বারোটা উত্তীর্ণ হয়েছে ॥ নটার সময় অফিসে এসেছি। এসেই শুনলাম নতুন একজন অফিস-প্রধান এসেছেন, একজন ব্রিগেডিয়ার। দশটার দিকে ব্যাঙ্কে গেলাম। গ্রীন রোড। আব্বা, আম্মা। অফিসে ফিরে গল্পের সাপ্লায়ার। তারপর আবেদিন কাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২-৩-৮৯
দশটা ॥ এসেছি সকাল আটটার সময়। এতক্ষণ শওকত আলীর আহ্বানে তাঁর ঘরে ছিলাম। তাঁর চাকরিঘটিত নিজস্ব কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ চাইলেন। আমি জানালাম, আমি ব্যক্তিগতভাবে চাকরি-ঘটিত উচ্চাশা ছেড়েছি, লেখক হিশেবে বিকশিত হতে চাই। এখন তাঁকে বেছে নিতে হবে– তিনি কী হিশেবে বিকশিত হতে চান : লেখক হিশেবে না চাকুরিয়া রূপে। তিনি প্রথমোক্ত পথটিই নির্বাচন করতে চান বললেন—যদিও আমার ধারণা, তাঁর মধ্যে একটি দ্বিধা আছে।

S.S Ali : (শেখ শমশের আলী– সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলীর ভাই)
1. *Your Own World* (1951-1955)
2. *Enduring Success* (Fourth edition)
3. *Secrets of Achivement* (Second edition)
4. *Selling in Action*
5. *Tree of the Road*

AMARBOI.COM

১৫-৩-৮৯
সকাল ন-টা ॥ গতকাল সকালে অফিস, দুপুরে শিল্পতরু, বিকালে রানু জিনানকে নিয়ে 'নূরুল ইসলাম ক্লিনিকে'। ডাক্তারের কাছে। সন্ধেবেলা। বাড়িতে ফিরে এলাম। রানুর ব্যাপারে যে-ভয় করছিলাম তারই জন্যে মনটা অসম্ভব খারাপ হয়ে আছে। শেষ-পর্যন্ত, আল্লা ভরসা।

১৯-৩-৮৯
সকাল ন-টা ॥ সকালবেলা অফিসে এসেছি। শাকের ও বু'র সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। ভোরে নাশতার টেবিলে রানু নিঃশব্দে একটুখানি চোখের পানি ফ্যালে। সেদিন বিড়বিড় করে নিজের মনে বলছিল, ভালো হয়ে গেলে বাচ্চার পর বাচ্চা নেবো।— আজ বিকালে ডাক্তারের কাছে যাব। আল্লা ভরসা।

দাগ

হাতের ওপরে ছিল একটা দাগ। বাড়ছে ক্রমশ– বেড়ে চলছে ক্রমশ। হতে হতে কত বড় হবে ?

আমি ভাবি। ক্রমশ শরীর ছেয়ে যাবে ? যাবে ভরে আদ্যোপান্ত দেহত্বক ? তারপর শরীর ছাড়িয়ে দাগ উঠবে ক্রমশ আকাশে ? নিসর্গে লিখিত হবে? নক্ষত্রে লিখিত ?– চিনে রাখো ওকে। মার্কা মেরে রাখো।

—না। ও তো নিজেই মার্কা। ও তো নিজেই এক দাগ। শান্ত-তুচ্ছ। তা-ই ওর সমস্ত শক্তির গূঢ় উৎস ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০-৩-৮৯

সকাল দশটা ॥ সাড়ে-আটটার দিকে অফিসে এসেছি। গতকাল অফিসে এল শাকেরউল্লাহ্। আবেদিন কাদের। বুলবুল সরওয়ার ও কলকাতার *কলম* পত্রিকার সম্পাদক। এরা কলকাতা থেকে *ইকবালের কবিতা* সম্পাদনার জন্যে বলল আমাকে। দুপুরে রানুকে নিয়ে শিল্পতরু, তারপর ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বলেছে রানুকে আপাতত DNC করবে, একটি সন্তান হলে সব সমস্যা সমাধান হবে। ছয় মাসের মধ্যে conceive করলে খুব ভালো। আল্লা ভরসা। কোনোরকমে সকালবেলা অফিসে এসে যথারীতি কিছু লেখা পড়লাম। আর 'দাগ' নামে একটি ছোট কবিতা লিখলাম। পাশের পৃষ্ঠায় টুকে রাখছি।

৮-৪-৮৯

আজ পয়লা রমজান। রানু ও জিনান রোজা রেখেছে। আমি রাখিনি। তবে যথাসম্ভব কম খাব ঠিক করেছি। এবং এই মাসটি পুরো কাজ করব।

ইকবালের পয়গাম : এস. ওয়াজেদ আলী।

AMARBOI.COM

১১-৪-৮৯

সাড়ে-আটটার দিকে অফিসে এলাম। টেলিফোন করলাম : মুক্তধারা, বু। এখন কাজে বসব।

বেলা দশটা ॥ *শিল্পতরু* দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (মার্চ ১৯৮৯) কবি মঈনুদ্দীনকে লেখা বেগম রোকেয়া ও হবীবুল্লাহ বাহারের দুটি চিঠি ছাপছি। চিঠি দুটি পেয়েছি গতকাল মঈনুদ্দীন-পুত্র খান মোহাম্মদ শিহাবের সৌজন্যে। চিঠি দুটির ভূমিকা লেখা সম্পন্ন করলাম।

সন্ধে সাড়ে-সাতটা ॥ অফিসে সিকদার আমিনুল হক, তাকে লেখা বিষ্ণু দে-র পত্রাবলি নিয়ে। *শিল্পতরু* ঈদ-সংখ্যায় যাবে। সঙ্গে আরো যাবে বিষ্ণু দে-র কবিতা বিষয়ক আমার একটি লেখা। তারপর এল নাসির আহমেদ। *দৈনিক বাংলা*-য় পয়লা বৈশাখের লেখার জন্যে। আগামীকাল দেবো– লেখার শিরোনাম হবে 'ঐ নূতনের কেতন ওড়ে'। তারপর এল *অঙ্গীকার* পত্রিকার সম্পাদক আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ও তার এক সঙ্গী। দুটোর সময় বাসায় ফিরে শিল্পতরু অফিসে যেতে যেতে তিনটে বেজে গেল। ছ-টা পর্যন্ত থাকলাম। ফেরার সময় গ্রীন রোডে আব্বা-আম্মার সঙ্গে দেখে করে এলাম। ঠিক এফতারের আগে বাসায়। এফতার করে চা-টা খেয়ে এখন এই ডায়েরি লিখলাম।

১২-৪-৮৯

সকালবেলা অফিসে। লিখছিলাম। সহকর্মী সাদিকুর রহমান শাহেবের সঙ্গে কিছু কথা হলো। তারপর সহকর্মী মোজাম্মেল হক যথারীতি সেধে গল্প জোড়ার চেষ্টা। এ সময় এল রফিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজাদ। দীর্ঘক্ষণ ছিল। তার *ঘরে-বাইরে* পত্রিকার জন্যে লেখা চাচ্ছে। একটি প্রবন্ধ—শনিবার দেবো কথা হলো। প্রবন্ধের নাম 'সমালোচনার সমালোচনা'। ঘণ্টা দুয়েক ছিল রফিক। ও চলে যাবার পর —(হ্যাঁ, ও থাকতে থাকতে এল সায়ীদ ভাইয়ের টেলিফোন : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে প্রকাশিতব্য বইয়ের পাণ্ডুলিপির জন্যে) এল নাসির আহমেদ। 'ঐ নূতনের কেতন ওড়ে' নামে একটা লেখা কোনোরকমে তৈরি করে দিলাম তাকে। একটার সময় বাড়ি ফিরলাম। খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে, অভিজন প্রেস। *নজরুল একাডেমী পত্রিকা*-র ষষ্ঠ সংখ্যা শেষ পর্যায়ে। সম্পাদকীয়ের প্রুফ দেখে দিলাম। চারটের সময় শিল্পতরু অফিসে। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম মিটিং। আবিদ আজাদ, আহমেদ মুজিব (কচি), রাজু আলাউদ্দিন এবং আমি। দুই ঘন্টার মতো দীর্ঘ মিটিঙে বহু প্রসঙ্গ আলোচনা করলাম আমরা পত্রিকার উন্নয়ন বিষয়ে। রাজু নোট নিল। এফতার এখানেই। তখন মোশাররফ হোসেন খান, রিফাত চৌধুরী। বাড়ি এসে স্নান, শরবত পান, হালকা খাবার। এখন এই ডায়েরি লিখলাম।

১৫-৪-৮৯

অফিসে এসেছি সাড়ে-ন-টায়। এখন ব্যাংকে যাব। এসে কাজে বসব।

বেলা এগারোটা ॥ ব্যাংক থেকে এলাম। দুটি বই সম্পাদনা করেছি— মোহিতলাল মজুমদার ও সমর সেনের কবিতা। আরো কয়েকটি করব। সায়ীদ ভাই— দেখেছি— সব সময়ই আমার প্রতি অনুকূল ও সহৃদয়। অন্য যে-কবিদের কবিতা সম্পাদনা করতে হবে, তাঁর হচ্ছেন : (১) মাইকেল মধুসূদন দত্ত, (২) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, (৩) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, (৪) বিষ্ণু দে, (৫) বুদ্ধদেব বসু ও (৬) প্রেমেন্দ্র মিত্র।

AMARBOI.COM

১৭-৪-৮৯

সকাল সাড়ে-আটটা ॥ আজ রানুর বুকের অপারেশন হবে দুপুর তিনটায়। সকাল সাতটায় ক্লিনিকে দিয়ে এসেছি। রানু অবশ্য যথেষ্ট সাহসী। জানি না, কী হবে। ১৯৭৩ সালে বিয়ে করেছি। বিয়ের ষোলো বছর চলছে— অনেক দিন, কিন্তু যেন চোখের পলকে চলে গেছে। ও আমার প্রকৃত জীবনসঙ্গিনী। সুখ-দুঃখ সব-কিছুতেই ভাগিদার। কী সুখী ছিলাম আমরা! এখন, আল্লার কাছে বলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আল্লা ভরসা।

রাত্রি সাড়ে ন-টা ॥ অসম্ভব ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন দিন গেল। সকালে রানুকে কবির নার্সিং ক্লিনিকে দিয়ে অফিসে। ন-টার সময় অফিস থেকে বেরিয়ে গ্রীন রোডে আব্বা-আম্মা ভাইবোনদের ও লক্ষ্মীবাজারে গিয়ে মেজজুকে খবর দিয়ে রানুর সঙ্গে চিকিৎসালয়ে এক ঘণ্টা কাটিয়ে দুপুর এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত অফিসে থাকলাম। আখতার চার কপি *নজরুল একাডেমী পত্রিকা* ষষ্ঠ সংখ্যা দিয়ে গেল। আজ বেরিয়েছে। সিটি ব্যাংক থেকে একজন এসে বাংলা নববর্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপলক্ষে একটা উপহার প্যাকেট দিয়ে গেলেন। সিকদার আমিনুল হক। একটার সময় জিনানকে নিয়ে ক্লিনিকে। দুটোর সময় মেজ্‌জু। আড়াইটের সময় বড়ভাই। তিনটার সময় অপারেশন। পাঁচটায় বেরুল ও.টি. থেকে। সাতটার সময় নিচে রুমে এল রানু। আটটার সময় বাড়ি হয়ে আবার মেজ্‌জু। জিনানকে গ্রীন রোডে দিয়ে ন-টায় বাসায়। আল্লা ভরসা ।

১৮-৪-৮৯

বেলা সাড়ে এগারোটা ॥ আটটার সময় 'কবির নার্সিং ক্লিনিকে' গেলাম। রানু আজ ভালো। normal diet। নাশতা ইত্যাদি কিনলাম। সাড়ে-আটটায় মেজ্‌জু চলে গেলেন। রাতে আসবেন ও থাকবেন। ন-টায় অফিসে। রফিক আজাদ এল এবং একটি কবিতা নিয়ে চলে গেল। বাসায় গেলাম। চাচা ও লাকি বু-র সঙ্গে দেখা হলো। নার্গিস ও তাহেরা রানুর জন্যে স্যুপ করে নিয়ে গেছে। দুপুরে খাবার নিয়ে ক্লিনিকে যাব। রানুর অসুস্থতার মধ্যে এই প্রচন্ড মানসিক কষ্ট, তার মধ্যে লেখার জন্যে পীড়ন ও তাগাদা আসলে আমাকে সুস্থ রাখছে। সর্বাবস্থায় লেখাই আমার উদ্ধার। প্রেরণা।

আমি যেমন লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছি, তেম্নি প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকাও। পত্রিকা-সম্পাদনা আমার একটা নেশা। এখন অনেকরকমের নেশা করায় সময়ই পাচ্ছি না। নেশাগ্রস্ত, নিশিগ্রস্ত জীবন কী ভালো ? — আত্মপ্রশ্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯-৪-৮৯
বেলা চারটে ॥ শিল্পতরু অফিসে বসে লিখছি। আটটায় অফিস। ন-টার গ্রীন রোড থেকে জিনানকে নিয়ে বাসায়। সেখানে থেকে কবির নার্সিং ক্লিনিকে। তারপর অফিস, অফিস থেকে গ্রীন রোড, খাবার নিয়ে ক্লিনিকে। জিনান এখন রানুর ওখানে আছে। রানু আজ একটু ভালো। তাই আড়াইটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত শিল্পতরুতে থাকব। ক্রমাগত ছুটোছুটি চলছে।

২০-৪-৮৯
গতকাল আড়াইটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত শিল্পতরুতে ছিলাম। পাঁচটা থেকে ক্লিনিকে রানু ও জিনানের সঙ্গে। এফতারের পর জিনানকে গ্রীন রোডে দিয়ে আবার ক্লিনিকে। মেজ্‌জু ক্লিনিকে এলে বাসায় চলে গেলাম। এগারোটার দিকে শুলাম।

২৩-৪-৮৯
সকাল দশটা ॥ গতকাল সকালে রানুকে কবির নার্সিং ক্লিনিক থেকে আজিমপুরের ফ্ল্যাটে নিয়ে এসেছি। গত সোমবার সকালে গিয়েছিল, সেদিনই হয়েছিল অপারেশন, আল্লার রহমতে মোটামুটি ভালো হয়ে ফিরে এসেছে। এখনো অনেক সংশয়। শেষপর্যন্ত আল্লা ভরসা।

বেলা সাড়ে-এগারোটা ॥ বেলাল চৌধুরী। *শিল্পতরু*-র ঈদ-সংখ্যা বেরিয়েছে। সপ্তম সংখ্যার কাজ চলছে। নজরুল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেনের সঙ্গে কথা বললাম ফোনে। পরে ন-এ-তে ইদ্রিস আলীর সঙ্গে। বুদ্ধদেব বসু ও নজরুল সংক্রান্ত লেখাগুলি অবিলম্বে সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

২৫-৪-৮৯
সকাল দশটা ॥ কাল রাত্রি বারোটা পর্যন্ত নজরুলের *প্রলয়-শিখা* বইটির কয়েকটি সংস্করণের তথ্য মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। দেখলাম : নজরুলচর্চা আমরা কেবল আবেগ দিয়েই করেছি। এখনো-যে কত তথ্য সংগ্রহ, সজ্জিত, একত্রিত, সংশোধন করা দরকার। নজরুল বিষয়ে পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করব, ঠিক করেছি।

১৭-৫-৮৯
সকাল সাড়ে-নটা ॥ আটটার দিকে অফিসে এসেছি। বাংলা একাডেমী থেকে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিতব্য নজরুল-স্মরণিকা নিয়ে লাইব্রেরিতেই কেটেছে মূলত। একটু পরেই একই কাজে বেরুব। অফিসে বসেও ঐ কাজই করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

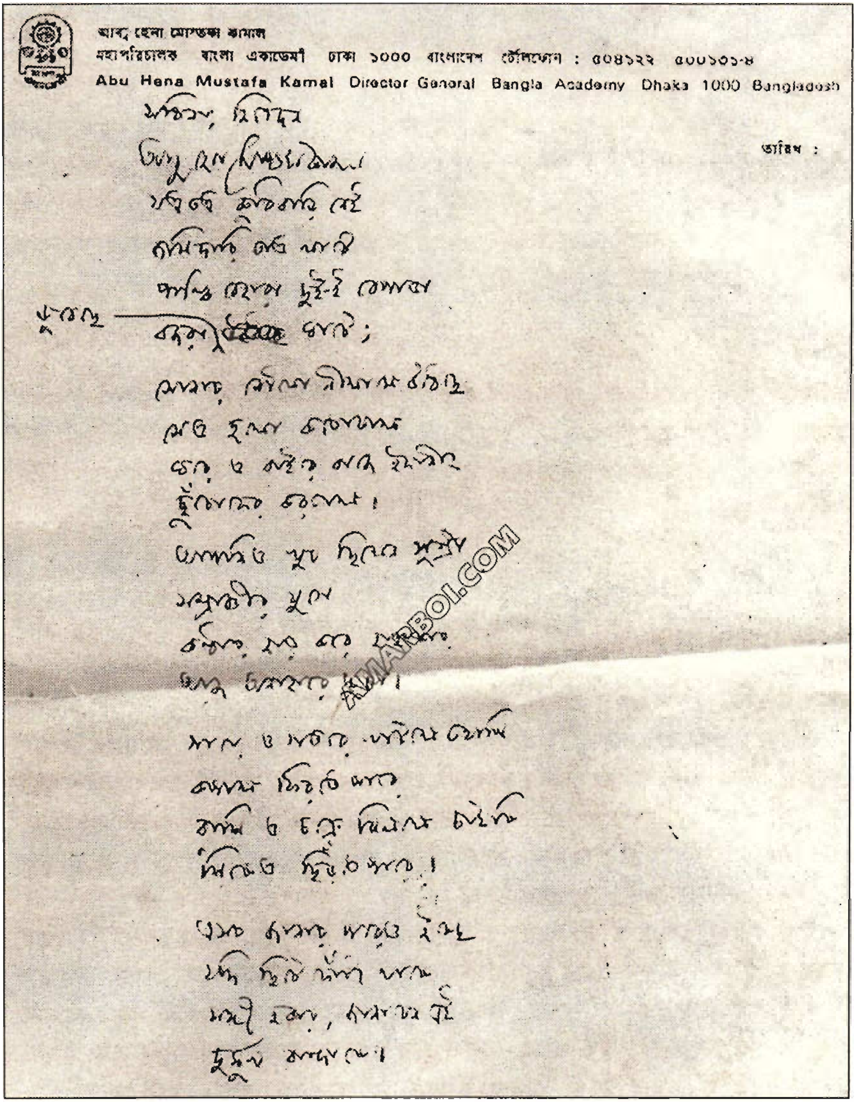

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০ বাংলাদেশ টেলিফোন : ৫০৪১২২ ৫০০১৩১-৪
Abu Hena Mustafa Kamal Director General Bangla Academy Dhaka 1000 Bangladesh

তারিখ :

সব শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে পারা গেল না আর। কেউ কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করেন ! আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-৮৯) আমার এক পিরিয়ডের পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক। তাঁর জীবৎকালে আমার সম্পাদিত পত্রিকাবলিতে তাঁর কবিতা ও গদ্য ছেপে আনন্দ পেয়েছি, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ও তাঁর সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ সম্পাদনা করেছি। 'ঋণশোধের জন্যে নয়, ঋণস্বীকারের জন্যে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১-৬-৮৯

আজ পয়লা জুন। নানা ব্যস্ততায় ও শরীর খারাপে অনেকদিন ডায়েরি লেখা হয়নি। কিন্তু নিয়মিত লেখা দরকার— দিকনির্দেশনা ও প্রতিদিনের কৃত্যের একটা মোটামুটি হিশাব থাকার জন্যে। ইতোমধ্যে দশ দিনের (১৫-৫-৮৯ — ২৫-৫-৮৯) অসম্ভব পরিশ্রমে বাংলা একাডেমী থেকে আমার সম্পাদনায় বেরিয়েছে ১১ই জ্যৈষ্ঠে (২৬-৫-৮৯) *তোরা সব জয়ধ্বনি কর* নামে নজরুল সংক্রান্ত তথ্যভিত্তিক একটি বই।

১২-৭-৮৯

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আজ নটার সময় এলেন এবং বেলা একটা পর্যন্ত থাকলেন। আমার অফিসে। তিনি আমার সম্পাদনায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা সিরিজ' প্রকাশ করবেন। এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং তার ভার বহন করার সাহস আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এবং আমি ছাড়া আমাদের সময়ে কেউ নেই।

AMARBOI.COM

১৭-৭-৮৯

বেলা সওয়া-এগারোটা ॥ অফিসে বসে লিখছি। বকরি-ঈদের চার দিন ছুটির পরে আজ অফিস খুলল। এই চারদিন কাটল ঈদ উদযাপনে— অসুস্থতায়— অবিরল ঘুমে। ঈদের পরের দিন মেজোভাই এসেছিল বিকেলে ভাবিদের নিয়ে। মেজোভাই তলস্তয় ও দস্তয়েভস্কি পড়ছে— তাদের অসম্ভব অনুরাগীই হয়ে উঠেছে। আমি ক্লাসিক লেখকদের অনেকের লেখাই পড়িনি ঠিকমতো। এবার শুরু করব। করলামও। তলস্তয়ের *আন্না কারেনিনা* প্রথম অংশ পড়া শেষ হলো। তলস্তয় প্রথম সম্পূর্ণ করব। তাঁর প্রধান তিনটি উপন্যাস—*আন্না কারেনিনা*, *ওয়ার এ্যান্ড পিস* এবং *রেজারেকশন* আগে পড়ব। আমার নিজের ধরনে অর্থাৎ আনুষঙ্গিক বই, টীকা, ভাষ্য সমেত। নিজেও নোট রাখব।

বেলা সাড়ে-তিনটা ॥ শিল্পতরু অফিসে বসে লিখছি। রানুরা গতকাল মেজ্‌জুর ওখানে গিয়েছিল। অফিস থেকে ওদের বাসায় এনে রেখে, শিল্পতরু-তে এলাম। তলস্তয় সম্পর্কিত সমস্ত বই একত্রিত করছি। দেখছি, তাঁর প্রধান উপন্যাস তিনটিই আছে আমার কাছে, অন্যান্য কয়েকটি বইও আছে। এখন তাঁর বইগুলো গভীরভাবে পড়ব এবং বাংলা ও ইংরেজিতে দুটি দীর্ঘ রচনা প্রণয়ন করব। সম্ভাব্য notes পড়ার সঙ্গে সঙ্গে করে যাওয়া দরকার।

রাত ন-টা। বাড়িতে বসে লিখছি। শিল্পতরু অফিসে। আবিদ ও রুচি। গ্রীন রোডের বাড়িতে আব্বা-আম্মা। এখন, কিছু লেখাপড়া করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা একাডেমী

প্রবন্ধ-গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ
জনাব আবদুল মান্নান সৈয়দ কে
১৯৮১ সালের বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হলো।

মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

৩রা ডিসেম্বর ১৯৮৩

AMARBOI.COM

কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ — তিন বিষয়ের যে-কোনো একটিতে বা/এ পুরস্কার দেওয়ার কথা বিভিন্ন বছরে আমার নাম উঠত বলে আমাকে জানিয়েছিলেন বা/এ-র কর্মকর্তা শামসুজ্জামান খান। 'ওর অল্প বয়েস!' বলে ঠেকিয়ে রাখতেন আমারই এক মহান শিক্ষক। শেষপর্যন্ত শিকে ছেঁড়ে ১৯৮১, সালে কার্যত ১৯৮৩ সালে। আমার আনন্দিত হওয়ার অবকাশ ছিল না। রানু তখন অসুস্থ। টাকাটা কাজে লেগেছিল।

৩-৮-৮৯

আজ আমার জন্মদিন। খুব ব্যস্ত কিন্তু শান্তভাবে দিনটি অতিবাহিত হলো। এখন রাত দশটার সময় লিখছি।

ভোর সাড়ে-পাঁচটার সময় উঠেছি। মৌলবি শাহেব এলেন ছ-টায়। আজ থেকেই নামাজ শিক্ষা শুরু হলো।

আটটায় অফিস। অফিসে রাশিদা। সওয়া-দশটায় ব্যাঙ্ক। গ্রীন রোড। মিষ্টি নিয়ে গেলাম। আব্বা, আম্মা। নামার্জ শেখার কথা শুনে আর জন্মদিনের কথা শুনে আম্মা খুব খুশি।

অফিস থেকে ফিরে স্নান, আহার, ঘুম। বিকালে শিল্পতরু অফিসে। আবিদ। আল মাহমুদ। কচি। আড্ডা। মনসুরউদ্দীন স্যারের বড়ো ছেলে কামালউদ্‌দীন এলেন। স্যারের অনেক গল্প। এঁদের জ্ঞানচর্চা এখন মনে হয় কিংবদন্তির মতো। অনেক ঘরোয়া পারিবারিক ইতিবৃত্ত শোনালেন। মাহবুব হাসান ছিল।

রাত ন-টায় বাসায় ফিরলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিভি নাটক দেখলাম। টুকিটাকি পড়াশোনা। কাল সারাদিন পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। বিকালে অনুষ্ঠান আছে একটি।

৮-৯-৮৯

সকাল দশটায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে কথাশিল্পী সংসদ প্রকাশিত *বাংলাদেশের ছোটগল্প ১৯৮৮* গল্পসংকলন গ্রন্থের প্রকাশন-উৎসব। সভাপতি : নূরুল ইসলাম খান, প্রধান অতিথি : হামেদ শফিউল ইসলাম, সম্পাদক : শহীদ আখন্দ, আমন্ত্রিত বক্তা : শওকত ওসমান মঞ্চে উপবিষ্ট। আমি প্রথম কাতারে বসে আছি, পাশে কবি-গবেষক ড. মযহারুল ইসলাম। শওকত ওসমান চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। বললেন লেখকদের উদ্দেশে– You must face life। বললেন– আমাদের লেখকরা জীবনেরই মোকাবিলা করেন না। বললেন এও– লেখকরা এক-হিশেবে নিশিগ্রস্ত। যুক্তির বিরুদ্ধে রচনা মাত্রেই। আবু সয়ীদ আইয়ুব যুক্তিবাদিতা দিয়ে শুরু করলেন, শেষ করছেন রবীন্দ্রনাথে। অর্থাৎ দার্শনিকতায় শুরু, অদার্শনিকতায় শেষ। –শওকত ওসমান সুকান্ত ভট্টাচার্যের যৌবনের পরাক্রম বোঝাতে সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি লাইন– আঠারো বছর সংক্রান্ত– মনে করতে চাইলেন। কিছুতে মনে আসছে না দেখে বললেন, 'মান্নান, লাইনটা কী?' আমি দর্শকদের মধ্যে থেকে জোরে বলে উঠলাম– 'আঠারো বছর বয়স কি দুঃসহ!' স্যার পরে তাঁর কৃতী ছাত্র হিশেবে আমার ও ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের নাম করলেন। জাফর তালুকদার আমার পাশে বসেছিল। আমার 'আম্রকাননে' গল্পটি তার ভালো লেগেছিল। বলল– মান্নান ভাই আপনি তো একএক সময়ে একএকটা কাজ নিয়ে মেতে ওঠেন– এভাবে কয়েকটি গল্প লিখে ফেলুন-না। – মন্দ নয় তার প্রস্তাব। দেখা যাক, কোনো অবসরে একগুচ্ছ গল্প লিখে ফেলতে পারি কিনা।

'Surrealism gave the artist the freedom to express himself completely, his inner self, his convictions. Now two Surrealists are not alike. Every single Surrealist artist has his own voice. The only thing that unites them is the common endeavor to express the deepest inpulses of ones psyche.'

১৮-৯-৮৯

সকাল দশটায় অফিস ॥ মুক্তধারার চিত্তদা'র সঙ্গে কথা হলো। নাইন-টেন-এর বাংলা রচনাবই লেখার প্রস্তাবে আগেই রাজি হয়েছি– ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে দিতে হবে। আজকে 'না' করতে যাচ্ছিলাম, আবার সম্মত হতে হলো। প্রতিদিন একটি-দুটি করে লিখলে দ্রুত কাজ শেষ হবে। ২০শে অক্টোবরের মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ করব, ঠিক করেছি। কৃতী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

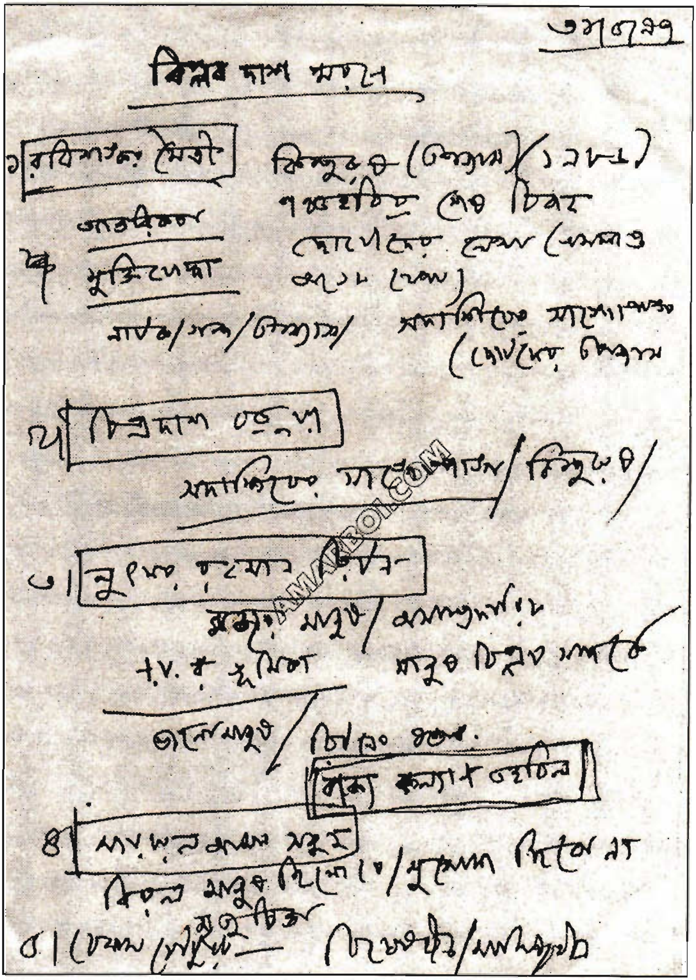

বিপ্লব দাশ ছিল অনুজতুল্য। প্রাণবন্ত, সদাহাস্য, তরতাজা। ওর বোনরা গান গাইত। ও লিখত। *কিম্পুরুষ* নামে হিজড়েদের নিয়ে সাড়া-জাগানো উপন্যাস লিখেছিল। *স্বরগ্রাম* নামে একটি লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। মেসবাহউদ্দিন আহমদ ছিল সম্পাদক। হাবীবুল্লাহ সিরাজীও ছিল। *স্বরগ্রামে* অনেক লিখেছি। ওর মৃত্যুর পরে ৩১শে মে ১৯৯৭ সালে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেছিলাম। বেলাল চৌধুরী ছিল প্রধান অতিথি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিমাত্রই আশাবাদী শুধু নন, আশাসঞ্চারকও। চিত্তদা বললেন– কিছু করে যান, যাতে ছাত্ররা আপনার কথা মনে রাখে।

২০-৯-৮৯

বেলা দশটা ॥ গতকাল সন্ধেবেলা শিল্পতরু অফিসে 'মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন স্মৃতিসংসদ'-এর তরফ থেকে মনসুরউদ্দীনের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হলো। সভাপতি : ড. আশরাফ সিদ্দিকী। প্রধান অতিথি : অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ। স্বাগত ভাষণ : আবিদ আজাদ। আলোচক : শামসুজ্জামান খান, তরীকুল ইসলাম, অধ্যাপক আবদুস সালাম, আমি। অনুষ্ঠান পরিচালনা করলাম আমি। চমৎকার অনুষ্ঠান উদযাপিত হলো। গত বছর 'মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন স্মৃতি সংসদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি : ড. আবদুল্লাহ আল মুতী। সম্পাদক : আমি। গত বছর আমার ও আবিদ আজাদের সম্পাদনায় স্মৃতি পরিষদ থেকে আমার ও আবিদ আজাদের সম্পাদনায় *মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন স্মৃতি অ্যালবাম* প্রকাশিত হয়েছে। এবার প্রকাশিত হবে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের *নির্বাচিত প্রবন্ধ*।

১৯৯৩ সলে আমার ৫০ বছর হবে। ওই বছরে একটি ছোট আত্মজীবনী লিখব। প্রকাশ না-করলেও অন্তত লিখে রাখব ওই বছরে।

১- ১১-৮৯

বেলা দুটো ॥ অফিস হয়ে গ্রীন রোডের বাড়িতে। আব্বা খবর কাগজ পড়ছেন–কিন্তু পড়ায় মন আছে কিনা বোঝা গেল না। আম্মার সঙ্গে কথা বললাম। বড় ভাইয়ের সঙ্গে তার চেম্বারে। বাংলা একাডেমীর কাজগুলি যথারীতি দেরি হয়েছে। এ মাসেই শেষ করা দরকার। *সৈয়দ মুর্তজা আলী* (জীবনী), ২ নজরুল-জীবনী (জীবনী), ৩ *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী* (জীবনী ও রচনাপঞ্জি) এবং ৪ *আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রবন্ধ*।

রাত্রি ন-টা ॥ চারটে পর্যন্ত অফিস। বাসায় এসে, শিল্পতরু অফিসে। আজকাল সপ্তায় একদিন করে যাচ্ছি–গত মাস থেকে। ওখান থেকে গ্রীন রোড। ফ্ল্যাটে ফিরলাম, অজস্র জরুরি কাজ পড়ে আছে।

১২-১২-৮৯

সারা দুপুর। খাওয়া। গল্প। নিজের হাতে তুলে দেওয়া। 'হলদে শাড়ি ও একটা দুপুর' গল্প লিখতে বলে। ঠিক চারটের সময় ফেরা। একটি ডেরায়। নিজেই চুম্বন। গালে। গান। 'আমি কিন্তু ভিজে যাচ্ছি !' — আরো তপ্ত করে তোলে আমাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা একাডেমী
ঢাকা বাংলাদেশ
টেলিফোন ২৫১০৬৬
২৮১০৬৮ ২৮২৩৪৪

পত্র সংখ্যা : ১৬ সং/৬-৮/[illegible] তারিখ : ~~১৯.৩.৮৭~~ ৪.১২.৭৬

প্রাপক: আবুল আহসান চৌধুরী
৫৫, লতিফা মঞ্জিল
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

সবিনয় নিবেদন,

বাংলা একাডেমী থেকে প্রয়াত বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের রচনাবলী প্রকাশের কার্যক্রমে আমরা আগামী অর্থ বছরে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আপনি অনুগ্রহ করে এই রচনাবলী সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে আমরা আনন্দিত হবো।

উপর্যুক্ত রচনাবলীর প্রথম খণ্ড আগামী ৩০ জুন, ১৯৮৭ তারিখের মধ্যে সম্পাদনা সম্পন্ন করার বিনীত অনুরোধ জানাই।

আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

(আবু হেনা মোস্তফা কামাল)
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৮৭ সালের ১৯শে মার্চের চিঠি। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামালের পত্র।
খুব খেটে তৈরি করেছিলাম *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-রচনাবলী*-র প্রথম খণ্ড।
ওই খণ্ডের ভিত্তিতেই একজন ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন — তারপর তিনি লীন হয়ে যান।
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বিষয়ে পরে আমি আরো কাজ করেছি।
নিউ এলিফ্যান্ট রোডে কোনোদিন থাকিনি আমি,
কিন্তু চিঠিটা আমার কাছেই এসেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[আমার লেখা নয়]

খোকার উদ্দেশে
পাথরের ভিতরেও জীবন বাস করে
নাহলে এমন কঠিন হয়েও তোমাকে
ভালোবাসলাম কি করে ?

১৪-১২-৮৯

তুমি
আমি হচ্ছি তাত্ত্বিক, আর তুমি কিশোরী উতল।
আমার গাম্ভীর্য ভেঙে ছুটে বেরিয়েছ ঝর্নাধারা।
রাত্রির আকাশে তুমি এক কোটি তারা।
ডিসেম্বরে নেমে এলে নিবিড় বাদল।

তুমি একটা ঝর্না। তুমি ফুল। তুমি তারা।
তুমি একটা অনিঃশেষ আশ্চর্য ফোয়ারা।
মাটির রন্ধ্র থেকে কতদূর উঠেছ, জানো না।
তুমি লক্ষ বছরের কয়লা-ক্লান্ত জীবনের সোনা।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পর্বতেরও ভিত।
তোমার চুমোর দামে কিনব আমি তারার টিকিট।
এক-জন্মে ঘটিয়ে দিলে নব জন্মান্তর।
জলস্রোতে রাখলাম প্রথম স্বাক্ষর।
স্বপ্ন তুমি, মায়া তুমি, তুমি মতিভ্রম।
তোমার একটি কথায় ভাসিয়ে দিয়েছি সব তত্ত্বকথা
আর তাবৎ সম্ভ্রম ॥

শেষ রাত্রি ১৪-১২-৮৯

১৭-১২-৮৯

ডেরায়। কমলা ও আপেল খাওয়া। কমলার কোয়া গালে তুলে দ্যায়। চুমো আমাকে জড়িয়ে। বিকেল পর্যন্ত।

২৬-১২-৮৯

অসম্ভব বৃষ্টি। তীক্ষ্ণধার হাওয়া। ১৭-২৬ পর্যন্ত অদর্শনের অসম্ভব কষ্ট। কারেন্ট নেই। ব্যাংক বন্ধ। বিরূপ আবহাওয়া। সব দিকে। হঠাৎ আবির্ভাবে সব আলো হয়ে ওঠে। অফিসে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারেন্ট। ব্যাংকে কারেন্ট। রিকশায়— প্রবল বৃষ্টির মধ্যে হুড টেনে দিয়ে চুম্বন— অন্ধকার— দোকানঘরে চুম্বন।

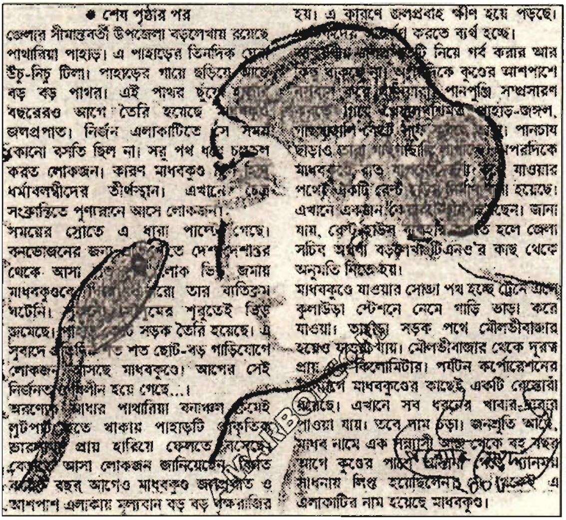

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধার্ঘ্য। — চিত্রী : অশোক সৈয়দ

২৭-১২-৮৯

উদ্যানে অনেকক্ষণ বসে গল্প।

২৮-১২-৮৯

দাও সুন্দরী, প্রবেশাধিকার তোমার রূপের রন্ধ্রে।
গাঢ় নির্বেদ থেকে যেন জাগি দীপ্র শব্দে-ছন্দে।
অসীম হতাশা রূপ নেয় যেন অতলোত্তাল আনন্দে।

শব যেন জাগে ক্ষীণ সুকুমার কড়ে আঙুলের স্পর্শে।
জ্যৈষ্ঠের ফাটা মাঠে মাঠে যেন অঝোর শ্রাবণ বর্ষে।
অগাধ শূন্য থেকে যেন জাগি মুক্তবন্ধ হর্ষে॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

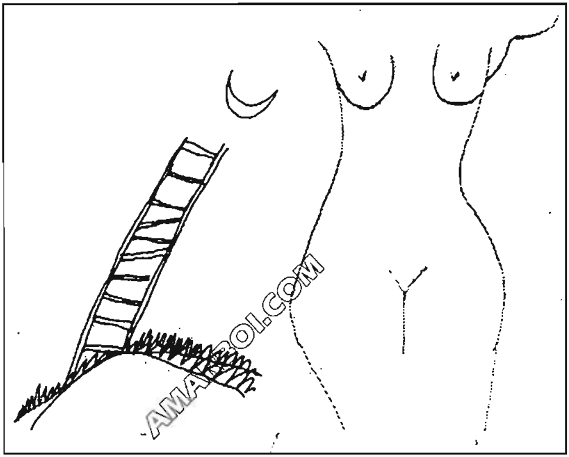

পৃথিবী ও চাঁদ — চিত্রী : অশোক সৈয়দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯০

শেষ-পর্যন্ত

১-১-১৯৯০ ♦ ১৮ই পৌষ ১৩৯৬ ♦ সোমবার

বেলা একটা ॥ দুটি বইয়ের প্রুফ দেখলাম : *সৈয়দ মুর্তজা আলী* ও *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-রচনাবলী*। এবার একুশে ফেব্রুয়ারিতে বেরুবে, আশা করা যায়। ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা জ্বালিয়ে তোলা দরকার। ছোট ঘর, ছোট মন, ছোট আকাঙ্ক্ষা মানুষকে ছোট করে দ্যায়। নির্লিপ্তি থাকবে। তাই বলে ক্ষুদ্রতা, আকাঙ্ক্ষার সংকীর্ণতা থাকবে কেন।

বেলা দুটো ॥ কয়েকদিন আগে আমার প্রকাশিত গ্রন্থের একটি কালক্রমিক তালিকা করেছি। আজ আমার মুদ্রণাধীন ও প্রস্তুয়মান গ্রন্থাবলির একটি সূচি তৈরি করলাম। কয়েকদিন থেকে একটি গল্প মাথায় ঘুরছে : 'মৌলিক কবিতা আর অনুবাদ কবিতা'। লিখে ফেলা দরকার।

৫-১-১৯৯০

আজিমপুর ফ্ল্যাট।

১। গতকাল *সৈয়দ মুর্তজা আলী* বইয়ের প্রুফ দেখা শেষ করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২। আজ সকালবেলা *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-রচনাবলী* (প্রথম খন্ড) ও *পুনর্বিবেচনা* বই দুটির প্রুফ দেখলাম। আশা করছি ফেব্রুয়ারিতে বেরুবে।

৩। *আমার সনেট* নামে একটি কবিতাগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করছি কয়েকদিন ধরে। আজো করলাম।

৯-১-৯০

বেলা সাড়ে-এগারোটা ॥ কিছুতেই স্বস্থ হয়ে কাজে মন বসাতে পারছি না। কিন্তু আজকে থেকেই মন বসাতে হবে। 'আমাদের তিরিশের কবি' নামে লেখা শুরু করলাম। আজকালের মধ্যেই শেষ করতে হবে।

১৫-১-৯০

ফুল

আধ-বোজা ফুল তুমি, আধ-খোলা ফুল।
তুমি এক-জীবনের শ্রেষ্ঠ ভুল।
আকাশের তারা তুমি, দূরের অনেক।
আধ-বোজা তারা তুমি, খুলেছ আধেক।
তুমি দূর আকাশের নীল এক তারা।
সারারাত জেগে আমি দিচ্ছি পাহারা।
ঘাসে তুমি ফুটে আছ নীল ঘাসফুল।
তুমি এই জীবনের শ্রেষ্ঠ ভুল।

আধ-খোলা ফুল তুমি, ফুল আধ-বোজা—
এইবার খুলবে কি ভেজানো দরোজা?
আধ-বোজা ফুল তুমি, আধ-খোলা ফুল—
স্পর্শ করেছ যদি মর্মমূল—
ফুল তুমি, পরী তুমি, তুমি মণি, সোনা—
আধেক খুলেছ যদি, আধেক খোলো-না ॥

৯-২-৯০

শেষ-পর্যন্ত

শেষ-পর্যন্ত বুঝলাম আমি আমার নিজের চরিত্র :
জটিলও বটে, দুর্গমও বটে, কিন্তু নেহাৎ পবিত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ-পর্যন্ত দেখলাম আমি পরাজিতদের পক্ষে
বিরামবিহীন কাজ করে গেছি প্রত্যক্ষে না-হোক—পরোক্ষে।

শেষ-পর্যন্ত আমার স্বভাব মনে হয় কোনো বিদ্রোহীর–
আপাতত যত শান্ত দেখাক, যত মনে হোক সুস্থির।
শেষ-পর্যন্ত মনে হয় আমি একটিই নিয়েছি দীক্ষা–
শেকল-লাগাম না-পরে হোক-না জীবনে একটি পরীক্ষা!

অবশ্য আমি আস্থা রাখিনি কোনোই ইজম-টিজমে–
জীবনকে দেখেছি বহুলব্যাপ্ত বর্ণিল এক প্রিজমে।
বাঁধতে গেলেই তখনই আমার মন বলে ওঠে : পালাই!
বাঁধন যেখানে, সেখানেই নীল দীপ্ত আগুন জ্বালাই!

চালাক কুশলী বিপ্লবীরা জানে হরেকরকম চাতুর্য,
কিন্তু জানে না প্রত্যাখ্যানের অপরূপ সে কী মাধুর্য!
ভিতরে আমার চিরকাল ধরে জ্বলেই যাচ্ছে অগ্নি :
নীরব বারুদ-গন্ধক-জ্বালা লেখায় এসেছে তেম্নি।

তাইতো আমাকে হয়নি কখনো লিখতে কলম কামড়ে–
হীরায় না-হোক লিখে গেছি শুধু সোনার-রূপায়-তাম্রে।
তাইতো আমার লেখনী হয়েছে চিরকাল এক ঝরনা–
ওপরচালাকি গোপন দরবার ধুয়ে-মুছে দ্যায় বন্যা।

আমার পন্থায় স্থির থাকব, গন্তব্য আমার নিশ্চিত :
তাদেরই গান গেয়ে যাব আমি, চিরকাল যারা পরাজিত।
নৈরাশা যদি দখল করে নেয়, মন হয়ে যায় জীর্ণ—
তারপরই যেন অগাধ আকাশে হয়ে যাই উত্তীর্ণ !

২৯-৫-৯০

বেলা এগারোটা ॥ আগামীকাল (৩০-৫-৯০) বিকাল পাঁচটায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনে। নজরুল বিষয়ক বক্তৃতা। সেজন্যে ওখানকার আজিজুর রহমান শাহেব ফোন করলেন।

বেলা সাড়ে-তিনটা ॥ বারোটার দিকে টেলিভিশনে গেলাম আমার ছাত্র প্রযোজক মোহাম্মদ আবুল তাহেরের আহ্বানে। 'শিল্প ও সাহিত্য' অনুষ্ঠানের একটি চেক পেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওখান থেকে শাকেরউল্লাহর প্রেসে। মধ্যাহ্নভোজন ওখানেই। *নজরুল একাডেমী পত্রিকা* সম্পাদনার কথা বলেছেন লুৎফর রহমান সরকার। আবার বেরোবে। সে-সব বিষয়েও আলাপ হলো। অফিসে ফিরতে ফিরতে বাজল সাড়ে-তিনটা। অফিসে এসে দেখছি সৈয়দ শামসুল হুদা এবং আমার গল্পের সাপ্লায়ার। লোকজন সারাক্ষণ ঘিরে আছে।

রাত সাড়ে-দশটা ॥ সাড়ে-চারটায় বাসায় ফিরেছি। বিশ্রাম। সন্ধে সাতটায় শিল্পতরু অফিস। আবিদ আজাদ, মাহবুব হাসান, ফখরুজ্জামান চৌধুরী, আজিজুর রহমান আজিজের সঙ্গে আড্ডা। *শিল্পতরু* নজরুল-সংখ্যার কাজ। সাড়ে-আটটায় *সংগ্রামে* গেলাম আজিজ ভাইয়ের গাড়িতে। সাজজাদ হোসাইন খানের সঙ্গে আড্ডা। তারপর বাসায় ফিরলাম।

আমি আর আনওয়ার আহমদ। তার বাসভবনে। কত-না সানন্দ দিন-রাত্রি উদযাপন করেছি ওর সঙ্গে, কত রচনা অবারিত হয়েছে ওর জেদে। ওরকম পত্রিকাপাগল দেখিনি আর। জাত-সম্পাদক। জাত-সংগঠক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯২

শেকড়গুচ্ছ

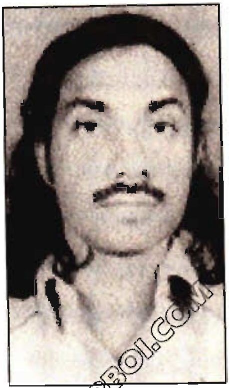

AMARBOI.COM

১২-১-১৯৯২ ♦ ২৮শে পৌষ ১৩৮৯ ♦ রোববার

> 'Why don't you just go and look at something–for example at an animal in the Jardin des Plants, and keep in looking at it till you'er able to make poem of it?' –Rodin to Rilke

২৬-২-৯২

১৯৮০ সলে একটি গবেষণাকর্মে কলকাতায় যাই। সে-সময় লক্ষ্য করি, বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে পাশের দেশেই অজ্ঞানতা কত বেশি। কিন্তু কিছু কৌতূহল ছিল। সেই কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার জবাব মেটাতে গিয়ে আমকে বাংলাদেশের সাহিত্যের কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছিল *কাফেলা* ও *শিলাদিত্য* নামে দুই মাসিক সাহিত্যপত্রে।

গত এক দশকে বিভিন্ন উপলক্ষে আমাকে বাংলাদেশের সমকালীন বা প্রায়-সমকালীন সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার ইতিহাসধর্মী কয়েকটি রচনা প্রস্তুত করতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সচিত্র সন্ধানী, ঈদ সংখ্যা ১৯৯১

আমি কি রকমভাবে বেঁচে আছি

সচিত্রকরণ কাইয়ুম চৌধুরী

আবদুল মান্নান সৈয়দ

বসকে বললাম, 'স্যার একটু বাইরে বেরুবো?' বস্ বললেন, 'কোথায়?'

এটা তার জিজ্ঞেস করার এখতিয়ার নেই, আমি কোথায় যাবো না-যাবো সে আমার ব্যাপার। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে উপায় কি? জবাব একটা দিতেই হয়। বললাম, 'সেক্রেটারিয়েটে।'

বল্লেন, 'আচ্ছা যান।'

বেরোলাম অফিস থেকে। আসলে যাবো একটা পত্রিকা অফিসে। কয়েক মাস আগে একটা গল্প লিখেছিলাম এই পত্রিকায়। আজ ফোন করে জানালো টাকাটা পাওয়া যাবে। সেই উদ্দেশ্যেই বেরোলাম।

বিরাট অফিস। সাপ্তাহিক পত্রিকার এতোসুন্দর অফিস ঢাকায় আর নেই। বাইরে টুলে দারোয়ান ব'সে আছে। ঝকঝক করছে সিঁড়ি। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট পালিশ-করা কাঠের এক -একটি ছোটো ঘরে বিভক্ত।

সচিত্র সন্ধানী-র নবপর্যায় প্রথম সংখ্যায় গল্প লিখেছিলাম। পরেও বেশ কিছু। অনেক পরে ১৯৯১এর ঈদসংখ্যায় আমার একটি গল্প। কাইয়ুম চৌধুরী-চিত্রিত ছবিটিতে কাজের মেয়েটি চেয়ারে আসীন আর বাড়ির কর্তা মেঝেয় বসে তার পদসেবা করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩-৮-১৯৯২ সোমবার
বিকেল চারটা। বাংলা একাডেমীতে *নজরুল-রচনাবলী* বিষয়ক পঞ্চম সভা। নজরুল ইসলামের *ঝিঙ্গেফুল* বইটি *নজরুল-রচনাবলী*-র প্রচলিত সংস্করণের সঙ্গে মূল প্রথম সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে জমা দিলাম। ইতোপূর্বে *দোলন-চাঁপা* বইটি মূল সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছি।

৫-৮-৯২
সকাল এগারোটা। জগন্নাথ কলেজের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে অধ্যক্ষের কক্ষে সভা। জগন্নাথ কলেজের শতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকার যুগ্ম আহ্বায়ক বাংলা বিভাগের (দিবা) চেয়ারম্যান মির্জা হারুন অর রশিদ এবং আমি।

১১-৮-৯২
বিকেল চারটা। বা-এ-তে *নজরুল-রচনাবলী* বিষয়ক ষষ্ঠ সভা।

৮-৮-৯২
বা-এ। ন-র সম্পাদনা পরিষদের বৈঠক। বিকেল চারটা।

AMARBOI.COM

১৪-৯-৯২
বিকেল। রেডিওর এক্স্টারনাল সার্ভিস এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে হযরত মুহম্মদ (সা.) সম্পর্কে কবিতা পাঠ। স্থান : ই. ফা.।

২৫-৯-৯২
আমার একক কবিতা পাঠ। উদ্যোক্তা : বাংলা সাহিত্য পরিষদ। সন্ধ্যার পর।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন শাহাবুদ্দীন আহমদ (আল মাহমুদ অনুপস্থিত)। শাহাবুদ্দীন নাগরীর অনুপস্থিতিতে মূল প্রবন্ধ পাঠ : তমিজউদ্দীন লোদি (নাগরীরই প্রবন্ধ)। আমাকে নিবেদিত কবিতা : আহমদ আখতার ও ফজল মোবারক। আলোচক : মোশাররফ হোসেন খান, মতিউর রহমান মল্লিক, আসাদ বিন হাফিজ, তমিজউদ্দিন লোদি, সাজজাদ হোসাইন খান ও হাসান আলীম (এই তিনজনের লিখিত)। পরিচ্ছন্ন প্রোগ্রাম।

৭-১১-৯২
আমার নানাদের (কাজী আজীজুল হক) বংশের ইতিবৃত্ত আজ ছোট নানির (সাইফু-লুৎফু মামুর আম্মা) কাছ থেকে শুনলাম। শ-চারেক বছর আগে এঁদের একজন দিল্লির রাজদরবারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি ছিলেন, নাম কাজী সাদেক আখতার, ফারসি ভাষায় কবিতা লিখতেন। দিল্লি থেকে এঁদের একটি শাখা আসে প্রথমে হুগলিতে, তারপর বসিরহাট ও বারাসতে দুটি শাখা ছড়িয়ে পড়ে। আমার নানা কাজী আজীজুল হক বসিরহাটেরই সন্তান। দেশবিভাগের পর (১৯৪৭) খুলনার সাতক্ষীরায় আবাস গ্রহণ করেন। আমার নানা ও নানার ছোট ভাইও (সাতক্ষীরার খ্যাতিমান 'খোকা ডাক্তার' নানা বেঁচে আছেন এখনো) ওখানেই বসতি স্থাপন করেন। আমার নানা-নানি সাতক্ষীরার বাড়িঘর বিক্রি করে ঢাকায় আমাদের কাছে চলে আসেন ষাটের দশকে। নানারা ছিলেন পনেরোজন ভাইবোন। চারজন অল্প বয়সে মারা যায়। বাকি এগারোজন দীর্ঘজীবী। সবাই এদেশে চলে আসেন।

ওঁদের সবচেয়ে ছোট ভাই ওখানেই থেকে যান, ভাসলে-তে, এবার এপ্রিল মাসে আমাদের এই নানা মারা গেছেন। আব্বার মৃত্যুবার্ষিকীর (৮ই নবেম্বর) আগের দিন এসে ছোট নানি এসব গল্প করলেন আম্মার ঘরে বসে। আমাকে দেখেই কথাটা শুরু করেছিলেন।

'তুমি কবিতা লিখবে না কেন?' — এরকম বলে।

AMARBOI.COM

২৪-১১-৯২
বিকেল চারটা। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের প্রবন্ধগ্রন্থ *উত্তরপ্রজন্ম*-এর প্রকাশন-উৎসব। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

২৬-১১-৯২
রেডিও প্রোগ্রাম। সকাল ন-টা।

২-১২-৯২
'কাঁঠালবাগান নাট্যগোষ্ঠী' আয়োজিত *সাগর-সেঁচা মানিক* নাটকে প্রধান অতিথি। বিকেল পাঁচটা। ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট।

৪-১২-৯২
বিকেল সাড়ে-চারটা। শিশু মিলনায়তন, জাতীয় জাদুঘর। আবুল ফজল শামসুজ্জামানের সংবর্ধনা। লেখক হিশেবে। আমার আলোচ্য ভ্রমণকাহিনীকার শামসুজ্জামান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

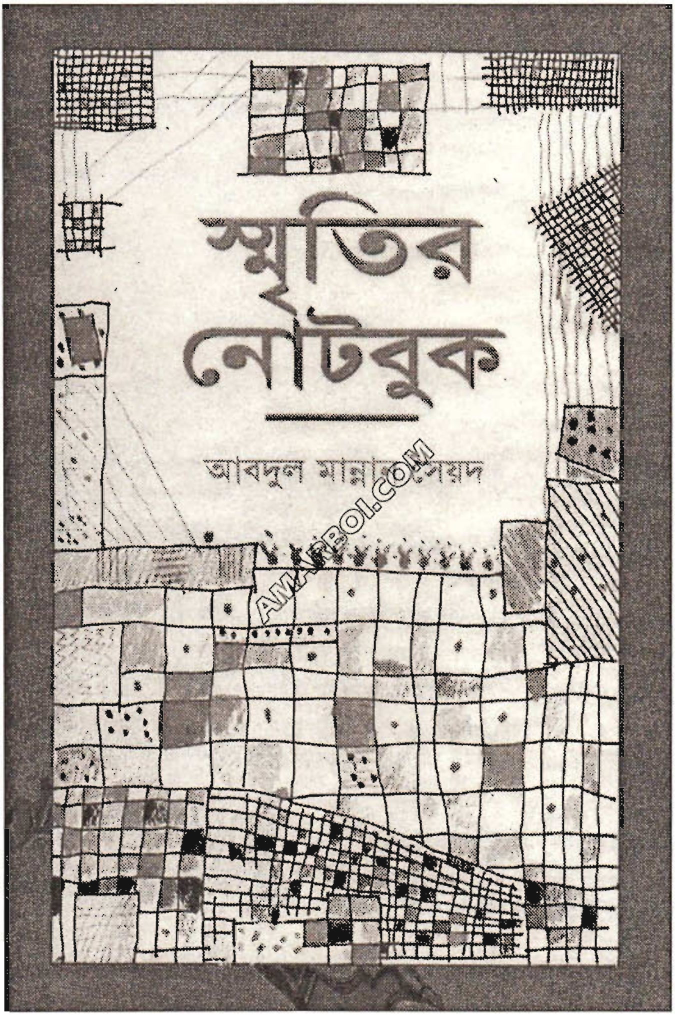

কবি-সম্পাদক আবিদ আজাদ তার নানারকম সাহিত্যচেষ্টার সঙ্গে আমাকে যুক্ত করে নিয়েছিল।
২০০০ সালে আমি যখন কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী, তখন আবিদ আমার ষাটের দশকের নিবিড় স্মৃতিচারণ
এই *স্মৃতির নোটবুক* বের করে দ্যায় তার প্রকাশন-সংস্থা 'শিল্পতরু' থেকে।
'শিল্পতরু' থেকে আমার আরো বই বেরিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫-১২-৯২
সকাল ন'টা। রেডিও : 'দর্পণ'। গ্রন্থালোচনা।

৭-১২-৯২
সকাল ন'টা। রেডিও : 'দর্পণ'। গ্রন্থালোচনা।

৯-১২-৯২
সকাল ন'টা। রেডিও : 'দর্পণ'। গ্রন্থালোচনা।

বিকেল চারটা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। আলোচনা : মীর মশাররফ হোসেন।

১১-১২-৯২
অনেকদিন পর— সন্ধের পর হাফিজ ভাই (অধ্যাপক আবদুল হাফিজ) এলেন। থাকলেন রাত দশটা পর্যন্ত। অনেক গল্প করলেন। আরো উদ্বুদ্ধ করলেন স্থায়ী বড় কাজ করবার জন্যে। দুটো উপন্যাস লেখার জন্যে বললেন লোককাহিনী ও মিথ অবলম্বন করে। অনেকগুলো লোককাহিনী শোনালেন। কিনতে বললেন পুঁথি— *হাতেম তায়ী*, *ইউসুফ জুলেখা*। জেমস জয়েসের *পোর্ট্রেট অফ এ্যান আর্টিস্ট এ্যাজ এ্যান ইয়ংম্যান* বারবার পড়তে বললেন।

১৯৭১-এ কলকাতায় তাঁর কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথা জানান। বিষ্ণু দে-র গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন এমন করে যে, বিষ্ণু দে হাফিজ ভাইকে তাঁর প্রেমের অভিজ্ঞতাও শুনিয়েছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তারাশঙ্কর-যে বলেছিলেন মুসলমানদের কোনো পুরাণ নেই, তার জবাব দিয়েছিলেন হাফিজ ভাই। ডা. রাম অধিকারী পন্ডিচেরিতে থাকতেন, রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসক ছিলেন, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের সামনে দুদিন দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিষয় : হিন্দু দর্শন ও মুসলিম দর্শন। দুদিনই সভাপতিত্ব করেছিলেন হাফিজ ভাই। দ্বিতীয় দিনে হাফিজ ভাইয়ের ভাষণ শুনে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন মুসলিম দর্শন বিষয়ে। হাফিজ ভাই এখন লোকসাহিত্য নিয়ে দশ খন্ডে একটি মহাগ্রন্থ রচনা করছেন, দু বছর ধরে লিখছেন তিনি।

২২-২৩-২৪-১২-৯২
সকাল ন'টা। জগন্নাথ কলেজ। শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। রোজ উপস্থিত।

৩০-১২-৯২
পূর্ণিমা অফিস। দুপুর আড়াইটে। নতুন গল্প : 'আর-একজন আবু হোসেন'। ✓

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯৩

কাঁদো নদী কাঁদো

AMARBOI.COM

'Every writer creates his own precursors'. – Borges

১-১-১৯৯৩ ♦ ১৮ পৌষ ১৩৯৯ ♦ শুক্রবার

সকাল আটটার সময় একটি গল্প লিখতে বসলাম। বিকেল-সাড়ে পাঁচটায় গল্পটি শেষ হলো। গল্পের নাম : 'তুমি কে?' সুররিয়ালিস্ট গল্প। কিন্তু লৌকিক। পুঁথির কাহিনী। কাহিনীটা আমাকে কয়েকদিন আগে শোনান অধ্যাপক আবদুল হাফিজ। গল্প লেখার ফাঁকে এগারোটার দিকে হোটেল থেকে পরোটা-ভাজি-চা খেয়ে এলাম।

সন্ধেবেলা গল্পটি *রূপম*-এর জন্য নিতে এল সালাহউদ্দিন আইয়ুব। বাইরে দাঁড়িয়ে রিফাত চৌধুরী ও অমিতাভ পাল। ওদের সঙ্গে রাত দশটা পর্যন্ত 'নিমন্ত্রণে' আড্ডা। বাজারে ওদের এগোতে দেবার সময় দেখা কাজল শাহনেওয়াজের সঙ্গে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গল্প। একজন অচেনা যুবক ২১শে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে আমার অভিমত লিখিতভাবে জানতে চাইল। দর্জির দোকানের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে কয়েক লাইন লিখে দিলাম। এখন এই ডায়েরি লিখলাম রাত্রি এগারোটার সময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫-১-৯৩
'Rodin was solitary when he was famous. And fame, when it arrived, made him perhaps even more solitary. For fame is, after all, only the sum of all understandings that gather around a new name.'

৭-১-৯৩
সকালবেলা সাড়ে-আটটার দিকে ঘুম থেকে উঠলাম। এখনো গত রাতের ঔদাসীন্য অবসাদ ছেয়ে আছে। বিছানা থেকে উঠতে পারলাম না। অনেকক্ষণ। নির্বেদ। হতাশা। ধূসরতা।

ক্রমশ সজীব হয়ে উঠলাম– ক্রমশ। আস্তে আস্তে। নাশতা খেতে খেতে এল টিপু খন্দকার– *বিচিত্রা*-র প্রতিনিধি। গল্পসংপৃক্ত একটি লেখা চায়।

জগন্নাথ কলেজের শতবার্ষিক স্মরণিকা পেয়েছি গতকাল। ২২-২৩-২৪শে ডিসেম্বর (১৯৯২) জগন্নাথ কলেজের শতবার্ষিক অনুষ্ঠানে শরিক হয়েছিলাম। স্মরণিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। 'নজরুল ও জসীমউদ্‌দীন'। ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মির্জা হারুন অর রশিদ বললেন, প্রাক্তন অধ্যক্ষ বজলুর রহমান এবং অধ্যাপক শওকত আলী আমার স্মৃতিচারণ প্রত্যাশা করেছিলেন। জগন্নাথ কলেজে এই নিয়ে তিনবার চাকরি করলাম। ১৯৬৫ সালে আগস্ট মাস থেকে কয়েক মাস। দ্বিতীয়বার ১৯৭০-৮০ এই দশ বছর। আর তৃতীয়বার ১৯৯১-এর অক্টোবর থেকে। আমার কর্মজীবনের প্রধান অংশ এই কলেজেই কাটল। গত বছর নবাবপুর স্কুলেরও একটি *স্মরণিকা* বেরিয়েছে। তাতেও আমার গল্প-কবিতা আছে।

৮-১-১৯৯৩ ♦ শুক্রবার
আমার চাকরি-জীবনের পঁচিশ বছর পূর্তি হলো আজ। ১৯৬৮ সালের ৮ই জানুয়ারিতে সিলেট এম.সি. কলেজে চাকরি শুরু করেছিলাম। সকালবেলা এই আনন্দে আম্মাকে একটা বড় রুই মাছ কিনে এনে দিলাম। বড় ভাইকেও বললাম। আব্বা বেঁচে থাকলে খুব খুশি হতেন।

চারটের সময় 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে' গেলাম। 'কায়কোবাদ সাহিত্য মজলিশ'-এর ১৯৯২-এর 'দেওয়ান আবদুল হামিদ সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান অনুষ্ঠানে। সভাপতি ছিলেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। প্রধান অতিথি ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। আলোচক আমি এবং আসাদ চৌধুরী। বক্তৃতা দিয়ে আমি চলে এলাম, যা সাধারণত করি না। এসেছি, সালাহউদ্দিন আইয়ুব আসার কথা ছিল বলে।

বাড়ির সামনে রিফাত চৌধুরীকে দাঁড়ানো দেখলাম। পরে এল অমিতাভ পাল। 'নিমন্ত্রণে' গিয়ে বসলাম। সালাহউদ্দিন আইয়ুব আসার পরে তাকে *কিছুধ্বনি*-র জন্যে দশটি কবিতা দিলাম। রাত দশটা পর্যন্ত তুমুল আড্ডা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯-১-৯৩
রেডিও শাহবাগ। এক্‌স্‌টারনাল সার্ভিস। দুটি স্বরচিত কবিতা।

১০-১-৯৩
সকাল সাতটায় উঠলাম। ভোরবেলা হেঁটে এলাম। মাথায় কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ঘুরছে। এসে লিখে ফেললাম 'ঊষা' নামে একটি কবিতা। 'সন্ধ্যা' নামে আরএকটি কবিতা লিখতে হবে।

বারোটার দিকে রেডিও (এক্সটারনাল সার্ভিস, শাহবাগ) অফিসে গিয়ে কয়েকটি কবিতা পড়লাম– 'দিন', 'কাল ছিল ডাল খালি' এবং 'সালামে-চুম্বনে'। আমার ছাত্র সিরাজের আহ্বানে গিয়েছিলাম।

১৪-১-৯৩
বারোটার দিকে বাংলা একাডেমীতে গেলাম। আজহার ইসলামের কক্ষে সুকুমার বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা হলো। বাংলা একাডেমীতে দুটো বই দিতে হবে : *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী* (জীবনী) এবং *ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য* (গবেষণা)। ফেরার সময় কবি আতাউর রহমানের সঙ্গে হেঁটে এলাম শাহবাগ পর্যন্ত।

AMARBOI.COM

শিল্পতরুতে বিকেলে গেলাম। আবিদ আজাদের সঙ্গে একটি নতুন কবিতাগ্রন্থ নিয়ে কথা হলো। *সকল প্রশংসা তাঁর*। একুশে বেরোবে।

১৮-১-৯৩
সকালে উঠে কিছু কবিতা কপি করলাম। বারোটার দিকে নিউমার্কেটে। 'নলেজ হোমে'র খান মজলিশ ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ। বাহার রহমান নামের একজন তরুণ (শিল্পতরু-র আহমেদ মুজিব কচির বন্ধু) অনেকক্ষণ গল্প করলাম 'নলেজ হোমে' বসে। দুপুরবেলা ফিরে খাওয়া। ঘুম। বিকেলে গ্যেটে ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি থেকে রিলকে বিষয়ে দুটি বই এবং সাংস্কৃতিক দুটি পত্রিকা আনলাম। সন্ধের পর যৎসামান্য গদ্যরচনা।

১৯-১-৯৩
আজ বলতে গেলে কবিতার দিন গেল। সকাল দশটার মধ্যে দুটো কবিতা লিখলাম– 'শেষ রাত' আর 'আদম'। কবিতার কি ঘোর আছে একটা ? ইসলামিক ফাউণ্ডেশনে যেতে যেতে দুটি লাইন চলে এল। ওখানে গিয়েই আরেকটি কবিতা লিখলাম। 'মধ্যদিন'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৮-১-৯৩
ন-টার সময় কলেজে গেলাম। এম.এ. ভাইবা। ড. রফিকুল ইসলাম আর ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (এঁরা এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে) এবং মির্জা হারুন অর রশিদ আর আমি ছাত্রছাত্রীদের ভাইবা নিলাম।

২-২-৯৩
দশটার দিকে গেলাম আগারগাঁও রেডিওতে।... দেখলাম এক বিচিত্র মানুষ। সবার সামনে ব্যক্তিত্ব দেখাল— আড়ালে তার বইয়ের আলোচনার জন্যে খোশামোদ করল। আগেও করেছে। আজ আমি সোজাসুজি বলে দিলাম, লিখব না। এখানে দেখা ও কথা হলো দিলওয়ার হাসান, কাজী ফারুক প্রমুখের সঙ্গে।

তিনটের দিকে টেলিভিশনে গেলাম আবিদ আজাদ আর আমি। পাঁচটায় 'শিল্পতরু' অফিসে ফিরি। জ্যাক ও জামাত আলি আমাদের পুরোনো দুই বন্ধুর সঙ্গে রাত্রি সাড়ে-আটটা পর্যন্ত।

AMARBOI.COM

১২-২-৯৩
শুক্রবার। আজই বেরুল আমার নতুন কবিতাগ্রন্থ *সকল প্রশংসা তাঁর*। — আল্লার কাছে হাজার শোকর যে বইটি বেরুল— এবং বেরুল শুক্রবারে।

১৩-২-৯৩
রেডিও। দশটা। একুশে বিষয়ক কবিতা।

১৮-২-৯৩
'আধুনিকতা ও নজরুল' নামে প্রবন্ধ তৈরি করছি। আজ বিকেলে নজরুল ইনস্টিটিউটে বক্তৃতা। নজরুল জন্মশতবর্ষ বক্তৃতা-১৭। দুটো থেকে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত 'হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা : অমর একুশে' প্রবন্ধ শেষ করলাম। চারটের সময় নজরুল ইনস্টিটিউটে। ফয়জুল লতিফ চৌধুরী এলে তাকে ওই প্রবন্ধটি দিলাম। সাড়ে-চারটের সময় 'আধুনিকতা ও নজরুল' প্রবন্ধ পাঠ করলাম। সভাপতি আবুল কাসেম ফজলুল হক আর মঞ্চে ছিলেন ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক।

২১-২-৯৩
দৈনিক *সংগ্রামে* একগুচ্ছ কবিতা বেরিয়েছে। একটু হেঁটে এলাম। ফিরে এসেই পেলাম আসকার ইবনে শাইখের ফোন। *সংগ্রাম*-এর কবিতাগুলো তাঁর ভালো লেগেছে। বললেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

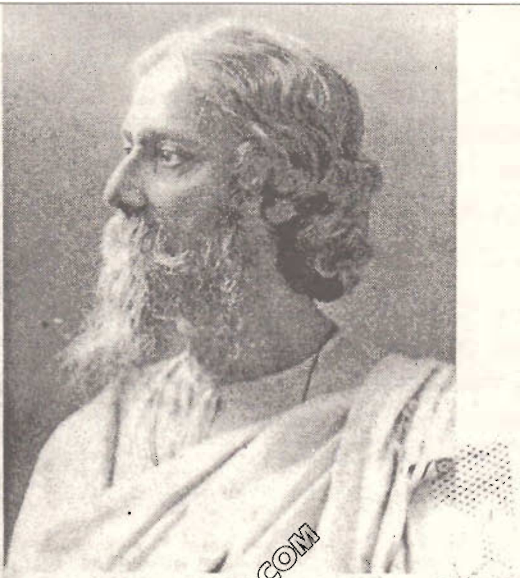

কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারই ঘায়ে

AMARBOI.COM

আবদুল মান্নান সৈয়দ

কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারই ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।
তোমার অভিসারে যাব অগম-পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে।

পরানে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা—
দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।
সকলই নিবে কেড়ে, দিবে না তবু ছেড়ে—
মন সরে না যেতে, ফেলিলে একি দায়ে।

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে মাঝে মাঝেই উদ্ধৃত করি কবি জীবনানন্দ দাশের সেই আশ্চর্য পঙ্‌ক্তি : 'এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে, জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা।' এই oxymoron বা বিরোধাভাস বাংলা কবিতায় দেখিনি তেমন আর। কিংবা জীবনানন্দেরই আরেকটি শব্দগুচ্ছ 'ক্লান্ত ক্লান্তিহীন'। ধারণা ছিল, এই প্রতীকাভাস বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দই নিয়ে এসেছেন। সেই বোধ ভেঙে গেল রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত গানটি শুনে, পড়ে, উপলব্ধি করে— 'কাঁদালে তুমি মোরে

তৈরি হয়েছে অপরূপ সব বিরোধাভাসে— এবং বিরোধাভাসের মধ্য দিয়ে একটি সত্যের উদ্ঘাটনে। নারী-পুরুষের প্রেমের এক শাশ্বতী সত্যের উন্মোচনে।

নারী-পুরুষের প্রেম-ভালবাসার শাশ্বত উপচার তো পরস্পরের প্রতি অসম্ভব আকর্ষণ, মমতা, সহানুভূতি, শরীরী সম্মোহ, হৃদয়ী সম্মোহ, পরস্পরকে নিয়ে স্বর্গবেদনা সৃষ্টি করা মাটির পৃথিবীতেই। এই প্রেমিকতার মধ্যে ওতপ্রোত থাকে সুখ আর দুঃখ। দুঃখ আর সুখের ঠিক এ রকম মিশ্রণ মানবীয় আর কোনো অভিজ্ঞতায় থাকে বলে মনে হয় না। 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারই ঘায়ে' গানটি এই প্রেমানুভূতি ও প্রেমাভিজ্ঞতার পুরোৎকর্ষে পৌঁছেছে। আর শিখরে উঠেছে অনেকগুলি প্রতীকাভাসের মধ্য দিয়ে টোক্কর খেতে খেতে।

কী বলছেন কবিশিল্পী এখানে?— বলছেন : ভালোবাসার তীব্র আঘাতে আমার চোখ ভিজে গেল অশ্রুজলে। তার পরের কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে কেবল পরস্পরপ্রতীপ কতগুলি কথা সাজালেন :

নিবিড় বেদনাতে ↔ পুলক লাগে গায়ে
পরানে বাজে বাঁশি ↔ নয়নে বহে ধারা

রবীন্দ্রসংগীতে দীক্ষা আমার এই-তো মাত্র সেদিন। তারপরে আমি এখন দিবারাত্রি রবীন্দ্রসংগীতে মগ্ন হয়ে থাকি। শুধু মগ্নই নয়, আমার যা অভ্যেস, আমি রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রগীতিনাট্য নিয়ে একটির-পর-একটি রচনা প্রণয়ন করতে থাকি। রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে আমার একটি বই শিগগিরই বেরোবে বলে আশা করছি। আগেই অবশ্য *রবীন্দ্রনাথ* নামে আমার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে 'অবসর' প্রকাশনী থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকদিন পর মনে হচ্ছে একজন সাথী পেয়েছি। বললেন : ইসলাম নিয়ে লিখেছেন সেজন্য আমি খুশি না, সত্যের সন্ধানী বলে আমি উৎফুল্ল। — এই সমর্থনে আমিও খুশি।

তিনটের সময় বস্ত্রপ্রদর্শনীতে গেলাম রানুকে নিয়ে। চটপটি আর চা খেলাম। শার্ট কিনলাম। ফিরলাম বিকেল পাঁচটায়।

২-৩-৯৩
সকালবেলা আমার গল্পের সাপ্লায়ার এল অনেক দিন পরে। এগারোটা থেকে তাকে নিয়ে বসলাম 'আপ্যায়ন' হোটেলে। সন্ধে ছ-টা পর্যন্ত। এফতারের আগে বাসায় ফিরে এফতার খেয়ে ঘুরলাম ওর সঙ্গে। রাত আটটার পরে বাসায় ফিরলাম। তারপর সারাদিনের নোট নিয়ে চিন্তাভাবনা। বাংলা একাডেমী থেকে খাজা কামরুলের ফোন। ১৪ই মার্চ কবি জসীমউদ্‌দীনের মৃত্যুবার্ষিকী। এই উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে হবে। বাংলা একাডেমীতে।

৫-৩-৯৩
ইসলামিক ফাউন্ডেশন। বিকেল চারটা। কবিতা পাঠ।

AMARBOI.COM

৫-৩-৯৩
সন্ধ্যা। সাপ্তাহিক *পূর্ণিমা* অফিস। উপন্যাস লেখা।

১৩-৩-৯৩
বাংলা একাডেমী। সকাল এগারোটা। *নজরুল-রচনাবলী* সম্পাদকী বৈঠক।

১৪-৩-৯৩
বাংলা একাডেমী। সকাল এগারোটা। *নজরুল-রচনাবলী* সম্পাদকী বৈঠক।

২২-৩-৯৩
এবার সারা রোজার মাস লেখালিখিতে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে, ডায়েরিতে ঢোকা হয়নি কিছু।

পূর্ণিমা পত্রিকা অফিসে বসে ওই পত্রিকার উপন্যাস লিখলাম। খুব হইচই হলো কয়েকটি দিন। আমার পাশে আরেকটি টেবিলে বসে আল মাহমুদ তাঁর উপন্যাস লিখলেন। আতাহার খান, ফাহিম ফিরোজ, ফজল শাহাবুদ্দীন, শাকিল রিয়াজ, আরো অনেকে। রোজ আড্ডা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুলের 'প্রলয়-শিখা'

আবদুল মান্নান সৈয়দ

নজরুল ইসলামের 'প্রলয়-শিখা' কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ অর্থাৎ ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে। শিশির কর জানিয়েছেন :

'প্রলয়-শিখা'র প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় মহামায়া প্রেস (১৯৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট কলকাতা) থেকে প্রকাশিত হয় ৫০-২ এ, মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা থেকে। বাজেয়াপ্ত আদেশের বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য সংকলিত।

'প্রলয়-শিখা' বাজেয়াপ্ত হয় ১৯৩১ সালে। সংশ্লিষ্ট সরকারি বিজ্ঞপ্তি বের হয় ১৯৩০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর। ফেব্রুয়ারি গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে (নং ৮৫ পিআর)।

প্রকাশক ছিলেন বর্মণ পাবলিশিং হাউসের ব্রজবিহারী বর্মণ। প্রকাশের পরপরই রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হন নজরুল (সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালের ১২ ডিসেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়)। বিচারে নজরুল ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কবি হাইকোর্টে আপিল করেছিলেন। ইতিমধ্যে গান্ধী-আরউইন চুক্তির জন্য কবি মুক্তি পেয়ে যান; কিন্তু বইটি বাজেয়াপ্তই থেকে যায়।

দেশ বিভাগের পর 'প্রলয়-শিখা'র বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। ১৯৪৯ সালে বইটির দ্বিতীয়

কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে কত-যে লেখা লিখেছি সাময়িকপত্রে। তারই একটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪-৩-৯৩

এখনই টিভিতে ঘোষিত হলো আগামীকাল ঈদ। দিনাজপুরে চাঁদ দেখা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন বেজে উঠল। চতুর্দিকে ক্ষণে ক্ষণে পটকা বেজে উঠছে। শিশু-কিশোরদের কোলাহল। আনন্দোল্লাস চতুর্দিকে।

১-৪-৯৩

সকাল ন-টার দিকে কলেজের উদ্দেশে বেরোলাম। সাড়ে-দশটায় বাংলা বি.এ. অনার্সের ভাইবা। ভাইবা নিতে এক্সটারনাল হিশেবে এলেন আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। ডিপার্টমেন্টের প্রধান মির্জা হারুন অর রশিদ অসুস্থ, আমাকে সহায়তা করলেন ফিরোজা বেগম, সেলিমা সাইদ আর জয়নব কুলসুম। চমৎকার উৎরে গেল। ছেলেমেয়েরাও খুশি।

৩-৪-৯৩

সকাল ন-টায় বাংলা একাডেমীতে *নজরুল-রচনাবলী* সম্পাদনা পরিষদের মিটিং। ড. আনিসুজ্জামান, ড. রফিকুল ইসলাম এবং আমি আজ উপস্থিত ছিলাম। মিটিং থেকে বেরিয়ে আজহার ইসলাম, তারপর আরশাদ আজিজ।

AMARBOI.COM

১৪-৪-৯৩ ♦ ১লা বৈশাখ ১৪০০ ♦ বুধবার

সকাল ন-টা থেকে দুপুর দুটো *নজরুল-রচনাবলী*-র অন্যতম সম্পাদক হিশেবে প্রুফ দেখলাম। *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম*, *জুলফিকার* দ্বিতীয় খণ্ড এবং *বুলবুল* দ্বিতীয় খণ্ডের ফাইনাল প্রুফ।

১৫-৪-৯৩

সকালবেলা দেওয়ান শামসুল হকের ফোন। আমার সম্পাদিত কায়কোবাদের *শ্রেষ্ঠ কবিতা* বইয়ের প্রাথমিক সূচি উনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তৈরি করেছেন। ওঁরা দীর্ঘকাল থেকে 'কায়কোবাদ সাহিত্য মজলিশ'-এর সঙ্গে যুক্ত এবং কায়কোবাদের ভক্ত। কায়কোবাদের বইগুলি আমাকে ব্যবহার করতে দেবেন।

আসবেন আগামীকাল সকাল আটটায়।

সন্ধের দিকে এল বিটিভির মোহাম্মদ আবু তাহের। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসের নাট্যরূপ দিতে হবে আমাকে। ৪ পর্বের নাটক। বিষয়টা বুঝিয়ে দিল। টিভি নাটকের বিশেষ টেকনিক। প্রতি পর্ব ১ ঘণ্টা। সব মিলিয়ে নাটকে গোটা তিরিশেক দৃশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপিত

গত ২২শে অক্টোবর ছিল কবি জীবনানন্দ দাশের ৩০তম মৃত্যুদিবস। এই দিনআবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের 'সমালোচনা সমগ্র' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশ করেছেন রূপম প্রকাশনীর পক্ষে আনওয়ার আহমদ। এইদিন বিকেলে রূপম প্রকাশনীর উদ্যোগে কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর গ্রীন রোডের বাসভবনে কবির মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপিত হয়। একই অনুষ্ঠানে কবির 'সমালোচনা সমগ্র' গ্রন্থটির প্রকাশনা উৎসব সম্পন্ন হয়। অনেক প্রবীণ-নবীন লেখক-শিল্পী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব আবদুল হাফিজ, নাজমুল আলম, শাহাবুদ্দীন আহমদ, ফজল শাহাবুদ্দীন, শান্তনু কায়সার, সানাউল হক খান, নুরউল করিম খসরু, আনওয়ার আহমদ প্রমুখ। কবির অপ্রচারিত কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সেলিমা স্বপ্না, মাযহারুল ইসলাম, আবদুল হাই শিকদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি আতাউর রহমান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। চা-পর্বের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

নজরুল জন্মজয়ন্তী

মুক্তমেলা—আজ বিকেল ৪টায় ভিকটোরিয়ার উত্তরে ময়দানে নজরুল প্রণাম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উপস্থিত থাকবেন কবি দিনেশ দাস। নজরুল একাদেমী (চুরুলিয়া)—৬॥টায় নজরুল বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে (প্রমীলা মঞ্চ) আলোচনা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, নজরুল পুরস্কার প্রদান ও নৃত্যনাট্য। নজরুল পরিষদ ও কাফেলা—বেলা ১টায় মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে জন্মোৎসব। সভাপতি: আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রধান অতিথি: বীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র; শ্রদ্ধাঞ্জলি: মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী কাজী প্রমুখ। নজরুল পরিষদ কর্তৃক আজাহার উদ্দিন খান এবং 'কাফেলা' কর্তৃক আবদুল জব্বারকে নজরুল পুরস্কার প্রদান। অগ্নিবীণা—সকাল ৮॥টায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে নজরুল প্রণাম। বিকেল ৫॥টায় রবীন্দ্র সরোবর মুক্তমঞ্চে সান্ধ্য অধিবেশন: বীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, পূরবী দত্ত, ধীরেন বসু প্রমুখ। কোমল গান্ধার মিউজিক কলেজ—৬টায় ৭/১৫, মোহনলাল মিত্র লেনে নজরুল জন্মোৎসব। শান্তিপুর লোকালের নিত্যযাত্রীদের অনুষ্ঠান—শুরু সকাল ৭॥টা থেকে, সমাপ্তি সকাল পৌনে ১০টায় শিয়ালদহ স্টেশন। সভাপতি: পরেশ বসু। রবীন্দ্রায়ণ—৫॥টায় বেলঘরিয়ার ৫৪ জাগ্রত পল্লীতে নজরুল জন্মোৎসব ও বৃদ্ধ প্রণাম। সিটিজেন্স ভলানটিয়ারস ফোরস—সকাল ৮টায় কার্যালয়ে নজরুল প্রতিকৃতিতে মাল্যদান।

আনন্দবাজার পত্রিকা
26th May 1983

ঢাকা ও কলকাতার দুটি পত্রকর্তিকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবে। প্রত্যেকটি দৃশ্যের স্থান-কাল-চরিত্র আলাদা করে চিহ্নিত করতে হবে। চরিত্রদের আনুমানিক বয়স উল্লেখ করতে হবে।

৪-৫-৯৩
বিটিভি। 'লায়লা মজনুর-লায়লা চরিত্র : চিরন্তন নারী' (আলোচনা)।

৮-৫-৯৩
বেলা দুটো। *পূর্ণিমা* অফিস।

১২-৫-৯৩
নজরল ইন্সটিটিউট। 'ঢাকায় নজরুল' প্রবন্ধ।

২৪-৮-৯৩
শাহবাগ রেডিও। সকাল ন'টা। 'বাংলা সাহিত্যে নদী' (৪ মিনিট)।
আগারগাঁও রেডিও। 'দর্পণ' : গ্রন্থালোচনা।

২৭-৮-৯৩
বা-এ। বিকেল পাঁচটা। 'নজরুলের জীবনী রচনার সমস্যা'। ড. রফিকুল ইসলামের মূল প্রবন্ধের আলোচনা।

AMARBOI.COM

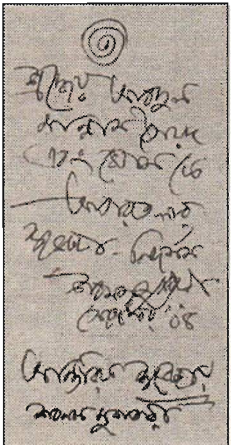

Shabnam Mushtari

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবন্ধ, প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার (তাঁর একটি সংকেত কাব্য নাট্যও আছে) আবদুল মান্নান সৈয়দ ছোট গল্পের ভেতর দিয়ে নিজস্ব রীতির জগৎ ভুবনে প্রবেশ করেছেন অনেক আগেই। তাঁর দুটো ছোট গল্পের বই ইতিমধ্যে আমরা হাতে পেয়েছি। প্রথমটি 'সত্যের মতো বদমাশ' এবং দ্বিতীয়টি 'চলো যাই পরোক্ষে'। এর বাইরে বিভিন্ন পত্রিকায়ও তিনি লিখেছেন—'মাছিরা', 'টেলিফোন', 'ব্ল্যাক আউট', 'নীল দেশ ভ্রমণ বা যাত্রা', 'রক্তের রেল গাড়ী' ইত্যাদি ছোট গল্প। আবদুল মান্নান সৈয়দের ছোট গল্পগুলোর ক্রমধারায় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, লেখক নিরন্তর লেখায় গতিধারা পরিবর্তন করেছেন। এটা সৃষ্টিশীল লেখকের পরিচিতি চিহ্ন।

আবদুল মান্নান সৈয়দকে তাঁর ছোট গল্পের বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। সেটি ছিল কিংশুকের রাত, রেস্তোরাঁর চড়া সুরে বাজছিলো গান। এর ভেতরেই প্রশ্ন উত্তর ও অন্যান্য কিছু কথা শোনা গেল।

—কেউ কেউ বলেছেন যে, আপনার ছোট গল্পের ভাষা অস্বাভাবিকভাবে জটিল এবং সর্বাঙ্গীণ একটা চমকের ঝাঁজে আপনার বসবাস। আপনি কি বলেন?

: আমার গল্প ও প্রবন্ধের ভাষা কি এক? 'চলো যাই পরোক্ষে'র ভাষা কি জটিল? 'মাছ-রঙের নাসীপাঠ'-এর ভাষা সুন্দর অবদমনের ভাষা। বিষয়বস্তুর সাথে ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমার মনে হয়েছে গতকালের গল্পকাররা সচেতন ছিলেন না বেন। আমার কাছে আধার ও আধেয়, বিষয় ও প্রকরণ সমান মূল্যবান।

'সত্যাসত্য' গল্পে একটা সারপ্রাইজ আছে। এবং ভেবেছি এটা পুরনো রীতি। স্থির নির্ভর হয়েছি লেখায়। কারো কাছে যদি আমার লেখা সাজানো মনে হয় তবেতো কিছু করার নেই। আমার কাছে মনে হয়েছে ফিনেটিক গল্পই প্রধান। লক্ষ্য করি গল্পের নিটোলতা। আধুনিক গল্পকে স্বীকার করি না, তা তাৎপর্যপূর্ণ একক অভিঘাত সৃষ্টি করে না।

—আপনার প্রথম গ্রন্থের 'চাবি' গল্পটি একটা রহস্য সৃষ্টি করেছিল। যে বন্ধুদের চাবি হারিয়ে যায় তার স্বরূপ নিয়ে নানারকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটা কি স্বাভাবিক নাকি আপনার মতে একটাই ব্যাখ্যা রয়েছে?

: 'চাবি' গল্পটি রূপকথা নয়, প্রতীকী; সুতরাং তার মধ্যে অনেক অর্থের বিচ্ছুরণ আছে। কিন্তু যখন লিখেছিলাম, তখন বোধ হয় আমার অজ্ঞাতসারে আমার জীবনাবেগ ওর মধ্যে রূপ পেয়েছিল। আমার কাছে গল্প শুধু সমাজ সচেতন ও বহির্বাস্তবতার কাহিনীরূপ নয়, আমার জীবনাবেগেরও প্রকাশ মাধ্যম।

—আপনার প্রথম গ্রন্থে 'সত্যাসত্য', 'মাছ-

এমন কি মনে হয় চমক লাগানোই আপনার মুখ্য উদ্দেশ্য। যেমন 'মাংস' গল্পের শেষ লাইনের সংলাপে মাংস কথাটা উচ্চারণ করার কথা নয়, ওটা আপনার নিজের তাগিদেই এসেছে। অর্থাৎ চরিত্রগুলোকে আপনি পুতুল খেলার মতো সাজিয়েছেন।

: আমি পুরনো ও ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়ের মতো আমার পুরনো অনেক কিছু ফেলে দিতে রাজী। এক সময় যা ব্যবহার করেছি তার অনেক কিছুই এখন আমার অনুমোদন পায় না। এখন 'মাংস' লিখলে আমি অন্যভাবে লিখতাম।

—অন্যদিকে 'সময়ের ঘর' এবং 'মাশা' এ দুটো সত্যিকারের ভাল গল্প—এখানে চরিত্রগুলো জীবন্ত এবং নিজেদের পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতে

চালিত। এ ধরনের গল্প তো আরও লিখতে পারতেন।

: এ দুটো গল্পই চরিত্র নির্ভর, পরিবেশ নির্ভর. এরকম তো আরও পাওয়া যাবে। আমি এক জায়গায় থাকতে চাই না। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জিনিস দেখছি।

—'চলো যাই পরোক্ষে'তে একটা নেতিবাচক আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে, নায়ক বার বার ব্যর্থ এটাই কি আপনার নিজস্ব জীবন দর্শন?

: জীবন সম্পর্কে একটা বক্তব্য থাকবেই। নেতিবাচক না ইতিবাচক জানি না। যে সংশয় জীবনে, দ্বিধা গুলো ওখানে এসেছে।

—ওই গ্রন্থে (চলো যাই পরোক্ষে) যে অবাস্তবতা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা ছিল তাও। বস্তুই

: অবাস্তবতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা ছিল। বুঝিয়ে কার কাছে? সমস্তভাবে আমার মতা[...] প্রকাশিত হয়েছে সেখানে।

—'সত্যের মতো বদমাশ' থেকে 'চলো যা[ই] পরোক্ষে'র সামান্যই ব্যবধানভূমি রয়েছে[।] আপনার অভিমত কি?

: 'চলো যাই পরোক্ষে' বাস্তব[...] বাস্তবতা অতিক্রান্ত। একটা বিশেষ মান[...] প্রবাহ থেকেই এর সৃষ্টি। 'সত্যের মতো বদমা[শ]' এক রকম, বাস্তব ও নানা প্রবণতার সাক্ষ[্য] মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা বইটিতে।

—আপনি বাস্তবতার মধ্যে ছোট গল্প রচন[ার] উপাদান অনায়াসে খুঁজতে পারতেন—[...] কোন সার্থক ছোট গল্প রচনার সম্ভাবনা এখন[...]

নিঃশেষিত হয়নি—শুধু নিজের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নি[ত] করার জন্য আপনি তা করেননি, এই অভিযো[গ] কি যথার্থ মনে করেন?

: আমাদের দেশের গল্পে বাস্তবতা প্রয়ো[জ]নীয়—তার প্রাথমিক ভিত্তি তৈরী হয়নি। কি[ন্তু] প্রত্যেকটি লেখকের এক একটি মানস প্রবণ[তা] থাকে—লেখক তাঁর মানস প্রবণতা অনুযায়ী[;] এটাই স্বাভাবিক। আমার মানস প্রবণতা মনস্ত[ত্ত্ব,] মনোবাস্তবতা, প্রতীক, রূপক ইত্যাদির দিকে[।] গল্পকেও আমি কবিতার মতো বহুতল নির্মা[ণ] করতে চাই। নিজের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা কি লেখকের কাজ নয়?

—কবি, বিশেষ করে আধুনিক কবির পক্ষে সমাজ সচেতন না হলেও চলে, কিন্তু কথা[...] সাহিত্যিককে অবশ্যই সমাজ-সচেতন হতে হবে[...]

কথাশিল্পী বুলবুল চৌধুরী আমার এই সাক্ষাৎকার নিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০/২, টেগোর ক্যাসল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৬

লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতি

Little Magazine Editors' Association

সুজনেষু,

প্রতিবারের মত এবারও কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে আগামী ৮ নভেম্বর থেকে ১২ নভেম্বর লিটল ম্যাগাজিনের শারদ প্রদর্শনী হবে। প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গ, বহির্বঙ্গ ও বহির্ভারত থেকে প্রকাশিত বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯৬, কলকাতা ৩০০ সংখ্যা ও বিশেষ সংখ্যাগুলি প্রদর্শিত হবে।

আপনার সম্পাদিত পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৬, কলকাতা ৩০০ সংখ্যা ও কোন একটি বিশেষ সংখ্যার একটি করে কপি প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য পাঠাতে অনুরোধ করছি। ৩ নভেম্বরের মধ্যে ডাকযোগে অথবা লোক মারফৎ পাঠালে প্রদর্শনী সাজানোর ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা হয়।

লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনে আপনার সক্রিয় সহযোগিতার কথা স্মরণ করে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই সঙ্গে প্রদর্শনীতে আসার জন্য আপনাকে ও আপনার পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানালাম।

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

সম্পাদক

AMARBOI.COM

শিল্পকলা, চারিত্র, জীবনানন্দ — এরকম কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছি। *শব্দশিল্প* নামে একটি মুঠোপত্রিকার প্রকাশকও ছিলাম। সেই হিশেবে এই আমন্ত্রণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯৫

গহীন বনে গণ্ডারের মতো একাকী

AMARBOI.COM

১০-১-৯৫ ♦ ২৭শে পৌষ ১৪০১ ♦ মঙ্গলবার

এগারোটার সময় বাংলা একাডেমী। আরশাদ আজিজ, মোবারক হোসেন। *ফররুখ-রচনাবলী*-র প্রথম খণ্ডের কাজ চলছে। বা-এ থেকে বেরুনোর সময় সালাহউদ্দীন আইয়ুবের সঙ্গে শাহবাগের আজিজ মার্কেটে। মিষ্টির দোকান। বেরিয়ে রাজু আলাউদ্দিনের সঙ্গে দেখা। আমরা তিনজন শাহবাগে চায়ের দোকানে। বিকেল পর্যন্ত। তারপর আজিজ মার্কেটের বইয়ের দোকানে। সারাদিন ঘুরবার ফলে রাত এগারোটায় অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম। লিখতে ভুলে গেছি রাত্রি সাড়ে-আটটার সময়, খাওয়া-দাওয়ার পরে, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের টেলিফোন এবং আমি গেলাম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের 'রবীন্দ্র অধ্যয়ন চক্রে'র পাঠসূচি তৈরি করলাম (রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কিত)। এ বিষয়ে আমাকে তিনটি বক্তৃতা দিতে হবে (বক্তৃতাগুলো লিখিত হবে, কিন্তু বলব মুখে) :

১। সার্বভৌম কবি। ২৭শে জানুয়ারি। বেলা ২.৪৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২। মধ্যপর্যায়ের কবিতা। ৩রা ফেব্রুয়ারি। বেলা ৩.৩০।
(*গীতাঞ্জলি*, *গীতালি*, *গীতিমাল্য*, *খেয়া* ও *নৈবেদ্য*)
১৭-২-৯৫-এ বক্তৃতা দেবো।
৩। শেষ দশকের কবিতা। ২৪শে ফেব্রুয়ারি। বেলা ৩.৩০।
(সর্বশেষ পর্যায়ের কবিতা)

১১-১-৯৫
সকাল থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত জীবনানন্দের 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' কবিতা নিয়ে লিখলাম। চারটের সময় এল মুহম্মদ আবদুল বাতেন।

২০-১-৯৫
মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ জানাল আজহারউদ্দীন খান তাকে যে-চিঠিতে আমার ফররুখ-সংক্রান্ত প্রবন্ধের প্রশংসা করেন তার রচনাকাল ৮-৮-৯৪। শাকের সন্ধেবেলা এসেছে। ওর সঙ্গে গল্প করছি। একটু পরই খাব। খেয়েদেয়ে শাকেরকে নিয়ে গেলাম জগন্নাথ কলেজ (আমার অফিসেরও একজন) সহকর্মী অধ্যাপক ইদ্রিস মিয়ার বাসা খুঁজতে। বেইলি রোডে। পেলাম না। ফিরতে ফিরতে রাত দশটার ওপরে। সকাল দশটার দিকে গিয়েছিলাম ধানমন্ডিতে মিসেস নার্গিস জাফরের বাসায়। *সিকানদার আবু জাফর-রচনাবলী*-র তথ্য সংগ্রহের কাজে। ভাবি ও সোমু (জাফর ভাইয়ের ছেলে) যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করল। জাফর ভাইয়ের পুরোনো পাণ্ডুলিপি, পত্রকর্তিকা, বইপত্র ইত্যাদি ঘাঁটলাম বেলা একটা পর্যন্ত। পরিপূর্ণ মন নিয়ে। কিছু কাগজপত্র নিয়ে বাসায় ফিরলাম। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

২১-১-৯৫
সারাদিন বেরোলাম না। ফররুখ আহমদের *অনুস্বার* বইয়ের পাণ্ডুলিপি থেকে কপি করলাম রানু আর আমি মিলে। পাণ্ডুলিপি প্রেসের লোক পড়তে পারছে না। কিছু কবিতা পত্রিকার কাটিং। সেগুলো কপি করতে হলো না।

২২-১-৯৫
জানুয়ারি মাসে যে-সব বইএর কাজ করছি :

১. *কায়কোবাদ-রচনাবলী* (প্রথম খন্ড)। সম্পাদনা। বা-এ। ২২-১-৯৫-এ।
২. *কায়কোবাদ-রচনাবলী* (দ্বিতীয় খন্ড)। ঐ। বা-এ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. *কায়কোবাদ-রচনাবলী* (তৃতীয় খন্ড)। ঐ। বা-এ।
৪. *ফররুখ আহমদ-রচনাবলী* (প্রথম খন্ড)। ঐ। বা-এ।
৫. *সিকান্দার আবু জাফর-রচনাবলী* (প্রথম খন্ড)। ঐ। বা-এ।
৬. *প্রমথ চৌধুরী* (জীবনী)। বা-এ।
৭. *রূপসী বাংলা* : জীবনানন্দ দাশ। সম্পাদনা। অবসর।
৮. *বনলতা সেন* : জীবনানন্দ দাশ। সম্পাদনা। অবসর।
৯. গোবিন্দচন্দ্র দাসের *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। সম্পাদনা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।
১০. দেবেন্দ্রনাথ সেনের *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। সম্পাদনা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

২৩-১-৯৫

উদ্দেশ্যহীনভাবে বেরিয়ে বাংলা একাডেমী প্রেসের উৎপাদন অফিসার আফজল হোসেনের টেবিলে। সাড়ে-এগারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত ওখানে। জাফর ভাই সম্পর্কে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। মোবারক এল প্রেসে কিছু পরে। তিনটের সময় মোবারকের সঙ্গে বেরিয়ে জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী থেকে শেখ লুৎফর রহমানের আত্মজীবনী কিনলাম। তারপর মতিঝিলের কম্পিউটার প্রেসে। সেখানে ছাপা হচ্ছে *কায়কোবাদ-রচনাবলী*। ওখান থেকে বেরিয়ে আমি আর মোবারক জাফর ভাইয়ের আদি বাসস্থান ১৩ অভয় দাস লেনের 'তারাবাগ' বাড়িটা খুঁজে বের করলাম। তার পর *পূর্ণিমা* অফিসে। আতাহার খান, আবুল কাসেম আর আমি তন্দুর কাবাব খেলাম পাড়ার রেস্তোরাঁয়। রাত দশটায় বেবি-ট্যাক্সিতে চড়লাম বাড়ির উদ্দেশে।

৩০-১-৯৫

সকাল ন-টায় ব্যাংক হয়ে বেরোলাম। প্রথমে আমার পুরোনো অফিস। জেলা গেজেটিয়ার। কিছুক্ষণ বসলাম। করিম শাহেব, সোলেমান প্রমুখ। তারপর এ-জি। ওখান থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। মুস্তাফা মাসুদ (ডেপুটি ডিরেক্টর), হাসনাইন ইমতিয়াজ, মসউদ-উশ-শহীদ। বাংলা একাডেমী। আরশাদ আজিজ, আফজল, মোবারক, ওবায়দুল ইসলাম। আড়াইটায় বা-এ থেকে বেরুনোর সময় সালাহউদ্দীন আইয়ুব। তার সঙ্গে শাহবাগ পর্যন্ত হাঁটলাম। তারপর রিকশায় বাড়ি। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বিকেলবেলা সুলতান। সুলতান থাকতে থাকতে আবুল ভাইয়ের (কবি আবুল হোসেন) টেলিফোন এল। গতকালের সাক্ষাৎকারের জের। অনেক কথা বললেন— জীবনানন্দ ও অন্য প্রসঙ্গে। নিজের কবিতা সম্পর্কেও। আবিদের টেলিফোন এসেছিল ঘুমোনোর আগে। আবুল ভাইয়ের দীর্ঘ টেলিফোন-শেষে শিল্পতরু-তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলাম। আবুল আহসান চৌধুরী, অমিতাভ পাল ও শশী হকের সঙ্গে রাত দশটা পর্যন্ত আড্ডা। রাতে বাসায় ফিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই ডায়েরি লিখলাম।

আরশাদ আজিজ আবিষ্কৃত লেটেস্ট জোকটি এখানে লিখে না-রেখে পারছি না। অনবদ্য!—

প্রশ্ন : আচ্ছা, সবাই পত্রিকায় কলাম লেখে নিয়মিত। ...লেখেন না কেন?

উত্তর : কলাম অনুবাদের কথা তো শোনা যায়নি!

৩১-১-৯৫

সারাদিন বসে সিকান্‌দার আবু জাফর-সম্পাদিত *অভিযান* পত্রিকা সম্পর্কে নোট করলাম। *অভিযান* পত্রিকার তিনটি কপি নার্গিস ভাবির কাছ থেকে এনেছি। অথচ জাফর ভাই নিজেই আমাকে *অভিযান* পত্রিকার পুরো ফাইল দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমার কখনো কাজে লাগতে পারে।' আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণীর মতো মনে হচ্ছে।

[গত রোববার কবি আবুল হোসেনের বাড়িতে গিয়েছিলাম তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে। আবুল ভাই কথায় কথায় সেদিন বলেছিলেন, '৬৮-৬৯ সালের দিকে সিকান্‌দার আবু জাফর তাঁকে 'তরুণদের মধ্যে একজন খুব ভালো লিখছে' বলে আমার কথা বলেন। গতকাল সোমবার নাট্যকার সাঈদ আহমদও একই কথা বললেন। ওই ৬৮-৬৯ সালের দিকেই বিদেশ থেকে ফিরে মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হলে তিনি সাঈদ আহমদের কাছে আমার প্রশংসা করেন।]

সন্ধেবেলা নার্গিস ভাবিকে *অভিযান* পত্রিকা এবং জাফর ভাইয়ের আরো কিছু দলিল-দস্তাবেজ ফেরৎ দিয়ে এলাম। ফয়জুল লতিফ চৌধুরী চট্টগ্রাম থেকে আজই পাঠিয়েছিলেন 'গোধূলিসন্ধি'র প্রুফ। প্রুফ দেখে কুরিয়ার সার্ভিসে (এস.এ. পরিবহন, কাকরাইল) আজই পাঠিয়ে দিলাম।

১১-২-৯৫

সকাল আটটা ॥ একটু জ্বর হয়েছে। কদিন ঠিকমতো ঘুম হয়নি। ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়েছিলাম। শেষ রাতে 'নাপা' খেলাম জ্বরের জন্যে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মনে হচ্ছে জ্বর আছে, এবং মানসিক হতাশাতেও ভুগছি। রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের 'নিশিদিন ভরসা রাখিস্ ওরে মন' সত্যিই ভরসা এনে দিল। রবীন্দ্রনাথ কতভাবে নিজেকে উদ্দীপিত-উৎসাহিত করেছেন। সেই সঙ্গে আমাদেরও।

লিখছি ১২-২-৯৫ রোববার সকালে ॥ গতকাল দশটার দিকে বেরিয়ে এ-জি অফিস হয়ে *পূর্ণিমা* অফিস। *যুদ্ধ রক্ত রিরংসা* উপন্যাস লিখলাম অনেকখানি। *পূর্ণিমা* অফিসে বসে। দুপুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্তু ও সুন্দরী — চিত্রী : অশোক সৈয়দ

দুটোয় বেরিয়ে বা-এ-তে তিনটেয় বাংলা একাডেমীর একুশের অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণ। 'ঐতিহ্যের আলোকে কায়কোবাদ' মূল প্রবন্ধ পাঠ করলাম মাঠের রঙ্গমঞ্চে। আলোচনা করলেন : ফাতেমা কাওসার ও সুব্রত বড়ুয়া। সভাপতি : ড. আবুল কাশেম চৌধুরী। ওখান থেকে পাঁচটার দিকে ফিরে গেলাম *পূর্ণিমা* অফিসে। উপন্যাস লেখা। ফজল শাহাবুদ্দীন ও তার চ্যালা। শিহাব সরকার। রাত দশটায় আল মাহমুদ। আমি আর আতাহার স্টার হোটেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩-৩-৯৫

আজ ঈদ। ২৫ বছর পর পুরো রোজা রাখলাম এ বছর। ২৫ বছর আগে, আব্বা-আম্মারা তখন কুমিল্লায়, ১৯৬৬ কি '৬৭ সালে পুরো রোজা রেখেছিলাম। তারপর ৩০দিন রোজা রাখিনি আর। দু-চারটি রোজা রেখেছি। গত বছর দশেক তো একটি রোজাও না। এবার সম্পূর্ণ রোজা রাখলাম। আল্লার রহমত এমনই যে দু-তিন দিন প্রবল জ্বরেও রোজা ভাঙিনি। সকালবেলা ঈদের নামাজ পড়লাম। মেজো ভাই পাশে। ঘুমোলাম বাড়িতে এসে। দু-বার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সহকর্মী শামসুল আলম তাঁর বড় মেয়ে শুভ্রাকে নিয়ে এলেন দুপুরবেলা। ভাবির ভাই শাহাদাৎও এসেছিল। তিনটের দিকে জিনানের ওখানে।

সারাদিন ফাঁকে-ফোকরে পড়ে শেষ করলাম রবীন্দ্রনাথের *যোগাযোগ*। অসাধারণ উপন্যাস। উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ বিশাল। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। *যোগাযোগ*-এর উপর একটা দীর্ঘ বিস্তারিত আলোচনা লিখব। রাত্রি দশটায় শুয়ে পড়লাম।

৯-৩-৯৫

গৌতম বুদ্ধ দার্শনিক ছিলেন না। তিনি বলছেন, কারো গায়ে তীর এসে বিঁধলে আমাদের কর্তব্য কি ? কে তীর মারল সেটা অনুসন্ধান করা, না তৎক্ষণাৎ তীর উৎপাটন করা ? দার্শনিক তাত্ত্বিক আলোচনা কোথাও পৌঁছে দ্যায় না, যেন আলোচনার শেষ নেই। বরং মানবজীবনের দুঃখের রেহাই দরকার। গৌতম বুদ্ধের একটি তত্ত্ব : 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' অর্থাৎ প্রতিটি বিষয় কার্যকারণের দ্বারা শৃঙ্খলিত। কোনো-কিছুর বিনাশ নেই। সব-কিছু কোনো-না-কোনোভাবে থেকে যায়। কার্য-কারণ শৃঙ্খলার মধ্যে কোনো অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নেই। সবই বাস্তব।

১৩-৩-৯৫

হরতাল। সারাদিন বাড়িতে ছিলাম। এলোমেলো কিছু পড়া। বিকেলে জিনানের ওখানে। ওখান থেকে আন্‌ওয়ার আহমদের বাড়িতে। আজ আন্‌ওয়ারের জন্মদিন। কয়েকটি বই উপহার দিলাম। আন্‌ওয়ারের সোচ্ছ্বাস অভ্যর্থনা। জামি নামে এক তরুণ সংখ্যাতাত্ত্বিক জ্যোতিষী আমার জন্মতারিখ, পায়ের পাতা ইত্যাদি দেখে কয়েকটি কথা বলল। আমি কোনো সময় জ্যোতিষী দেখাই না। কিন্তু আজ কেন-যেন দেখলাম। এবং তরুণ জ্যোতিষীর দ্বারা খানিকটা উদ্বুদ্ধও হলাম আমার স্বভাবী বিষণ্ণতা এড়িয়ে।

১৭-৩-৯৫

বিকেলে চারটায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে 'রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতা (১৯৩১-৪১)' বিষয়ে মৌখিক ভাষণ দিলাম। এটি ছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের রবীন্দ্রপাঠ চক্রের প্রদত্ত তিনটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

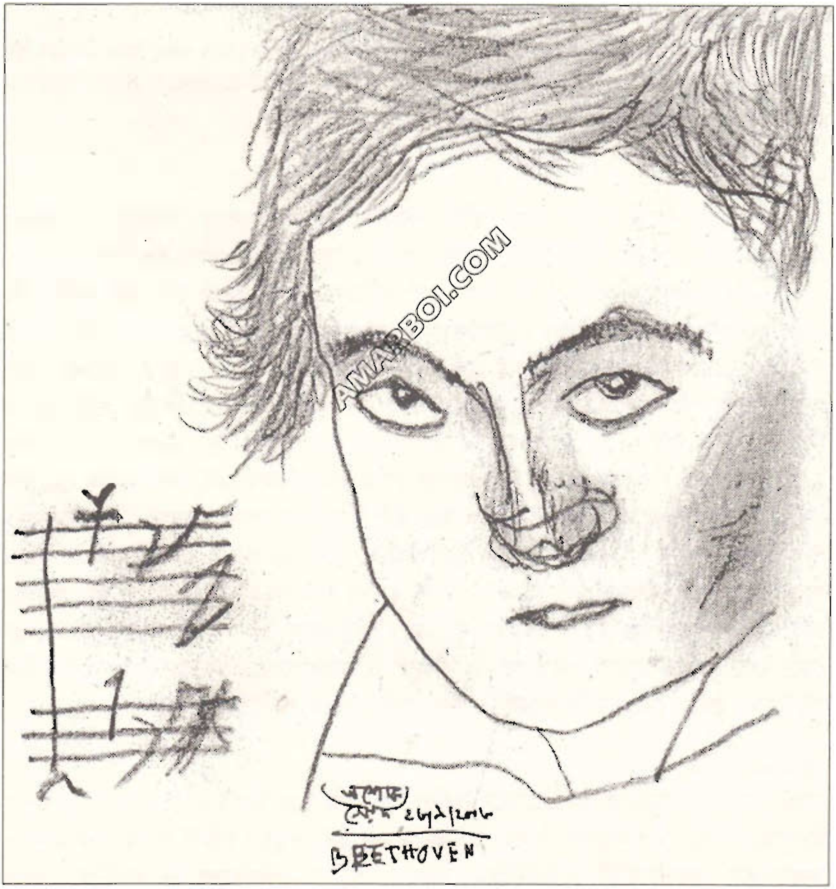

বিঠোফেন — চিত্রী : অশোক সৈয়দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্তৃতার সর্বশেষ বক্তৃতা। এই ভাষণমালা আমার নিজের কাছে তৃপ্তিকর হয়েছিল। ছেলেমেয়েদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়েছে বলেই মনে হলো এবং আমাকে জানানো হলো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্তৃতার সময় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আমার পাশেই বসে ছিলেন। এখন বক্তৃতাগুলি লিখে ফেলতে হবে।

৮-৪-৯৫

'The intoxication of work,– especially a work on which one has to set his heart, – makes us forgetful of everything else,–external disturbances, physical fatigue, even the sadness of berevement.'

১০-৪-৯৫

সারাদিন গোবিন্দচন্দ্র দাসের *শ্রেষ্ঠ কবিতা* বইএর ভূমিকা লিখলাম। সন্ধের পর বেরিয়ে জিনানের বাড়ি। তারপর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। জ্যাক (জাকারিয়া শিরাজি)-এর দেখা সেখানে। কম্পিউটার রুমে বসে দেবেন্দ্রনাথ সেনের *শ্রেষ্ঠ কবিতা* এবং কায়কোবাদের *শ্রেষ্ঠ কবিতা* বই দুটির ভূমিকার প্রুফ দেখে দিলাম। ততক্ষণে আহমদ মাযহার, লুৎফর রহমান রিটন এবং সায়ীদ ভাই এসে গেলেন। খানিকটা হঠাৎই এল আলমগীর রহমান। আড্ডা। হাসি-তামাশা। পরে অন্যেরা চলে গেলে সাড়ে ন-টা থেকে সায়ীদ ভাই এবং আমি রাত সাড়ে-দশটা পর্যন্ত আড্ডা দিলাম। সায়ীদ ভাই বলছিলেন দুঃখ করে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে তাঁর অনুপস্থিতিতে ভার নেওয়ার মতো কেউ নেই। বর্তমান প্রজন্ম বিশ্বসাহিত্য থেকে সমস্ত কর্মকাণ্ডেই কোনোরকম যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে না। তারপর সায়ীদ ভাই তাঁর চিরাচরিত কথাই বললেন : বর্তমানে সারা পৃথিবীতেই বৈষয়িকতায় দিকে উন্মুখিতা দেখা যাচ্ছে। আমি চিরকালের মতোই প্রতিবাদ করি : যাঁরা সাধক-শিল্পী-সাহিত্যিক-জ্ঞানী তাঁরা ঠিকই তাঁদের কাজ করে যাবেন। সমস্ত দায় বাইরের জগতের ওপর চাপিয়ে নিষ্কৃতি খোঁজেন না, এমন কিছু লোক সব সময়ই থাকে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে ফিরে আসার সময় আবিদ আজাদ ও আশুতোষ ভৌমিকের সঙ্গে দেখা। কিছু কথাবার্তা। খেতে খেতে রাত্রি বারোটা বাজল। ঘুম আসতে আসতে রাত দুটো।

১২-৪-৯৫

বেলা বারোটায় নজরুল ইন্সটিটিউটে মিটিং ছিল। মিটিঙে উপস্থিত ছিলাম ড. রফিকুল ইসলাম, আমি, শেখ দরবার আলম, মুহম্মদ নূরুল হুদা প্রমুখ। চারটি বিষয় ঠিক হলো : 'নজরুলের স্বরূপসন্ধান' শিরোনামে– জীবন, কবিতা, গদ্যরচনা ও সংগীত। আমি 'নজরুলের স্বরূপ সন্ধান : গদ্যরচনা' নামে মূল প্রবন্ধ লিখব। লেখা দিতে হবে আগামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সচিত্র সন্ধানী-তে প্রকাশিত আমার একটি গল্প। কাইয়ুম চৌধুরী-চিত্রিত।

২০শে এপ্রিলের মধ্যে। ওখান থেকে কবি আবুল হোসেনকে ফোন করলাম, 'নজরুলের স্বরূপ সন্ধান : কবিতা' বিষয়ে অধিবেশনের সভাপতিত্ব করবার জন্যে। আবুল ভাই রাজি হলেন। বাড়ি ফিরতে ফিরতে দুটো। বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে উঠে এই ডায়েরি লিখলাম। ঘরে এখন একটি ছবি চলছে। গভীর মনোযোগে দেখছে রানু। প্রায় চোখের পলক পড়ছে না। আমিও-যে মাঝে মাঝে দেখছি না তা নয়।

সকালবেলা। সাড়ে-আটটার দিকে কথাশিল্পী নূরুল ইসলাম খান এসে ঘুম ভাঙিয়েছিলেন। তাঁর সম্পাদিত *বাংলাদেশের ছোটগল্প* দিয়ে গেলেন। গত কয়েক বছর ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি এরকম সংকলন বের করছেন। আগামী ১৬ই এপ্রিল রোববার বিকেল চারটায় জাদুঘর শিশু মিলনায়তনে প্রকাশন-উৎসবে কিছু বলতে হবে।

দুপুরে ঘুমোলাম। সন্ধের সময় রানুকে নিয়ে বেরিয়ে এলিফ্যান্ট রোডের এক পিৎসা-র দোকানে চিকেন স্যান্ডউইচ আর কর্ন স্যুপ খেলাম। ওখান থেকে গেলাম আজিজ মার্কেটের বইএর দোকানে। কিছু বইপত্র কিনলাম। ফিরে রানুকে বাড়িতে রেখে জিনানের ওখান থেকে ঘুরে এলাম।

১৬-৪-৯৫

আজ অফ-ডে। সকাল থেকে বাসায় ছিলাম। বিকেল চারটেয় জাদুঘরের শিশু মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ কথশিল্পী সংসদ' আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম। নূরুল ইসলাম খান-সম্পাদিত *বাংলাদেশের ছোটগল্প*-এর প্রকাশন-উৎসব। সভাপতি : নূরুল ইসলাম খান, প্রধান অতিথি : এম. শামসুল হক, আলোচক : শওকত আলী এবং আমি। মঞ্চে আরো ছিলেন কথাশিল্পী আবু ইসহাক—যিনি এবার কথাশিল্পী সংসদের পুরস্কার পেলেন। ওখান থেকে বেরিয়ে চা-শিঙাড়া খেলাম, তারপর আজিজ মার্কেটের 'বইমেলা' দোকানে, তারপর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, আহমাদ মাযহার, লুৎফর রহমান রিটন, আমীরুল ইসলাম। হেঁটে ফেরার সময় জ্যাক (জাকারিয়া শিরাজি)-এর সঙ্গে। তার সঙ্গে স্মৃতি ঝালিয়ে নিলাম। তার সঙ্গে আইসক্রিম খেলাম।

কণ্ঠস্বর-এর সাপ্তাহিক আসর প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বিকেলে অনুষ্ঠান হতো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতাম সায়ীদ ভাই, আমি, জ্যাক, রুবী রহমান, জিনাত রফিক, মোহাম্মদ রফিক, মোহাম্মদ আবু জাফর, মাহবুবুল আলম জিনু, শহীদুর রহমান, আবুল হাসান। রাত এগারোটায় এই ডায়েরি লিখলাম।

১-৪-৯৫

আজকের খবরের কাগজ দেখে খারাপ লাগল দুটি মৃত্যুসংবাদ। হুমায়ুন খান (৫৭) গতকাল মারা গেছেন। হুমায়ুন খান নানারকম পেশায় নিযুক্ত ছিলেন—গ্রন্থাগারিক, সাংবাদিক, লেখক। আমাদের চেয়ে কিছু বড়। তখনকার দিনে—কলেজে পড়ার সময়—পাবলিক লাইব্রেরিতে দেখতাম। পরে দেখলাম ইউনিভার্সিটিতে আমাদের এক ক্লাস নিচে, মফিজদের (মফিজুল আলম) সঙ্গে পড়ত। কিরকম জটিল টাইপ লোক। একবার আমাকে বলেছিলেন, *সচিত্র সন্ধানী*-র প্রতিষ্ঠাতা গাজী শাহাবুদ্দীনের সঙ্গে তিনিও ছিলেন। আজকের কাগজেও *সচিত্র সন্ধানী*-র প্রতিষ্ঠাতা হিশেবে তাঁর উল্লেখ আছে। হুমায়ুন খান, আতাউস সামাদ প্রমুখ *সচিত্র সন্ধানী*-তেই আদমজি পুরস্কারপ্রাপ্ত *কবি-দা* নাটকের লেখক 'বিরস রসনা' আবদুস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ-পর্যন্ত

আবদুল মান্নান সৈয়দ

(আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে)

শেষ-পর্যন্ত বুঝলাম আমি আমার নিজের চরিত্র :
জটিলও বটে, দুর্গমও বটে, কিন্তু নেহাৎ পবিত্র।
শেষ পর্যন্ত আমি দেখলাম আমি পরাজিতদের পক্ষে :
বিরামবিহীন কাজ ক'রে গেছি প্রত্যক্ষে না-হোক–পরোক্ষে।

শেষ–পর্যন্ত আমার স্বভাব মনে হয় কোনো বিদ্রোহীর —
আপাতত যতো শান্ত দেখাক, যতো মনে হোক সুস্থির।
শেষ-পর্যন্ত মনে হয় আমি একটিই নিয়েছি দীক্ষা
শেকল-লাগাম না পরে হোক-না জীবনে একটি পরীক্ষা।

অবশ্য আমি আস্থা রাখিনি কোনোই ইজম–টিজমে
জীবনকে দেখেছি বহুল–ব্যাপ্ত বর্নিল এক প্রিজমে।
বাঁধতে গেলেই তখনই আমার মন বলে ওঠে: পালাই।
বাঁধন যেখানে, সেখানেই নীল দীপ্ত আগুন জ্বালাই !

AMARBOI.COM

চালাক কুশলী বিপ্লবীরা জানে হরেকরকম চাতুর্য,
কিন্তু জানে না প্রত্যাখ্যানের অপরূপ সে কী মাধুর্য।
ভিতরে আমার চিরকাল ধরে জ্বলেই যাচ্ছে অগ্নি,
নীরব বারুদ–গন্ধক-জ্বালা লেখায় এসেছে তেমনি।

তাইতো আমাকে হয়নি কখনো লিখতে কলম কামড়ে
হীরায় না হোক লিখে গেছি শুধু সোনায়-রূপায়-তাম্রে।
তাইতো আমার লেখনী হয়েছে চিরকাল এক ঝরনা।
উপর-চালাকি গোপন দরবার ধুয়ে মুছে দ্যায় বন্যা।

আমার পন্থায় স্থির থাকবো, আমার গন্তব্য নিশ্চিত —
তাদেরই গান গেয়ে যাবো আমি চিরকাল যারা পরাজিত।
নৈরাশ্য যদি দখল করে নেয়, মন হয়ে যায় দীর্ণ—
তারপরেই যেন অগাধ আকাশে হয়ে যাই উত্তীর্ণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত্তার (শুনেছি চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক ছিলেন)-কে এমন আক্রমণ করেছিলেন যে আবদুস সাত্তার মারা গিয়েছিলেন।

আজকের কাগজেই দ্বিতীয় আরেকটি মৃত্যুসংবাদ পড়লাম। গোপীবাগে মনি-মানিক দুই ভাই ছিলেন আমাদের সিনিয়র। মানিক ভাই (সাইফুদ্দীন আহমদ মানিক) এখন বিখ্যাত কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা। মনি ভাইয়ের পুরো নাম কাগজেই দেখলাম। সিরাজউদ্দীন আহমদ মনি (৫৬)। আমাদের ছোটবেলা গোপীবাগে মনি ভাই-মানিক ভাই দলনেতা ছিলেন। ওদের ছোট ভাই রিপন আমাদের সঙ্গে খেলাধুলো করত।

২৮-৪-৯৫

সকালবেলা শফি চাকলাদার। দৈনিক *আল মুজাদ্দেদ*-এর লেখা দেবো– ৩রা মে বুধবার। এই কথা হলো।

মুস্তফা আনোয়ার টেলিফোন করল দশটার দিকে। *বেতার বাংলা*-র সম্পাদক হয়েছে। লেখা চায়, নজরুল বিষয়ক, আগামী রোববার ন'টা-দশটার দিকে দেবো বললাম। পুরোনো দীর্ঘ লেখাই চলবে বলল। মুস্তফা আনোয়ারের সঙ্গে প্রথম দেখার কথা মনে পড়ল। এক দীর্ঘ বাগান-বাড়ির মাঠে, বোধহয় স্বামীবাগের দিকে, সায়ীদ ভাই আর আমি গিয়েছিলাম একসঙ্গে। তারপর সত্তরের দশকে আড্ডা দিতে যেতাম তার শাহবাগ রেডিও অফিসে। সেই সময় ওর উদ্যোগে আমার কাব্যনাট্য 'বিশ্বাসের তরু' রেডিওতে অভিনীত হয়। সৈয়দ আবুল মকসুদ ও অন্যেরা তখন আড্ডাধারী ছিল। আরেকবার ওর সঙ্গে আড্ডা জমত ও যখন রেডিওর কমার্শিয়াল সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত—বেইলি রোডে অফিসে। সেই সময় আড্ডাধারীদের মধ্যে ছিল আবিদ আজাদ, রিফাত চৌধুরী, কাজল শাহনেওয়াজ, মাহমুদ শাহেব (বাসস) প্রমুখ।

৩০-৪-৯৫

আলমগীরের হেমেন দাস রোডের অবসর-প্রতীক-এর তিনতলার অফিসে বসে আমার সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের *প্রেমের কবিতা* বইয়ের প্রুফ দেখলাম। দুপুরবেলা বেরিয়ে বিউটি বোর্ডিঙে খেলাম। ওখান থেকে *পূর্ণিমা* অফিস। *পূর্ণিমা*-য় বসে রবীন্দ্রনাথের *যোগাযোগ* উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা লিখলাম বিকেল চারটে থেকে রাত আটটা অবধি। সংক্ষিপ্ত। কেননা আরো অনেক বক্তব্য বাকি থেকে গেল। প্রবন্ধটি পুনর্লেখন করতে হবে। বাড়াতে হবে আরো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীনিসর্গ

— চিত্রী : অশোক সৈয়দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১-৫-৯৫

সকালবেলা আলমগীরের উপর্যুপরি টেলিফোন এল। দশটার দিকে। ওর গাড়িতে বনানীতে খিলখিল কাজীদের বাড়িতে। উমা কাজীও এলেন। আমার সম্পাদিতব্য *শ্রেষ্ঠ নজরুল*-এর চুক্তিপত্র সম্পন্ন হলো। উমা কাজী, খিলখিল কাজী, বাবুল কাজীর (খিলখিলদের ছোট ভাই) স্বাক্ষর হয়ে গেল। মিষ্টি কাজীর পক্ষে স্বাক্ষর করল খিলখিল। নানা কথার মধ্যে জানলাম নজরুলের চির-সহচর দুই চাকর কুশা-দা আর কাট্টু সিংয়ের কথা। কুশা নজরুলের মৃত্যুর পরে ঢাকায় পিজি-তেই মারা গিয়েছিল। কাট্টু সিং বিহারে আছে। শরীর ভালো না। আরো জানলাম, নজরুলের পোষ্য কন্যা শান্তি দাসের কথা। এঁর সঙ্গে বছর কয়েক আগে বিটিভি-তে এক প্রোগ্রাম করতে গিয়ে দেখা হয়েছিল। খিলখিল বলল, নজরুল এঁকে বিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৯১ সালে তিনি মারা গেছেন। ওঁর ছেলেমেয়েরা আছে। খিলখিল আরো জানাল, কালীপদ নামে এক ভদ্রলোক নজরুলদের চরম অর্থনৈতিক সংকটের সময় বিপুল সহায়তা করেছিলেন। এঁর সহায়তা ছাড়া কাজী সব্যসাচী-কাজী অনিরুদ্ধের লেখাপড়াই হতো না। দুটো পর্যন্ত ওদের ওখানে কাটিয়েছি। আলমগীর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে চলে যায়।

সন্ধের পরে জিনানের ওখান হয়ে *পূর্ণিমা* অফিসে বসে এই ডায়েরি লিখলাম। পাশের টেবিলে গল্পের প্রুফ দেখছে শিহাব সরকার।

AMARBOI.COM

৫-৫-৯৫

আবদুল হাই শিকদার উপস্থাপিত 'ঈদের কথামালা' অনুষ্ঠনে অংশগ্রহণ করতে গেলাম টেলিভিশনে। টি-ভি ভবনের ভেতরে আরিফুল হক ও খালিদ হোসেন বললেন, দেওয়ান মোহম্মদ আজরফ শাহেব খুঁজছেন আমাকে। বসে আছেন মেকআপ রুমে। গিয়ে দেখি অজস্র মেয়ের ভিড়ের মধ্যে উনি একটা চেয়ারে বসে আছেন। নানা বিষয় জিজ্ঞেস করলাম ওকে। উনি যা বললেন, তার মর্মার্থ এই।–

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একজন 'হিরো'র সন্ধানে। রাজা রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ হিরো খুঁজতে-খুঁজতে এসে পৌঁছোন হযরত মুহম্মদ (সা.)-এ। 'ধর্ম ও নৈতিকতা' নামে যে-প্রবন্ধ আজরফ ভাই পড়েছিলেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে', সেটা পছন্দ করেছিলেন মোহিতলাল মজুমদার। মোহিতলাল একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তুমি কাকে মনে করো ? আজরফ ভাই বলেছিলেন– হেগেল। মোহিতলাল বলেছিলেন– দর্শনের তুমি কিছুই জানো না। শোপেনহাওয়ারই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। দুঃখ ছাড়া পৃথিবীতে কিছু নেই। দুঃখই সব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

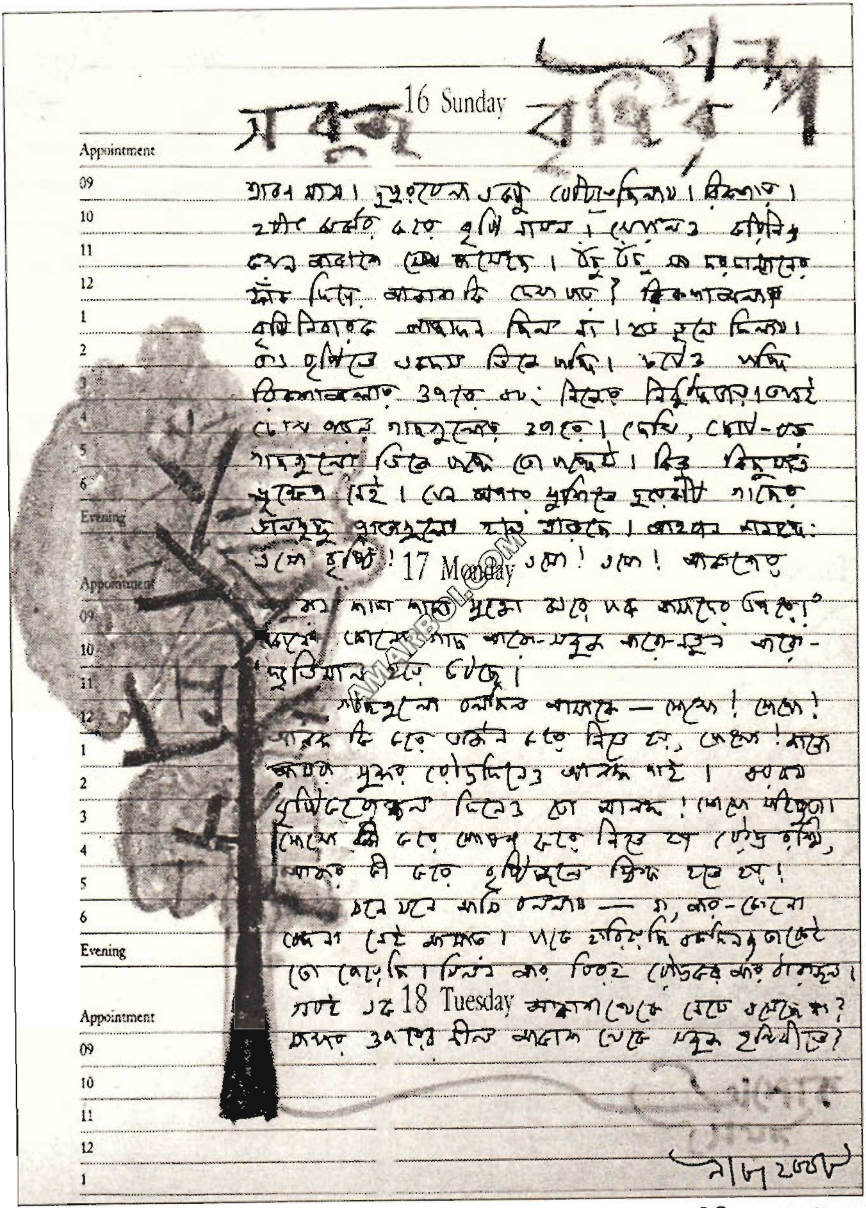

— চিত্রী : অশোক সৈয়দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬-৫-৯৫

'সাগর আমায় ভরে দিয়েছে—নদ-নদীতটে ছুটেছে'—ফিরোজা বেগমের কণ্ঠে আশ্চর্য এক নজরুল-সংগীত শুনলাম। রেডিওতেই গৌতম বুদ্ধের *ত্রিপিটক* থেকে ড. সুকোমল বড়ুয়া খানিকটা অনুবাদ পাঠ করে শোনালেন। সঙ্গে ভাষ্য। বুদ্ধ বলছেন : 'গহীন বনে গন্ডার যেমন একাকী বিচরণ করে তেমনি একাকী বিচরণ করো। স্ত্রী-পুত্র বা বন্ধুসঙ্গ কামনা কোরো না। সকলকে ভালোবাসো, কিন্তু কারো সঙ্গে যুক্ত হোয়ো না। তাহলেই দুঃখ বাড়বে। গহন বনে গন্ডারের মতো একাকী হও।'— অদ্ভুত থিয়োরি! অভিভূত হলাম।

টেলিভিশন থেকে সিরাজুল ইসলামের ফোন। সিরাজুল (প্রযোজক) বললেন : ৬ই জুন বিষাদ-সিন্ধু' নামে ১০ই মুহররম নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করতে হবে। আগামী সপ্তায় আবার যোগাযোগ হবে। অনুষ্ঠানের আগে বসতে হবে একবার। সারাদিন কাজ করলাম 'নজরুলের স্বরূপসন্ধান : গদ্যরচনা' বিষয়ে।

২৭-৫-৯৫

'এল শোকের মোহররম'। প্রযোজক : সিরাজুল ইসলাম। ৫০ মিনিট।

AMARBOI.COM

১. প্রামাণ্য চিত্র : কারবালা
২. উপস্থাপকের ভূমিকা (১)
৩. সমবেত গান
৪. একক আবৃত্তি : নজরুলের ('মোহররম')
৫. একক গান : 'ওগো মা ফাতিমা' (রওশন আরা মুস্তাফিজ)
৬. দ্বৈত গান (মর্সিয়া)
৭. *বিষাদ-সিন্ধু* থেকে পাঠ
৮. উপস্থাপক (২)
৯. আলোচক (সৈয়দ আলী আশরাফ/ড.কাজী দীন মুহম্মদ)
১০. মর্সিয়া (নীলুফার ইয়াস্‌মিন)
১১. ফররুখ আহমদের গান (মোহররম)
১২. মর্সিয়া (পুরুষকণ্ঠে)
১৩. পুঁথি থেকে পাঠ। লতিফ ভাই
১৪. উপস্থাপকের উপসংহার (৩)
১৫. *বিষাদ-সিন্ধু* থেকে পাঠ (আলী মনসুর)
১৬. হায় হোসেন, হায় হোসেন (সমবেত কণ্ঠে গান)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

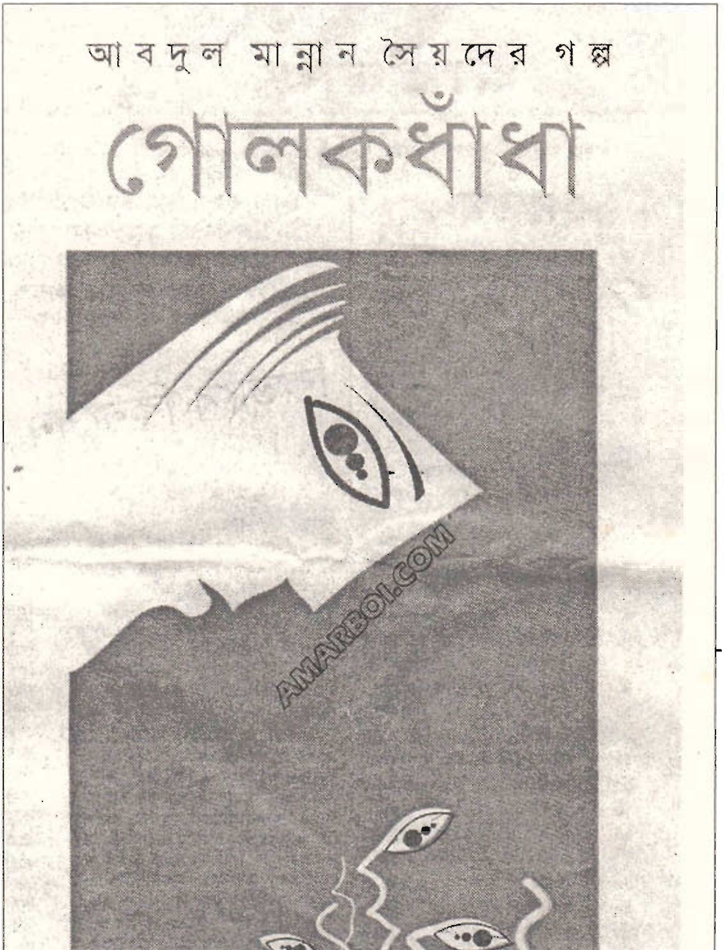

২০০৮ সালে দৈনিক *ইত্তেফাকে* প্রকাশিত আমার গল্প। 'জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে।' — এটা কি কোথাও পড়েছিলাম ? না-পড়লে না-পড়েছি। আমিই বানালাম। এখন আর শুধু গল্পই না, জীবনটাই মনে হয় গোলকধাঁধা। ওরকম গল্প লেখা যাবে, কিন্তু গোলকধাঁধা থেকে জীবৎকালে বেরোনো যাবে না — এটা বুঝে গেছি। 'বিজ্ঞ হিয়া শিহরে তাই ডরে ?' — না, ভয়ডরও নেই। মেনে নিয়েছি। গোলকধাঁধায় ঘুরতে থাকব : মানুষ তো না, অন্ধ মৌমাছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেকর্ডিং : ৬-৬-৯৫ মঙ্গলবার ছ'টা। সম্প্রচার : ৯-৬-১৫, রাত্রি ন-টা।

১৩-৭-৯৫
'The writer should be a sniper, he should endure solitude, he should know himself to be a marginal being. It is both a curse and a blessing that we writers are marginal.' – Octavio Paz

১০-১১-৯৫
যৌনতা শরীর ও মনের নবায়নের জন্যে অতি প্রয়োজনীয় এক উপচার—উপকারী জিনিশ। একে অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতা। ইসলাম ধর্ম-যে আধুনিক ধর্ম তার প্রমাণ এই যে-ইসলাম যৌনতার পরিপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছে।

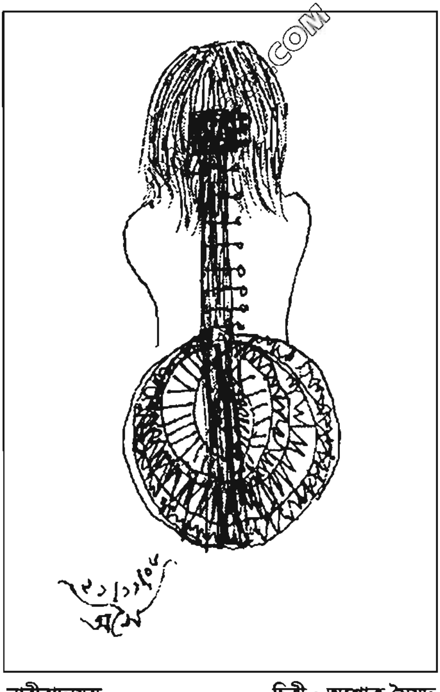

নারীবাদ্যযন্ত্র, – চিত্রী : অশোক সৈয়দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১ ৯ ৯ ৬

তথ্য ছাড়া ইতিহাস হয় না

১-১-১৯৯৬ ♦ ১৮ই পৌষ ১৪০২ ♦ সোমবার

ঘুম থেকে উঠেছি সকাল আটটার দিকে। সকালেই স্নান সম্পন্ন করে, প্রাতরাশ সেরে, হযরত মুহম্মদ (সা.) এর জীবনী সম্পর্কিত লেখা শুরু। ঘন্টাখানেক। আল্লামা শিবলি নোমানি-র রসূল (সা.)-চরিত লিখব। ১৯৮৩-৪ সালে এই সংকল্প করেছিলাম। এখনো সে-সাধ পূর্ণ হলো না। দেরি হচ্ছে, তার কারণ আমার পরিকল্পিত রসূল (সা.)-চরিত কী ধরনের হবে তা বুঝতে পারছি না। এখন মনে হচ্ছে, প্রথম রসূল (সা.)-চরিতটি কিশোরজীবনী হিশেবে লিখলেই বোধহয় ভালো হবে সবদিক থেকে। বিকেলে টিভি দেখছি, আতাহার খানের টেলিফোন এল। *পূর্ণিমা*-র ঈদ-সংখ্যায় উপন্যাস লেখার তাগিদ।

পালাবদল পত্রিকা থেকে সম্পাদক সালাম শাহেব ফোন করেছিলেন। 'ইউসুফ' নামে একটি কবিতা মাথায় ঘুরছে। ইউসুফ-জুলেখার ইউসুফকে নিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২-১-৯৬
সকালে এলেন সিলেটের এক তরুণ অধ্যাপক ইরফানুল শাহেব। *মহাকালে নজরুল* নামে তাঁর লেখা একটি বই দিলেন। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলাম।

সায়ীদ ভাইয়ের (আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ) ফোন। জানুয়ারি মাসেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বিষয়ে ক্লাস নিতে হবে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। তিনটি আলোচনা। তিন সপ্তায়। পর-পর।

বিকেলে গেলাম *পালাবদল* অফিসে। মতিঝিলের ফকিরাপুলে। ওখানে বসেই একটি কবিতা লিখলাম : 'ইউসুফের প্রতি : জুলেখার স্বগতোক্তি'। একটা dramatic monologue। মুসলিম মিথ নিয়ে এরকম আরো মনোনাট্য লেখা যেতে পারে– এবং উচিত। বাঙালি-মুসলমান কবিরা এসব বিষয়ে অসচেতন বলে এইসব মনোনাট্য লিখিত হয়নি। ইউসুফ-জুলেখা নিয়ে একটি ছোট কাব্যনাট্য মাথায় ঘুরছে। কোনো একটি চূড়া-মুহূর্ত বেছে নিতে হবে ইউসুফ-জুলেখার বিস্মিত-শাশ্বত কাহিনী থেকে।

৪-১-১৯৯৬
'No document, no history.' — আচার্য যদুনাথ সরকার

AMARBOI.COM

৯-১-১৯৯৬

বিষাদ-সিন্ধু
(প্রথম প্রতিফলন)
১। প্রবাহগুলি একএকটি নাটকীয় দৃশ্যের মতো।
২। সংলাপ প্রাণবন্ত। বর্ণনাও অসম্ভব সজীব-সলীল।
৩। বাস্তবসম্মত।
৪। প্রয়োজনীয় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বা তাদের অর্থ। কিন্তু লিখনভঙ্গি এমন যে বিশুদ্ধ বাংলাই মনে হয়।
৫। দ্রুতধাবমান ঘটনারাশি।

১১-১-৯৬
'Rejoice! Rejoice! The point of life, its purpose, its joy. Rejoice at the sun, the stars, the grass, the trees, animals, people. And beware that nothing impair this joy. If this joy is impaired, it means that you have made a mistake somewhere—look for that mistake and cure it.' —Lev Tolstoy.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮-৪-৯৬

আজো

শাদা পৃষ্ঠা কালো-করা অক্ষরের ঢের বৃষ্টি হলো।
এখন থেমেছে।
পঞ্চাশ বছর পার, আজো তবু সব এলোমেলো।
শুধু আছি বেঁচে।
জীবন কি ধরা যায়, একরঙা কয়েকটি অক্ষরে ?
জীবন রঙিন ?
মনে হয়, বৃষ্টি হয়ে গেছে যেন ঘুমের ভিতরে।
চলে গেছে দিন।
এখন থেমেছে বৃষ্টি। অন্ধকার থেকে অন্ধকারে
আছে চলে যাওয়া।
তবু যেন মাঠে মাঠে তরঙ্গিত সেতারঝংকারে
বয়ে যায় হাওয়া।
অক্ষরে যাবে না যাকে ধরা,তার জন্যে কেন আজো
খুলেছে দুয়ার ?
বুঝি না কিছুই। তবু নৌকো নিয়ে ভেসে পড়ি আজো
যখন জোয়ার ॥

AMARBOI.COM

৭-৭-৯৬

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। বিকেল পাঁচটা। বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে আলোচনা।

১২-৭-৯৬

'অনলপ্রবাহ প্রসঙ্গে'। প্রবন্ধ। দৈনিক *ইনকিলাব*।

১২-৭-৯৬

'মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর ধর্মচিন্তা'। প্রবন্ধ। *কলম*।

১৭-৭-৯৬

ইসলামিক ফাউন্ডেশন। বিকেল পাঁচটা। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮-৭-৯৬
ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তন। উদ্যোক্তা : বাংলা সাহিত্য পরিষদ। প্রবন্ধ, 'বাংলা সাহিত্যে বিদেশি প্রভাব'।

২৮-৭-৯৬
বাংলা একাডেমী। সকাল দশটা। তরুণ লেখক প্রকল্পে (তৃতীয় ব্যাচ) বক্তৃতা। বিষয় : 'কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক'।

৩০-৭-৯৬
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মঙ্গলবার। বেলা এগারোটা। উদ্যোক্তা : নজরুল কেন্দ্র। 'নজরুলের কথাসাহিত্য', — নাটক বিষয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি। ভাষণ।

১-৮-৯৬
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কেন্দ্র। সকাল দশটা। রসূল (সা.)-এর শানে স্বরচিত কবিতাপাঠের আসর।

AMARBOI.COM

১-৮-৯৬
বিশ্বসাহিত্য মিলনায়তন। বৃহস্পতিবার। মোহাম্মদ আলী মৃধার *তুমি সেই নন্দিনী* উপন্যাসের প্রকাশন-উৎসব। প্রধান অতিথি।

২৭-৮-৯৬
ইসলামিক ফাউন্ডেশন। বিকেল পাঁচটা। নজরুল মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠান : 'নজরুল-সাহিত্যে মানবতা'।

৬-১০-৯৬
বা-এ। নতুন লেখক প্রকল্প (তৃতীয় ব্যাচ)। বেলা দশটা। বিষয় : 'বাংলা ছোটগল্পের আঙ্গিক'।

৮-১০-৯৬
নজরুল কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বেলা এগারোটা। বিষয় : 'নজরুলের নাটক' (দ্বিতীয় পর্যায়)। ভাষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিসেম্বর ১৯৯৬

বা-এ। সেমিনার কক্ষ। বৃহস্পতিবার। সকাল এগারোটা। 'মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনী' (প্রবন্ধ) : আবুল আহসান চৌধুরী। আলোচনা।

২০-১২-৯৬

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তন। বিকেল চারটা। শুক্রবার। বিশেষ অতিথি। 'দেওয়ান আবদুল হামিদ পুরস্কার'। কায়কোবাদ সাহিত্য মজলিস। ✓

প্রতিভা বসুর অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার

নজরুল ছিলেন আনন্দ দিয়ে তৈরি

কথাশিল্পী প্রতিভা বসু সম্প্রতি মারা গেছেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর ঢাকাবাস, তাঁর গানের শিক্ষক কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের নানা দিক এবং তাঁর জীবনসঙ্গী বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে অন্তরঙ্গ কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কবি-প্রাবন্ধিক

আবদুল মান্নান সৈয়দ

আবদুল মান্নান সৈয়দ : *আপনি তো ঢাকাতেই প্রথম দেখেছেন কাজী নজরুল ইসলামকে। সে-সম্পর্কে কিছু বলুন।*

প্রতিভা বসু : হ্যাঁ, দিলীপ কুমার রায়, সুভাষচন্দ্র বসু, কাজী নজরুল ইসলাম—এই তিনজনের নাম একত্রে উচ্চারিত হতো। তিনজন খুবই বিখ্যাত ছিলেন। দিলীপ রায় যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঢাকায়। সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে দাদা বলতাম। তাঁর মতো মানুষ আমি দেখিনি। ঈশ্বরের মতো মানুষ। সত্যেন্দ্রনাথ আমাকে ডাকলেন। তাঁর বাড়িতে কথা হলো, গান শুনলাম। দিলীপ রায় আমার গান শুনলেন। তারপরের দিন ঘোড়ার গাড়ি করে এলেন। তখন আমি যে গানই গাই, তা আমার ভেতর থেকে উঠে আসত। এই নিয়ে আমার বাবা-মা খুব গর্বিত ছিলেন। বাবা আমাকে দিলেন ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খাঁর কাছে গান শিখতে। তিনি আমাকে গানের দীক্ষা দিলেন। তাঁকে আমি গুরু হিসেবে বরণ করলাম।

সত্যেনদাই দিলীপদাকে বললেন, তোমাকে প্রতিভার গান শোনাব; শুনলে বুঝবে, এর চেয়ে ভালো গান এই সময়ে উঠলেন। হঠাৎ যা মনে আসত তাই করতেন নজরুল। এটা তাঁর স্বভাবের একটা অংশ। তিনি অন্য ধরনের মানুষ। ঢাকায় তিনি উঠলেন বর্ধমান রাজবাড়িতে।

মান্নান সৈয়দ : *কাজী মোতাহার হোসেনের বাড়ি?*

প্রতিভা বসু : না। বর্ধমানের রাজার বাড়িতে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে গান হবে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু আমাকে ডেকে পাঠালেন—আমার বাড়িতে একটা গানের আসর বসছে, তুমি এসো মা-বাবাকে নিয়ে। গিয়ে দেখলাম, সেই আসর বসেছে নজরুল ইসলামকে নিয়ে। তিনি গান গাইলেন। 'কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশি'—এসব গান। তাঁর অনুষ্ঠানে এত ভিড় হয়! তখন তো লাউড স্পিকার ছিল না। সবাই খুব মুগ্ধ। তখন গজল-টজল বাংলা ভাষার ভেতরে আসেনি। উনিই এনেছেন। আমার অসম্ভব ভালো লেগেছিল।

একদিন বিকেলবেলা মন ভালো ছিল না। বারান্দায় বসেছিলাম। সন্ধ্যাবেলায় একা একা এত বিশ্রী লাগে। ঘোড়ায়-টানা একটা গাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে। আমি মহাউৎসাহে দৌড়ে নেমে এলাম, কে এসেছে ভাবতে ভাবতে। দেখলাম গায়ে চাদর, ঝাঁকড়া চুল... দিন নেই। তার কাছে গান শিখে সেই গান আমি সর্বত্র গাইতে লাগলাম। শ্রোতারাও শুনতে ভীষণ ভালোবাসত। গান ছড়ানোর মতো গুরু থাকা চাই, শিষ্যও থাকা চাই। তখন আমি গ্রামোফোনে গান করি। দশ বছর বয়সে আমার প্রথম রেকর্ড বেরোয়। অতুলপ্রসাদ সেনের 'দিন নাহি আঁখি পাতে।'

মান্নান সৈয়দ : *নজরুল তাহলে সচেতন থাকতেন, খোঁজখবর রাখতেন কে কে ভালো গান করে।*

প্রতিভা বসু : তা তো বটেই। গানওয়ালা তো অন্য গানওয়ালাকে খুঁজবেই। তারপর গ্রামোফোনে একটা মেয়ে গান গেয়েছে, ভদ্রলোকের মেয়ে। তখন তো ছিলেন আঙুরবালা, ইন্দুবালা—এঁরা সব। আমি তার ভেতরে একজন। আমার তখন খুব কম বয়স।

মান্নান সৈয়দ : *পরপর দুটো প্রশ্ন। আপনার বেশ কিছু রেকর্ড তখন বেরিয়েছে। কতগুলো, এর কোনো হিসাব আমরা জানি না। আপনার স্মৃতিতে আছে? এ ছাড়া, নজরুল আপনাদের বাড়িতে সকাল-বিকেল যেতেন প্রায় মাসখানেক ধরে। আপনার স্মৃতিকথা থেকে আমরা জানি, ওখানে বসে বসেই তিনি কিছু গান রচনা*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীনৌকা — চিত্রী : অশোক সৈয়দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯৮

নজরুল, জীবনানন্দ, আরো সব কবি

AMARBOI.COM

২২-০৪-৯৮ ♦ ৯ই বৈশাখ ১৪০৫ ♦ বুধবার

প্রস্তাবিত বই : *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড)। এর আগে দুই খণ্ড মো-ও-আ-রচনাবলী বেরিয়েছে। তৃতীয় খণ্ড বা-এ-তে আগামী অর্থবছরে অর্থাৎ জুনের পরে দেবো বললাম মোবারককে। এই খণ্ডেই আপাতত মো-ও-আ-র সম্পূর্ণ হবে।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান বইটি প্রেসে গেছে। ই-ফা বের করছে। দীর্ঘ ভূমিকা লিখতে হবে। মসউদ-উশ-শহীদ তাগাদা দিচ্ছিল আজ। *সিকান্‌দার আবু জাফর-রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড)। বা-এ। ভূমিকা ও পরিশেষের গ্রন্থ-ও-রচনাপরিচয় লিখতে হবে। মোবারকের তাগাদা।

১৭-৪-৯৮

শওকত ওসমান স্যার বোধ হয় সপ্তা তিনেক হয়ে গেল অজ্ঞান হয়ে আছেন। বাঁচবেন না সম্ভবত। বেলাল চৌধুরীর অনুরোধে শওকত ওসমান স্যারের বিষয়ে একটি সিরিয়াস লেখা তৈরি করছি। এর আগে *মানবজমিন*-এর রাজু আলাউদ্দিনের অনুরোধে শওকত ওসমান স্যারের বিষয়ে রানুকে ডিকটেশান দিয়ে একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ লিখে রেখেছি। এটি পুনর্লিখন করতে হবে। সকালবেলা বেলাল চৌধুরীর সঙ্গে টেলিফোনে দীর্ঘ আলাপ হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতাহার খানের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হলো টেলিফোনে। আবিদ পুনর্বিবাহ করেছে জানলাম। *পূর্ণিমা* গল্প-কবিতা রঙিন চিত্রণে বেরুচ্ছে। আগামী সংখ্যার জন্যে গল্প চাইল আতাহার। কালই দিতে হবে। রাত জেগে, অথবা কাল সারাদিন লিখে, সম্পূর্ণ করতে হবে।

১৮-৪-৯৮
ঈদুল আজহা ও নববর্ষের ছুটির পর আজ কলেজ খুলল। চেয়ারম্যান লতিফা বেগমের ঘরে শাহনূর, পরে রোকেয়া বেগম ও নার্গিস বেগম, তারপর অন্য অধ্যাপিকাবৃন্দ। কিছুক্ষণ গল্পগুজব। তৃতীয় বর্ষ অনার্সের ক্লাস নিলাম। আমার পড়ানোর বিষয়ের বাইরে নজরুল-অনূদিত ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ সম্পর্কে বললাম কিছুক্ষণ। ক্লাসশেষে তারপর আমাদের টেবিলে বসে গল্প লেখা ধরলাম। একটা গল্প ছিল মাথায়— সেটি বাদ দিয়ে অন্য একটা বিষয় ধরা গেল। প্রথম স্বামীর কাছে এসেছে দ্বিতীয় স্বামী।

২৩-৪-৯৮
সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত খেটে তৈরি করলাম *বাংলা সাহিত্যে মুসলমান* (ই-ফা থেকে প্রকাশিতব্য) প্রবন্ধগ্রন্থ-এর ভূমিকা। সন্ধে ছুটার সময় একটি ছাত্র এসে নিয়ে গেল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। বৃষ্টি-ঝড়ের পরে। জীবনানন্দ দাশ-এর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বুয়েট ছাত্রসংসদ-এর আয়োজন। ওদের সেমিনার রুমে আমি একাই ঘণ্টাখানেক বললাম কবি জীবনানন্দ সম্পর্কে। পরে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী জীবনানন্দের কবিতা আবৃত্তি করল। 'ক্যাম্পে', 'বনলতা সেন', 'নগ্ন নির্জন হাত' প্রভৃতি কবিতা। সামনে ছিল মূলত ছাত্রছাত্রীরাই। সেই সঙ্গে সস্ত্রীক আলতাফ হোসেন, সাজ্জাদ শরিফ, ব্রাত্য রাইসু। গল্পকার সৈয়দ ইকবালকেও দেখা গেল। মঞ্চে ওদের অধ্যাপক একজন, বসুনিয়া। আমার বক্তৃতা আলতাফ, সাজ্জাদ, ব্রাত্যরা প্রশংসাই করল। আমি নিজেও তৃপ্ত।

AMARBOI.COM

২৪-৪-৯৮
সকালবেলা জরুরি গোপন কাজে টেক্‌স্‌টবুক বোর্ডে। অনেকদিন পরে সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে টেম্পোতে চড়ি। ফাঁকা। শুক্রবার আজ। রাজনীতির আলোচনা, জিনিশপত্রের দাম চড়ছে, সামনে বাজেটে বাড়বে আরো— এইসব আলোচনা। টেম্পো থামতে বিজয়নগরের মোড়ে নেমে পড়ি। ফুটপাতে নতুন বই সাজানো দোকান— কমিউনিস্ট পার্টি অফিসের সামনে— ওদেরই কারো কর্মীর সম্ভবত। বঙ্কিম মুখার্জির স্মৃতিকথা আর সত্যজিৎ রায়ের প্রতিকৃতির বই দুটি কিনি। ঠিক সাড়ে-এগারোটায় টেক্‌স্‌টবুক বোর্ডে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

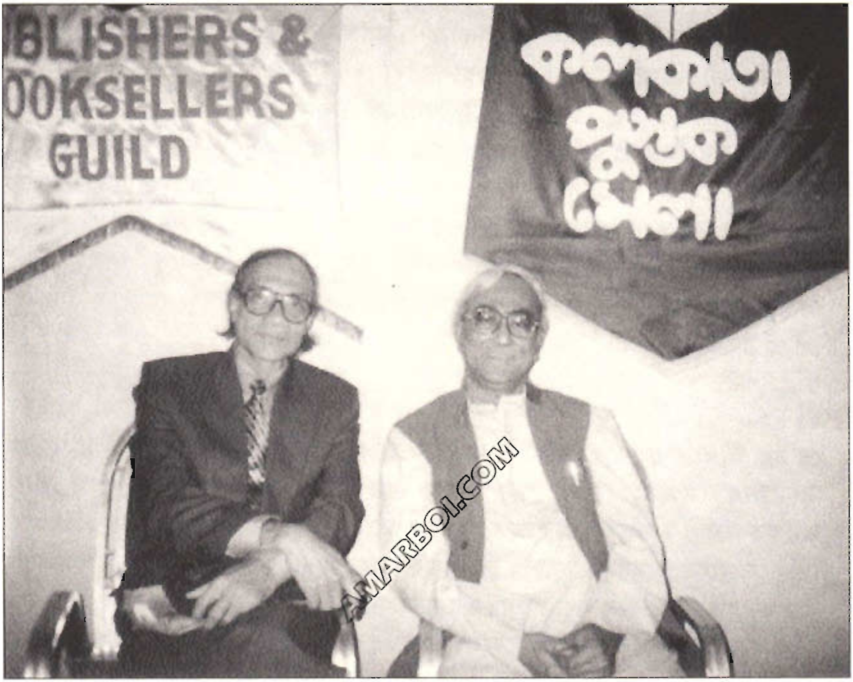

কলকাতা পুস্তকমেলা-র এক অনুষ্ঠানে আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষের সঙ্গে।

বাড়িতে ফিরতেই মনু ইসলাম। বাংলা ও ইংরেজিতে তার কৃত দুটি লেখক-অভিধান উপহার দিল।

২৭-৪-৯৮

পালা-বদল-এর দাওয়াত। রাত আটটা। সম্পাদক আবদুস সালাম এলেন গাড়ি নিয়ে। *পালা-বদল*-এর উপদেষ্টা কমোডোর আতাউর রহমানের ধানমণ্ডির বাড়িতে। কলাবাগান থেকে তোলা হলো সৈয়দ আলী আহসানকে। এখন সঙ্গে লাঠি থাকে একটা। সৈ-আ-আ গাড়িতে উঠেই বললেন, 'জাফর কেমন আছে?' আমি বুঝতেই পারলাম না। কাজেই নিশ্চুপ। যখন দ্বিতীয়বার বললেন, 'মান্নান, জাফরের খবর কি ?' বুঝলাম বড়ো মাম্মা সৈয়দ জাফর আলীর কথা বলছেন। বললাম, তাঁর একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুর পর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। কেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন ডা. ওয়াহিদ নানার কথাও তুললেন তিনি। বললেন, তিনি ছিলেন অসাধারণ। কলকাতার জীবনে ডাক্তার ওয়াহিদ নানার গল্প করলেন তিনি।

খাওয়াদাওয়ার পর ফেরার সময় গাড়িতে সৈয়দ আলী আহসানকে তাঁর নতুন বইপত্রের কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলছিলেন তাঁর প্রাচীন যুগের আর মধ্যযুগের ইতিহাস লেখা হয়ে গেছে, ৬০০ পৃষ্ঠার বই, প্রকাশক পাচ্ছেন না। প্রকাশিত হয়েছে আলাওলের *পদ্মাবতী*-র নতুন সংস্করণ। *আমেরিকা* নামে আরেকটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন। তাঁর আমেরিকা সফরের অভিজ্ঞতার নানা তথ্য থাকবে সেখানে। প্রসঙ্গত জ্যাজ মিউজিক সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করছিলেন। সালাম শাহেব আমাকে গাড়িতে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন।

২৪-৫-৯৮

রেডিও অফিসে যেতে যেতে এগারোটা বেজে গেল। 'কবির দৃষ্টিতে কবি' নামে একটি অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং। কবিতাপাঠ– সঙ্গে ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে কবিকে দেখা। নজরুল জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে। প্রযোজক : রওশন আরা কবির। আলফাজ তরফদারের রুমে ঢুকে দেখি, সামনেই শামসুর রাহমান। চুরুলিয়ার 'নজরুল পুরস্কার' পাওয়ার জন্যে অভিনন্দিত করলেন আমাকে। নানা কথা হলো। ভালো লাগল। রুবী রহমান, মুহম্মদ নূরুল হুদা, শিহাব সরকার আগেই কবিতা রেকর্ড করেছে। রেকর্ডিং রুমে রাহমান ভাই আর আমি। ঠাট্টা করে সেকথা বললাম। ভালো লাগল রাহমান ভাইকে। খারাপ লাগল শুধু তখন, যখন তিনি বললেন– মহাকালের দরবারে নজরুলের কবিতা টিকবে কিনা তা বলতে পারছি না। – তা কে বলতে পারবে ? যাবার সময় ফোন করতে বললেন রাহমান ভাই। আমি হেসে বলেছিলাম– প্রফেসরশিপ নিলাম না, রাহমান ভাই। তিনি সংযত কণ্ঠে বললেন– আপনার জন্যে তার দরকার নেই।

রেডিও অফিস থেকে এ.জি. অফিস। এ.জি. থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। মসউদ-উশ-শহীদের রুমে ১টা থেকে ৬টা পর্যন্ত শওকত ওসমানের ওপরে লিখলাম। *জনকণ্ঠে* এখলাসউদ্দিন আহমদের কাছে দিয়ে এলাম লেখাটা। ওখানেই আশুতোষ ভৌমিকের সঙ্গে দেখা। ওকে নিয়ে রাজধানী হোটেলে হালিম এবং চা খেলাম।

ফিরতে ফিরতে রাত আটটা। জিনানরা আজ এখানে।

রাতে কবি আবুল হোসেনের টেলিফোন। আবু রুশদের সঙ্গে ই-মেইল-এ কথা বলেন জানালেন। আবদুল কাদির আমার নজরুলচর্চাকে গুরুত্ব দিতেন, তাঁর কাছে বলেছেন– বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শিল্পতরু' অফিসে নানা উপলক্ষে মাঝে মাঝেই সাহিত্য-আসর বসত। এরকম এক সাহিত্য-আসরে অগ্রজ কবি আবদুস সাত্তার এবং অনুজ কবি আবিদ আজাদের সঙ্গে। পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর – এই তিন দশকের তিনজন কবি।

১০-৫-৯৮

সকাল আটটার সময় কবি শামসুর রাহমানের টেলিফোনে ঘুম ভাঙল। বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন। গতকাল দৈনিক *জনকণ্ঠে* প্রকাশিত শওকত ওসমান সম্পর্কে আমার 'স্যার' স্মৃতিচারণটি তাঁর ভালো লেগেছে বললেন। আমি তাঁকে তাঁর গদ্যরচনাগুলি একত্রিত করার পরামর্শ দিলাম– স্মৃতিকথা, কলাম, প্রবন্ধগুলি একত্র করার জন্যে। রিফাতদের *ছাঁট কাগজের মলাট* পেয়েছেন বললেন। রিফাত, কাজল, মুজিবদের কথা একটুখানি জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, একদিন আমার বইপত্র নিয়ে আবিদকে নিয়ে তাঁর কাছে যাব। বললেন– মান্নান, যোগাযোগ রাখবেন, ক'দিন আর বাঁচি।– এটাই ছিল তার শেষ কথা।

কলকাতা থেকে ঘুরে এসে যাব একদিন তাঁর কাছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

?-৬-৯৮

সারাদিন টেকস্টবুক বোর্ডে– কবির মজুমদার ও শফিউল আলম। বিকেলবেলা চেয়ারম্যানের রুমে হুমায়ূন আহমেদের নাটক 'তাহারা' দেখা গেল। টেক্সটবুক বোর্ডের প্রযোজনা। নারীর সমানাধিকার বিষয়ে।

পাঁচটার সময় বাসায় ফিরলাম। জিনানরা গতকাল এসেছে। ওদের আজ দিয়ে এলাম এলিফ্যান্ট রোডে।

ওখান থেকে আজিজ মার্কেটে। বিজু আর নিতাই সেন। বিজুকে মেদিনীপুরে আমার বায়োডাটা পাঠানোর ভার দিলাম– *অমৃতলোকে*-র সমীরণ মজুমদারকে।

রাত্রি আটটা থেকে বাসায়। এখন রাত এগারোটা। রানু সিনেমা দেখছে।

১৮-৬-৯৮

কলকাতায় প্রথম সকাল। সার্কিট হাউজের চারতলার ৩-৫ নম্বর রুমে বসে এই ডায়েরি লিখছি। আমার পাশের বেডে সমীরণ মজুমদার। সুন্দর সকাল। গতকালকের ক্লান্তি কেটে গেছে। ভোরবেলা উঠেই স্নান করে নিয়েছি। সমীরণ এখান থেকে চলে যাবে এয়ারপোর্টে তপোধীরকে আনতে।

সমীরণের সঙ্গে বেরিয়ে ফুটপাত থেকে রুটিটোস্ট-চা খেয়ে, পানির বোতল নিয়ে আচার্য জগদীশ বসু রোড ধরে, মিন্টো পার্কের ধার দিয়ে হেঁটে, সার্কিট হাউজে ফিরলাম। বহুদূরে উঁচু উঁচু বাড়ি, উঁচু উঁচু কৃষ্ণচূড়া গাছ, তার ইট-রঙা ফুল দেখতে পাচ্ছি।

তপোধীরের সঙ্গে আলাপ হলো। প্রাণবন্ত মানুষ। সমীরণ, তপোধীর, আমি বেলা এগারোটার দিকে বেরিয়ে খেয়ে নিলাম। তারপর চৌরঙ্গির স্টেট ব্যাংকে ভাঙালাম ডলার। তপোধীর আগেই অন্যত্র। সমীরণ আর আমি। মেট্রোরেলে জীবনে প্রথম চড়লাম।

সমীরণ নিয়ে আসে আমাকে দেবকুমার বসু (দেবুদা'র) টেমার লেনের দোকানে। দেবুদা গভীর আন্তরিকতায় গ্রহণ করলেন আমাকে। কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ লেখক, অধ্যক্ষ, একজন তরুণ চিত্রকরের সঙ্গে আলাপ হলো। সমীরণের সঙ্গে কথামতো দেবুদা নিয়ে এলেন কফি হাউজে। ড. দিলীপ মালাকার (সাংবাদিক), রমেন্দ্রনারায়ণ নাথ (অধ্যাপক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) – অন্তরঙ্গ আলাপ হলো। তপোধীর এল। তপোধীর আর আমি সার্কিট হাউজে এলাম রাত আটটায়।

সার্কিট হাউজের দোতলায় ডাইনিং রুমে তপোধীর আর আমি একসঙ্গে খেলাম। খেয়ে উঠে গেলাম টেলিফোন করতে। তপোধীরই ব্যবস্থা করে দিল। ঢাকায় রানুর সঙ্গে কথা বলে মন শান্ত হলো। কল্পতরু সেনগুপ্ত ও সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত– পেলাম না টেলিফোনে কাউকে।

এখন রাত্রি এগারোটা। তপোধীর ওপাশের বেডে প্রুফ দেখছে। আমি এই ডায়েরি লিখছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি আবিদ আজাদের সঙ্গে আমি। কবে এই ছবি তোলা কিছুই জানি না বা মনে নেই। দেখে মনে হচ্ছে রেডিওর স্টুডিওর মধ্যে। রেডিওর সঙ্গে আবিদ আজাদের সম্পর্ক ছিল প্রথম থেকে শেষ অবধি।

১৯-৬-৯৮

আমি আর তপোধীর সকালে ডাইনিং টেবিলে নাশতা খাচ্ছি– এলেন সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। তাঁকে আমার দুটি জীবনানন্দ বিষয়ক প্রবন্ধ দিলাম– পূর্বপ্রকাশিত। সমরেন্দ্র আমাকে গড়িয়াহাটায় পৌঁছে দিলেন সুদর্শনের দোকানে। সুদর্শন আমাকে নিয়ে এল কানাই কুন্ডুর বাড়িতে। তার সঙ্গে দেখা হলো না। সুদর্শনের দোকান থেকে কল্পতরু সেনগুপ্তকে ফোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলাম। উনি বললেন ২৭ জুন শনিবারে 'নজরুল পুরস্কার' আনতে যেতে হবে চুরুলিয়া। আজ বিকেলে 'অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ' আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলা আকাদেমির সচিব আলাপ করবেন স্থানীয়ভাবে একটি প্রোগ্রামের জন্যে— বাংলা আকাদেমির তরফ থেকে। যে-কোনো দিন। আমি রাজি হলাম।

বিকেলবেলা 'অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ'-এর উদ্যোগে বাংলা আকাদেমি মিলনায়তনে সংবর্ধনা দেয়া হলো আমাকে আর দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জীবনানন্দ-গবেষক হিশেবে। জীবনানন্দ পুরস্কার পেলেন কবিরুল ইসলাম আর রবিশংকর বল। জীবনানন্দ স্মারক বক্তৃতা দিলেন তপোধীর ভট্টাচার্য। সভাপতি গোপালচন্দ্র রায়। কবিতা পাঠ হলো। দীর্ঘ চমৎকার অনুষ্ঠান। ক্রেস্ট, কলম, বই, চাদর উপহার দিল। সঙ্গে টাকা। সকালবেলা সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত আজই দিয়েছিলেন কিছু টাকা। দুপুরবেলা কেটেছিল সুদর্শনের সঙ্গে। তিনটে পাঞ্জাবি আর দুটো চুড়িদার পাজামা কিনলাম সুদর্শনের সঙ্গে। সুদর্শনই দুপুরে খাওয়ায়। লোক ডেকে ট্যাক্সি ডেকে দ্যায়।

AMARBOI.COM

২০-৬-৯৮

সন্ধেবেলা খানিকটা হেঁটে বাস ধরে কলেজ স্ট্রিট। পাতিরামেই দেখা হয়ে গেল সমীরণের সঙ্গে। কফি হাউজে আকাশবাণীর ঘোষক অজিত বসুর সঙ্গে আলাপ হলো। তাঁর সম্পাদিত একটি পত্রিকা দিলেন। অনেক আলাপ হলো। সমীরণ, তপোধীর, আমি একসঙ্গে সার্কিট হাউজে ফিরলাম। খেলাম একসঙ্গে। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম অনেক রাতে।

২১-৬-৯৮

গত রাতে সমীরণ আমাদের সঙ্গে থেকে যায়। আমি আমার বেডে, তপোধীর আর সমীরণ পাশের বেডে। সকালে উঠে গোছগাছ। আজ সার্কিট হাউজ ছাড়তে হবে। অনেকদিন পরে কলকাতায় বৃষ্টি হচ্ছে। মৃদু ঝিরিঝিরি। দশটার দিকে আমরা ট্যাক্সি নিয়ে বেরোলাম। তপোধীর চলে যায়, অন্য কোথাও থাকবে, আগামীকাল যাবে শিলচরে, কদিন এদের সঙ্গে বেশ জড়িয়ে পড়েছিলাম। আমি উঠি কলেজ স্ট্রিটের একটি গেস্ট হাউসে। বৌদ্ধদের প্রতিষ্ঠান। বোধ হয় আমার বৌদ্ধচর্চার ফল! সমীরণই সব ব্যবস্থা করে দ্যায়। বাকশো-প্যাঁটরা রেখে সমীরণ আর আমি বেরোই। সমীরণ (এবং তপোধীরও) যা করল, তার তুলনা নেই। সমীরণ বুধবারে মেদিনীপুর থেকে ফিরবে বলে গেছে।

কয়েকদিন পরে একটু বিশ্রাম হলো। ঘুম। ক্লান্ত আমি। ঘুম। রাতে ভালো ঘুম হয়েছে। আজ একা। সমীরণ মেদিনীপুরে, তপোধীর এতক্ষণে শিলচরে। ভোরবেলা আজ কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নন্দিনী পুরস্কার ২০০১। গ্রহণ করছি *বেগম*-সম্পাদিকা নূরজাহান বেগমের কাছ থেকে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক ফজলে রাব্বি। আমার পাশে দাঁড়ানো কবি মঈনুদ্দীনের জ্যেষ্ঠা কন্যা শামসুয জাহান নূর। নন্দিনীর কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব সুলতানা রিজিয়া সম্রাজ্ঞী আছেন যথারীতি নেপথ্যে।

আলস্য। দশটার পরে বাইরে বেরিয়ে সামনের দোকান থেকে কল্পতরু সেনগুপ্তকে ফোন করলাম। তাঁর সঙ্গে কথা হলো ২৬ তারিখে বাংলা আকাদেমির নজরুল-বক্তৃতার আগে বা পরে চুরুলিয়া থেকে ঘোষিত নজরুল পুরস্কার দেওয়া হবে আমাকে। সেটাই ভালো হয় সবদিক থেকে।

২২-৬-৯৮

স্নানান্তে দুপুরে বেরিয়ে একটা দোকানে পেলাম নজরুলের *দেবীস্তুতি*। প্রচণ্ড গরম। খুঁজে পেতে একটা দোকানে স্লাইস কোল্ড ড্রিংক খাওয়া গেল। তারপর 'সুবর্ণরেখা'য়। ইন্দ্রদা। গোপালচন্দ্র রায় উপহৃত *জীবনস্মৃতি* দিলেন। ক্রীতব্য বই-এর একটা ক্যাটালগ ধরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলাম। বুধবারে নেবো বইগুলো। ওখান থেকে *দর্শক* অফিসে। দেবুদা। দেবী রায়, ড. অশোক কুন্ডু, লেখক-চিত্রশিল্পী একজন। বেরিয়ে চা, তেলেভাজা। দেবী রায় ‘জিজ্ঞাসা’ বুকস্টলে নিয়ে গিয়ে তার *অস্ত্র এখনো বই*-টি উপহার দিলেন। গেস্ট হাউজে ফিরে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় লিখলাম এটুকু। ক্লান্তি লাগছে খুব। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত নটায় ঘুম ভাঙে।

২৩-৬-৯৮
সুদর্শনকে ফোন করলাম সকাল এগারোটায়। অনেকক্ষণ আলাপ করল। সহৃদয়।

২৪-৬-৯৮
দর্শক অফিসে দেবুদার কাছে। আজো বসে আছেন কয়েকজন : ড. জগন্নাথ ঘোষ (নাট্যবিশারদ, ইনি– ২৫-২৬ বছর আগে আলাপ হয়েছিল– সেকথা বললেন), কবি রঞ্জন গুপ্ত (*ছবির ভিতরে* বইটি উপহার দিলেন) প্রমুখ। ফিরে, ঘুমিয়ে পড়েছি গভীর। দরোজায় নক্‌ শুনে উঠে দেখি কল্পতরু সেনগুপ্ত এসে গেছেন।

বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা– এই চার ঘণ্টা একটানা বলে গেলেন। দারুণ কথক (তার ইতিবৃত্ত আলাদা লিখে রাখছি)। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখলাম হাতে লাঠি। নামতে কষ্টও হচ্ছে, বয়েস জিজ্ঞেস করে জানলাম ৮৩। সৎ, সরল, অকপট মানুষ। প্রকৃতপক্ষে নজরুল-ভক্ত। নেমে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। খেয়ে হোটেলে এসে এই ডায়েরি লিখলাম। এখন রাত সাড়ে ন-টা।

AMARBOI.COM

২৫-৬-৯৮
ভোরবেলা উঠে কল্পতরুবাবুর সঙ্গে গত রাতের কথোকথনের আরো কিছু পয়েন্ট টুকলাম। আজ ছ'টা বাজতেই ঘুম ভেঙেছে। কলকাতার অসহ্য গরম এখন কিছুটা কম ও সহনীয় বলেই মনে হচ্ছে। বেলা বাড়লে গা চিড়বিড় করবে গরমে ঘামে। আশ্চর্য, এরই মধ্যে কলকাতায় লোকজন অসম্ভব পরিশ্রমী। লেখক বা সংস্কৃতিসেবীরাও। সাধারণ যুবকরাও আমাদের দেশের যুবকদের চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ। নানা বিষয়ে অন্তঃপ্রবেশ আছে। বুদ্ধিজীবীরা নানা বিষয়ে পারঙ্গমতা অর্জন করেছেন। যেমন, কল্পতরুদা অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত– এবং ৮৩ বছরেও ক্লান্তিহীন। দিব্যি লাঠি নিয়ে আমার চারতলার কক্ষে উঠে এলেন। গল্প করলেন টানা চার ঘণ্টা। মানুষটা শিশুর মতো সরল। নজরুলঅন্ত প্রাণ, কিন্তু তাই বলে যুক্তিহীন আবেগতাড়িত নন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিটিভির এক নজরুল-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্যদানরত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬-৬-৯৮
সকালবেলা উঠে যথারীতি পুটিরামের দোকানে। কচুরি, বাবড়ি, চা। এদিকে মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের পাশেই একটা ব্যস্ত রাস্তা আছে, এতদিন লক্ষই করিনি। পাঞ্জাবি-পাজামা ইস্ত্রি করালাম। এত ক্লান্তি লাগছিল যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠে, কলেজ স্ট্রিটে গেলাম, দুটোরও পরে। সেলুনে শেভ করালাম। মহাত্মা গান্ধি রোডের প্রিয় সেলুনে– যেখানে এ কদিন শেভ করাচ্ছি। ফিরে এসে, স্নানাদি করে পাজামা-পাঞ্জাবি চটি পরে আমহার্স্ট স্ট্রিটের কোণ থেকে একটা ট্যাক্সি নিলাম। রবীন্দ্র সদন, নন্দন, বাংলা আকাদেমি– সব মিলিয়ে একটা কালচারাল কমপ্লেক্সের মতো। ঘুরে ঘুরে দেখলাম কিছুক্ষণ। তারপর বাংলা আকাদেমিতে গেলাম।

বা-আ-র সচিব মহোদয়ের সঙ্গে কথা বলে পাশের ঘরে প্রস্তুতি নিচ্ছি মিটিঙের বক্তব্যের– আলাপ হলো সুকান্ত (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ছেলে)-র সঙ্গে। একটু পরে এলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। নজরুলের বক্তৃতা-গান একবার শুনেছেন বললেন। আর একবার বললেন, অচিন্ত্যকুমারের বিয়ের আসরে দেখা হয়েছিল। অন্নদাশঙ্কর তখন হাকিম। ঠাট্টা করে বললেন, 'অন্নদাশঙ্কর রায় কী লেখেন ? অন্নদাশঙ্কর রায় লেখেন।' রায় লিখতে হতো অন্নদাবাবুকে।

সভাস্থলে দোতলায় যাওয়া হলো ঠিক সাড়ে-ছ'টায়। সভাপতি : অন্নদাশঙ্কর রায়। আলোচক : আমি। বিশেষ অতিথি– কল্পতরু সেনগুপ্ত। নজরুল আকাদেমির সভাপতি অব্যয়কুমার দাশগুপ্ত। বা-এ-র সচিব সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চে এই ক'জন ছিলাম। আমাকে নজরুল একাডেমীর 'নজরুল-পুরস্কার' ঘোষণাও দেওয়া হলো। ফুল, ব্যাগ, ট্রে-তে একাধিক ক্রেস্ট, উত্তরীয় ও নগদ টাকা। তারপরই আমার বক্তৃতা। আমার বক্তৃতা খুব উতরে গেল। সভাপতি, সনৎবাবু, নজরুল একাডেমীর সভাপতি কল্পতরু সেনগুপ্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। সনৎবাবু পরে আমাকে 'নজরুল-সাহিত্যে বিশ্বজনীনতা' বক্তৃতাটি লিখে পাঠাতে বললেন। এক মাস সময় চেয়ে নিলাম। জুলাইয়ের শেষে বা আগস্টের প্রথমে পাঠাব। অন্নদাশঙ্কর সভাপতির বক্তব্যে আমার বক্তৃতার প্রশংসা করলেন। তারপর প্রদীপ ঘোষ নজরুলের সাতটি কবিতা আবৃত্তি করলেন ('বাংলাদেশ', 'হিন্দু-মুসলমান', 'জাত-জালিয়াৎ', 'আগুনের ফুলকি ছোটে', 'সাম্যবাদী', 'এ কি অবহেলা নয়' এবং 'আমার কৈফিয়ৎ')। এর পরই সভাভঙ্গ হলো। নিচে সনৎবাবুর রুমে আমরা কিছুক্ষণ বসলাম। দেবুদা শেষ পর্যন্ত ছিলেন। তাঁরই দুই চ্যালা– অ্যালবার্ট অশোক আর শিখা সরকার– আমার উপহার দ্রব্যাদি, তার সঙ্গে বাংলা আকাদেমি প্রদত্ত তিনটি বই ইত্যাদি নিয়ে ট্যাক্সি করে একেবারে আমার চারতলা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। ওদের নিয়ে খাই। ওরা চলে যায়। ঘুম নেই। এখন রাত সাড়ে বারোটা। স্নান করতে চেয়েছিলাম। কলে পানি নেই। আনন্দে মন ভরে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কবি-সমালোচক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, কবি শাহেদ রহমান আর আমি।
বিশ্ব সাহিত্যকেন্দ্রে, এক অনুষ্ঠানে।

২৭-৬-৯৮
রানু জিনান মেধার সঙ্গে কথা বললাম ফোনে, জিনান কাঁদতে লাগল, সোমবার নাগাদ পৌঁছব ইনশাআল্লা– বললাম। কাজী মাজহার হোসেন আর কাজী আবদুস সালাম– কবির দুই ভাইপোর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ– নটা থেকে বারোটা। নিতাই বসু এলেন মাঝে। রেজাউল্লাহ আমাদের ছবি তুললেন। বিকেলবেলা সুদর্শনের দোকানে গড়িয়াহাটায়। সুদর্শন নিয়ে গেল কানাই কুন্ডুর বাড়িতে। মানস বটব্যাল সমেত। সুদর্শন, কানাই কুন্ডু, মানস বটব্যাল, কানাইয়ের সুন্দরী স্ত্রী, আমি প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত আড্ডা দিলাম। রাস্তা থেকে সুদর্শন স্কচের একটি বোতল কিনে নিয়েছিল। স্কচের সঙ্গে দফায় দফায় এল চানাচুর ও কাবাব। পরে মুরগির কষা মাংস আর হাতে-গড়া রুটি। অনবদ্য ভোজ। তার ফলেই সুদর্শনের কাছে টাকা রেখে আসতে ভুলে গেলাম– তার ড্রাইভারের হাতে টাকা পাঠিয়ে দিলাম। ঢাকায় গিয়ে ফোন করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩১-৭-৯৮
আজ সারাদিন কাটল ব্যাপক ব্যস্ততায়। মূলত সিকান্‌দার আবু জাফর মৃত্যুবার্ষিকী (৫ই আগস্ট– কিন্তু জাদুঘরে হল পাওয়া গেছে ৪ঠা আগস্টে) অনুষ্ঠানের আয়োজনে।

সকালে শামসুর রাহমান ফোন করেছিলেন। আগামীকাল স্মরণিকা-র লেখা দেবেন। পরে ফোন করলাম বেলাল ও সৈয়দ জাহাঙ্গীরকে। বক্তৃতার আমন্ত্রণ জানিয়ে ফোন করলাম আমার তিনজন শিক্ষক– ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ড. আনিসুজ্জামন ও ড. রফিকুল ইসলামকে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে কার্ড দিয়ে বে-চৌ-র পুরানা পল্টনের বাড়িতে। শামসুজ্জামান খান (প্রধান, জাদুঘর) ও মনজুরে মওলাকে ফোন করলাম। বেলাল রূপা চক্রবর্তীতে সি.আ.জা.-র কবিতা আবৃত্তির জন্যে বলে। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ ভাইকে ফোন করে পাওয়া গেল না কিছুতেই।

রাতে দীর্ঘক্ষণ কথা বললাম কবি আবুল হোসেনের সঙ্গে। আমার উদ্দেশে লেখা আবুল ভাইয়ের কবিতা টুকে নিলাম। সি.আ.জা স্মরণিকায় লাগবে।

রিফাত আর আকরাম এল *ছাঁট কাগজের মলাটে* আমার লেখার প্রুফ নিয়ে। ওরা এল রাত্রি এগারোটায়। এই ডায়েরি লিখলাম পৌনে-বারোটায়। ঘুমোব আরো রাতে।

AMARBOI.COM

২১-৮-৯৮
সন্ধেবেলা এল বেলাল চৌধুরী। বেলালের সঙ্গে সৈয়দ জাহাঙ্গীরের বাসায় মোহাম্মদপুরে, স্যার সৈয়দ আহমদ রোডে। সেখানে হাসনাত আবদুল হাই। ঔপন্যাসিক। সিএসপি। বেলাল আর জাহাঙ্গীর ভাই শামসুর রাহমানকে আনতে গেলেন। শামসুর রাহমান এলেন। কাইয়ুম চৌধুরী।

হাসনাত আবদুল হাই, শামসুর রাহমান, কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, বেলাল চৌধুরী আর আমি মিলে চমৎকার সন্ধে উদ্‌যাপন করা গেল। হুইস্কি, পটেটো চিপস, চানাচুর। তারপর সুখাদ্য– শাদা পোলাও, মুরগি, ইলিশ, চিংড়ি, সবজি। পরে কাস্টার্ড। জাহাঙ্গীর ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের কাগজে আমরা সবাই শুভেচ্ছা লিখেছিলাম, রাহমান ভাই কবিতা, কাইয়ুম ভাই ছবি এঁকেছিলেন।

হাসনাত ভাই খেয়েই চলে গিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীর ভাই রাত সাড়ে-এগারোটায় নিজেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে শামসুর রাহমানকে আগে তারপর আমাকে নামিয়ে দিলেন। গাড়িতে কাইয়ুম ভাই আর বেলালকে পৌঁছে ফিরবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগন্নাথ কলেজ। বসে (বাঁ থেকে) : জয়নব কুলসুম, আমি, মির্জা হারুন অর রশিদ আর রোকেয়া বেগম। দাঁড়িয়ে বাংলা বিভাগের (দিবা) কয়েকজন ছাত্র। সোহেল হামিদ নামে আমাদের একটি ছাত্র অকালে ঝরে গিয়েছিল। তারই স্মরণসভায় আমাদের ছাত্র-শিক্ষকরা। সোহেল হামিদ কবিতা লিখত।

২১-১১-৯৮

সন্ধেবেলা সৈয়দ আলী আহসানকে ফোন করলাম। গতকাল থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া শুরু করেছি। আরো কয়েকটি সিটিং লাগবে জানলাম। উৎসাহীই মনে হলো– যদিও জ্বরে ভুগছেন। বড়ো মাম্মাকে (সৈয়দ জাফর আলী) দেখার জন্যে আমাকে নিয়ে যেতে বললেন। কচির সঙ্গে ব্যবস্থা করলাম। আগামী সপ্তায়। কলকাতা রেডিওয় বড়ো মাম্মা একসময় কোরান শরিফ পড়তেন। সেই সূত্রে সম্পর্ক। সৈয়দ আলী আহসান এদিকে সামাজিক।

আবুল হোসেন (কবি) টেলিফোন করলেন। *কথা* (কলকাতা) পত্রিকার জন্যে জীবনানন্দ বিষয়ে লিখবেন। জীবনানন্দের 'আকাশলীনা' কবিতাটি আলোচনা করবেন। প্রকাশকাল, পাঠান্তর ইত্যাদি সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য দিলাম। কবিতার নিহিতার্থ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন। আমি আমার ধারণা বললাম। শেষপর্যন্ত বিস্ময়কর কবিতাটিতে প্রেমের আনন্দ প্রকাশিত হয়েছে। আবুল ভাইও সে-কথাই বললেন।

বেলাল চৌধুরী টেলিফোন করল।

আজ সকালেই বুলবুল চৌধুরী এসেছে বাসায়। তাকে নিয়ে বে-চৌ-এর পুরানা পল্টনের বাড়িতে। বুলবুল তখনি চলে যায়। ত্রিদিব, বেলাল, আমার আড্ডা চলে। জীবনানন্দ স্মারক ডাকটিকিটের জন্যে চিঠির খশড়া প্রস্তুত করলাম। বেলাল দৌড়ঝাঁপ করছে। হয়তো হবে। দীর্ঘ আড্ডার পর ত্রিদিবকে নিয়ে বেরিয়ে ফের বসলাম রেস্তোরাঁয়। কলেজ বন্ধ। বাড়িতে। ঘুম।

এখন টেলিফোনে বে-চৌ-এর সঙ্গে কথা বললাম। *আজকাল* পত্রিকার নজরুল-সংখ্যা রেখে দিচ্ছে আমার জন্যে। ভূমেন্দ্র গুহর জীবনানন্দ সম্পর্কিত লেখা। পরে গিয়ে আনতে হবে।

AMARBOI.COM

আমি। বিংশ শতাব্দীর গোধূলিবেলায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০০০

শতাব্দীসন্ধির দিনগুলি

AMARBOI.COM

১-২-২০০০

Herman Hesse-র *If the war goes on* বইটি পড়ছি। অসাধারণ। যেমন স্বচ্ছ, তেম্নি গভীর। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে রোমা রোলাঁর স্মৃতির উদ্দেশে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের সমাহার। কিন্তু বাংলা ভাষায় যুদ্ধ-ও-রাজনীতিমূলক রচনাধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। স্বদেশচিন্তিত কিন্তু অধিদেশীয়। যন্ত্রণার্ত কিন্তু জাগরূক। আবার এই সচেতনা থেকে যে এই গ্রন্থে অন্তর্ভূত *Zorathustra's Return* (১৯১৯ সালে লেখা) পুস্তিকাটি প্রথম হেস্ বের করেছিলেন নামহীনভাবে, অনেক পরে তাঁর স্বনামে একটি ভূমিকাসমেত, নামহীনভাবে বের করেছিলেন এজন্যে পাছে তাঁর নাম তরুণদের প্রভাবিত করে। 'Self-well' (রচনা ১৯১৯) অদ্ভুত লাগল। ব্যক্তিগত ছোঁয়া-লাগা 'Letter to Adele' (১৯৪৬) প্রবন্ধটিও, যেমন ছোট্ট 'Message to the Noble Prize Banquet' (১৯৪৬)। এ ধরনের বই মানুষকে পরিবির্তত করে দ্যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯-৪-২০০০
সকালবেলা রবীন্দ্রনাথের লেখা কয়েকটি জীবনী পড়লাম। রবীন্দ্রনাথের এই জীবনচরিতগুলো রবীন্দ্রসমালোচনায় প্রায় অনালোচিত। আমার তহবিলে তাঁর চারটি বই পাওয়া গেল : ১. *বুদ্ধদেব*, ২. *খৃস্ট*, ৩. *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ*, ৪. *ভারতপথিক রামমোহন রায়*। সবগুলিই পুলিন-বিহারী সেন-সংকলিত। (এটা মলাটেই বা নিদেনপক্ষে নামপত্রে উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল, যাতে বোঝা যায় এটা রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় প্রকাশিত বই নয়। কিন্তু সে ভিন্ন প্রসঙ্গ।) বইগুলো পড়ে অভিভূত হলাম। এই জীবনী রচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকেও প্রশিক্ষিত করেছেন, এবং রচনা করে নিয়েছেন। এই গ্রন্থগুলোতে বিজ্ঞপ্তি আছে রবীন্দ্ররচিত আরো জীবনীর। আমার সংগ্রহ করতে হবে : ১. *বিদ্যাসাগর-চরিত*, ২. *মহাত্মা গান্ধী*, ৩. *চারিত্রপূজা*।

আর-একটি পুস্তিকার প্ল্যান মাথায় এল রবীন্দ্র-রচিত জীবনীগুলো পড়তে পড়তেই। *কেন ধর্মের পক্ষে বলি*। এও ১৬ পৃষ্ঠার বই হবে। সরাসরি পুস্তিকা প্রকাশের আগে কোথাও ছাপা যেতে পারে। সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেই লিখব, ধর্মীয় বিষয় তো থাকবেই। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের মহত্ত্বও (যেহেতু তাঁরা ধর্মকে বাদ দেননি) দেখাব। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধেও লিখব। আমাদের ধর্মে তো আছে : 'ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নেই' এবং 'তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার'। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি আমার প্রেরণাস্বরূপ : 'মনুষ্যত্ব হিন্দুর মধ্যে এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে বস্তুত একই, কিন্তু তথাপি হিন্দু-বিশেষত্ব মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ সম্পদ, এবং খ্রিস্টান-বিশেষত্বও মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ লাভ—তাহার কোনোটা সম্পূর্ণ বর্জন করিলে মনুষ্যত্ব দৈন্যপ্রাপ্ত হয়।' (পৃষ্ঠা ১৭, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ*) তবে খ্রিস্টানদের উদাহরণ না-দিয়ে (৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১/১৯০৪) অনেক বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কথা না-বলাটাই আশ্চর্য লাগে।

৯-৫-২০০০
'স্বরবৃত্ত ছন্দের শতবর্ষ' প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে খানিকটা আকস্মিকভাবেই আরো কিছু তথ্য নজরে এল। হাতে পড়ল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *নবরত্নমালা*। তাতে দেখলাম সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত *মেঘদূত*-এরও অনুবাদ। 'তিন ঠাকুরের মেঘদূত' এই নামে একটি প্রবন্ধ লিখব স্থির করলাম। 'স্বরবৃত্ত ছন্দের শতবর্ষ' প্রবন্ধটিও রবীন্দ্রনাথ-সংপৃক্ত গ্রন্থে যেতে পারে। এই বছরেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার বিভিন্ন প্রবন্ধের একটি নির্বাচিত প্রবন্ধসংগ্রহ প্রকাশ করবার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

লায়লা শার্মিন নামে একজন চিত্রশিল্পী (তরুণী মনে হলো) ফোন করলেন সন্ধেবেলা। আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজের ক্যাফে-তে কবিতা বিষয়ক একটি আলোচনার আয়োজক তিনি। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

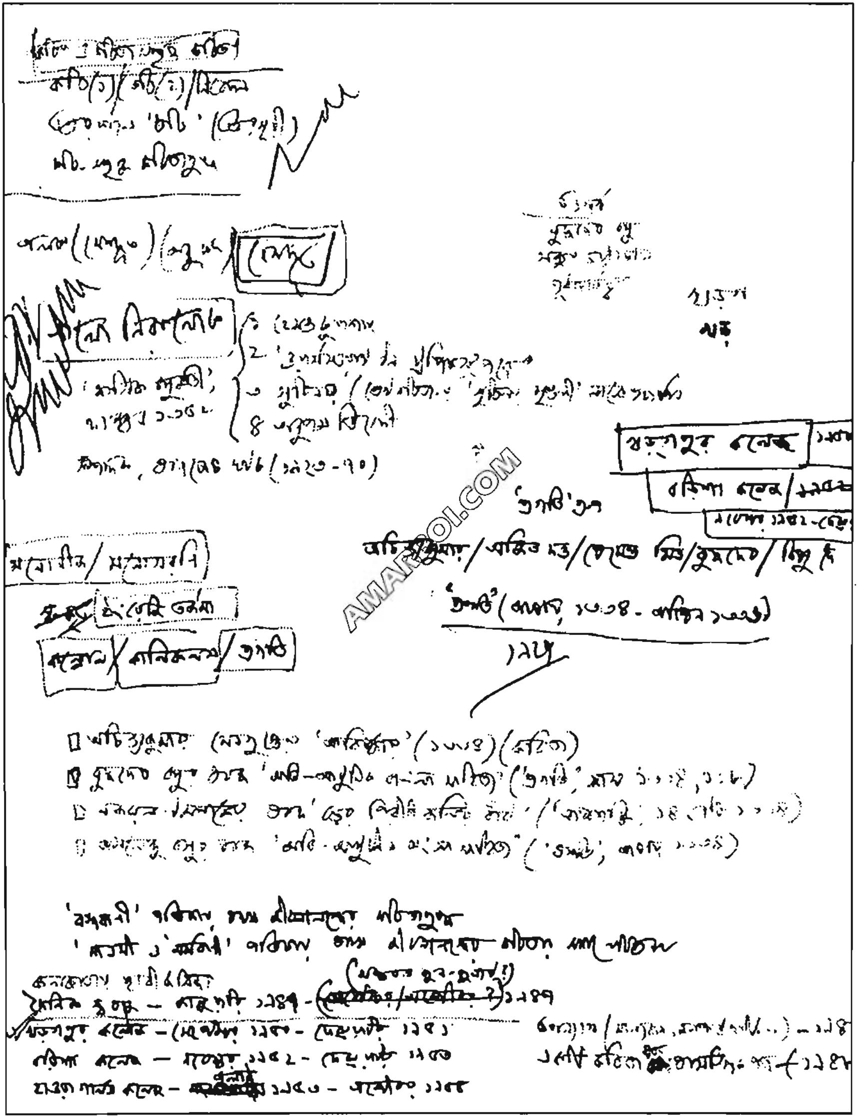

জীবনানন্দ-সংপৃক্ত একটি নোট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজি হলাম না। বললাম শীতকালের দিকে— অক্টোবর-নভেম্বরে করতে পারি। সুররিয়ালিজম, ছবি ও কবিতা, কবিতার ছন্দ— এরকম কোনো বিষয়ে আমি আলোচনা করতে পারি। আলাপ করে ভালো লাগল বেশ।

২৫-৫-২০০০
সকালে উঠেই কাগজে দেখলাম, আজ নজরুল ইসলামের ১০১তম জন্মদিন।

দিনটিও কাটল চমৎকার। কারেন্ট চলে গেছে। চার্জারের আলোয় বসে এই ডায়েরি লিখছি।

বেলা এগারোটার দিকে এলেন সেলিনা বাহার জামান। থাকলেন বেলা একটা পর্যন্ত। আমাকে উপহার দিলেন বেশ ক'টি বই : ১. *শামসুদ্দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ* (তাঁর সম্পাদনা), ২. *আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ স্মরণে* (তাঁর সম্পাদনা), ৩. *স্মৃতিসুধায়* (তাঁর লেখা), ৪. হবীবুল্লাহ বাহার (তাঁর লেখা), ৫. বাহার-নাহার (সংকলন), ৬. *হবীবুল্লাহ বাহার* (আনোয়ারা বাহার চৌধুরী ও শওকত ওসমান সম্পাদিত), ৭. *আমার চেতনার রঙ* (আনোয়ার বাহার চৌধুরী/কবিতা), ৮. *রোকেয়া-জীবনী* : শামসুন নাহার মাহমুদ, ৯. *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি* : মোশফেকা মাহমুদ। এছাড়া কলকাতা থেকে প্রকাশিত *নজরুল পরিষদ পত্রিকা*-র প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা। আর ব্যবহারের জন্যে দিয়ে গেলেন তিনটি বইপত্র : ১. *বুলবুল* পত্রিকা (আমার দরকার সর্বশেষ সংখ্যা), ২. *হবীবুল্লাহ বাহার-রচনাবলী*, ৩. *নজরুল-সংগীতপঞ্জী* : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর।

গতকাল সেলিনা আপাকে ফোন করেছিলাম 'রবীন্দ্রনাথ ও বুলবুল' প্রবন্ধ লিখব এই ইচ্ছা থেকে। আজ 'হবীবুল্লাহ বাহার : সাহিত্যভাবনা' নামে আরএকটি লেখার কথা ভাবলাম এই বইগুলো পেয়ে।

সন্ধেবেলা নজরুল একাডেমীতে গেলাম কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে। বক্তৃতা দিলাম ১৫ মিনিট। মঞ্চে ছিলেন সভাপতি খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন, প্রধান অতিথি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, ড. আশরাফ সিদ্দিকী প্রমুখ। পরে বেরিয়ে আসাদুল হক ও অনুপম হায়াতের সঙ্গে নজরুল সংক্রান্ত আড্ডা । অনেকক্ষণ। সেক্রেটারির রুমে।

২৬-৫-২০০০
উইল্‌স্ লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল ও কলেজের নির্বাচন পরীক্ষায় যে-মেয়েটিকে (ইডেন কলেজ থেকে পাশ-করা অতি মেধাবী ছাত্রী) প্রথম স্থান দিয়েছিলাম, তার স্বামী ফোন করল সকালে। কৃতজ্ঞতা জানাতে, মেয়েটির চাকরি হয়েছে বলে। আমি ছেলেটিকে বললাম, এরকম প্রোজ্জ্বল মেয়ে আপনার স্ত্রী, তার অযত্ন অমর্যাদা করবেন না যেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠানের উদ্যোগ ছিল অনেক বন্ধুর। তারা সকলে আমার অনুজ। তাদেরই কয়েকজন : হাবিব আহসান, ওয়ালিউর রহমান, নুরউল করিম খসরু, আবিদ আজাদ, শিহাব সরকার, কাজল শাহনেওয়াজ আর আহমেদ মুজিব।

দীপুর বউ এসে বু-র পাঠানো উপহার দিয়ে গেল— আমার জন্যে বিস্কুট রঙের একটি শার্ট, আর রানুর জন্যে একটি লিপস্টিক।

ওবায়েদুল ইসলাম (বা/এ)-এর টেলিফোন। *প্রথম আলো*-য় আজ প্রকাশিত আমার 'নজরুল : কবি না পদ্যকার?' প্রবন্ধ তার খুব ভালো লেগেছে। *উত্তরাধিকার* পত্রিকার জীবনানন্দ-সংখ্যার জন্যে লেখার তাগাদা। আমি লিখব : 'জীবনানন্দের ছন্দ ও রূপকল্প' নিয়ে। খান সারওয়ার মুরশিদ গতকাল ফোন করেছিলেন— আমি তখন নজরুল একাডেমীতে— ওবায়েদকে স্যারের ফোন নম্বর দিতে বললাম। কাল-পরশু ফোন করে জানাবে।

সিকান্দার দারা শিকোহর টেলিফোন।

ভেবেছিলাম সন্ধের পরে বু-কে ফোন করব— বু-ই ফোন করল দুপুরবেলা। উপহারের জন্যে ধন্যবাদ দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৯-০৫-২০০০
বিকেল পাঁচটার সময় গেলাম শিল্পকলা একাডেমীতে, নজরুলের ১০১তম জন্মবার্ষিকীর আলোচনাসভায়। অনুষ্ঠান শুরু হতে বেশ দেরি হলো। আলোচনা করলাম : রওশন আরা মুস্তাফিজ, নীলুফার ইয়াসমিন, রাজীব হুমায়ুন, করুণাময় গোস্বামী এবং আমি। প্রধান অতিথি : ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। সভাপতি : শি-এ-র মহাপরিচালক আজাদ রহমান। অন্যরা সকলেই সংগীত নিয়ে বললেন। আমি বললাম নজরুলের একটি অসাধারণ প্রবন্ধ 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' নিয়ে। আলোচনা অনুষ্ঠান চলল দীর্ঘক্ষণ। ভালো লাগল বেশ। রাজীব হুমায়ুন তার গাড়িতে পৌঁছে দিল আমাকে। ফিরতে ফিরতে রাত ন-টা।

শবনম মুশতারী টেলিফোন করল। কথা হলো দীর্ঘক্ষণ। বেশ ভেঙে-পড়া গলা— তাকে পুনরুজ্জীবিত করলাম। অনেকক্ষণ ধরে। আরএকদিন ফোন করব।

রাত দশটায় ইরান কালচারাল সেন্টার থেকে নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে গেল ৩১শে মে তারিখে অনুষ্ঠানের।

'উদ্যান-কাহিনী' এই নামে একটি গল্প মাথায় ঘুরছে। গৌতম বুদ্ধের সময়ের পটভূমিতে লিখতে হবে।

প্রকৃতির সঙ্গে আশ্চর্য সম্পর্ক মানুষের জীবনের। জীবনের কেন— আশবাবেরও। আজ সকাল থেকে মেঘলা বলে কাঠমিস্ত্রি বাবু আর তার লোকরা এল না। উজ্জ্বল রৌদ্রালোক ছাড়া বার্নিশের রঙ উজ্জ্বল হবে না। সকালবেলা বাবুর লোক এসে জানিয়ে গেল আজ তারা আসছে না। সেদিন রাতের অন্ধকারে চন্দ্রিমা উদ্যানের ৩০-৩২টি গাছ কাটা হয়েছে— কাগজে পড়লাম। তার পরদিনই বিশাল ঝড়ে শত শত গাছ মুখ থুবড়ে পড়ল। জিনান বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলে গিয়েছিল। বলল— কত গাছ যেন ব্যথিত অভিমানাহত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। — ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়ে নিজের চোখেও দেখলাম সায়ান্স ল্যাবরেটরির একটি গাছের ডাল মুচড়ে আছে পাতা সমেত। এমন বেদনাতুর বিধ্বস্ত তার চেহারা। আজ কদিন হলো এখনো প্রকৃতির রোষ কমল না। সকালে মেঘলা ছিল, দুপুরে একটু উজ্জ্বলতা, তারপর আবার মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা, আকাশ ডাকছে। আজ সারাদিন বেরোইনি। এখন বিকেল, ড্রয়িংরুমে সোফায় আধশোয়া হয়ে এই ডায়েরি লিখছি।

ইরান কালচারাল সেন্টারে কাল বিকেল পাঁচটায় অনুষ্ঠান। বিষয়, 'Hafiz Shirazi and Nazrul Islam'। আলোচনা করতে হবে। এখন এ বিষয়ে কিছু নোট নেবো।

১-৬-২০০০
কবি আবুল হোসেনের সঙ্গে সকালবেলা ফোনে কথা বললাম। *বুলবুল* সংক্রান্ত কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। শামসুর রহমান বিএ (*বুলবুলে* তিনি লিখতেন) কে, তাঁর কথা বলতে পারলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিস্মরণীয়া বেগম রোকেয়া সম্পর্কে বই লিখেছি, *রোকেয়া-রচনাবলী* সম্পাদনা করেছি, তাঁর লেখা উদ্ধার করেছি, তাঁর সম্পর্কে অনেক ভাষণ দিয়েছি। বাংলা একাডেমীর বেগম রোকেয়া স্মারণিক এক অনুষ্ঠানে বেগম আব্বাসউদ্দীন ও সেলিনা বাহার জামানের সঙ্গে আমি।

কিন্তু অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেল : ১. 'হাবীব' নামে যিনি লিখতেন *বুলবুল* পত্রিকায় (এবং অন্যত্র), তিনি আহসান হাবীব (হাবীব ভাই *বুলবুলে* কাজও করতেন– জানালেন); ২. 'কলস্রোতা' (অর্থাৎ সম্পাদকীয় মন্তব্য) লিখতেন হবীবুল্লাহ বাহার নিজে এবং মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী। ব্যক্তিগত একটি সংবাদও জানালেন : কলকাতায় বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনে 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাধনা' এই ধরনের নামে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন— যা শুনে সভাপতি কাজী মোতাহার হোসেন তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। কাজী মো-হো-কে তিনি সেই প্রথম দেখলেন, কেননা কাজীশাহেব থাকতেন ঢাকায়— আর আবুল ভাইরা কলকাতায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩-৬-২০০০
দুপুরবেলা ক্যাবিনেটের কাজ চলছে, এই সময় এলেন সেলিনা বাহার জামান। তিনি দিলেন *নজরুল পরিষদ পত্রিকা*-র তৃতীয় সংখ্যা (আগের দুটি সংখ্যাও তিনিই দিয়েছিলেন), হবী-বুল্লাহ বাহার ও অন্যদের সম্পাদিত *প্রাতিকা* বার্ষিকীর সূচিপত্রের ফটোস্ট্যাট কপি, শামসুন নাহার মাহমুদকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির অনুলিপি (শেষোক্তটি আমার *রবীন্দ্রনাথ* বইয়ে যেতে পারে), আর দিলেন শামসুন নাহার মাহমুদের 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের অনুলিপি।

বিকেলে মনজুরে মওলা ভাই ফোন করলেন। তার কাব্যনাটকটি নিয়ে একদিন বসার আমন্ত্রণ— ওই নাটক, এবং কাব্যনাট্য নিয়ে আলোচনার জন্যে। আর জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'-এর ইংরেজি অনুবাদগুলো তাঁকে দিতে হবে। এগুলো আগে জোগাড় করে ফটোস্ট্যাট করে তাঁকে ফোন করব।

৫-৬-২০০০
আশ্চর্য রৌদ্রোজ্জ্বল দিন।

বিকেলে রানু আর আমি গেলাম লালবাগের কেল্লায় বেড়াতে। মাঝে মাঝে যাই যেমন। আকাশ আশ্চর্য নীল, হালকা মেঘ যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। উজ্জ্বল রোদ, অফুরন্ত বাতাস, ফলে তাপ অতটা গায়ে লাগছে না। কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঘাস সবুজ। চারটের সময় গিয়েছিলাম। দুর্গের ভিতরে ছায়ায় বসে থাকলাম। ওদিক থেকে আসরের আজান ভেসে এল। ছটার সময় ফিরলাম। ক'দিন আগে বৃষ্টির জন্যে ফেরার সময় দেখলাম গাছে গাছে ফুল ফুটে আছে। বেশির ভাগ গাছের নাম জানি না। গোলাপফুল, কদমফুল, গাঁদাফুল ফুটে আছে। নীল ফুল ফুটে আছে একটি গাছে— অপরাজিতা নাকি ? কোনো গাছে শুধু পাতাই— কিন্তু সে পাতার গড়নই আশ্চর্য। একটা গাছে দেখলাম রাশি রাশি ফুল ফুটে উঠেছে— ফুলের গুচ্ছের ভারে নুয়ে গেছে ডাল শুদ্ধু। একটা গাছের সমস্ত পাতা উজ্জ্বল ম্যাজেন্টা রঙের। এইসব না-দেখে খামাখা ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি এতদিন।

সন্ধেবেলা ফিরে মাগরিবের নামাজ পড়লাম। দৈনিক *যুগান্তর* থেকে দুটি ছেলে এল। তাদের দিলাম 'হাসান হাফিজুর রহমান : কবিতা-ভাবনা'। ১৪ই জুন (বুধবার) জাতীয় জাদুঘরে হাসান ভাই সম্পর্কে যা বলব, এটি তারই খশড়া।

১০-৬-২০০০
এম্নি সকালবেলা বই ঘাঁটতে গিয়ে একটি লেখার প্ল্যান এল মাথায়। 'রবীন্দ্রনাথ ও মোসলেম ভারত'। আমারই 'রবীন্দ্রনাথ ও বুলবুল'-এর ধরনে। পত্রিকা ঘেঁটে মনে হলো, খুবই সম্ভব এবং উচিত। আমার *রবীন্দ্রনাথ* বইটিতে দিতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুর রাহমান আর আমি। ১৯৯৩ সালে। শিল্পতরু অফিসে। পিছনে দাঁড়িয়ে (বাঁদিক থেকে) : শিহাব সরকার, নুরউল করিম খসরু, মোহাম্মদ আবু তাহের, অমিতাভ পাল, রিফাত চৌধুরী ও আহমেদ মুজিব।

AMARBOI.COM

দুপুরবেলা এলেন সেলিনা বাহার জামান— টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি বিরিয়ানি নিয়ে। *সংবাদ*-এ 'রবীন্দ্রনাথ ও বুলবুল' লেখাটি পড়ে হয়তো খুশি হয়েছেন— সেজন্যে। *প্রাতিকা* দিতে বললাম। অন্তরঙ্গ আলাপ করলেন দীর্ঘক্ষণ।

বেরুচ্ছিলাম রানুকে নিয়ে- মেজ্‌জু'র ওখানে পৌঁছে দিতে। তখনই এসেছিলেন সেলিনা আপা। বেরুচ্ছি, তখন আবার আন্‌ওয়ার আহমদের ফোন। অত খাবার কে খাবে, রানুকে মেজ্‌জু'র ওখানে পৌঁছে দিয়ে জিনানের ওখানে গেলাম খাবার পৌঁছোতে। জাহিন ঘুমোচ্ছিল— নিচে নামেনি। ওই রিকশাতেই বাড়িতে ফিরলাম।

সৈয়দ হায়দারের ফোন। দীর্ঘ আলাপ। মাঝে তার শিক্ষক আবুবকর সিদ্দিক। আতাহার খান যে-প্রস্তাব দিয়েছিল, সত্তরের পাঁচজন কবি নিয়ে একটি বই লিখে দিতে হবে, হায়দারকে তদনুযায়ী বই পাঠিয়ে দিতে বললাম।

ইনকিলাব থেকে অধ্যাপক আবদুল গফুরের টেলিফোন। বললাম সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে নজরুলের একটি অগ্রন্থিত বাণী পাঠিয়ে দেবো ২০ তারিখের মধ্যে। দেখা যাবে।

মুন্নির টেলিফোন। ১৪ তারিখে হাসান হাফিজুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠানে যাবার কার্ড দিয়ে গেছে- রানুকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম যখন, তখন- খুঁজে পেলাম। শরীর ভালো থাকলে, যাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঠমিস্ত্রিরা (বাবু ও ওহাব) (তাদের সঙ্গে এখন নাজমুল) এল। কাজ কিছু বাকি ছিল—করে— চা-বিস্কুট খেয়ে চলে গেল।

রানু আসতে দেরি হচ্ছে দেখে টেনশন। জাহিনের ফোন। রানু এল। আবার জিনানের ফোন। তারপর শান্তি। এমন টেনশন হয়!

১৪-৬-২০০০

সৌভিক রেজার টেলিফোন। বিকেলে হাসান হাফিজুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠান। হাসান ভাইকে নিয়ে ছেলেটির অনেক আগ্রহ। এইসব ছেলেরাই ভরসা। কাগজে কোনো খবর দেখলাম না— ও-ও বলল সে দ্যাখেনি। এই তো এত বড় স্থপতির পুরস্কার!

একটি কবিতা মাথায় ঘুরছে। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'। ক'দিন হলো কবিতার গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি ভিতরে ভিতরে। আগামীকাল লেখার চেষ্টা করব।

বিকেলবেলা হাসান হাফিজুর রহমানের ৬৮তম জন্মদিন উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘরে গেলাম। সভাপতি : শামসুর রাহমান। প্রধান অতিথি : খান সারওয়ার মুরশিদ। মুখ্য আলোচক : আমি। অন্যান্য আলোচক ছিলেন : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ড. আনিসুজ্জামান, উদয়ন চৌধুরী, মফিদুল হক, ড. রফিকুল্লাহ খান প্রমুখ। আমি একটু স্মৃতিচারণ করে সমালোচক হা-হা-র-এর কৃতি সম্পর্কে বললাম।

AMARBOI.COM

২৩-৬-২০০০

প্রথম আলো পত্রিকায় আজ 'আবদুল মান্নান সৈয়দ : সচেতন অবচেতনা' শিরোনামে, 'আষাঢ়ে-শ্রাবণে' উপশিরোনামে, আমার চারটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। গত বছরে রচিত ও প্রদত্ত— ঠিক এক বছর পরে ছাপা হলো। কবিতা চারটি হচ্ছে : 'অগ্নি কি নিবেছে ?', 'বৃষ্টির শাবলে', 'রাত্রি একটার ঢাকা' এবং 'উনষাট বছর বয়সে'। নামহীন ভূমিকা লিখেছে সাজ্জাদ শরিফ, ' খোলস থেকে বেরিয়ে' শিরোনামে লিখেছেন শামসুর রাহমান, 'জল্লাদের ডিম' শীর্ষে কাজল শাহনেওয়াজ। সঙ্গে নাসির আলী মামুনের তোলা আমার ছবি। বছর খানেক পরে হলেও, খুব ভালোভাবে উপস্থাপনা করেছে আমাকে।

ফোন করল কবি নাসির আহমেদ, আমার প্রাক্তন সহকর্মী সাদিকুর রহমান, সাজ্জাদ শরিফ এবং আমি ফোনে কথা বললাম বললাম আতাহার খানের সঙ্গে।

বেলা দশটার দিকে এসেছিলেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর ছেলে মনোরম আশরাফ আলী। মো-ও-আ সম্পর্কে তাঁর একটি লেখার অনুলিপি দিয়ে গেলেন। তাঁর বোনের কাছে রক্ষিত মো-ও-আ-র পত্রকর্তিকার ফটোস্ট্যাট তাঁর বোন অথবা তিনি দিয়ে যাবেন জানালেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলমগীর রহমান এল এগারোটার দিকে। তার সঙ্গে কথা হলো 'অবসর' থেকে প্রকাশিতব্য আমার ১. *রবীন্দ্রনাথ*, ২. *জীবনানন্দ কবিতাসমগ্র* (সংযোজন), ৩. *ছন্দ* ইত্যাদি গ্রন্থ বিষয়ে। *রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থের জন্যে আরো কয়েকটি প্রবন্ধ দেওয়া দরকার।

৩০-৬-২০০০

মইনুল আহসান সাবেরের ফোন। একটি প্রবন্ধগ্রন্থ চাইল। ৮ ফর্মার মধ্যে। সর্বাধিক। আরো কম হলে অসুবিধে নেই, যাতে ১০০ টাকার মধ্যে দাম রাখা যায়।

'এ্যাডোর্ন'-এর জাকিররা এল বহুদিন পরে। *নজরুল স্মারকগ্রন্থ*-টি এবার বের করবে বলছে। আগামী শুক্রবার আমার কাছে যে-প্রুফ আছে, দেবো বললাম।

দুপুরবেলা আবিদ আজাদ এসেছে। কিশোর-উপযোগী একটা ভূতের গল্প দিতে হবে তাকে। আগামী সপ্তায় দেবো, কথা দিলাম। আবিদ বসে থাকতে থাকতে এই ডায়েরি লিখছি। এবং *দেশ* পড়ছি।

৪-৭-২০০০

আজ সন্ধেবেলা টেলিভিশনে গেলাম। মাগরিবের নামাজের পরে। প্রযোজক : পিন্টু শাহেব। বিষয় : 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মরণে'। উপস্থাপক : ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। আলোচক : ড. রফিকুল ইসলাম এবং আমি। আমার প্রধান আলোচ্য সংগঠক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা (অন্যতম) এবং 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র সম্পাদক (অন্যতম) হিশেবে তাঁর ভূমিকা।

AMARBOI.COM

৫-৭-২০০০

গতকাল কলকাতার 'সাহিত্য আকাদেমি' থেকে সেক্রেটারি প্রফেসর কে শচ্চিদানন্দন একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। 'Contempranaity in Jibanananda Das' নামে একটি প্রবন্ধ পড়তে হবে। ১৯শে থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠানটি হবে। আমার প্রবন্ধ পড়তে হবে ২১শে সেপ্টেম্বর বেলা এগারোটায়।

দৈনিক *যুগান্তর* থেকে আলিম আজিজের ফোন। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর নাতনি অঞ্জনার ফোন। শিরাজী সম্পর্কে টিভি প্রোগ্রামের অনুরোধ। অরাজি হলাম। *রচনাবলী* প্রকাশে সক্রিয় হতে বললাম। আর বললাম, *মাসিক মোহাম্মদী* থেকে কায়কোবাদ-সংপৃক্ত রচনাটি আমার জন্যে খুঁজে দিতে তার ভাইকে বলতে। *আজকের কাগজ* ও *খবরের কাগজ* (পাক্ষিক) থেকে শামিম ও হাসান মাহমুদের ফোন। দুজনকেই এক-একগুচ্ছ কবিতা দেবো বললাম।

আমার 'চারিত্র পুস্তিকা ২'-এর জন্যে *গল্প* নামে যে-১-ফর্মার পুস্তিকা বের করব, তার জন্যে পাঁচটি গল্প নির্বাচন করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর সাম্প্রতিকতম কবিতা

পঞ্চাশ বছরে

আবদুল মান্নান সৈয়দ

মাঘ চ'লে গেছে নিঃশব্দে কখন। পাতা ঝ'রে যায়,
হাওয়া উঠেছে। অর্থাৎ: ফাল্গুন। এলো গরমের দিন।
পৃথিবীতে ফিরে এলো উদ্দীপিত বসন্ত রঙিন।
— আমার কি শুরু হ'লো আরেক-একটি ঋতুর পর্যায়?
কিভাবে যে কী হয়! — শিল্পে তো এমন পারি না:
সৃষ্টিশীল যান্ত্রিকতা, ওরকম অমোঘ বিন্যাস:
শব্দ-ছন্দ আঁটো করলেও কেঁপে যায় কোথায় প্রকাশ,
যতো ক'ষে তার বাঁধি একটু আলগা হ'য়ে যায় বীণা।
'শিল্প! শিল্প!' করতে-করতে জীবন করেছি আমি পার।
আজ দেখি: অতলান্ত জীবনের সিং হ-আঁকা দ্বার
ছুঁতে না-ছুঁতেই কবে খ'শে গেছে বছর পঞ্চাশ। —
হে সম্রাট! কতো লক্ষ তারকায় তোমার প্রকাশ,
অংশের যোগফল থেকে সমগ্র যে আরো বড়ো কতো,
— বুঝে আজ — আমার সমস্ত দর্প ক্রন্দনে বিনত॥

নুরউল করিম খসরু ও আবিদ আজাদ-সম্পাদিত *আবদুল মান্নান সৈয়দের ৫০ বর্ষপূর্তি উৎসব সংবর্ধনা-গ্রন্থ* (৩রা আগস্ট ১৯৯৩) থেকে দুটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। আমার হস্তাক্ষরে আমার একটি কবিতা। আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে সনেট লিখে চলেছিলাম আবেগআন্দোলিতভাবে প্রথমে, পরে একটু স্থির-স্বস্থ হয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর
পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে কবি,

আজ ৩রা আগস্ট, ১৯৯৩ তোমার জন্মদিনে বাঙালী জাতির
পক্ষ থেকে তোমাকে অভিনন্দন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তোমার উপস্থিতি
একটুকরো উজ্জ্বল নীল আকাশের মতো।
তোমার বিচিত্রমুখী সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের জন্য
আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

হে সাধক,

তোমার সমস্ত সৃষ্টি জন্ম দিয়েছে এক মহান সৌন্দর্যের।
একটা বর্ণময় ফুলের মতো আমাদের কল্পনায় তার আশ্রয়।
তুমিই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্যের সন্তান।
তোমার কবিতা, তোমার গদ্যশৈলী, তোমার কথাসাহিত্য, তোমার গবেষণা
আমাদের অস্তিত্বে যোগ করেছে নতুন মাত্রা।
তুমি আমাদের শুভেচ্ছা নাও।

AMARBOI.COM

হে কাল ও কালোত্তরের কণ্ঠ,

মানুষের সীমাবদ্ধ আয়ুর জীবনকেই যে শিল্পময় করে তোলা যায়,
তোমার অনুকরণীয়, উজ্জ্বল এবং নিজস্ব-চিহ্নিত শিল্প সাধনার
মাধ্যমে সেই স্বাক্ষরই রেখেছো। তোমার বিগত তিন দশকের সাহিত্যকর্মের
আলোয় উদ্ভাসিত আমরা, আমাদের কাল।
তুমি এক নতুন যুগের প্রবর্তক।
তোমার কবিতা আশ্চর্যরকম সতেজ।
প্রবন্ধ, গবেষণা, উপন্যাস, ছোটগল্প- যা কিছুতেই হাত দিয়েছো
তাই সফল হয়েছে তোমার আগ্নেয় প্রতিভায়।
তুমি তাই যুগোত্তর। তুমিই সব্যসাচী।
আমরা তোমার এবং তোমার সৃজনশীলতার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আবদুল মান্নান সৈয়দ : পঞ্চাশ বৎসর
পূর্তি উৎসব উদযাপন পরিষদ
১৯শে শ্রাবণ, ১৪০০
৩রা আগস্ট, ১৯৯৩

জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানে মানপত্রটি পাঠ করেছিল বন্ধুকবি সিকদার আমিনুল হক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৭-৮-২০০০

সকাল সাড়ে-ন'টায় গেলাম বাংলা একাডেমীতে। গত বছর আমার অসুখের পরে এই প্রথম। কাজী নজরুল ইসলামের ২৪তম মৃত্যুবার্ষিকীতে। বিষয় : 'নজরুলের নারীভাবনায় পুরাণপ্রসঙ্গ'। স্বাগত ভাষণ দিলেন : বা-এ-র মহাপরিচালক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। প্রবন্ধকার : বেগম আক্তার কামাল। আলোচক : কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, ড. রফিকুল্লাহ খান। সভাপতি : আমি। বা-এ-তে এই প্রথম কোনো অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলাম। অনুষ্ঠান ভালো হয়েছে।

অনেকদিন পরে দেখা ও কথা হলো অনেকের সঙ্গে : মোবারক হোসেন, আমিরুল মুমেনিন, ফরহাদ খান, সুকুমার বিশ্বাস, সেলিনা হোসেন, ওবায়েদুল ইসলামের সঙ্গে। সহৃদয় আলাপ হলো সকলের সঙ্গে। ওবায়েদ মনে করিয়ে দিল জীবনানন্দ সম্পর্কিত লেখার কথা : 'জীবনানন্দের রূপকল্প ও ছন্দ'। বিষয়টি আমিই বলেছিলাম তাকে। সামনে মাসের ৭ তারিখের মধ্যে দেবো ইনশাআল্লাহ। ফিরলাম মুহম্মদ নূরুল হুদার সঙ্গে গাড়িতে।

জিনানরা গতকাল সকালে এসেছে। জাহিনের পরীক্ষা ছিল আজ। দুটোর দিকে।

সাড়ে-চারটের সময় বেরোতে হলো আবার। নজরুল ইনস্টিটিউটে আলোচনাসভা। সভাপতি : ড. রফিকুল ইসলাম। প্রধান অতিথি : কবীর চৌধুরী। আলোচক : আমি ও সিদ্দিকুর রহমান। স্বাগত ভাষণ : মুহম্মদ নূরুল হুদা। ভারত থেকে আগত গীতেশ শর্মা মঞ্চে এলেন। তিনি সভাপতিকে তার হিন্দিতে লেখা নজরুল-সংক্রান্ত বই উপহার দিলেন। ভারত থেকে আগত একজন মহিলা কবি নজরুলকে-নিবেদিত কবিতা পড়লেন। অন্য একজন পুরুষ কবি 'বিদ্রোহী' কবিতার হিন্দি অনুবাদ পড়লেন উদাত্ত কণ্ঠে। আর-একজন মহিলা কবি 'নারী' কবিতার হিন্দি অনুবাদ পড়লেন।

গীতেশ শর্মার সঙ্গে পরে একান্তে আলাপ করলাম। তিনি তাঁর ঠিকানা দিলেন এবং আমার ঠিকানা নিলেন। কলকাতায় গেলে তাঁর সঙ্গে অবশ্যই দেখা করতে বললেন। সাহিত্য আকাদেমির রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বাংলা আকাদেমির সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করলেই হবে, জানালেন। আমি জানালাম, সাহিত্য আকাদেমিতে আগামী মাসে আমার একটি বক্তৃতা আছে— 'জীবনানন্দ ও সমকাল' এই শিরোনামে। তবে শরীর খারাপ বলে সম্ভবত যেতে পারব না। এঁরা নাস্তিক। আমি জানালাম, আমি বিশ্বাসী মানুষ। তবে সব মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল— ধর্মের প্রতি, নাস্তিকতার প্রতিও।

সবচেয়ে আনন্দিত হলাম রাহুল সাংকৃত্যায়নের সঙ্গে ওঁর ব্যক্তিগত আলাপ ছিল শুনে। রাহুলজী নিরহংকার এবং অত্যন্ত শান্ত মানুষ ছিলেন। ১৬ বছরের বালক গীতেশের সঙ্গে তিনি এক ঘণ্টা আলাপ করেছেন। চাকরবাকরের সঙ্গে তিনি খোশগল্প করতেন। নিরহংকার মানুষ ছিলেন। কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হয়। যদিও রাহুল সবসময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে দেশের কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমি খুব আনন্দিত। বাংলাদেশের সারস্বত সমাজের মধ্যে কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ ইতোমধ্যেই যোগ্যতাবলে তাঁর নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছেন। একই সঙ্গে কবিতায়, গল্পে, গবেষণায় এমন নিষ্ঠাবান সৃজনশীল লেখক আমাদের জন্য সত্যিই গর্বের বিষয়। আমি দোয়া করি, তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন এবং আজীবন সৃষ্টিশীল থাকুন।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন
'সওগাত' সম্পাদক

আবদুল মান্নান সৈয়দ বাংলাদেশের সাহিত্যের অঙ্গনে এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রয়েছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। পশ্চিম বঙ্গের এক সাংস্কৃতিক পরিবারের সন্তান। বিভাগ-পরবর্তীকালে তিনি এ অঞ্চলে লালিত ও শিক্ষিত হ'য়ে এই এলাকার ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আত্মস্থ করে এদেশের মানুষের সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। তাঁর মানসে রয়েছে সত্যিকার সাহিত্যিকের উদারতা। এজন্য তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের, যেমন শাহাদাৎ হোসেন, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ ও ফররুখ আহমদ প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকের অবদানকে পাঠক-সমীপে প্রচারিত ক'রে একদিকে যেমন তাঁর মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি তাঁর নিজস্ব উদার মনেরও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলো পুস্তক রচনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে করার প্রতিশ্রুতি তাঁর মধ্যে রয়েছে। সম্প্রতি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ করছেন শুনে আমাদের মতো বৃদ্ধ লোকদের মনে স্বাভাবিকভাবে দোয়া করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। আল্লাহ যেন তাঁকে শতায়ু করে আমাদের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতি করেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
দার্শনিক, সাহিত্যিক

AMARBOI.COM

বছর পনেরো দূরে এসে দেখছি আমার ৫০-বছরের জন্মোৎসবে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে শরিক হয়েছিলেন অনেকে, যাঁদের কেউ কেউ আজ আর নেই আমাদের মধ্যে। *সওগাত*-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এবং প্রাবন্ধিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁদের দুজন। দুজনেরই স্নেহসান্নিধ্যে উজ্জ্বলিত আমি। জন্মোৎসবে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে।

কম্যুনিজমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আমি বললাম, রাহুলের সঙ্গে নজরুলের দেখা হয়েছে, এ বিষয়ে যেন তিনি খোঁজ নেন। তিনি নেবেন, জানালেন।

আজ দিনভোর ব্যস্ত ছিলাম। বাড়িতে ফিরে শান্ত মনে এখন এই ডায়েরি লিখলাম।

২৩-৮-২০০০

২১শে আগস্ট, সোমবার, সন্ধেবেলা আহমাদ মাযহার আর খায়রুল আলম সবুজ এসেছিল। মাযহারের হাতে 'সময় প্রকাশন'-এর জন্যে আমার *আধুনিক সাম্প্রতিক*-এর পাণ্ডুলিপির শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই কিস্তি দিয়ে দিলাম। প্রবন্ধগ্রন্থটির পাঁচটি পর্ব অর্থাৎ সম্পূর্ণত দেওয়া হলো। ভূমিকাও লিখে রেখেছি। ভূমিকা ও উৎসর্গপত্র আগামীকাল দিয়ে দেবো। আগামী সপ্তায় *নির্বাচিত কবিতা*-র পাণ্ডুলিপি দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। সময় প্রকাশন-এর সঙ্গে সম্পর্ক মাযহারই তৈরি করে দিয়েছে। মাযহার কী কাজে চলে গেল সেদিন, সবুজ রাত দশটা পর্যন্ত আড্ডা দিল।

'অবসর' প্রকাশনীর জন্যে *রবীন্দ্রনাথ* বইটি ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ করেছি। ইনশাআল্লাহ বই শিগগিরই বেরিয়ে যাবে। কয়েক বছর থেকে পড়ে-থাকা *ছন্দ* বইটি ধরেছি এখন। অবসর-এর লোক পাণ্ডুলিপি নিতে যাতায়াত করছে। প্রথম সংস্করণ বেরিয়েছিল বা-এ থেকে, এখন দ্বিতীয় সংস্করণে প্রচুর পরিবর্তন-পরিশোধন করছি। প্রচ্ছদ আগেই ছাপা হয়ে গেছে। এ বইটির নতুন কয়েকটি অংশ লিখতে হবে, পূর্বপ্রকাশিত রচনার মধ্যেও কিছু যোগ করতে হবে। আশা করি, এ বইটিও দ্রুত প্রস্তুত হয়ে যাবে।

'দিব্যপ্রকাশ'-এর মইনুল আহসান সাবেরকে দেবো *দুই কবি* প্রবন্ধগ্রন্থটি। তুলনামূলক আলোচনার বই। নতুন ধরনের হবে। তার জন্যেও লেখা তৈরি শুরু করেছি।

এদিকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র-এর জন্যে দুটি বই সম্পূর্ণ তৈরি করে দিয়েছি। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* আর মাইকেল মধুসূদন দত্তের *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (দ্বি সং)। আরএকটি বইও তৈরি করে দিয়েছি– জগদীশ গুপ্তের *শ্রেষ্ঠ গল্প*। তার ফাইনাল প্রুফ নিয়ে আসার কথা হুমায়ুনের। কোনো পাত্তা নেই।

AMARBOI.COM

আজ সকাল থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত হরতাল। বিরোধী দলের। সকালে ড্রয়িংরুমে বসে এই ডায়েরি লিখছি। প্রকাশিতব্য এবং প্রস্তুয়মান আমার বইপত্রের একটা হিশেব করলাম। তাতে কাজের সুবিধে হয়।

এদিকে, দুএকটা কবিতা মাথায় ঘুরছে— লিখে ফেলতে হবে অতিদ্রুত। সম্ভব হলে, আজই। খবরের কাগজে দেখলাম, কবি অরুণ মিত্র মারা গেছেন। ১৯০৯-২০০০ — এই ৯২-৯৩ বছরের দীর্ঘ আয়ুষ্কাল। কাজ একেবারে কম নয়। তবে এলাহাবাদে জীবনের বহু বছর কাটিয়ে ভুল করেছেন। শিল্পীকে মূল কেন্দ্রে থাকতে হয়। কলকাতায় থাকা উচিত ছিল। নিরাসক্ত মানুষ নিঃসন্দেহে— কিন্তু সাহিত্যের জন্যে সংসক্তিও দরকার। ও নাহলে পূর্ণভাবে উজাড় করে দেওয়া যায় না। উজাড় করে দেওয়া দরকার নিজেকে।

৬-৯-২০০০

সকাল থেকে এল এবং করলাম অজস্র টেলিফোন। সিকান্দার। সুকুমার বিশ্বাস। আহমাদ মাযহার। কবি আবুল হোসেনের ফোন। শামসুর রাহমানকে ফোন করলাম। শাহিন। নান্টু রায়। (ডাক্তার) বদরুদ্দোজা চৌধুরী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

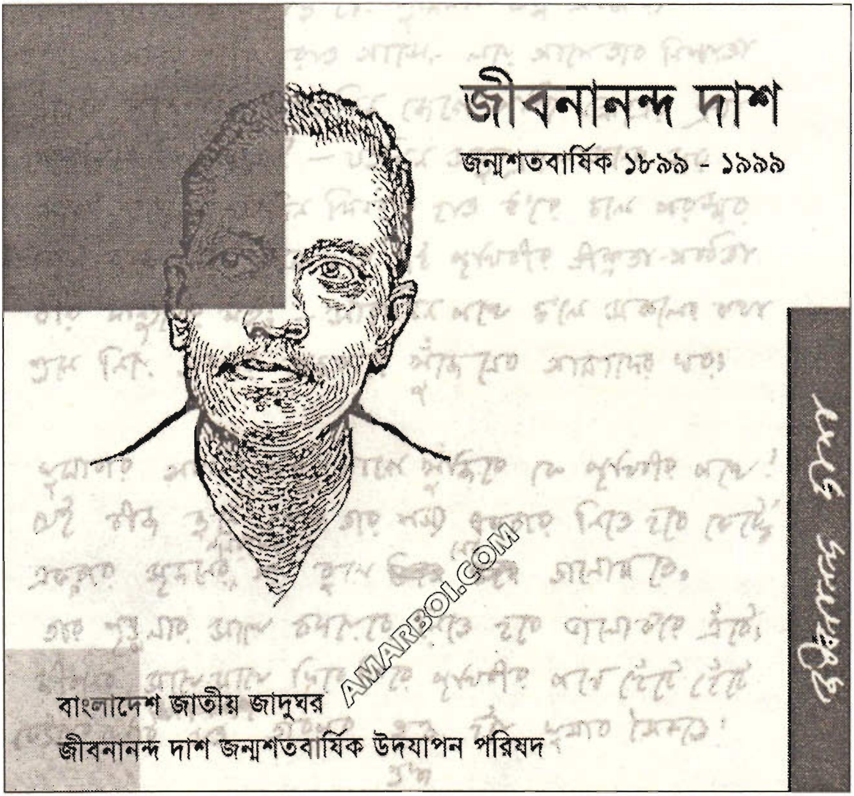

১৯৯৯ সালে জীবনানন্দ-জন্মশতবর্ষ আমরা ঘটা করে পালন করেছিলাম। 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর' ও 'জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবার্ষিক উদযাপন পরিষদ'-এর যৌথ উদ্যোগে জাতীয় জাদুঘরে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল— যেখানে কেন্দ্রীয় ভাষণ দিয়েছিলাম আমি। আর একটি স্মরণিকা বেরিয়েছিল বেলাল চৌধুরী আর আমার যৌথ সম্পাদকতায়। তারই প্রচ্ছদচিত্র।

শাহিনদের শুক্রবার রাত্রিবেলা বাড়িতে খেতে বললাম। সিকান্দার জানাল, শিখা-গোষ্ঠী বা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সহযোগী পত্রিকাসমূহের কথা : ১. *জয়তী*, ২. *অভিযান*, ৩. *সঞ্চয়*, ৪. *তরুণের কথা* (ঢাকা), ৫. *তরুণের কথা* (কলকাতা) ও ৬. *সংকল্প*। আবুল ভাই জানালেন, রাহমান ভাইয়ের বাড়িতে ২রা সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠানে আমি যাইনি কেন, — রাহমান ভাই এই অভিযোগ করেছেন। ফোন খারাপ ছিল, রাহমান ভাই দুবার ফোন করে পাননি আমাকে। কার্ডও ছাপা হয়েছিল, শুনলাম— আমি পাইনি। রাহমান ভাইকে ফোন করে সব জানালাম। অন্য অনেক কথাও হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিখা গোষ্ঠী ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন— এই হতে পারে বইয়ের নাম। 'একুশে'র কাইয়ুম সাহেবকেই দেবো, সিদ্ধান্ত নিলাম।

ঘুম। বিকেলে বেরিয়ে বেইলি রোড থেকে শাহিন আর রানুর জন্যে দুটো শাড়ি কিনলাম। রানু সমেত গিয়েছিলাম।

১৩-৯-২০০০

আজ বাংলা বিভাগ (দিবা) আয়োজিত আমার অবসরজনিত সংবর্ধনা হলো জোনাকি সিনেমাহলের কাছে 'মিডনাইট সান' চিনে হোটেলে। এসেছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর গাজী মোহাম্মদ আকবর হোসেন; ভাইস প্রিন্সিপাল নীলুফার সুলতানা; আর আমার ডিপার্টমেন্টের সকল অধ্যাপক— নার্গিস আনোয়ার (ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান), সখিনা খাতুন, সায়েরা বেগম, রোকেয়া বেগম, শাহনূর বেগম, ড. সেলিমা সাইদ, মরিয়ম আক্তার চৌধুরী ও সুচিত্র মোদক। রানুকে নিয়ে গিয়েছিলাম। চমৎকার লেগেছে আমাদের। সুখাদ্য। ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলাম। ছবি তোলা হলো। আমার সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের *শ্রেষ্ঠ কবিতা* সবাইকে উপহার দিলাম, ডিপার্টমেন্টের সেমিনারের জন্যেও এক কপি। আমার ডায়েরিতে প্রত্যেকে শুভেচ্ছা লিখে দিলেন। আমাকে পার্কার কলমের একটি সেট এবং একটি সুদর্শন টেবিলল্যাম্প উপহার দিলেন। রোকেয়া তার গাড়িতে পৌঁছে দিল আমাদের। রানু এবং আমার দুজনেরই খুব ভালো লেগেছে।

১৬-৯-২০০০

আজ *প্রথম আলো*-তে আমার একগুচ্ছ কবিতা এবং দৈনিক *যুগান্তরে* 'জীবনানন্দের একটি অপ্রকাশিত গল্প' প্রকাশিত হয়েছে। শেষেরটি আমার লেখা গল্প। জিনানের উদ্দেশে লেখা কবিতা 'জিনানকে' এবং অন্য কবিতাগুলো অনেকেই পছন্দ করেছে— ফোন পেয়ে বুঝলাম। ফোন করল মদু, হুমায়ুন (*মানবজমিন*), সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল এবং কবি আবুল হোসেন। আবুল ভাই আমার কোনো কবিতা পড়ে এই প্রথম প্রশংসা করলেন। কলাকৌশলের দীর্ঘ আলোচনা করলেন— ছন্দ-মিলের প্রশংসা করলেন, কিন্তু বললেন ছন্দে আমি খানিকটা স্বাধীনতা নিয়েছি। সেটা-যে স্বেচ্ছাকৃত— তা আমি জানালাম।

২০-৯-২০০০

সকালের দিকে ফোন এসেছিল ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুমের (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) কাছ থেকে। ২৩ (শনিবার) তারিখে টিভি প্রোগ্রাম ব্যাপারে। বিষয় : আবদুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯৮-৯৯ সালে নজরুল-জীবনানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে লেখায়-ভাষণে বিরতিহীন ব্যস্ততায় কেটেছে আমার দিন। দৈনিক *জনকণ্ঠে* স্বনামেই দুটি লেখা বেরিয়েছিল এই একই সংখ্যায় – এখলাস ভাই (এখলাসউদ্দিন আহমদ)-এর প্রণোদনায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিম সাহিত্যবিশারদ। আমাকে বলতে হবে তাঁর সাহিত্য-সংস্কৃতি-অভিভাষণ ইত্যাদি মিলিয়ে। তিনি উপস্থাপক। টিভি প্রযোজক আগেই ফোন করেছিল। ২৩ তারিখে রাত সাড়ে-আটটার মধ্যে যেতে হবে টিভি ভবনে।

তারপর ফোন এল অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদের কাছ থেকে। তাঁর ইচ্ছা *দিলরুবা* পত্রিকা নিয়ে আমি কাজ করি। মরহুম *দিলরুবা* সম্পাদকের স্ত্রীর সঙ্গে তিনি কথা বলে আসবেন এবং আমাকে নিয়ে যাবেন। তাঁকে জানালাম, আমার কাছে সংরক্ষিত *দিলরুবা*-র কপি দেখে নিই— বাকি কপি দিলরুবা সম্পাদকের স্ত্রীর কাছে দেখব। উনি তাঁর লোকশিল্প সংগ্রহ দেখবার আমন্ত্রণ জানালেন একদিন।

বিকেলে 'এ-টু-জেড' প্রেস, বেইলি রোডে। *আধুনিক সাম্প্রতিক* বইয়ের প্রুফ দিলাম এবং নিলাম। আমীরুল জানাল, রোববারে *নির্বাচিত কবিতা*-র প্রুফ পাওয়া যাবে। *নির্বাচিত গল্প*-এর পাণ্ডুলিপি আগামী সপ্তায় দেবো ইনশাআল্লাহ।

ফেরার সময় আজিজ মার্কেটে। একুশের কাইয়ুম শাহেবের সঙ্গে কথা হলো। *শিখা* এবং 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন বইয়ের ব্যাপারে পাকা কথা হলো। *শিখা* থেকে নির্বাচিত ফর্মা চারেক প্রবন্ধ আগেই দিয়ে দেবো— কথা হলো এই। বাকি পরে।

তবে আমার পরিকল্পিত অন্যান্য কাজগুলো সম্পন্ন না-করে নতুন কাজে হাত দেবো না— ঠিক করলাম।

AMARBOI.COM

২৪-৯-২০০০

সিকান্দার ফোন করেছিল একটু আগে।

অন্যদিন ঈদ-সংখ্যার জন্যে একটি প্রবন্ধের ফরমাশ এসেছে। আজ ভাবলাম, 'আধুনিক বাংলা কবিতা আর আধুনিক বাংলা ছোটগল্প' এরকম তুলনামূলক একটি প্রবন্ধ লিখলে কেমন হয় ? এ বিষয়ে লিখিনি কখনো। জীবনানন্দ-উত্তর আর জগদীশ-উত্তর কবিতা-গল্পের তুলনামূলক আলোচনা হবে চমৎকার।

সন্ধেবেলা মাযহার আসে। আমীরুলদের 'এ-টু-জেড' প্রেসে একসঙ্গে গিয়ে দিয়ে আসি। 'সময়ে'র ফরিদ শাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। ফেরার সময় জিনানদের বাড়ি হয়ে এলাম।

২-১০-২০০০

টি. ভি. থেকে ফোন। সৈয়দ জামানের। কবি গোলাম মোস্তফা নিয়ে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ। করতে রাজি হলাম না।

কে-একজন পাঠকের জিজ্ঞাসা। খানিকটা অবাক প্রশ্নই। *জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা* (১৯৬৯) আর *ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ* (১৯৭৪)-এর রচনাকাল কবে ? প্রথম বইটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমকাল-সম্পাদক কবি সিকান্‌দার আবু জাফর ১৯৭২ সালে আমার এই ছবিটি তুলেছিলেন এবং আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। তখন কি জানতাম, মাত্র তিন বছর পরে— ১৯৭৫ সালে— তিনি চিরতরে চলে যাবেন ! তাঁর সম্পাদকী স্নেহানুকূল্য ভুলিনি আমি। *সিকানদার আবু জাফর-রচনাবলী* (প্রথম-তৃতীয় খণ্ড, বা/এ) সম্পাদনা থেকে আমার নানা কর্মোদ্যমে মনে রেখেছি তাঁকে।

AMARBOI.COM

রচনাকাল ১৯৬৯-এর আগে সারা ষাটের দশক, আর দ্বিতীয় বইটির ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত। সন্ধের পরে জানাব, বললাম।

ফাহমিদা মজিদ মঞ্জু (কবি গোলাম মোস্তফার নাতনি) শাহেবার ফোন। টিভি প্রোগ্রামের ব্যাপারে। করব না, জানালাম। অন্য কথা হলো।

এল দীপক ভৌমিক (নারায়ণগঞ্জ)। তার *অবেলায় অবগাহন* কবিতাগ্রন্থের ভূমিকা লিখে রেখেছিলাম। দিলাম। দীর্ঘ আড্ডা। রাত সাড়ে-দশটা পর্যন্ত।

মাঝখানে সিকান্দারের ছেলে কবি আবদুল কাদির সম্পর্কিত কিছু উপচার দিয়ে গেল। জীবনীতে কাজে লাগবে বেশি— পরে ঘেঁটে দেখলাম। পারিবারিক একটা স্ক্র্যাপবুকও আছে তার সঙ্গে।

৯-১০-২০০০

সিকান্দারের সঙ্গে ফোনে কথা হলো। ছেলেকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল দুটি বই : আবদুল কাদিরের *দিলরুবা*-র তৃতীয় সংস্করণ, আর এম. সেরাজুল হকের *শিরাজীচরিত*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শবনম মুশতারীর ফোন। তালিম হোসেন-মাফরুহা চৌধুরী সম্পর্কে স্মৃতিকথা দিতে হবে বুধবারে। নিজে আসবে বা আনোয়ারকে পাঠিয়ে দেবে। লেখাটি *পালাবদল*-এও দেবো।

দুপুরবেলা আহমাদ মাযহারের ফোন। প্রাবন্ধিক আবদুল হক সম্পর্কে অনেক কথা বলল। সত্যিকার সচ্চরিত্র বুদ্ধিজীবী। তবে, আমার ধারণা, তাঁর স্ববিরোধও আছে কিছু।

'জীবনানন্দ দাশের ছন্দ ও রূপকল্প' প্রবন্ধটির রূপকল্প-অংশটি দাঁড় করালাম সারাদিনে। বাংলা একাডেমীর ওবায়েদুল ইসলাম আর মোবারক হোসেন এল সন্ধের আগে আগে—কথামতো। ছন্দ-অংশটি দেবো সামনের সপ্তায়। খাওয়াদাওয়া, সুপ্রচুর আড্ডা, রাত এগারোটা পর্যন্ত কীভাবে যে চলে গেল সময়। খুব ভালো লাগল। কাজ হলো– *উত্তরাধিকার* জীবনানন্দ-সংখ্যার পুরো সূচিপত্র সাজানো। আমিই ওবায়েদকে পরামর্শ দিয়েছিলাম *উত্তরাধিকার* পত্রিকার নজরুল-ও-জীবনানন্দ-সংখ্যা প্রকাশ করবার জন্যে। জীবনানন্দ-সংখ্যাটি আপাতত বেরুবে— মনে হলো। বেশিরভাগ লেখাই ওদের হাতে এসে গেছে।

২৩-১০-২০০০

AMARBOI.COM

বিকেলবেলা গেলাম মনোচিকিৎসকের কাছে। এলিফ্যান্ট রোডে। আমি আর রানু। রোগী আমিই। কেস হিস্ট্রি লেখাতে হলো প্রথম। তরুণ ডাক্তার ও তার সহযোগী তরুণী। বয়স। সমস্যা। ভয়, টেনশন, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, দুশ্চিন্তা, রাগ, বিষণ্ণতা, দোমনাভাব (কেউ এলে উচ্ছ্বাস, চলে গেলে বিরক্তি), সন্দেহবাতিক ইত্যাদি সমস্যা জানালাম। তরুণ ডাক্তার বলল, রাগ ও উত্তেজনা কমান, দুশ্চিন্তার জন্যে রোগা হয়ে যাচ্ছেন; খাওয়াদাওয়া ইত্যাদির সতর্কতা দরকার আছে। পরে গেলাম মূল ডাক্তারের কাছে। তিনি জানালেন, ক্যাটাগরি A টাইপের ব্যক্তিত্ব আমি, অতি অ্যামবিশাস, অতি খুঁতখুঁতে— এই ধরনের শতকরা ৬৭% লোকের হার্ট অ্যাটাক হয়। তাঁদের স্ত্রীরা এঁদের ভিকটিম। ওষুধ দিলেন। ১০ দিনে পরে দেখা করতে বললেন। বললেন— আমি আপনাকে চিনি, আপনার ভক্ত, আপনার চিকিৎসা করতে পেরে গর্বিত। এমনকি বললেন— আগে চিকিৎসা করলে আপনার হার্ট এ্যাটাক হতো না।

১২-১১-২০০০

দুপুরবেলা আকস্মিকভাবে এক ভদ্রলোক ফোন করলেন। এনায়েত সোবহান। কথা শুনে মনে হলো, অফিসে থাকতে একটা দোকানে কেনাকাটার সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমাকে তিনি বলেছিলেন— আপনাকে টিভিতে দেখে যা মনে হয়, আপনি তো তার চেয়ে অনেক অনেক ব্রাইট। আমি তাঁকে বলেছিলাম, কীভাবে চললে এই উজ্জ্বলতা রক্ষা করা সম্ভব ? তিনি বলেছিলেন— ব্যায়াম করতে। —আমি তা শুনিনি। ফল যা হওয়ার, তাই হয়েছে। স্বাস্থ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার চার দশকের অত্যাগসহন বন্ধু আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সঙ্গে . বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানশেষে। ছবিটি তুলেছিল আমার আরএক বন্ধু আন্‌ওয়ার আহমদ।

AMARBOI.COM

রক্ষার নিয়ম না-মানলে স্বাস্থ্য থাকবে না। ওসব স্বাস্থ্য রক্ষায় আমি বিশ্বাসী নই। আমি শিল্পের প্রযত্নে প্রচেষ্ট। খুব প্রাণবন্ত ভদ্রলোক। ফোনে আলাপ করেই ভালো লাগল। দ্বিতীয়বার ফোন করলেন আবার। আসতে চাচ্ছেন তাঁর গল্পগ্রন্থ নিয়ে সন্ধের পরে। আসতে বললাম।

এনায়েত সোবহান এলেন সন্ধেবেলা। হ্যাঁ, ঠিকই আছে। যাঁর সঙ্গে বছর বারো-চোদ্দ আগে একদিন আলাপ হয়েছিল। তেল কোম্পানির বড়কর্তা ছিলেন, গ্ল্যাক্সো কোম্পানির বড়কর্তা ছিলেন। এখনো কোথাও চাকরি করেন— এ্যাডভাইজার হিশেবে। ইংরেজির ছাত্র ছিলেন, খেলোয়াড় ছিলেন, বড় চাকুরে, ছেলেমেয়ে সব বিদেশে, অফুরন্ত প্রাণবান ও ঝলমলে। এই ৬৫-৬৬ বছর বয়সেও। ছেলেমেয়েরা সবাই সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর জীবনদৃষ্টিই ইতিবাচক। সকালে রোজ দেড় ঘণ্টা হাঁটেন। আমাকে বললেন— ১. প্রচুর হাঁটতে, আর ২. পরিমিত আহার করতে। তিনটি গল্পগ্রন্থ উপহার দিলেন আমাকে। এক-এক করে তিনটি গল্প পড়ে শোনালেন। পড়ার স্টাইল, কথা বলার স্টাইল— সবই সপ্রাণ। ঝলমল করছেন উৎসাহে। এরকম জীবন্ত মানুষ আমাদের সমাজে বিরল। 'তৃণা নামের মেয়েটি' গল্পটি ভালো লাগল।

বড় চাকুরে, অর্থাভাব নেই, সেজন্যে না— এনায়েত সোবহান মানুষটি চমৎকার। প্রাণরণিত। ভালো লাগল খুব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

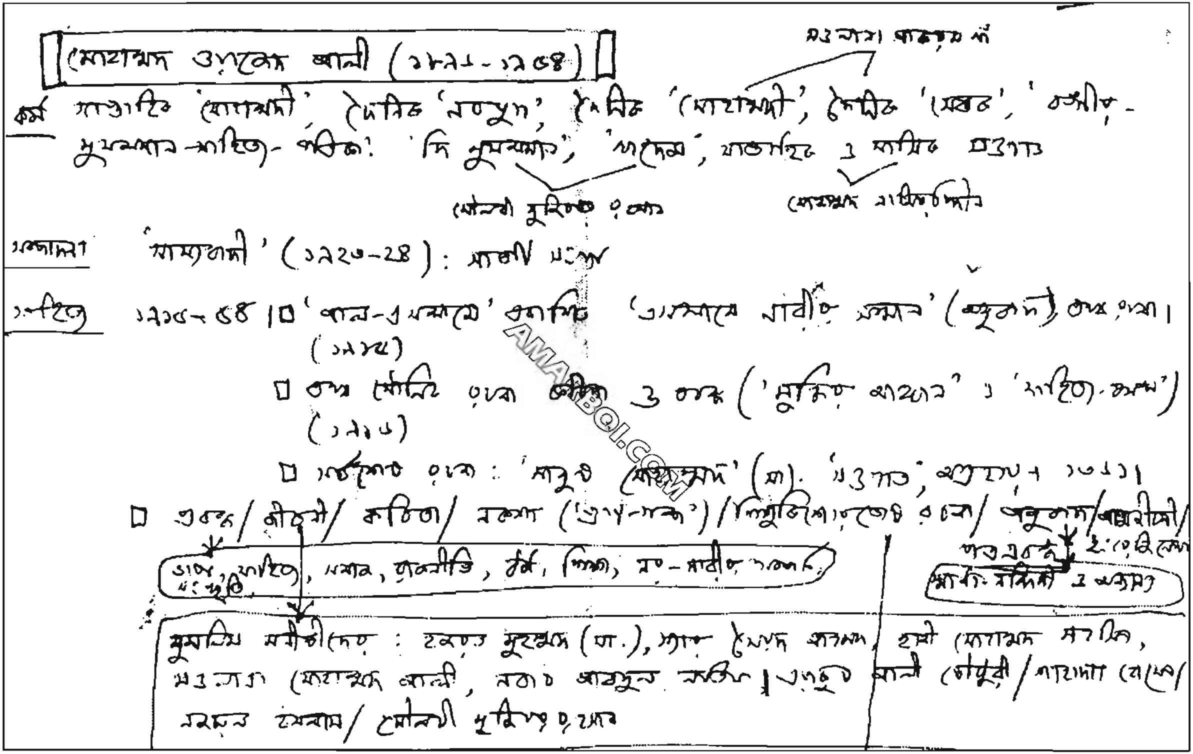

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-বিষয়ক একটি নোট। তাঁর *রচনাবলী* সম্পাদনা করেছি, জীবনী লিখেছি, আরো কিছু। বাল্যবন্ধু সিকান্দার দারা শিকোহর ভাষায়, শূন্য থেকে তৈরি করেছি। খুশি, কিন্তু তৃপ্ত নই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০০১

ওগো অপ্রাসঙ্গিকতা

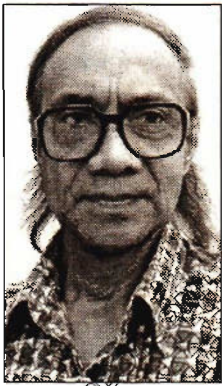

AMARBOI

১-১-২০০১ ♦ ১৮ই পৌষ ১৪০৭ ♦ সোমবার

আজ সারাদিন *ছন্দ* বইটির নতুন সংস্করণের (অবসর) কাজ করলাম। ঢেলে সাজানো। আমার যা অভ্যেস।

বিকেলবেলা *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ* বইএর নতুন সংস্করণের (অবসর) ভূমিকা একটু এগোলাম।

দুটি বই-ই দশ-পনেরো বছর আগের। আমূল-পরিশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ — নতুন বই-ই বলা যায়, তৈরি করছি।

গতকাল সন্ধেবেলা এ-টু-জেড প্রেসে গিয়েছিলাম। আমার প্রবন্ধের বই *আধুনিক সাম্প্রতিক* (সময়) বইটিও দিলাম। তবে আর-একবার দেখতে হবে। *নির্বাচিত গল্প* (সময়) বইটিও দেখা হয়ে গেছে। দুটি নতুন গল্প যোগ করেছি। আগামী সপ্তায় দেবো।

প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ ফোন করেছিলেন। খাজা কামরুলের (বা/এ) ফোন। আহমাদ মাযহার এসেছিল— তখন বেরোচ্ছিলাম। একটু কথা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২-১-২০০১

গতকাল সকাল ছ-টায় উঠে কাজ ধরেছিলাম। আজ ধরলাম সকাল সাড়ে-সাতটায়। *ছন্দ* বই-এর কাজ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সংক্রান্ত কিছু কাজ এগোলাম।

'অবসরে' ফোন করলাম। ধরল ফিরোজ (চৌধুরী কি?)। পুরো নাম ভুলে গেছি। *ছোটগল্প* পত্রিকার ফিরোজ। ওদের গেণ্ডারিয়ার পারিবারিক ফার্মেসিটা উঠে গেছে। বলল, বছর দুয়েক ধরে আছে 'অবসরে'। ছ-মাস অসুখে ভুগেছে। কামাল বিন মাহতাবের জন্ম-মৃত্যু তারিখ জেনে নিলাম— ১৯৪০-৯৯। *দৈনিক খবরে* ছিল শেষ দিকে। আহমাদ মাযহারকে অফিসে ফোন করলাম। এ-টু-জেডে যাবে আজ।

সন্ধেবেলা এল দৈনিক *যুগান্তর*-এর আলিম আজিজ। সঙ্গে ধ্রুব এষ। সময় প্রকাশনের আমার তিনটি বইয়েরই প্রচ্ছদ থেকে ভেতর পর্যন্ত দেখছে ও। প্রবন্ধ ও কবিতার বই দুটির কাজ শেষ করেছি। গল্পের বইটি দেখতে হবে আর-একবার। দুপুরবেলার দিকে জিনান আর জাহিন ফোনে কথা বলেছিল।

স্টাডিরুমে বসে এই ডায়েরি লিখছি।

বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি, পুরোনো লেখা আর চিঠিপত্র খোঁজা এইসবের ফাঁকে ফাঁকে। অবসর বিনোদনের সুরে। এটাই আমার অবসর বিনোদন!

রাত সাড়ে-ন'টা। একটু আগে 'অবসর'-এর লোক এসে প্রুফ নিয়ে গেল। *ছন্দ* বইএর। দ্বিতীয় পর্বের রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথের ছন্দবিচার দু'একদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ করতে হবে।

৩-১-২০০১

'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দকাজ' লেখাটি সম্পূর্ণ করলাম। রাতে 'অবসর'-এর লোক এলে দিয়ে দিলাম। *ছন্দ* বইএ যাবে। বছর কুড়ি আগের প্ল্যান। আমার *করতলে মহাদেশ* বইএর ভূমিকায় উল্লেখ আছে। ওই বইএ 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দচিন্তা' প্রবন্ধটি ছিল। এখন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'ছন্দচিন্তা' আর 'ছন্দকাজ' প্রবন্ধ দুটি একত্রিত করলাম *ছন্দ* বইএ। *ছন্দ* বইএর আরএকটি লেখা বাকি থাকল— রবীন্দ্রনাথের ছন্দ। কালই ধরব। দু-তিন দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

এ বছর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জন্মশতবার্ষিকী। বছরের প্রথম প্রবন্ধটি তাঁকে নিয়েই লিখলাম। আন্ওয়ার আহমদ রোজ ফোন করছে। কাল তার লোক আসবে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে আরো দু'একটি লেখা এ বছর লিখব ইনশাআল্লাহ। আমার প্রথম দীর্ঘ প্রবন্ধটি তাঁকে নিয়েই লিখেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে আমার অবসর গ্রহণের সময় বাংলা বিভাগের সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দের সঙ্গে আমি। আমার অধ্যাপক-জীবনের শেষ কয়েক বছর অনেক দিন-মাস-ঋতু কেটে গেছে এঁদের সানন্দ সাহচর্যে। বসে (বাঁদিক থেকে) : ড. সেলিমা সাইদ, সখিনা খাতুন, আমি এবং নার্গিস আনোয়ার (চেয়ারম্যান)। দাঁড়িয়ে (বাঁদিক থেকে) : সুচিত্রা মোদক, মরিয়ম বেগম, রোকেয়া বেগম, সায়েরা বেগম এবং শাহনূর বেগম।/ বেইলি রোডের অফিসার্স ক্লাবে এক বিশাল জমকালো অনুষ্ঠানে জগন্নাথ কলেজের 'শিক্ষক পরিষদ ২০০১-২০০২' আমাদের বেশ কয়েকজন অধ্যাপককে বিদায়ী সংবর্ধনা জানিয়েছিল — সকৃতজ্ঞে সেকথাও স্মরণ করি।

রাতে ঘুম আসছিল না। রাত বারোটার পরে 'আবু হেনা মোস্তফা কামাল' স্মৃতিচারণটি লিখলাম। রাত আড়াইটা পর্যন্ত। *পালাবদলে* ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ লিখছি। এ পর্যন্ত লিখেছি (১) আবদুস সাত্তার, (২) তালিম হোসেন, (৩) দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্পর্কে। এখন লিখছি (৪) আবু হেনা মোস্তফা কামাল সম্পর্কে। এর পরে লেখার ইচ্ছা আছে (৫) আবদুল কাদির সম্পর্কে। পরে লেখা যেতে পারে সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, শহীদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাদরী (হুমায়ুন, *পালাবদল*-এর হুমায়ুন সাদিক চৌধুরীর ইচ্ছা — কাদরী শাহেব জীবিত যদিও!), হাসান হাফিজুর রহমান, আতাউর রহমান, সিকান্দার আবু জাফর, আহসান হাবীব প্রমুখ সম্পর্কে।

১-৫-২০০১
গেলাম শামসুর রাহমানের বাড়িতে। শা. রা. কে উৎসর্গিত আমার *রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ* (যাতে শা. রা. এর লেখা আছে) এবং আমার *আধুনিক সাম্প্রতিক* প্রবন্ধগ্রন্থটি তাঁকে দিলাম। ঘণ্টাখানেক জমজমাট আড্ডা। মাঝে কায়সুল হক। শা. রা. সিঁড়ি পর্যন্ত এসে এগিয়ে দিলেন। ভালো লাগল পুরো বিষয়টা। অনেকদিন পরে প্রচুর হাস্য-পরিহাস-আনন্দ হলো।

আসার পরে কবি আবুল হোসেনের ফোন। নরেশ গুহের *তাতার সমুদ্রে ঘেরা* বইএর 'তাতার' শব্দটির মানে কী মনে হয়— এই নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন গতকাল রাতে শা. রা., রশীদ করিম, আর আমাকেও ফোন করেছিলেন। আমি তখন চ্যানেল আই-এর রেকর্ডিং (রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে) চলে গিয়েছিলাম। তাতার দস্যুদের মতো বিধ্বংসী, এই অর্থেই সম্ভবত— এরকম মানে করলাম আবুল ভাই আর আমি। এক ঘণ্টার ওপরে নানা বিষয়ে আলাপ হলো। তিরিশের সাতজন কবি আবুল ভাইয়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ : জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সমর সেন। সমর সেনকে আবুল ভাই তিরিশের কবি মনে করেন— শঙ্খ ঘোষও একদা আমাকে তা-ই বলেছিলেন। অরুণ মিত্রকে আবুল ভাই চল্লিশের দশকের কবি বলে মনে করেন। ব্লেকের 'টাইগার! টাইগার!' একটি ইংরেজি সংকলনে অনেকের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ জানালেন। নরেশ গুহ অনূদিত ওই কবিতাটি ভালো লাগে তাঁর। তিনি নিজে ওই কবিতার এবং ব্লেকের 'LAMB' কবিতার অনুবাদ করেছিলেন *সওগাত* পত্রিকায় ১৯৩৯-৪০ এর দিকে। 'টাইগার' কবিতার শেষাংশে 'GOD'-এর ইঙ্গিত। আবুল ভাই একমত হলেন জীবন-জগৎ সম্পর্কে একটি দার্শনিক চিন্তা থাকবে কবির।

১-৭-২০০১
আবু হেনা মোস্তফা কামালের *কাব্যসমগ্র*-এর কাজ শুরু। *মাহে-নও* পত্রিকা ঘেঁটে অগ্রন্থিত কবিতা চিহ্নায়ন। সকাল : ৮.৩০-১০.৩০। গতকাল ছয়টি বক্স্ ফাইল পাঠিয়ে দিয়েছেন ফরিদ আহমেদ (সময় প্রকাশন)। *অগ্রন্থিত প্রবন্ধসমগ্র*-ও প্রকাশিত হবে আমার সম্পাদনায়। আগে *কাব্যসমগ্র*-এর কাজ সম্পন্ন করব। জুলাই-এ। কাজ : ১১.৩০-১২.৩০। বাকসংযম। নৈরাশ্যমুক্ত থাকা, ভয়মুক্ত থাকা, আশাব্যঞ্জকতা, প্রাণপূর্ণতা, আনন্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোন : সাজজাদ হোসাইন খান (সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক *সংগ্রাম*)। আমাকে একটি বই উৎসর্গ করেছে : *দুই কাননের পাখি*। কাল আসবে।

ফোন : বদিউদ্দিন নাজির (ইউপিএল)। দুটি গল্পগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠাবেন, প্রকাশযোগ্য কিনা অভিমতের জন্যে।

ফোন : মুস্তাফা মাসুদ (সম্পাদক, *অগ্রপথিক*)। জালালউদ্দিন রুমি বিষয়ক আমার লেখার একটি শব্দ যাচাই।

নাজির বললেন, ১৯৭৭ সালে তিনি হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ ডা. মালেককে দেখিয়েছিলেন। তখন তিনি তাকে বলেন, ধূমপান বর্জন করতে, কয়েকটি ওষুধ দিয়েছিলেন। নাজির সে-সব না-মেনে এখনো ধূমপান করেন, দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাকে নির্ভয় হতে বললেন।

ফোন : বা-এ। একটি পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিল, সেটা দেখে দিতে হবে। ৫ তারিখের মধ্যে দেবো বললাম।

দুপুরবেলা এল রিফাত চৌধুরী ও আকরাম খান (সম্পাদকদ্বয়, *ছাঁট কাগজের মলাট*)। ঘণ্টা দুই আড্ডা। তার মধ্যে *ছাঁট কাগজের মলাট*-এর প্রচ্ছদের জন্যে কয়েক ছত্র লিখে দিলাম।

AMARBOI.COM

রাত ৮টা-৯টা : আবু হেনা মোস্তফা কামালের 'কবিতা' ও 'গান' আলাদা করে দুটি বক্স্ ফাইলে সাজানো গেল। এত কবিতা!

২-৭-২০০১

বাকসংযম। হাঁটা, ঘরে-বাইরে। ঘুমের অর্ধ-বড়ি খেয়ে ঘুম হলো। কাজেই তাই চলবে এখন থেকে। বারান্দায় নিঃশব্দ বসে থাকা। একাগ্রতা। ভাবনাহীন অবস্থায় থাকা। পরিকল্পনা করা।

সকাল ৮.৩০-১১.৩০। আ.হে.মো.কা.এর কবিতার পাণ্ডুলিপি থেকে তারিখ-সংবলিত ৫৫টি কবিতার চিহ্নায়ন। এখন, কালক্রমিক সাজাতে হবে। এর কোনো-কোনোটি তাঁর গ্রন্থর্ভূত।

ফোন : সিকান্দার দারা শিকোহ।

ফোন : নান্টু রায় (সম্পাদক, *ভারত বিচিত্রা*)। আগামী ৮ তারিখ বিকেলে 'অমিয় চক্রবর্তী : জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি' নামে লেখা দেবো। অমিয় চক্রবতীর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* বইয়ের ভূমিকা এটি।

ফোন : হুমায়ুন (বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র)।

বিকেলে সাজজাদ হোসাইন খান এল। আমাকে উৎসর্গিত তার নতুন বই *দুই কাননের পাখি* (মার্চ ২০০১) উপহার দিল। ছিল ঘণ্টা দুয়েক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭-৭-২০০১

BTV। রেকর্ডিং। সন্ধে ৭টা।

নজরুলের সংস্কৃত গান। 'ছন্দিতা' (*শেষ সওগাত*)। আলোচনা।

উপস্থাপক : ড. রাজীব হুমায়ুন। প্রযোজক : শামসুদ্দোহা তালুকদার।

দ্র. পৃ. ২০৪-৬, ন.র. ১। পৃ. ৫৫৩ ন.র. ১। পৃ. ৩৫৫, ন.র.৩।

অমল মিত্রের প্রবন্ধ। *নজরুল স্মারকগ্রন্থ* (নজরুল ইন্সটিটিউট)। আবদুল কাদিরের *ছন্দ-সমীক্ষণ*।

প্রোগ্রাম করলাম। খালিদ হোসেনকে গান গাইতে দেখলাম। শাম্মী আখতার পরে গাইবে। তার স্বামী আকরামুল এগিয়ে এসে আলাপ করল। রূপা চক্রবর্তী হাত মেলাল। মঞ্চে বসলাম। উপস্থাপক রাজীব হুমায়ুন। আমি, দু'পাশে আবৃত্তিকার রূপা চক্রবর্তী আর গায়িকা বুলবুল মহলানশিব। আমি নজরুলের সংস্কৃত ছন্দের কবিতা আর গানের কথা বললাম।

টেলিভিশনে যাওয়ার আগে গেলাম চোখের ডাক্তারের কাছে। পাড়ার ডাক্তার। ডা. শেখ মোহাম্মদ সোবহান। খুব সহৃদয় ব্যবহার। চোখের কোনো সমস্যা নেই। পাওয়ার কিছু বেড়েছে। হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ ডা. নজরুল ইসলামকে দেখাতে পরামর্শ দিলেন। সোবহান শাহেব মানুষটি ভারি ভালো।

রাত প্রায় এগারোটার দিকে খেতে বসেছি, মাসুম কাঁদতে কাঁদতে এল পাগলের মতো। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম রানু আর আমি। তাহেরা, স্মৃতি, মাসুম, আকলিমা, মিশা, মানা। একটু পরে কচি। আল্লাহর রহমতে আম্মার আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে এল। বু, দীপু, মেজোভাই, সাগর। মাসুম, শিরিন, কবির। ভাবির ছোট জামাই, নিজে এল না। আল্লার কাছে হাজার শোকর। রাত বারোটার পরে সবাই বিদায় নিল। আমরা ফিরে ঘুমোতে এলাম।

৮-৭-২০০১

BTV। রেকর্ডিং, রাত আটটা।

আলোচনা : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। প্রযোজক : সালাহউদ্দীন পিন্টু। অন্য আলোচক : ড. রফিকুল ইসলাম।

১৫-৭-২০০১

BTV। রেকর্ডিং, সন্ধে ৬টা।

বিষয় : সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী। আলোচক : আমি, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ূম। উপস্থাপক : আসাদ চৌধুরী। প্রযোজক : নূর মোহাম্মদ খান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করলাম। রাত ন-টার দিকে ফিরেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

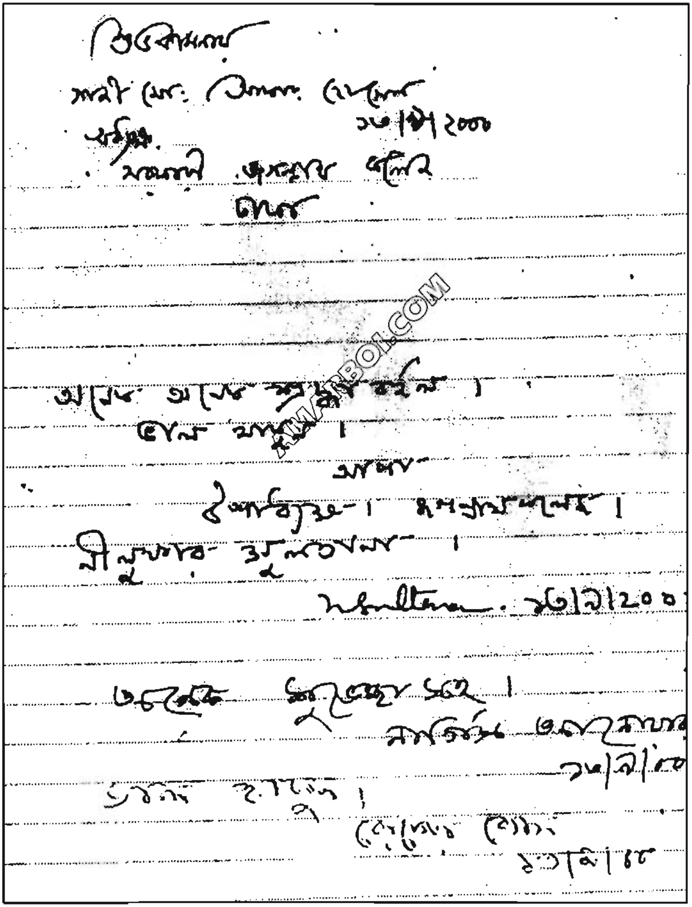

জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগ থেকে আমার বিদায়-সংবর্ধনার দিন কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং সহকর্মীবৃন্দ-লিখিত শুভেচ্ছাবাণী। আমার নিত্যসঙ্গী ডায়েরির একটি পৃষ্ঠায়। আরো ২-পৃষ্ঠা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুপুরে আবিদ আজাদ এসেছিল। ছিল বিকেল পর্যন্ত। খাওয়াদাওয়া। গল্প। আড্ডা।

তিনটি বইয়ের চুক্তিনামায় স্বাক্ষর দিলাম। *স্মৃতির নোটবুক*, *ভুতুড়ে কাণ্ড* আর *কবিতাসমগ্র*। *কবিতাসমগ্র*-এর পাণ্ডুলিপি দিলাম আজ। অনুবাদ-কবিতাংশ আর-কিছু বাকি। আরএকটি ছোট পাণ্ডুলিপির প্রবন্ধ দেবো বললাম। নাম দেবো 'বাংলা কবিতার ইতিহাস' অথবা 'আবহমান বাংলা কবিতা'। শেষ নামটিই আমার বেশি পছন্দ। সৃষ্টিশীল আলোচনা হবে। তিন পর্যায়ে বিভক্ত— প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ, আর আধুনিক যুগ। তিন মাসের মধ্যে দেবো— কথা দিলাম। *কবিতাসমগ্র* বের করবে— এই আনন্দে। বা কৃতজ্ঞতায়। তবে টাকা ঠিকমতো দিতে হবে।

'জীবনানন্দ একাডেমী'র ব্যাপারে প্রস্তাব। আমি রাজি হলাম। *জীবনানন্দ একাডেমী পত্রিকা* (ত্রৈমাসিক)র ব্যাপারে আমি বেশি উৎসাহী। সেটা জানালাম।

১৭-৭-২০০১

ড. রফিকুল ইসলাম (মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী) সকালে ফোন করেছিলেন। আগামীকাল সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একক বক্তৃতা দিতে হবে। বিকেল চারটে। সম্মতি জানালাম। টিভি বক্তৃতার নোটটাও আছে। ঝালাই করে নিতে হবে আরো।

দুপুরে দৈনিক *যুগান্তর* থেকে আরেফ রহমান নামে এক তরুণ এল। গতকাল আলিম আজিজ যে-লেখা নিয়ে গিয়েছিল, তার বাকি অংশ নিতে। লেখার নাম দিলাম : 'অমিয়ভূষণ : ইতিহাস-ভূগোল বিস্তার'।

দুপুরে দেওয়ান শামসুল হক ফোন করলেন। 'কায়কোবাদ সাহিত্য মজলিস'-এর তরফ থেকে আগামী ২১শে জুলাই শনিবার বিকেল সাড়ে-চারটায় মহাকবি কায়কোবাদের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়ান ভাই-এর ঝিকাতলার বাড়িতে আলোচনা অনুষ্ঠান। থাকবেন : ড. আশরাফ সিদ্দিকী প্রমুখ। আমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। রাজি হলাম। দেওয়ান ভাইয়ের ছেলে এসে নিয়ে যাবে।

সন্ধের পরে দীপক ভৌমিকের ফোন। আগামীকাল রাত আটটার পরে আসবে।

বাংলা একাডেমী। একক বক্তৃতা : সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী। বিকেল চারটা। বাংলা একাডেমী সেমিনার কক্ষ। সভাপতি : ড. রফিকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলাম। স্বাগত ভাষণ দিলেন : বা-এ-র পরিচালক ফরহাদ খান।

টিভি প্রযোজক দিদারুল আলম এসেছিলেন বিকেলে। আমি ছিলাম না— রানু পরে বলল। 'সিকান্‌দার আবু জাফর স্মরণে' অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট নিয়ে গেছেন। আগামী ২১শে জুলাই রেকর্ডিং। ৫ই আগস্ট সম্প্রচার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০-৭-২০০১

সকালবেলা শবনম মুশতারীর ফোন। দুপুরবেলা সৈয়দ জাহাঙ্গীর ও বেলাল চৌধুরী এল। প্রায় বিকেল পর্যন্ত আড্ডা, দুপুরে খাওাদাওয়া হলো। আগামী ৫ই আগস্ট সিকান্‌দার আবু জাফরের মৃত্যুবার্ষিকী। ঐ উপলক্ষে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্ব হিশেবে। ৫ই আগস্ট অনুষ্ঠানের ব্রোশিওর-এর সম্ভাব্য সূচিপত্র, অনুষ্ঠানে আমি মূল প্রবন্ধ পড়ব (*সমকাল*-সম্পাদক সিকান্‌দার আবু জাফর), সময়টা ভালোই কাটল।

সন্ধেবেলা এল আহমাদ মাযহার, কিছুক্ষণ পরে দিদারুল আলম (প্রযোজক : বিটিভি)। ৩১শে জুলাই মঙ্গলবার সন্ধে ৭টায়। উপস্থাপনা আমার। আলোচনায় অংশগ্রহণ : সৈয়দ জাহাঙ্গীর, ড. আনিসুজ্জামান ও ড. রফিকুল ইসলাম। সৈয়দ জাহাঙ্গীর ও রফিক স্যারের সঙ্গে আমি ও দিদার ফোনে কথা বলে নিলাম। দীর্ঘ আড্ডা, রাতে এক সঙ্গেই খেলাম আমরা। তার মধ্যে স্ক্রিপ্ট তৈরি, আবৃত্তিউপযোগী কবিতা ও গদ্য নির্বাচন– গদ্যাংশ মাযহারই বেছে দিল। ওরা বিদায় নিতে নিতে রাত এগারোটা বাজল।

মাঝে এবং ওরা চলে গেলে জিনানদের সঙ্গে ফোনে কথা বললাম।

ঘুমুতে ঘুমুতে রাত হলো অনেক। তুমুল আড্ডা হলো আজ। লেখালেখি হলো না। কিন্তু অনেক দিন পরে দুই দফা আড্ডায় ভরপুর একটি দিন কাটল।

AMARBOI.COM

২১-৭-২০০১

'কায়কোবাদ সাহিত্য মজলিশ'। বিকেল সাড়ে-চারটা। দেওয়ান শামসুল হকের ঝিকাতলার বাসভবন। বিষয় : মহাকবি কায়কোবাদের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা-সভা। আমি আলোচক।

অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। দেওয়ান ভাইয়ের প্রকৌশলী ছেলে এসে আমাকে নিয়ে গেল। ড. আশরাফ সিদ্দিকীর ধানমন্ডির বাসভবনে গেলাম। ওখান থেকে ড. সিদ্দিকীর গাড়িতে গেলাম ঝিকাতলায় দে.শা. হকের বাসভবনে। গাড়িতে তাঁর সম্পাদিত দীনেশচন্দ্র সেনের *ময়মনসিংহ গীতিকা* ও *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* সম্পর্কে বললেন। দেওয়ান ভাইয়ের দোতলার বৈঠকখানায় আয়োজন। সভাপতি আশরাফ সিদ্দিকী। মূল প্রবন্ধ পাঠ করলেন : দেওয়ান শামসুল হক। আলোচনা : বদরুল আমিন খান। স্মৃতিচারণ : কায়খসরু ও সাব্বির আহমদ চৌধুরী। আলোচনা : আমি। মাঝখানে একজন কায়কোবাদের কবিতা থেকে পাঠ করেছিলেন। উপস্থাপনা : দে.শা.হ.এর কন্যা। ছবি তোলা হলো। তেহারি ভোজ হলো। সাব্বির আহমদ চৌধুরী তাঁর গাড়িতে করে পৌঁছে দিলেন আমাকে। ভালো লাগল খুব এই অনুষ্ঠান। কায়খসরু তাঁর স্মৃতিচারণায় জানালেন, তিনি কবিকন্যা জাহানারা এবং তাঁর স্বামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলিশের আই.জি. গফুর শাহেবের ছেলে। তিনি ২২ বছর পর্যন্ত কায়কোবাদকে দেখেছেন কলকাতায় এবং ঢাকার নবাবগঞ্জে, কায়কোবাদ সবসময় লেখার ঘোরে থাকতেন। কলকাতায় কায়কোবাদ মেয়ে-জামাইএর বাড়িতে গেলে ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে জামাতাকে দিয়ে বই আনিয়ে নিতেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কলকাতায় ওঁদের বাড়িতে যেতেন। ব্যারিস্টার এস. ওয়াজেদ আলি যেতেন, কায়কোবাদ তাঁর বাড়িতেও যেতেন। কবি শাহাদাৎ হোসেন, জসীমউদ্‌দীন, বেনজীর আহমদ, ড. কাজী মোতাহার হোসেনও ওঁদের বাড়িতে যেতেন।

২৩-৭-২০০১

বেঙ্গল ফাউন্ডেশন। বিকেল সাড়ে-পাঁচটা। ৫ই আগস্ট সিকান্‌দার আবু জাফরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভার কর্মসূচি উদযাপন বিষয়ক বৈঠক। মূল আহ্বায়ক : সৈয়দ জাহাঙ্গীর।

রানুকে জিনানদের মোহাম্মদপুরের বাসায় রেখে ঠিক সাড়ে-পাঁচটায় বেঙ্গল ফাউন্ডেশনে গেলাম। সংলগ্ন রেস্তরাঁয় মিটিং। লিটু সাহেব (আবুল খায়ের লিটু, বে.ফা. এর কর্ণধার), লুভা চৌধুরী (আনিস চৌধুরীর কন্যা), সৈয়দ জাহাঙ্গীর উপস্থিত ছিলেন। আমি যেতেই স্মরণিকা ও অনুষ্ঠানের সূচি ঠিক করা হলো। সিকান্‌দার আবু জাফর স্মরণউৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক বেলাল চৌধুরী যথারীতি অনুপস্থিত। কিছুক্ষণ পরে এলেন সৈয়দ শামসুল হক। তার কিছুক্ষণ পরে শিল্পী আমিনুল ইসলাম। সৈ.শা. হকই নিমন্ত্রণপত্রের খশড়া বলে গেলেন, আমার অনুরোধে ভালো হলো। সৈয়দ হকের সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া গেল। আমার অসুখের পর এই তৃতীয়বার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। এবারও আগের মতোই তিনি নির্ভয় থাকার পরামর্শ দিলেন। ভালো লাগল তাঁর নির্দেশগুলি। স্মরণিকা প্রস্তুতির জন্যে পরশু বিকেলে বসতে হবে আবার। অনেকদিন পর বেরোচ্ছি। ভালোই লাগছে। আসার সময় রানুদের নিয়ে ফিরলাম জিনানদের বাড়ি থেকে। ওদেরও সময়টা কেটেছে ভালোই।

২৫-৭-২০০১

বেঙ্গল ফাউন্ডেশনে সৈয়দ জাহাঙ্গীর, লুভা (বে.ফা.-এর কর্মকর্তা) এবং আমি সিকান্‌দার আবু জাফর স্মরণিকা (নাম দিলাম *সিকানদার আবু জাফর তিরোধান দিবস ২০০১*) এবং ৫ই আগস্টের নিমন্ত্রণলিপি সম্পর্কিত কাজ করলাম। ওখান থেকে কাজ শেষ করে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে গেলাম। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। সায়ীদ ভাই জোর করে মঞ্চে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

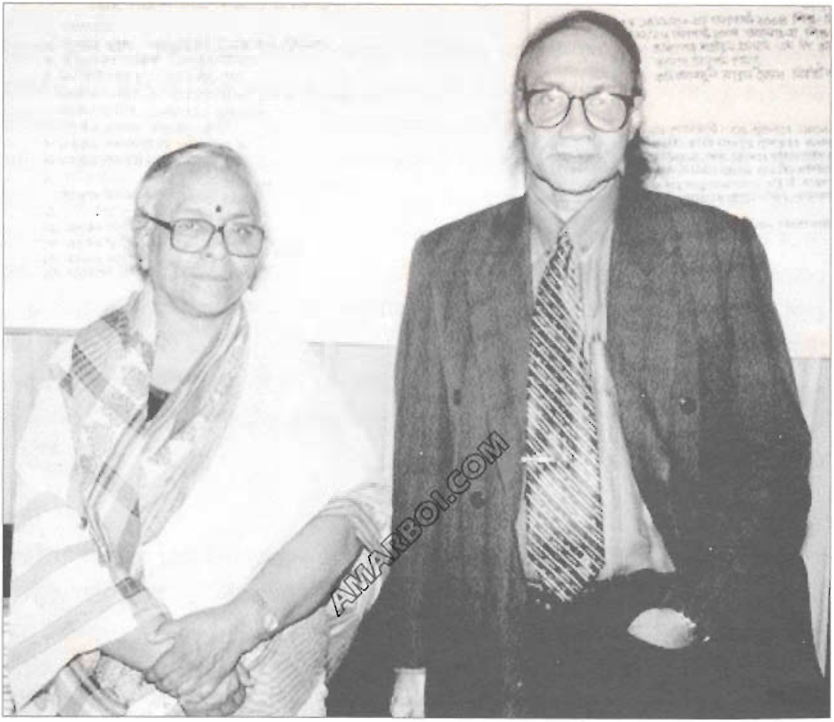

সেলিনা বাহার জামান সদ্যতরুণীর চাঞ্চল্যে অগ্রজার সহৃদয়তায় চলে আসতেন জগন্নাথ কলেজে আমার বিভাগে
— আমাদের বাংলা বিভাগের পাশেই ছিল তাঁদের গণিত বিভাগ। আসতেন আমাদের ফ্ল্যাটে —
রানুকেও মমতাভরে গ্রহণ করেছিলেন। আসতেন আমার অন্যান্য কর্মস্থলেও।
পিতা হবীবুল্লাহ বাহারের প্রকৃত উত্তরসাধিকা।

উঠিয়ে দিলেন। তাঁর পাশে। আরেকটি চেয়ারে তাঁর নাতি। আহমাদ মাযহার উপস্থাপনা করছিল। জ্যাক (জাকারিয়া শিরাজি), ড. আতিউর রহমান প্রমুখ কয়েকটিমাত্র চেনা মুখ। বাকি সব বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের তরুণ-তরুণী। প্রবাসী বাংলাদেশিরাও দুএকজন এসেছিলেন। জমজমাট অনুষ্ঠান হলো। আমি *জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ* উপহার দিলাম। রাত দশটার আগে আমাকে উঠতে হলো। কিছু বললাম। বলে চলে এলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৮-৭-২০০১

সিকান্দার আবু জাফর-এর অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বৈঠক। বৈঠকে গিয়েছিলাম। ছিলেন সৈয়দ জাহাঙ্গীর ও বেলাল চৌধুরী। স্মরণিকার প্রুফ দেখার ফাঁকে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের এক বছরের কার্যক্রমের ওপর একটি এক ঘণ্টার ভিডিও ফিল্ম, 'নকশিকাঁথা,' দেখা হলো। পরে রেস্তরাঁর সোফায় চা খেতে খেতে আমিনুল ইসলাম, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বেলাল চৌধুরী এবং আমি কথাবার্তা বলছিলাম। মনজুর এবং শিল্পী আমিনুল ইসলামের স্বাজাত্যবোধ দেখে ভালো লাগল। ফেরার সময় সৈয়দ জাহাঙ্গীর তাঁর গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। আমি এবং বেলাল একত্রে ফিরলাম। বেলাল ওই রিকশা নিয়েই তার গোত্রের লোকজনের সন্ধানে চলে গেল। ওখানেই শুনেছিলাম আহমদ ছফার হঠাৎ মৃত্যুর কথা। পরে শুনলাম, হৃদরোগী ছিল, কিন্তু কোনোরকম নিয়মকানুন মানত না।

শবনম মুশতারীর ফোন। এখলাস ভাই ফোন করেছিলেন, জবাবি ফোন করলাম। তাঁর অনুরোধে হাসান হাফিজুর রহমানের *গল্পসমগ্র*-এর যে-ভূমিকা লিখছি, সেটা *জনকণ্ঠে* দেবো জানালাম।

AMARBOI.COM

২৯-৭-২০০১

দুপুরে আজিজ মার্কেটে গিয়ে 'একুশে' দোকান থেকে একগুচ্ছ কলকাতার লিটল ম্যাগাজিন কিনে আনলাম। আগে থেকেই জ্বোরো ভাব ছিল – কদিন থেকেই বেড়েছে, মনে হচ্ছে। জিনানকে বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত বারতিনেক ফোন করলাম।

ড. রাজীব হুমায়ুনের ফোন : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে নজরুল-সংগীত সম্পর্কে একটি আলোচনা-ও-গান-মেশানো অনুষ্ঠান করবেন। নজরুলের কোন্ ধরনের গান সেটা পরে ঠিক করা হবে। দিন-তারিখও।

ইউসুফ শরীফের ফোন : দৈনিক *ইনকিলাব*-এর সাহিত্য-সাময়িকীর জন্যে সদ্যপ্রয়াত আহমদ ছফা সম্পর্কে একটি লেখা দিতে হবে। মঙ্গলবার সকালে আসবেন, জানালেন।

৩১-৭-২০০১

BTV। রেকর্ডিং। সন্ধে সাতটা। 'সিকান্দার আবু জাফর স্মরণে'। গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা আমার। আলোচক : সৈয়দ জাহাঙ্গীর, ড. আনিসুজ্জামান, ড. রফিকুল ইসলাম ও কাইয়ুম চৌধুরী। আবৃত্তি ও গদ্য থেকে পাঠ : জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, প্রজ্ঞা লাবণি ও পৃথিলা নাজনীন। প্রযোজক : দিদারুল আলম।

সৈয়দ জাহাঙ্গীর গাড়িতে এসে আমাকে টিভিতে নিয়ে গেলেন ও দিয়ে গেলেন। ড. আনিসুজ্জামান ও শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ছাড়া বাকি সকলেই উপস্থিত হয়েছিলেন। স্মৃতিচারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯৩ সালের ৩রা আগস্টে আমার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল কবি-সম্পাদক আবিদ আজাদ এবং আমার গুণগ্রাহী লেখক-কবিরা। ওই অনুষ্ঠানে মঞ্চে বসে আছি (বাঁদিক থেকে) : আমি, চিন্তক ও প্রাবন্ধিক প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ (তখন বাংলা একডেমীর মহাপরিচালক), কবি শামসুর রাহমান আর কবি আবুল হোসেন।

ও মূল্যায়ন মিলিয়ে বললেন ড. রফিকুল ইসলাম। সৈয়দ জাহাঙ্গীরের আলোচনা দু'ভাবে ভাগ করা হলো : স্মৃতি আর *সমকাল*-এর মলাট, বা চিত্রচর্চায় *সমকাল*-এর ভূমিকা। জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় আবৃত্তি করল 'বাংলা ছাড়ো', পৃথিলা নাজনীন *অভিযোগে*-এর প্রথম পরিচ্ছেদ, প্রজ্ঞা লাবণি 'আমি বলব না আমাকে মনে রেখো' কবিতা। সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা অবধি রেকর্ডিং চলল। দিদারুল আলম সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছে, বারবার ফোন করেছে, বাসায় এসেছে। আগামী ৫ই আগস্ট অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে।

৮-১-২০০১

বিকেলে জিনান-জাহিনদের ওখানে গেলাম। ওখান থেকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। আহমাদ মাযহার। কাজ করে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রেই সায়ীদ ভাইয়ের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোনে কথা বললাম। এবং হুমায়ুনকে পাঠিয়ে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ সিরিজের সম্ভাব্য লেখকদের তালিকা অনুমোদন করিয়ে আনলাম। (দ্র. ২-৩-৪ জুন ২০০১)

শবনম মুশতারীর একটি পত্র এসেছে। 'তালিম হোসেন ট্রাস্ট'-এর একজন উপদেষ্টা হিশেবে আমাকে গ্রহণ করতে চায়। আগেও কথা হয়েছে। আপত্তির কোনো কারণ নেই। আমি গত কয়েক বছর থেকে 'নজরুল একাডেমী'র একজন নির্বাহী কমিটির সদস্য হিশেবে কাজ করছি।

৩-৮-২০০১

সন্ধেবেলা আবিদ আজাদকে আসতে বললাম। জীবনানন্দ একাডেমী সংপৃক্ত আলাপ হবে।

আজ আমার জন্মদিন। এই জন্মদিনের বিশিষ্টতা এখানে যে, আজ আমি সরকারি চাকরির জোয়াল থেকে মুক্ত হলাম। এল.পি.আর. শেষ হয়েছে গতকাল। আজ থেকে আমি মুক্ত বিহঙ্গ।

সকাল আটটায় জন্মদিনের অভিনন্দন জানাল জাহিন আর জিনান। সকালে বাজারে বেরিয়ে মুখ-চেনা একজন মানুষ, অনালাপিত, বললেন, 'কবিশাহেব, আজ আপনার জন্মদিন। অভিনন্দন।' আমি হাত তুলে দোয়া করতে বললাম। সাধারণ মানুষের এই 'কবিশাহেব' সম্বোধন—এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী। দুপুরে জিনানরা এল। জিনান, আসিফ, জাহিন। অনেক উপহার। রানু আজ দুপুরে রেঁধেছিল চমৎকার আহার্য। আমার জন্মদিন উদযাপনে জাহিনেরই প্রধান উৎসাহ। বিকেলে কেক কাটা হলো। জাহিন আর নাসিমা গিয়ে আম্মার ও কচিদের কেক মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে এল।

বিকেল থেকে এল আবিদ আজাদ, আহমাদ মাযহার (তার সম্পাদিত আবদুল হকের গ্রন্থ উপহার দিল), মুস্তাফা মাসুদ (ফুলের স্তবক) আর আলিম আজিজ। তুমুল আড্ডা আর রাতের খাওয়াদাওয়া চলল। রাত দশটা পর্যন্ত। মুস্তাফা বাড়িতে গিয়ে খবর দিল, বিটিভিতে আমার গল্পের নাট্যরূপ সম্প্রচারিত হচ্ছে। দেখলাম তখনি। 'একটি দিন'। আবদুল্লাহ আল মামুন-পরিচালিত। ইমপ্রেস টেলিফিল্ম প্রযোজিত। ভালো।

৫-৮-২০০১

'সিকান্‌দার আবু জাফর-তিরোধান দিবস'। সন্ধে। ছ'টা। বেঙ্গল ফাউন্ডেশন।

সাড়ে-ছ'টায় অনুষ্ঠান শুরু হলো। সভাপতি : ড. আনিসুজ্জামান। আমরা কয়েকজন সিকান্‌দার আবু জাফরের কৃতি আলোচনা করলাম। কবিতা আবৃত্তি, নাটক থেকে পাঠ এবং সুধীন দাশ পরিচালিত সংগীত। অনুষ্ঠানশেষে আপ্যায়ন। আহমাদ মাযহার, আলিম আজিজ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালের কঠিন করে ভেঙে ফেলতে হয় আমাদের গ্রীন রোডের বহুস্মৃতিজড়িতমথিত পুরোনো বাড়িটি।
তার হাত থেকে রেহাই পায় না আমাদেরই তৈরি সামনের ফ্ল্যাটবাড়িটিও। প্রকৌশলী ও অন্যান্যদের সঙ্গে আমি।
— জিনানের তোলা ছবি। জিনান আবার ছবি তোলায় পারদর্শিনী।

মুস্তাফা মাসুদ, ওবায়েদুল ইসলাম, মোবারক হোসেন প্রমুখ আমার আহ্বানে গিয়েছিল। সৈয়দ জাহাঙ্গীর, আমি এবং বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের লুভা চৌধুরীর প্রচেষ্টায়-প্রযত্নে পুরো অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হলো। *সিকান্‌দার আবু জাফর ২৬তম তিরোধান-দিবস* শীর্ষক স্মরণিকাটি আমার সম্পাদনায় এই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। অনুষ্ঠান ও স্মরণিকা চমৎকার হয়েছে।

জিনানের বাড়ি ঘুরে অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। রাতে ফিরে আবার ফোন করলাম। রাত এগারোটার দিকে টিভি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হলো। আমরা দেখলাম। অনুষ্ঠান মোটামুটি ভালোই হয়েছে।

৭-৮-২০০১

রাতে প্রথমে শাহনূর বেগম, পরে লুৎফর রহমান, ফোনে জানালেন : আমাদের জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের সহকর্মী শামসুল আলম আজ অপরাহ্নে মারা গেছেন। বন্ধুতাই হয়ে গিয়েছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার সঙ্গে। ক্যান্সারে ভুগছিলেন। শেষ দেখা হয়েছিল অফিসার্স ক্লাবে– জগন্নাথ কলেজের বিদায়ী অধ্যাপকদের অনুষ্ঠানে। তখনই নিশ্চিত জানা গিয়েছিল, বেশিদিন তার আয়ুষ্কাল নেই। অনুভূতিও কীরকম ভোঁতা হয়ে গেছে যেন। তবু রাতে ভালো করে ঘুম হলো না।

৮-৮-২০০১
সকালবেলা 'রবীন্দ্রনাথ : ৭০তম জন্মজয়ন্তীতে' লেখাটি সম্পূর্ণ করলাম। ইউসুফ শরিফ এলেন। বাতেনের ফোন। ঠিক হলো, আগামী শুক্রবার ওঁরা আসবেন আমার একটি সাক্ষাৎকার নিতে।

ইউসুফ শরিফের সঙ্গে বেরিয়ে মুষলধার শ্রাবণবৃষ্টির মধ্যে নামলাম বাংলা একাডেমীতে। লাইব্রেরিতে বসলাম। মোবারক হোসেন এল। *আবদুল কাদির-রচনাবলী* সম্পাদনার সম্মতিপত্র লিখে দিলাম– ৪ খণ্ডের সম্ভাব্য পরিকল্পনা সমেত। আগস্ট মাসের মধ্যে প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি জমা দিতে হবে।

৯-৮-২০০১
একুশে টিভিতে একটি অনুষ্ঠান দেখছিলাম। 'কেনাকাটা'। ভালো লাগল। টাঙ্গাইল সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা গেল।

টাঙ্গাইলের চমচম মিষ্টি বিখ্যাত, আর টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি। টাঙ্গাইল শহর থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে বাজিতপুরে হাট বসে শাড়ির। প্রতি শুক্রবার হাট বসে। টাঙ্গাইল একবার বেড়াতে যাব ইনশাআল্লা। কত কিছু দেখার আছে !

১০-৮-২০০১
সকালে কবি মহীউদ্দীনের বড় ছেলে স্বপন চৌধুরীর ফোন। বা-এ থেকে মোবারক হোসেন তাঁর নির্দেশে *মহীউদ্দীন-রচনাবলী* আমাকে দিয়েছে, খবরটি দিলাম। কথা প্রসঙ্গে তাঁর কাছ থেকে জানলাম, মহীউদ্দীনের সম্পাদনায় ১৯২৬-২৭ সালের দিকে *গণজাগরণ* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো, তাতে নজরুল লিখতেন। কিন্তু *গণজাগরণ*-এর কোনো কপি তাঁদের কাছে নেই। *নাবিক* নামে আরেকটি পত্রিকা তিনি প্রকাশ করতেন ১৯৪৬ সালে। মহীউদ্দীনের দুটি অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা আছে– *জাহাজী* ও *আত্মকথা*। সেগুলো নিয়ে তিনি একদিন আসবেন, জানালেন।

জিনানকে সকালের দিকে ফোন করলাম দু'বার।

আজকের কাগজ-এর সাপ্তাহিক পত্র *খবরের কাগজে* আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছিল যে-ছেলেটি, ফিরোজ আহমদ, আরেকটি যুবককে নিয়ে এল বিকেলে। থাকল দীর্ঘক্ষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল-সংগীতের অলকানন্দা ফেরদৌস আরা-র *সঞ্চিতার কথাবার্তা* বইএর প্রকাশন-উৎসবে সভাপাতর অভিভাষণ দিচ্ছি আমি। বসে (বাঁদিক থেকে) : ফেরদৌসী রহমান, রওশন আরা মুস্তাফিজ, সুধীন দাশ, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ফেরদৌস আরা এবং সোহরাব হাসান। ভি.আই.পি. লাউঞ্জ, প্রেস ক্লাব।

রাত আটটার দিকে ইউসুফ শরিফ ও মুহম্মদ আবদুল বাতেন। *ইনকিলাব*-এর সাক্ষাৎকারের জন্যে। সাক্ষাৎকারপর্ব রাত সাড়ে-দশটা নাগাদ চলল। খাওয়াদাওয়া হলো। উদ্দীপক সাক্ষাৎকার দিলাম। মঙ্গলবার নাগাদ *ইনকিলাব* অফিসে গিয়ে ফাইনাল প্রুফ দেখে আসব। নিজে একবার দেখে দিতে হবে।

ওরা চলে গেলে জিনানকে ফোন করলাম।

উজ্জ্বল কাটল আজকের দিনটি। রোগের চেয়ে রোগের ভাবনাটাই কি বড় আমার ? অনেক রাত্রি অবধি জেগে থাকলাম।

১৯-৮-২০০১

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। একটি সর্বশূন্যতার বোধ। কর্মহীনতার অবসাদ, উদ্যমের অভাব শরীরে-আত্মায় ছড়িয়ে আছে। কুরে কুরে খাচ্ছে অনেকদিন ধরে। নিজেই এর মোকাবিলা করতে হবে। অবিরল প্রার্থনায় আর অবিশ্রাম কাজে। অনেকক্ষণ ধরে দোয়া-দরুদ পড়লাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। ঘুম ভাঙল বেলা আটটারও পরে। নাশতা খেয়ে এখন শরীর হালকা আর মন সজীব-সবুজ হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, কিছু দৈহিক পরিশ্রমও করা দরকার। তাহলে দুটি বিষয় জরুরি : অবসাদ আর শূন্যতার এই সময়ে— (১) প্রার্থনা এবং (২) কাজ (লেখা ও পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক কাজও)।

আলমগীরের ফোন : চাইবার এক ঘণ্টার মধ্যে ৫০০০ টাকা পাঠিয়ে দিল। যতীন বাগচীর 'অন্ধ বধূ' কবিতাটি খুঁজছিল। আমার সম্পাদিত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* পাঠিয়ে দিলাম।

ফোন : ফরিদ আহমেদ (সময় প্রকাশন)। সন্ধেবেলা আসবেন আবু হেনা মোস্তফা কামালের *কাব্যসমগ্র*-এর ভূমিকার প্রুফ নিয়ে। কিছু পাণ্ডুলিপিও নিয়ে যাবেন।

ফোন : আ. আ. সায়ীদ। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে প্রকাশিতব্য-সম্পাদিতব্য আমার গ্রন্থমালা বিষয়ে জোর তাগাদা। প্রতি সপ্তাহে দুটি বই দেবো জানালাম। কবিতাগ্রন্থ ৫টি বাকি আছে (ঈশ্বর গুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা)। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, যৌথ সম্পাদনা সায়ীদ ভাই ও আমার। প্রবন্ধ : বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ (৫ খণ্ড), প্রমথ চৌধুরী (১ খণ্ডে দুটি ভাগ : সিরিয়াস/সরস), ধূর্জটিপ্রসাদ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব, অমলেন্দু বসু প্রমুখ। দুটি বইয়ের ভূমিকা লিখতে হবে।

২০-৮-২০০১

কাল সন্ধেবেলা অসহ্য গরমে দীর্ঘক্ষণ গোসল করলাম। আগে যেমন করতাম। লেখবার অনেক আইডিয়াও আসে। রাত দশটা বাজতে-না-বাজতে গভীর ঘুমে চোখ জুড়িয়ে এল। রাত চারটের পর থেকে হালকা ঘুম। আটটারও পরে ঘুম ভাঙল। তখনও শরীরে জড়তা, কিন্তু একই সঙ্গে স্নিগ্ধতা। শারীরিক পরিশ্রম আর মানসিক পরিতৃপ্তি (কাজ করার— কেবল প্রিয় কাজ করার) কোনো বিকল্প নেই।

ফোন : ফরিদ আহমেদ। সন্ধেবেলা আসবেন।

ফোন : মিন্টু রহমান। ২৭ তারিখে নজরুল একাডেমীতে ভাষণ দিতে হবে।

ফোন : আতোয়ার রহমান (৭৫)। চিরকালের মতোই বিরক্তিকর। তবু ভদ্রতাবশত অনেকক্ষণ কথা বললাম।

ফোন : মুস্তাফা মাসুদ। সন্ধেবেলা এসে *অগ্রপথিক*-এর বিল দিয়ে গেলেন, এবং দীর্ঘ আনন্দময় আড্ডা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরিদ আহমেদ সন্ধেবেলা এসেছিলেন। আবু হেনা মোস্তফা কামালের অগ্রন্থিত কবিতা (৩৮টি) এবং পরিশেষ-অংশের দুটি (১ জীবনপঞ্জি, ২ গ্রন্থপঞ্জি) দেওয়া গেল। আবুল হুসাইন জাহাঙ্গীরের *এস এম সুলতান* বইটির পাণ্ডুলিপি দেখবার জন্যে দিয়ে গেলেন। আগে আবু হেনা মোস্তফা কামালের পাণ্ডুলিপি দিতে হবে। এ মাসের মধ্যে দিয়ে দেবো, আশা করছি।

২১-৮-২০০১

কাল রাত জেগেছিলাম একটা পর্যন্ত। উঠেছি সকাল আটটায়। রাত জাগলেই ক্লান্তি অবসাদ অনুদ্যম স্পষ্ট বোধ করি। চেহারায় ধূসর ছাপ পড়ে। অর্থাৎ উজ্জ্বলতা হারায়। যেমন দিনে ঘুমোলে। না, কিছুতেই রাত জাগা যাবে না। রাত সাড়ে-দশটার মধ্যে শুয়ে পড়তে হবে– ঘুম আসুক চাই না-আসুক।

ইউসুফ শরিফ ও অধ্যাপক আবদুল গফুরের সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। গফুর ভাই জানালেন, *সৈনিক* এবং *দ্যুতি* দুটি পত্রিকাতেই আবু হেনা মোস্তফা কামাল লিখেছেন। সময় প্রকাশন-প্রদত্ত স্যারের লেখার একটি ফাইল সংযোজিতব্য।

দু'দিন পরে সকালে বেরিয়েছিলাম। বাজারে। পত্রিকার দোকানে সাদেকা শফিউল্লাহর সঙ্গে কুশল বিনিময়। বললেন– *সানন্দা* পড়েন আপনি?– কিনতে দেখে। বললাম– আমি সব কিছু পড়ি।

আবু হেনা মোস্তফা কামালের কবিতা নিয়েই আজ সারাদিন কাটবে। দুপুরবেলা *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকা ঘাঁটছিলাম আ.হে.মো.কা.-এর কোনো লেখা পাওয়া যায় কিনা এই আশায়। পেলামও। কিন্তু তার চেয়ে বড় সম্পদ পাওয়া গেল হযরত উমর (রা.)-এর কয়েকটি বাণী। টুকে রাখলাম।

তামান্নার ফোন : দৈনিক *মাতৃভূমি*-র জন্যে নজরুল-সংক্রান্ত লেখা নিতে পরশু সকলে আসবে। দুপুরে ঘুমিয়েছি।

২২-৮-২০০১

গতকাল রাত সাড়ে-দশটায় ঘুমিয়েছি। শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। অর্থাৎ শুলে ঠিকই ঘুম আসবে। যে-কোনো অবস্থায় হোক, রাত সাড়ে-দশটায় শুয়ে পড়তে হবে। আজ সকালে উঠলাম সাড়ে-সাতটায়। নিবিড় ঘুমের ফলে মাথা পরিষ্কার, মন পরিচ্ছন্ন, কাজে উৎসাহ পাচ্ছি।

এখলাস ভাই (*জনকণ্ঠ*)এর ফোন : *জনকণ্ঠ*-এর জন্যে নজরুল সম্পৃক্ত লেখা। শুক্রবারে দেবো বললাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নান্টু রায় (*ভারত বিচিত্রা*)-এর ফোন : *ভারত বিচিত্রা*-র রজত-জয়ন্তী সংখ্যা বেরুচ্ছে গ্রন্থাকারে। তার অনুমতিপত্র (আমার একটি প্রবন্ধ নিয়েছে) পেয়ে ফোন করল।

২৩-৮-২০০১

দিনের বেলায় ঘুমিয়েছিলাম। গতকাল রাতে ঘুম আসছিল না, মাঝরাতেও একবার ঘুম ভেঙে জেগে থাকলাম। তার মানে দিনে ঘুমোনো যাবে না। ঘুমের স্বাভাবিকতাই প্রধান জিনিশ মনে হচ্ছে। সেটা বজায় রাখতে হবে।

সময় প্রকাশন-এর ফরিদ শাহেব এসে হাসান হাফিজুর রহমানের *গল্পসমগ্র*-এর ভূমিকার ফাইনাল প্রুফ নিয়ে গেলেন। আরো একবার দেখব আমি। সেই সঙ্গে আবু হেনা মোস্তফা কামালের আরো কিছু কবিতা (৫০টির বেশি কবিতা দেওয়া হলো এ পর্যন্ত – অগ্রন্থিত)।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে হুমায়ুনের ফোন : হুমায়ুন কবিরের *বাংলার কাব্য* এবং অতুলচন্দ্র গুপ্তের *কাব্য-জিজ্ঞাসা* বই দুটির ভূমিকা লিখে দিতে হবে। সামনের সপ্তায় দেবো ইনশাআল্লাহ।

এশার নামায পড়লাম। রাতে এল আহমাদ মাযহার আর সাইফুল (বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র)। দীর্ঘ আড্ডা। রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত। *আজকের কাগজ* থেকে শামিমের ফোন : 'চক্রবাকের তিন নারী' এই নামে নজরুল সম্পর্কে লেখা দেবো। রোববার সন্ধেবেলা। 'নজরুলের মৃত্যুচিন্তা' নামে ন-ই-এ প্রদত্তব্য বক্তৃতার অনুলিপি *যুগান্তরে* একই সময়ে নিতে আসবে আলিম আজিজ।

প্রথম আলো থেকে ব্রাত্য রাইসু ও সাজ্জাদ শরিফের ফোন। 'নজরুল কী আধুনিক ?' এই বিষয়ে লেখা নিতে আসবে ব্রাত্য। সোমবার সন্ধেবেলা। সোমবার বিকেলে নজরুল একাডেমীতে বক্তৃতা আছে।

দৈনিক *জনকণ্ঠ*-এর জন্যে 'নজরুলের সর্বশেষ কবিতাগ্রন্থ : *নির্ঝর*' লেখাটি আজ তৈরি করছি।

সব লেখাই ছোট হবে। শুধু ন-ই-এ প্রদত্তব্য বক্তৃতা হিশেবে 'নজরুল : মৃত্যুচিন্তা' প্রবন্ধটি পূর্ণাঙ্গ। দুপুরে ফাতিমা তামান্না এসেছিল। ছিল অনেকক্ষণ। দৈনিক *মাতৃভূমি* পত্রিকায় যোগ দিয়েছে। বিকেলে জিনান-জাহিনের সঙ্গে কথা বললাম ফোনে।

২৪-৮-২০০১

দিনের বেলা আজো ঘুমোলাম। কাল রাতে ঘুম ভাল হয়েছিল, কিন্তু সকালে ঘুম ভেঙে যায়। তারপর আবার ঘুমিয়েছিলাম বটে। রাত্রিকালীন স্নানের ফলেই ঘুম হয়েছিল। একটানা কাজ করছি, চিন্তায়ও আছি, হয়তো এজন্যে ঘুম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাশিল্পী আশরাফ-উজ-জামান খানের সঙ্গে আমি। আমাদেরই বাড়ির ড্রয়িংরুমে। তিনি নিজে চলে এসেছিলেন। আমার বিভিন্ন কর্মস্থলেও এই সংস্কৃতিমান ও রুচিমান ব্যক্তিটি চলে আসতেন। কত মানুষের-যে ভালোবাসা পেয়েছি !
— ছবি জিনানের তোলা।

AMARBOI.COM

কবি আবুল হোসেনের সঙ্গে আমি। তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবনে। ২০০৬।
আবুল ভাইয়ের সঙ্গে দিনের-পর-দিন আড্ডা দিয়েছি — গল্প করেছি — সমৃদ্ধ হয়েছি।
এরকম স্থির মানুষ লেখকদের মধ্যে দেখিনি আমি আর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুপুরবেলা দৈনিক *মাতৃভূমি* অফিস থেকে ফাতিমা তামান্নার ফোন। সমাজ, শিক্ষা ইত্যাদি অসাহিত্যিক বিষয়ে ৫০০ শব্দের মধ্যে লিখতে বলল ওদের কাগজে। মাঝে মাঝে। ওদের পত্রিকা 'ট্যাবলয়েড' হবে সামনের মাসে। তখন দেখা যাবে।

দৈনিক *জনকণ্ঠ* থেকে লোক এসে লেখা নিয়ে গেল।

দৈনিক *আজকের কাগজ*-এর জন্যে '*চক্রবাক* কাব্যের নেপথ্য তিন নারী' নামে ২-পৃষ্ঠার প্রবন্ধ লিখলাম। ন-ই-এ বক্তৃতার বিষয় পাল্টালাম। 'নজরুল কী আধুনিক?' দৈনিক *প্রথম আলো*-র সাজ্জাদ শরিফ বিষয়টি নিয়ে লিখতে বলেছে। রানুকে ডিকটেশন দিয়ে খানিকটা লিখলাম।

২৫-৮-২০০১

নজরুল ইন্সটিটিউট। বিকেল পাঁচটা।

ভাষণ : 'নজরুলের মৃত্যুচিন্তা' অনুষ্ঠানে থাকবেন মাননীয় উপদেষ্টা (খনিজ সম্পদমন্ত্রী), ড. রফিকুল ইসলাম, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

ন-ই-এর নির্বাহী পরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা ফোন করে (১৬-৮-২০০১, বৃহস্পতিবার) জানিয়েছিল নজরুল বিষয়ে একটি ভাষণ দিতে। আমি যখন বললাম একটি নির্দিষ্ট বিষয় বেঁধে দিতে। তাতে আমার বলবার সুবিধা হয়। মুহূর্তের মধ্যে হুদা বলল, 'নজরুলের মৃত্যুচিন্তা' বিষয়ে বলুন। একজন সৃষ্টিশীল লেখক বলেই এরকম অভিনব অনালোচিত বিষয় মুহূর্তের মধ্যে suggest করতে পারল।

ফোন : সিকান্দার দারা শিকোহ। বা-এ *আবদুল কাদির-রচনাবলী* আমাকে সম্পাদনা করতে দিয়েছে, জানালাম। *নজরুল-রচনাসম্ভার*-এর প্রথম সংস্করণ এবং দিলীপকুমার রায়ের চিঠিপত্র পাঠিয়ে দেবে জানাল।

ফোন : মনজুরে মওলা। সাড়ে-দশটায় ফোন। সাড়ে-এগারোটায় প্রস্তুত হতে হবে। মওলা ভাই গাড়িতে এসে নিয়ে গেলেন বিটিভিতে। 'কবি ও কবিতা' অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থাপক, আমি ও জাহিদুল হক কবি হিশেবে উপস্থিত, আবৃত্তিকার রূপা চক্রবর্তী। সম্প্রচার : ২৬-৮।

নজরুল ইন্সটিটিউট : টিভি থেকে ফিরে রানুকে জিনানদের বাড়িতে রেখে, ন-ই-এ গেলাম। মূল আলোচনা করলাম : 'নজরুল কি আধুনিক ?' স্বাগত ভাষণ : মুহম্মদ নূরুল হুদা। প্রধান অতিথি : আমানুল ইসলাম চৌধুরী (খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা)। সভাপতি : ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। রূপা কলকাতার *সাংস্কৃতিক খবর* পত্রিকাটি দিল, তাতে আমার লেখা আছে। রানুকে নিয়ে ফিরলাম। রাতে কথা বললাম জিনানের সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬-৮-২০০১
গতকাল দু'টি প্রোগ্রাম করায় রাত সাড়ে-এগারোটায় শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোর ছ-টা পর্যন্ত একটানা ঘুমোলাম। গাত্রোত্থান করলাম সাড়ে-সাতটায়। তার মানে ছুটোছুটি বা কিছু বাইরের কাজ করলে শরীর-মন দুইই ভালো থাকে।

সারাদিন ফাঁকফোকরে একটি লেখা তৈরি করলাম : 'নজরুলের মৃত্যুচিন্তা'। বিষয়টি বলেছিল মুহম্মদ নূরুল হুদা। ন-ই-এ এই বিষয়ে বলবার কথা ছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত বললাম, 'নজরুল কি আধুনিক ?' এই বিষয়ে। বিষয়টি আকর্ষক বলে লিখে ফেললাম। তবে এটি খশড়া।

সন্ধের পরে *আজকের কাগজ* থেকে মাসুদ হাসান এল। তাকে দিলাম 'চক্রবাক কাব্যের নেপথ্য তিন নারী' প্রবন্ধটি।

তারপর এল *যুগান্তর*-এর আলিম আজিজ। তাকে দিলাম 'নজরুলের মৃত্যুচিন্তা' প্রবন্ধটি। আলিম আজিজ দীর্ঘক্ষণ আড্ডা দিল।

রাতে জিনানের সঙ্গে কথা বললাম।

টিভিতে 'কবি ও কবিতা' অনুষ্ঠানটি দেখলাম, পুরোটাই-- যা সাধারণত করি না। আমার অংশটি ভালোই লাগল। ঘুমিয়ে পড়লাম তারপর।

AMARBOI.COM

২৭-৮-২০০১
নজরুল একাডেমী। বিকেল সাড়ে-পাঁচটা।

নজরুল সম্পর্কে একক বক্তৃতা (১০-১৫ মিনিট)। সভাপতি : আশরাফ সিদ্দিকী। (মিন্টু রহমান ফোন করেছিল ২০-৮ তারিখে।)

সভাপতি ড. আশরাফ সিদ্দিকীর অনুপস্থিতিতে আমাকেই সভাপতিত্ব করতে হলো। বক্তব্য রাখলেন ন-এ-র সাধারণ সম্পাদক মিন্টু রহমান। পরে গান। আমি চলে আসি। ওখান থেকেই এটিএন চ্যানেল আমার বক্তব্য ধারণ করল। নজরুল একাডেমীর পক্ষে নজরুল সম্পর্কে কিছু বললাম। ঢাকা রেডিও থেকেও আমার বক্তব্য রেকর্ড করে নিল। অনুষ্ঠান শুরু হতে দেরি হচ্ছে বলে আগেই এসব ধারণ করা হলো। সম্প্রচারিত হবে রাতেই।

সকালে 'নজরুল কি আধুনিক ?' লেখাটি সম্পূর্ণ করেছিলাম। ব্রাত্য রাইসু ফোন করে, লোক পাঠিয়ে, লেখাটি নিয়ে গেল। *প্রথম আলো*-র জন্যে।

নজরুল একাডেমী থেকে অনুষ্ঠানশেষে আনন্দময় মনে ফিরলাম। রাতে জিনানের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বললাম। ঘুমোতে ঘুমোতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল।

মনজুরে মওলা ভাই ফোন করেছিলেন, রানু বলল। ফিরে আসার পরে ফোন করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর অনুষ্ঠান নিয়ে কথা। আমার ভালো লেগেছে জানালাম। খুশি হলেন। তাঁর পরবর্তী প্রোগ্রামগুলোর পরিকল্পনার কথা জানালেন।

কয়েকদিন নজরুল নিয়ে মূলত বেশ ব্যস্ততা গেল।

শফিউল আলম রাত দশটার দিকে ফোন করেছিল। দীর্ঘ হাস্যালাপ চলল আধ ঘণ্টা ধরে।

২৮-৮-২০০১

সারাদিন বিশ্রামের সুরে কাটালাম। আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছি। ঘুমোলাম দুবার। তার মধ্যেই হুমায়ুন কবিরের *বাংলার কাব্য* বইয়ের ভূমিকা লিখব– তাই হুমায়ুন কবিরের বইটি পড়লাম।

বিকেলে রানুদের নিয়ে জিনানদের ওখানে গেলাম। ওখান থেকে দৈনিক *ইনকিলাবে*। সাহিত্য-সম্পাদক ইউসুফ শরিফের রুমে বসে ক'দিন আগেকার শরিফ শাহেব আর মুহম্মদ আবদুল বাতেনের নেওয়া আমার সাক্ষাৎকারটি দেখে দিলাম। দরকারি সংশোধন-সংযোজন। মুন্সী আবদুল মান্নান ছিল। ছবি তুলল একজন। ভালো লাগল বেশ। আসার সময় বাতেন আমার সঙ্গে এল মোহাম্মদপুর পর্যন্ত। রানুদের নিয়ে বেবিট্যাক্সিতে ফিরলাম। বাতেনও এল আমাদের সঙ্গে। খাওয়া-দাওয়া হলো। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত আড্ডা চলল। বারোটার দিকে বাতেন চলে গেল।

ইতোমধ্যে জিনানের সঙ্গে কথা হয়েছে ফোনে। রানু বলল, ওরা আজ যাওয়ায় জিনান খুব খুশি হয়েছে।

শুয়ে পড়তেই, ক্লান্ত, ঘুমিয়ে পড়লাম।

আজকের কাগজে কবি আজীজুল হকের (যশোর) মৃত্যুসংবাদ (৭২) পড়ে মন খারাপ হয়ে গেল। একবার জগন্নাথ কলেজে থাকতে, তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন আমাকে। সত্তরের দশকে। তাঁর কবিতা প্রকৃত কবিতা। আমাকে *আজীজুল হকের কবিতা* বইটিও পাঠিয়েছিল কেউ একজন।

মবিন (নবাবপুর স্কুল, আলোকচিত্রী) ফোন করেছিল।

মুজিবুল হক কবীর ফোন করেছিল।

২৯-৮-২০০১

আবুল হোসেন ফোন করলেন। গতকাল যাবার কথা ছিল, যেতে পারিনি, আজ যাব।

বিকেলে গ্যেটে ইনস্টিটিউটে গেলাম। রিলকে-কে নিয়ে দু'টি চমৎকার বই পাওয়া গেল : *The Complete French Poems of Rainer Maria Rilke* এবং *Rilke, Modernism and Poetic Tradition*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

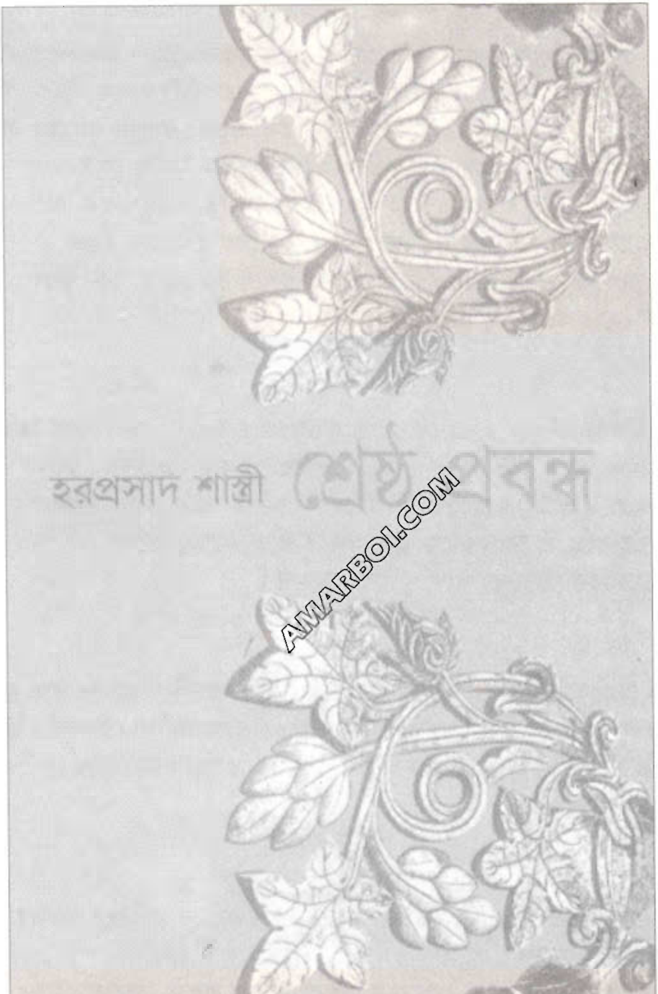

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রধান আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের নির্দেশে অনেক বই সম্পাদনা করতে হয়েছে আমাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য *শ্রেষ্ঠ কবিতা* সিরিজ। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবিদের বই আমাকে দিয়ে সম্পাদনা করতে বাধ্য করেছেন তিনি। হুমায়ুন দিনের-পর-দিন জোর খাটিয়ে আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছে। এরকমই একটি গ্রন্থ আমার সম্পাদিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্যেটে ইনস্টিটিউট থেকে গেলাম কবি আবুল হোসেনের বাড়িতে। দীর্ঘক্ষণ ছিলাম— সন্ধে ছয়টা থেকে রাত সাড়ে-আটটা। আমার *নির্বাচিত কবিতা* বইটি আবুল ভাইকে উৎসর্গ করেছি— সেটা দিতেই যাওয়া। শিল্পসাহিত্যের নানা কথা উঠল। হুমায়ুন কবিরের *বাংলার কাব্য* বইএর ভূমিকা লিখছি। হুমায়ুন কবিরের প্রসঙ্গ তুললাম। 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি'কে খুব গুরুত্ব দিলেন আবুল ভাই। হবীবুল্লাহ বাহার-আইনুল হক খানের পরে দেশবিভাগের আগে আগে সমিতির যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন হবীবুল্লাহ বাহার ও শওকত ওসমান। এই সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ টুকে রাখছি ১১-১২-২০০১ পৃষ্ঠায়। রাতে জিনানকে ফোন। দ্রুত শুয়ে ও ঘুমিয়ে পড়লাম।

৩০-৮-২০০১

হাঁটলাম বেশ খানিকটা। ফলে রাত্রিবেলা সাড়ে-ন'টা বাজতেই ঘুম এল। হাঁটার ফযিলত! পায়ে হাঁটার কোনো বিকল্প নেই। ভালোও লাগে। শরীর ঝরঝরে হয়ে গেল। ক্লান্তির একটা আলাদা মাধুর্য আছে— শারীরিক ক্লান্তির। সারাদিন লেখা নিয়ে থেকে এই আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত। ভাস্কর্যের কাজ বা নিদেনপক্ষে ছবি আঁকার কাজ করলে, অনেক আনন্দিত সময় থাকে জীবনে—মানসিক আনন্দের সঙ্গে শারীরিক আনন্দ।

AMARBOI.COM

৩১-৮-২০০১

কয়েকদিন ধরে হুমায়ুন কবির নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আজ সারাদিনে *বাংলার কাব্য* বইএর ভূমিকা লেখা সম্পূর্ণ করলাম। একটু আগে সায়ীদ ভাই ফোন করেছিলেন। জানালাম তাঁকে। *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* গ্রন্থমালা সম্পূর্ণ করার তাগিদ দিলেন। সোমবারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*-এর ভূমিকা দেবো— জানালাম।

১-৯-২০০১

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ফোন করে দিলাম। এসে নিয়ে গেল হুমায়ুন কবিরের *বাংলার কাব্য* বইএর আমার লেখা ভূমিকা।

তারপর অতুলচন্দ্র গুপ্তের *কাব্যজিজ্ঞাসা*-র ভূমিকা রচনার প্রস্তুতি হিশেবে বইপত্র জড়ো করলাম। আমার তহবিলে যা আছে,তাতে ভূমিকা লেখা সম্ভব। প্রাথমিক পাঠে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের— *কাব্যজিজ্ঞাসা*-র আলোচ্য— 'ধ্বনিবাদ' ও 'রসবাদ' খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। অথচ ছাত্রাবস্থায় এই বই ছিল আমাদের পাঠ্য। তখন কিছুই বুঝিনি। এর নাম বয়েস!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২-৯-২০০১
দুপুরে শবনম মুশতারী ফোন করেছিল। মঙ্গলবার সকাল এগারোটার দিকে আসবে।

আগামীকাল *কাব্যজিজ্ঞাসা* বইএর ভূমিকা সমাপ্ত করব ইনশাআল্লাহ এবং কালই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেবো।

৩-৯-২০০১
অতুলচন্দ্র গুপ্তের *কাব্যজিজ্ঞাসা* বইএর ভূমিকা সম্পূর্ণ করলাম। বিকেলে রানুকে নিয়ে বেরোলাম। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে হুমায়ুনের হাতে দিলাম। সায়ীদ ভাই এলেন। বসলাম। কিছু কাজের কথা হলো। রবীন্দ্রনাথের *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* পাঁচ খণ্ডে হবে। প্রথম খণ্ড 'সাহিত্য'। ১০-১২ ফর্মা। অবিলম্বে দিতে বললেন। জীবনানন্দ দাশের *কবিতার কথা*-র ভূমিকা। *আজকের কাগজ*-এর সাহিত্য-সম্পাদক শামিম রেজার সঙ্গে দেখা। তাকে 'হুমায়ুন কবির' ও 'অতুলচন্দ্র গুপ্ত' দুটো লেখাই দিলাম। ব্যাগে ছিল। ফিরতে ফিরতে রাত হলো। অনেক দিন পরে বেরিয়ে ভালো লাগল খুব।

৪-৯-২০০১
দুপুরে শবনম মুশতারী এল, মুক্তাদির নামে এক তরুণকে নিয়ে। তালিম হোসেন পুরস্কার কাকে দেবে, সে সম্পর্কে প্রাথমিক আলাপ। দুপুরে খাওয়াদাওয়া হলো, দীর্ঘ আড্ডা, রানুও শরিক। চমৎকার লাগল।

রাতে জিনানকে ফোন করলাম। সাড়ে-ন'টার দিকে। তারপরই গভীর ঘুমিয়ে পড়লাম। আগের রাত জেগেছিলাম। বোধহয় তার জের।

৭-৯-২০০১
'আত্মজয়ের চেষ্টাই সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ।'– আল হাদিস।

আজকের খবরের কাগজ থেকে হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর এই আশ্চর্য বাণী টুকে রাখলাম এখানে। কাম, ক্রোধ, হিংসা প্রবৃত্তিগুলো মানুষের স্বাভাবিক; কিন্তু তাকে যথাসাধ্য দমিত রাখা এবং সুব্যবহার করাই হচ্ছে মনুষ্যত্ব। 'আত্মজয়' বলতে রসূল (সা.) সম্ভবত এটাই বুঝিয়েছেন। আর একেই বলছেন 'সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ'। মানে 'আত্মজয়' করলেই মানুষ প্রকৃতার্থে মানুষ হতে পারে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কাম-ক্রোধ-হিংসার মুহূর্তে আমাদের আর নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এই অনিয়ন্ত্রণ থেকে যেন মুক্ত হতে পারি, এটাই রসূল (সা.)-এর শিক্ষা। অসাধারণ এই বাণী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* বইয়ের ভূমিকা লেখার কাজ শেষ করলাম। বিকেলে জমা দিলাম। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। সেখানে বিকলে পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আড্ডা দিলাম অনেকদিন পরে। সলিমুল্লাহ খান, আহমাদ মাযহার, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সঙ্গে–পালাক্রমে। সাহিত্য এবং নানা প্রসঙ্গে দীর্ঘ মতবিনিময়।

৮-৯-২০০১

সারাদিন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে পড়াশোনা। *শ্রেষ্ঠ কবিতা* সম্পাদনার পরিপ্রেক্ষিত তৈরি। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনাই শ্রেষ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা দিয়ে শুরু করব, শেষ হবে বিষ্ণু দে-র মন্তব্যে। দুই ফর্মার বই। ভূমিকা যতটুকু লাগে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের *শ্রেষ্ঠ গল্প*-এর কাজ করলাম খানিকটা। সারাদিন অতিবাহিত হলো ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আর প্রেমেন্দ্র মিত্রকে নিয়ে।

প্রাথমিকভাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ ১০টি গল্প নির্বাচন করেছি। আরো ৫টি গল্প নিতে হবে অন্তত। দ্রষ্টব্য : ৪ জুন পৃষ্ঠা। প্রাথমিক ১০টি নির্বাচিত গল্প : ১. 'শুধু কেরানি,' ২. 'পুন্নাম,' ৩. 'সাগরসংগম,' ৪. 'হয়তো,' ৫. 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে,' ৬. 'সহস্রাধিক দুই' ৭. 'সংসারসীমান্তে,' ৮. 'নিশাচর,' ৯. 'সাপ,' ১০. 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'।

AMARBOI.COM

৯-৯-২০০১

সময় প্রকাশন থেকে লোক এসে সম্পাদিত পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেল। দুপুরে মোবারক হোসেন (বা-এ) ফোন করেছিল। ১১ তারিখে *আবদুল কাদির-রচনাবলী*-র প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি জমা দিতে হবে। ১১ তারিখ সকালেই জমা দেবো, জানালাম।

রাতে বিমল গুহ এল। ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের ওপরে ব্রোশিওরটা দিয়ে গেল। ২৭শে জুলাই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। 'অতিপরিচয়ের অন্তরালে' নামে এতে আমি একটা লেখা দিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ গল্প করল। কলকাতায় গিয়েছিল, সে-সব। ভালো লাগল।

জিনানের সঙ্গে আর জাহিনের সঙ্গে কথা বললাম ফোনে। অনেক দিন পরে বেরিয়ে ক্লান্ত ছিলাম খুব। শুতেই ঘুম।

১৬-৯-২০০১

সকালে এল আলী হোসেন ও রঙমিস্ত্রি, সঙ্গে তিন জন সহযোগী। মোট পাঁচজন কাজ করছেন।

মোবারক হোসেনের (বা-এ) ফোন। *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড) গৃহীত হয়েছে। প্রেসে যাবে। *স্মার্নান্দন্দিনী* অর্থাৎ অনুবাদ কোনো রচনাবলিতেই যাবে না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

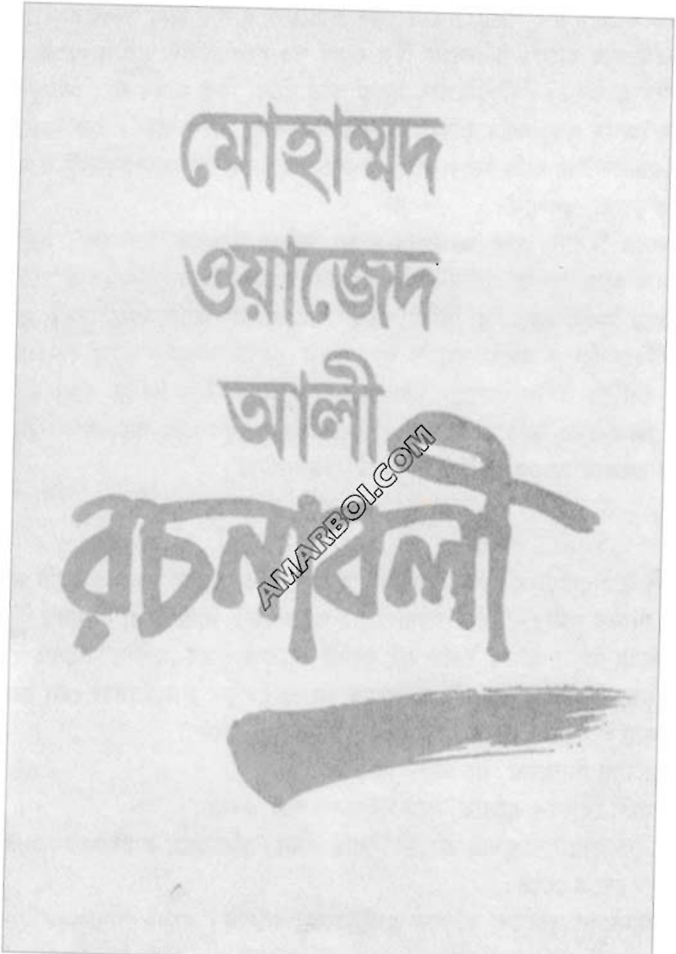

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-রচনাবলী আমার সম্পাদনায় বেরিয়েছিল বাংলা একাডেমী থেকে। প্রচ্ছদটি প্রথম খণ্ডের। বাংলা একাডেমীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থাপিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে। বা/এ-র অগণন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। এখান থেকে আমার রচিত ও সম্পাদিত অনেক বই বেরিয়েছে। গভীর কৃতজ্ঞতায় সেকথা স্মরণ করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা-ই বর্জিত হচ্ছে। তার পরিবর্তে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর অন্য তাবৎ রচনা (প্রবন্ধাদি, মৌলিক) এই খণ্ডে যাবে। পরিকল্পনা ছিল চতুর্থ খণ্ড হবে। কিন্তু তৃতীয় খণ্ডেই মো-ও-আ রচনাবলী সমাপ্ত করব। সেই হিশেবে হাতে আর রচনা কিছু রাখব না। *আবদুল কাদির-রচনাবলী*-র (প্রথম খণ্ড) আমি ভূমিকা ও পরিশেষ দিলে প্রেসে যাবে। এক সপ্তাহের মধ্যে *মো-ও-আ-রচনাবলী*-র বাকি অংশ এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে *আ-কা-রচনাবলী*-র বাকি অংশ মোবারককে দেবো, বললাম।

বাদ আসর মিলাদ হলো আমাদের নতুন বাড়ির উদ্বোধন উপলক্ষে। বহুতল বাড়ি উদ্বোধন। নাম হচ্ছে 'সুবাস্তু এডিফিস'। চারতলায় আম্মা এবং মাসুমরা যে-ফ্ল্যাটে থাকবেন, তার ড্রয়িংরুমে মিলাদ হলো। বু, শিরিন, শাহিন, মেজোভাই, আমি, কচি, মাসুদ, মাসুম এবং অন্যরা উপস্থিত ছিল। ইমাম শাহেব খুব সুন্দর ওয়াজ করলেন। 'সুবহানআল্লাহ ওয়া বিহামদিহি' দোয়ার অসীম গুরুত্বের কথা বললেন। মিলাদশেষে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে রানু আর আমি জিনানদের বাড়িতে গেলাম। জিনান-জাহিন খুব খুশি আমরা যাওয়ায়। রাতে ফোনে কথা বললাম আবার। ঘুমিয়ে পড়লাম রাত দশটায়।

AMARBOI.COM

১৯-৯-২০০১

আজ সকালে উঠে গ্যেটে-র জীবনীটা আমার হ্যান্ডব্যাগের ভিতরে নিলাম। বইটি আমার বহু সুখ-দুঃখের দিনের সঙ্গী। এইসব তোলাপাড়ার মধ্যে বইটি সাথী হলো আবার।

পাঁচ বছরের মতো আমার তৈরি এই ফ্ল্যাটে থেকেছি। সব-মিলিয়ে ভালোই কেটেছে। এই ফ্ল্যাটে বসে লিখেছি ঢের। বই বেরিয়েছে অনেক। নতুন ফ্ল্যাটে গিয়ে যেন ভালোমতো লেখালেখি করতে পারি— এটাই আল্লাতালার কাছে মূল প্রার্থনা।

বেলা আটটায় সিরাজের পাঁচ তরুণ-কিশোর।

ন-টায় আলি হোসেন এসেছে, সঙ্গে দুইজন। পরে একজন।

নতুন বাড়ির ফ্ল্যাটে বসে এই ডায়েরি লিখছি এখন। ড্রয়িংরুমে ক্যাবিনেটের কাজ হচ্ছে। ছেলে পাঁচজন খেতে গেছে।

সন্ধে। আমাদের পুরোনো বাড়িতে একটু আগে এসেছি। এসেই জিনান-জাহিনের সঙ্গে ফোনে কথা হলো। খুশি জানালাম। লিখছি টেবিল-ল্যাম্পের আলোয়। রানু ফ্ল্যাট দেখে খুশি। জিনান-জাহিনরাও খুশি হলো শুনে।

২০-৯-২০০১

সকালবেলা রবীন্দ্রনাথের বইগুলো নিজের হাতে সাজালাম। বহু বছরের সঞ্চয়। আটটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেই সিরাজের পাঠানো পাঁচজন তরুণ এসে পড়ল। সিরাজ এল একবার। চা খেলাম সবাই একসঙ্গে। তারপর বইপত্র নেওয়ার পালা। রানু আর কাজের মেয়েটিকে আজ পাঠিয়ে দিলাম আগে। পরে আমি এসেছি। আম্মা আমি আসার পরে এলেন। চেয়ারে তিনজন তুলে নিচ্ছে। মাসুম আছে। আমি থাকলাম। ওপরে গেলাম। আম্মাকে ড্রয়িংরুমে বসানো হলো। বলছেন, আমার ঘরে যাব। এখানে ভালো লাগছে না।— পরিচিত পরিবেশ। ঘরের আশবাবপত্র ঠিক করা হয়েছে। সকালে মাসুম মিলাদ পড়িয়েছে। আম্মার ঘরেই মেজো ভাই এল। কচির বৌকে দেখে ডাকলাম, এল। আম্মাকে অভয় দেওয়া হলো সবাই মিলে। ডায়েরি লিখলাম। নতুন ফ্ল্যাটের ড্রয়িংরুমে সোফায় শুয়ে শুয়ে।

জীবন এত বিস্ময়কর! আজ বিকেলেই নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসেছি। সকলের সমবেত সহযোগিতায়। বিশেষত মেকানিক সিরাজের অবদান অতুলনীয়। তিন দিনের— ১৮, ১৯, ২০এর— মধ্যেই উঠে আসতে পারলাম। সবার ওপরে মহান আল্লাহতায়ালার শোকর গোজার করছি। আম্মা ও মাসুমরা আমারই ওপরতলায় এসেছে আজ দুপুরে। মাসুদ এসেছে গতকাল। কচি আগামীকাল আসবে। একটু আগে মাসুম নিয়ে গিয়েছিল তার ফ্ল্যাটে। ভারি সুন্দর সাজিয়েছে। আম্মার সঙ্গে দেখা করে, হাত মিলিয়ে, এলাম।

AMARBOI.COM

২১-৯-২০০১

গত রাতে ঘুম হয়নি। ঘুমের ওষুধ খেতে ভুলে গিয়েছিলাম। প্রথম রাতে এক ঘণ্টা, সকালের দিকে ঘণ্টা দুয়েক মাত্র ঘুমিয়েছি। সকালে উঠে গোসল করে ফেললাম। নাশতা করে ওষুধ খেয়ে এখন একটু ভালো লাগছে। নিজের প্রতি উপদেশ : কথা কম, শান্ত থাকো, নির্বিরোধ থাকো, কর্মময় হও কিন্তু নিঃশব্দে। উত্তেজনামুক্ত থাকো, টেনশনমুক্ত থাকো।

সকালবেলা জিনান-আসিফ-জাহিনরা এল। এই ফ্ল্যাটে এই প্রথম এল ওরা। ভালো এবং বড়, এই হচ্ছে জিনানের অভিমত— আগের ফ্ল্যাটের চেয়ে, লাক্‌সারিয়াস্ বলতে যা বোঝায়।

বিকেল। জাহিন মিশা-মানা'র সঙ্গে খেলছে ড্রয়িংরুমে। আমি সোফায় বসে লিখছি। সকাল থেকে ছোট বাহারি ঝাড়বাতিগুলো লাগিয়েছে মোবারক। টেলিফোন শোবার ঘরে। আসিফ এখন জিনানদের ঘরে ঘুমোচ্ছে। স্মৃতি এসে রানু আর জিনানকে নিয়ে গেল ওপরে, ওদের ফ্ল্যাট দেখাতে, আম্মার সঙ্গে দেখা করে আসতে।

আলিম আজিজের ফোন। আগামীকাল রেজাউদ্দিন স্টালিনের পারফর্মিং আর্ট সেন্টারের অনুষ্ঠান কবি আজীজুল হকের ওপরে। তার লেখ্য ভাষ্য, 'আজীজুল হকের প্রথম কবিতাগ্রন্থ' নামে তাকে দেবো। সোমবার সন্ধের পরে আসবে। ঈদের গল্প (দীর্ঘ) এ মাসেই দিতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২-৯-২০০১

সারাদিন 'আজিজুল হকের *বিনষ্টের চিৎকার*' প্রবন্ধটি তৈরি করেছি। মাঝে প্রধান দরোজার লক বদলানো, সিটকিনি লাগানো ইত্যাদি কাজ করাতে হলো কয়েক ঘণ্টা ধরে। সন্ধ্যায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে গেলাম পারফর্মিং আর্ট সেন্টার-এর কবি আজীজুল হকের স্মরণসভায়। উদ্যোক্তা : রেজাউদ্দিন স্টালিন। উপস্থাপনাও তারই। সভাপতি : ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। প্রধান অতিথি : ড. রফিকুল ইসলাম। আলোচনা : আহমাদ মাযহার, নাসির আহমদ, আবু সালেহ, মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, সমুদ্র গুপ্ত প্রমুখ। কবি আজীজুল হকের কবিতা পাঠ-আবৃত্তি করল– সুহিতা সুলতানা, তারেক মাহমুদ, ত্রিদিব দস্তিদার প্রমুখ। আমি আলোচক হিশেবে আমার 'আজীজুল হকের *বিনষ্টের চিৎকার*' প্রবন্ধটির কিছু অংশ পড়লাম, কিছু মৌখিক বললাম, দীর্ঘ সুন্দর অনুষ্ঠান হলো। রাত ন'টার দিকে বাড়িতে ফিরলাম।

বেশ কয়েকদিন পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে– বাড়িবদলের ঝামেলায় কয়েকদিন বেরোতে পারিনি– খুব ভালো লাগল।

AMARBOI.COM

রাতে ফোনে দীর্ঘক্ষণ কথা বলল খিলখিল কাজী। হাসনাতের মেয়ের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলল। আমি তাকে অভয় দিলাম। কম্পিউটারে কাজটি করেছে, কিন্তু সিডি করে বাজারজাত করেনি। বলল, কলকাতার HMV বা অন্যেরা নজরুলের যেমন ক্যাসেট-সিডি ইত্যাদি বের করছে, সেগুলোর রয়ালটি তারা পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বাংলাদেশের ক্যাসেট-সিডি-এ্যালবাম নির্মাতারা ওদের রয়ালটি দিচ্ছে না। কাজী সব্যসাচীর ডায়েরি-স্মৃতিকথা ইত্যাদি রয়েছে কল্যাণী কাজীর কাছে। সেটা বের করতে চায় ওরা। আমি বললাম, এর উত্তরাধিকারী খিলখিলদের পরিবারই – নজরুলের সকল উত্তরাধিকারী নয়। ঘুমোতে গেলাম রাত এগারোটায়।

২৫-৯-২০০১

সারাদিন প্রস্তুতি নিলাম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে নিয়ে আলোচনা করব বলে। বিকেলে পাঁচটায় বেরুলাম। সাতটারও পরে বিটিভিতে রেকর্ডিং হলো। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পর্কে স্মরণ-অনুষ্ঠান। উপস্থাপক : প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম। আলোচক : আহমদ কবির এবং আমি। প্রযোজক : আবদুল হালিম। সম্প্রচার : ৩০.৯.২০০১। গ্রীন রোডে ফেরার সময় আহমদ কবিরকে নিয়ে এলাম। মগবাজারের মোড়ে নেমে গেল। রাতে ফিরে জিনানকে ফোন করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

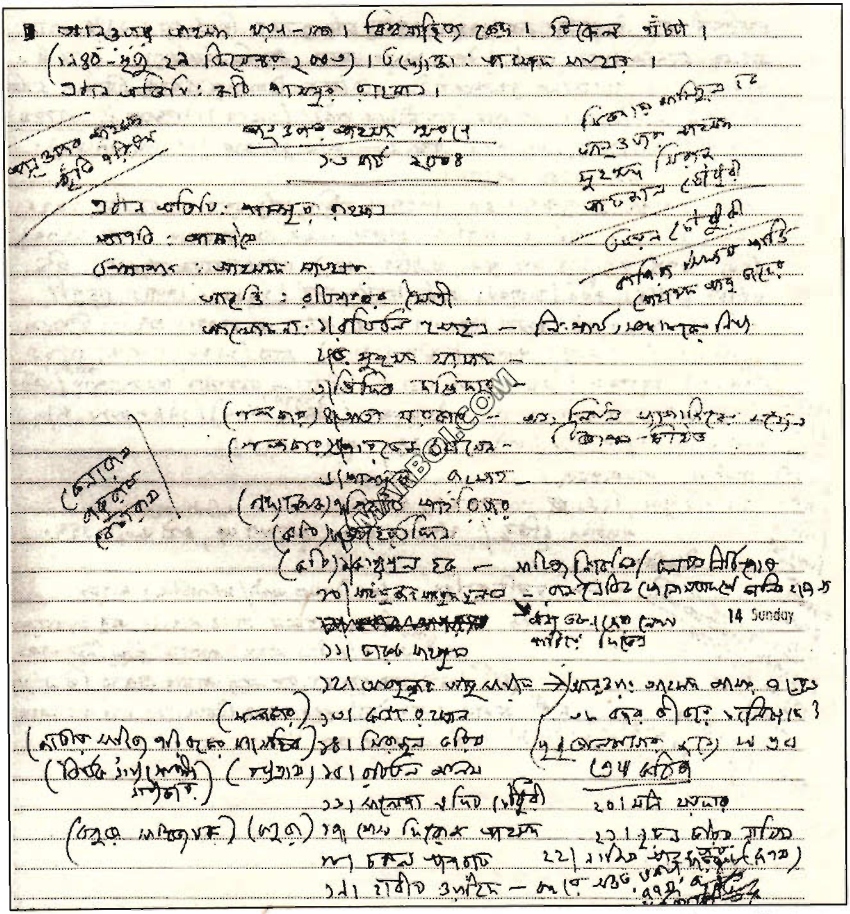

আমার বন্ধু আন্‌ওয়ার আহমদের (১৯৪০-২০০৩) অকালপ্রয়াণের পরে মূলত আহমদ মাযহার, মনি হায়দার, রূপম আন্‌ওয়ারের উদ্যোগে 'আন্‌ওয়ার আহমদ স্মৃতিপরিষদ' গঠিত হয়। আমাকে করা হয় তার সভাপতি। ২০০৪-এর ১৩ই মার্চের এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিশেবে এসেছিলেন কবি শামসুর রাহমান — তখনই তিনি অশক্ত। অন্যান্য অনেকের মধ্যে ছিলেন কণ্ঠস্বর-সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদও। আমার নোটে দেখছি ছিল কবি ত্রিদিব দস্তিদারও — যাকে আমরা তার কিছুকাল পরেই হারিয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬-৯-২০০১

বিকেলে শামসুজ্জামান খান (মহাপরিচালক, জাতীয় জাদুঘর) ফোন করলেন। 'কবি মঈনুদ্দীন : জীবন ও কর্ম' নামে একটি সার্বিক লেখা ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে দিতে হবে অনুরোধ। কবি মঈনুদ্দীন জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের স্মরণিকার জন্যে। বিকেল পাঁচটার দিকে গিয়ে আটটা পর্যন্ত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে কাজ করলাম। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সম্পাদিতব্য বইয়ের অনেক কাজ জমে উঠেছে।

৪-১০-২০০১

ফরিদ আহমেদের ফোন। আবু হেনা মোস্তফা কামালের *কবিতাসমগ্র*-র তাগিদ। আগামী সপ্তাহে দেবো জানালাম।

টিভি প্রযোজক সৈয়দ জামানের ফোন। কবি গোলাম মোস্তফা স্মরণে অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করতে হবে। রেকর্ডিং ৯.১০.২০০১, মঙ্গলবার, সন্ধে সাড়ে-সাতটায় কবি গোলাম মোস্তফার কবিতা আবৃত্তি, *বিশ্বনবী* থেকে পাঠ, ইসলামি গান আর প্রেমের গান, বৃন্দআবৃত্তি ইত্যাদি হবে। কোনো আলাদা আলোচনা থাকছে না। উপস্থাপন এবং খেই ধরিয়ে দেওয়ার কাজ আমার। প্রযোজক জানালেন, মোস্তফা মনোয়ারের ইচ্ছা এই প্রোগ্রাম উপস্থাপনার জন্যে বলা হয়েছে আমাকে।

AMARBOI.COM

৫-১০-২০০১

গত দু'দিন ছুটোছুটি গেছে খুব, আজ ইচ্ছা করেই সারাদিন বাড়িতে থাকলাম। প্রতিদিন তো বই গুছোনোর পালা চলছে সকালবেলা। আজো করলাম। এর পরে কয়েকদিন গ্যাপ দেবো ঠিক করলাম।

'কবি গোলাম মোস্তফা স্মরণে' টিভি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। একই সঙ্গে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে প্রকাশিতব্য গোলাম মোস্তফার *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র কবিতা নির্বাচন ও ভূমিকা লেখার কাজ ধরেছি।

ব্রাত্য রাইসুর ফোন। *শুদ্ধতম কবি* কিভাবে লিখলাম, প্রকাশের পরে প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে স্মৃতিচারণ। আগামী সপ্তায় দেবো বললাম।

আবিদ আজাদের ফোন। নানা বিষয়ে কথা বলল। বিটিভিতে স্বরচিত কবিতাপাঠের অনুষ্ঠান, কবে হবে জানাতে বললাম। 'জীবনানন্দ স্মরণে' অনুষ্ঠানের জন্যে বলল টিভি-তে। ২৬শে অক্টোবর জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বিকেলে অনুষ্ঠান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬-১০-২০০১

কবি গোলাম মোস্তফার *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র জন্যে কবিতা নির্বাচন করলাম আরো কয়েকটি। ভূমিকা লেখাও ধরেছি। আগামীকাল সম্পূর্ণ করব ইনশাআল্লাহ।

শবনম মুশতারীর ফোন : খুশি। নভেম্বরের ৯ তারিখে তালিম হোসেনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। জাতীয় জাদুঘরে। কাল আবার ফোন করবে।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ফোন : বাসায় আসবেন বললেন। এলেনও কিছুক্ষণ পর। আমার নতুন ফ্ল্যাটবাড়ির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। *কণ্ঠস্বর* বিষয়ক তাঁর স্মৃতিকথার জন্যে শশাঙ্ক পাল এবং আবুল হাসান সম্পর্কে কিছু তথ্য ও সংবাদ জেনে নিলেন।

রাত্রি এগারোটা নাগাদ ঘুমিয়ে পড়লাম।

৯-১০-২০০১

বিটিভি। সন্ধে সাড়ে-ছয়টা।

কবি গোলাম মোস্তফা স্মরণে অনুষ্ঠান। প্রযোজক : সৈয়দ জামান। উপস্থাপক : আমি। কোনো আলোচক থাকছে না। কবিতা আবৃত্তি, বৃন্দআবৃত্তি, প্রেমের গান আর ইসলামি গান *বিশ্বনবী* থেকে পাঠ ইত্যাদি থাকবে। আমি পুরোটাই অনুষ্ঠান চালাব। অনুষ্ঠান ১৩.১০.২০০১-এ রাতে সম্প্রচারিত হয়েছে।

অনুষ্ঠান করলাম। উপস্থাপক : আমি। প্রযোজক : সৈয়দ জামান। আসাদ চৌধুরী ছিল যথারীতি— আবৃত্তিকার হিশেবে। গোলাম মোস্তফার বড় মেয়ে ফিরোজা বুবু এলেন গো.মো.র বইপত্র ছবি ইত্যাদি নিয়ে। তিনিই সবচেয়ে উৎসাহী। এবার অবশ্য মোস্তফা মনোয়ার পুরো প্রোগ্রামের নেপথ্যে ছিলেন। শবনম মুশতারীর সঙ্গে ফোনে কথা হলো, আগেও কথা হয়েছে। এই প্রোগ্রামের ব্যাপারে, একটি প্রেমের গজল-গান গাইবে সে। খালিদ হোসেন গাইবেন। আবৃত্তিকার একটি মেয়েকে বসে থাকতে দেখলাম, ফিরোজা বুবু জানালেন, গোলাম মোস্তফার বড় ছেলে তাঁর বড় ভাই আনোয়ারের মেয়ে। ভালোভাবেই প্রোগ্রাম হলো। ফেরার সময় দেখলাম সিরাজ স্যার (ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী)। নিজেই এগিয়ে এসে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। চেকও পাওয়া গেল। সব মিলিয়ে সন্ধ্যাটি ভালোই কাটল।

রাত দশটার দিকে বাড়ি ফিরে জিনান-জাহিনের সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। পরে মুস্তাফা মাসুদের সঙ্গে (সম্পাদক, *অগ্রপথিক*) ফোনে কথা। সন্ধেবেলা এসেছিল— রানু জানিয়েছিল। তারপর আবিদ আজাদের সঙ্গে কথা হলো।

ঘুমোতে ঘুমোতে রাত এগারোটাও ছাড়িয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬-১০-২০০১
সকালবেলা বাংলা একাডেমীতে গেলাম। ন'টার সময়। নূরুল ইসলাম (বাঙালি), মোবারক হোসেন, সেলিনা হোসেন। নূরুল ইসলামের কক্ষে চা। মোবারক হোসেনের কক্ষে *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-রচনাবলী*-র তৃতীয় খণ্ডের 'বিবিধ প্রবন্ধ' বিভাগের আরো ২৫টি প্রবন্ধ দিলাম। বইটি প্রেসে গেছে। *আবদুল কাদির-রচনাবলী*-র প্রথম খণ্ডের টেক্‌স্‌ট (নজরুল সম্পর্কিত তাবৎ রচনা আগেই দিয়েছিলাম— আজ দিলাম আরো দুটি) দেয়া ছিল। আজ দিলাম ভূমিকা ও পরিশেষ-অংশ : ১. জীবনপঞ্জি, ২. গ্রন্থপঞ্জি, ৩. রচনা-পরিচয়, ৪. আবদুল কাদির-সম্পাদিত *জয়তী* পত্রিকা, ৫. আবদুল কাদির : পথিকৃৎ নজরুল-গবেষক। বা-এ সেল্‌স্‌ থেকে কিছু বই কিনলাম। নূ.ই. আজ অনেকক্ষণ সঙ্গ দিল। দুপুরে বাসায়।

বিকেলে জিনানের বাড়িতে। মেজ্‌জুর বাড়ি হয়ে। রানু আর আমি। জিনান-জাহিনের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটালাম। ফিরে রাতে দু'বার ফোন করলাম।

দুপুরে বেশ কয়েকটা ফোন এসেছিল। তার মধ্যে দরকারি ফরিদ আহমেদের ফোন। আগামী রোববারে আ.হে.মো.কা.-এর *কবিতাসমগ্র*-এর বাকি কবিতা দেবো ইনশাআল্লাহ। টিভি থেকে প্রযোজক সালাম শিকদারের ফোন— পরে মারুফ রায়হান। যাব কাল।

সারাদিনে একটি বিশিষ্ট চরিত্রের দেখা পেলাম। সকালবেলা বা-এ-তে যাওয়ার সময়ে রিকশাওয়ালাটি। বলল, সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত কাজ করে, আধ রোজ, ২৫ টাকা মালিককে রিকশা ভাড়া দ্যায়, চকবাজারের রিকশা, নিজেও সেদিকে থাকে, ১৫০ টাকা তার প্রতিদিনের টার্গেট, ওই টাকা দশটার মধ্যে হয়ে গেলে ও বাসায় ফিরে যাবে। এরকম সংযত চরিত্র কোটিতে গুটিক মেলে।

১৭-১০-২০০১
বিটিভি।

সকাল সাড়ে-এগারোটা। জীবনানন্দ দাশ স্মরণে অনুষ্ঠান। প্রযোজক : সালাম শিকদার। উপস্থাপক : মারুফ রায়হান। আমি আলোচক। প্রশ্ন করবে তিনটি বিষয়ে : ১) ক্রমঅগ্রগতি; ২) প্রাসঙ্গিকতা; ৩) আধুনিকতা— চিরকালের আধুনিকতা। 'বনলতা সেন', 'হে জননী, হে জীবন' কবিতাগুলো আবৃত্তি করবে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলাম। টিভি অফিস থেকে বেলা দেড়টার মধ্যে ফিরেছি। ঘুম। বিকেলে, বৃষ্টির পরে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র অফিস। জীবনানন্দ দাশের *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র টেকসট দিলাম। আমার সম্পাদিত *কবিতাসমগ্র* থেকে দ্রুত নির্বাচিত। আরো কয়েকটি কবিতা বাছাই এবং অগ্রন্থিত কবিতা থেকে দিতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*-এর টেকসট ফাইনাল প্রুফ দেখে দিলাম। ভূমিকা দেওয়া হয়নি এখনো। প্রেমেন্দ্র মিত্রের *শ্রেষ্ঠ*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল-সঙ্গীত সাধনায়
অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য
বরেণ্য সঙ্গীতশিল্পী

খালিদ হোসেন

এবং

নজরুল চর্চায়
অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য
বরেণ্য নজরুল-গবেষক

অধ্যাপক আবদুল মান্নান সৈয়দ-কে

নজরুল পদক ২০০০ প্রদান

AMARBOI.COM

২০০০ সালে নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে নজরুল-পদক দেওয়া হয়েছিল নজরুল-সংগীতের নির্ঝর খালিদ হোসেন আর আমাকে। কবি-সমালোচক মুহম্মদ নূরুল হুদা তখন ন.ই.এর নির্বাহী পরিচালক। ড. রফিকুল ইসলাম চেয়ারম্যান। অনেক বছর আগে এক সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে এসে মুহম্মদ নূরুল হুদা জানিয়েছিল, আমাকে দেওয়া হয়েছে 'লেখক শিবির পুরস্কার'। ওই পুরস্কারের প্রথম প্রাপক ছিলাম প্রাবন্ধিক হিশেবে আমি, কবি হিশেবে নির্মলেন্দু গুণ আর ঔপন্যাসিক হিশেবে হুমায়ূন আহমেদ। আহমদ ছফা তখন 'লেখক শিবির'-এর সভাপতি। আমার এই দুই পুরস্কারের সঙ্গেই কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার সংযোগ ভুলতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প-এর টেকসটের প্রুফ হয়ে গেছে। এরও ভূমিকা দেওয়া হয়নি। জীবনানন্দ দাশের *কবিতার কথা*-র ভূমিকা লিখছি। এর শুধু ভূমিকা লেখাই কাজ আমার।

এদিকে দিন কয়েক আগে মইনুল আহসান সাবের এসে দিয়ে গেছে চৌধুরী শামসুর রহমানের দুটি স্মৃতিকথা—*মুসাফির* আর *পঁচিশ বছর*। এটি স্মৃতিকথা হিশেবে বেরুবে। এই বইয়ের ভূমিকা লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে রাত্রি আটটা পর্যন্ত কাজ করলাম। তারপর সায়ীদ ভাই আমার রুমে এলেন। *ভালোবাসার সাম্পান* নামে যে-স্মৃতিকথা লিখছেন, তার আলোচনা। আরো নানারকম আলোচনা। বালকোচিত উৎসাহ। রাত দশটায় ফিরলাম। খাওয়া। আহমাদ মাযহারের ফোন। এক ঘণ্টা।

২২-১০-২০০১

বিকেলে বা-এ। আগে গেলাম মহাপরিচালক প্রফেসর রফিকুল ইসলামের ঘরে। স্যার বিনম্রভাবেই হাসিমুখে আহ্বান জানালেন। বেশ কিছুক্ষণ স্যারের ওখানে বসলাম। কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা-রা। চা খেয়ে চারটের সময় অনুষ্ঠান। জীবনানন্দ সম্পর্কে বললাম আধ ঘণ্টার মতো। প্রথম মহাপচালকের স্বাগত ভাষণ। আমার পরে বলল হুদা। অনুষ্ঠানশেষে বিশ্বসাহিত্যকেন্দ্র হয়ে বাসায় চলে এলাম। ক্লান্ত লাগছিল।

AMARBOI.COM

২৪-১০-২০০১

শাহাদাৎ হোসেনের *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র ভূমিকা লিখতে লিখতে কবি আবুল হোসেনকে ফোন করলাম। আবুল ভাই বর্ণনা দিলেন শাহাদাৎ হোসেনের। সুদর্শন, উজ্জ্বল, পৌরুষদীপ্ত। অভিনয় করতে দ্যাখেননি, শুনেছেন। ঢাকা রেডিওতে নির্দিষ্ট কোনো কাজ করতে হতো না, স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন মাঝে মাঝে, আর শিশুদের অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করতেন। আজিমপুরে সরকারি ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। কোনো কারণ ঘটেনি, ঢাকা ভালো লাগেনি বলেই চলে গিয়েছিলেন। কলকাতায় 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি'তে বা দৈনিক *আজাদে* যেতেন, ঢাকায় কারো সঙ্গে তেমন মেলামেশা করতেন না। খামখেয়ালি ছিলেন। বন্ধুতা ছিল আয়নুল হক খাঁ, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মহীউদ্দীন, আবদুল কাদির, চৌধুরী শামসুর রহমান প্রমুখের সঙ্গে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশতেন। পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন না, তবে এদেশে এসেছিলেন।

শবনম মুশতারীর ফোন। ৯ই নভেম্বর বিকেল জাতীয় জাদুঘরের প্রধান অডিটোরিয়ামে তালিম হোসেন পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। যেতে হবে। বেলা চারটের সময় বা-এ-তে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদীর ওপর মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম বললেন। সভাপতি : মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী। স্বাগত ভাষণ : ড. রফিকুল ইসলাম। সুভাষ বসুর সঙ্গে মওলানা বার্মা সীমান্তে দেখা করেছিলেন, চৌধুরী শাহেব জানালেন।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র হয়ে বাড়ি এলাম। শাহাদাৎ হোসেনের *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র ভূমিকা জমা দিলাম।

২৬-১০-২০০১

সকালে সাজ্জাদ শরিফকে ফোন করলাম। *শুদ্ধতম কবি* সম্পর্কে স্মৃতিচারণ লেখার পরে ফোন করে ওকে একদিন আসতে বললাম, ও আসবে, আর-কেউ, হয়তো আহমাদ মাযহার, রাতে এখানে খাবে, আড্ডা চলবে দীর্ঘ। নানা বিষয়ে আলাপ হলো আরো।

ওর কথামতোই শামসুর রাহমানকে ফোন করলাম।

কুশল বিনিময়ের পর রাহমান ভাইয়ের কাছ থেকে জানলাম *সোনার বাংলা*-য় তিনি যখন লিখতেন, তখন সম্পাদক ছিলেন নলিনীকিশোর গুহ, তাঁর অনুজ প্রফুল্লকুমার গুহও পত্রিকা দেখতেন। *সোনার বাংলা*-য় লিখতেন জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। শাহাদাৎ হোসেনের সঙ্গে শামসুর রাহমান একসঙ্গে কবিতা পড়েছেন রেডিওতে, কবিতা পড়তেন নাটকীয় ধরনে, remarkable eyes, আবন মিয়ার দোকানে তাকে দেখতেন একা বসে আছে, কারো সঙ্গে মিশতে দ্যাখেননি, কথাও হয়নি কোনোদিন।

২৭-১০-২০০১

কাজী দীন মুহম্মদ সংবর্ধনা-গ্রন্থ-র জন্যে এ বছরের প্রথম দিকে একটি তরুণ ঘোরাঘুরি করছিল। শেষে ৮-১-২০০১-এ তার জন্যে ৪ ছত্রের একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য-কবিতা লিখে দিয়েছিলাম। একটা টুকরো কাগজে পেয়ে সেটা এখানে টুকে রাখছি :

কাজী দীন মুহম্মদ

কোনো কোনো ঋণ অপরিশোধ্য থেকে যায়।
শুধু ব্যক্তিগত নয়— জাতিগত ঋণ।
কাজী দীন মুহম্মদ আমাদের সেই সূর্যকরোজ্জ্বল দিন,
চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রি। আমরা স্নাত তাঁর নিজস্ব আভায় ॥

২৮-১০-২০০১

সকালবেলা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* গ্রন্থের সূচিপত্র চূড়ান্ত করলাম। (দ্র. ২৫শে জুনের ডায়েরি) বিকেলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে গিয়ে জমা দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারাদিন খেটে তৈরি করলাম : *শিখা*-সংকলন। *শিখা* বার্ষিকীর পাঁচটি সংখ্যার নির্বাচিত রচনার সংকলন। একুশের প্রকাশক কাইয়ুম শাহেবের কাছে জমা দিলাম। নাম দিলাম কাইয়ুম শাহেব সহযোগে এরকম– *শিখা-সংকলন / 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দলিল*।

আগামী মাসের ২৫শে তারিখে ভূমিকা ও পরিশেষ দেবো ইনশাআল্লাহ। ৩ থেকে ৫ ফর্মা হবে।

আজ কয়েকটি ফোন করেছিলাম সারাদিনে।

কবি আবুল হোসেনকে ॥ চৌধুরী শামসুর রহমান সম্পর্কে বেশ কিছু জানা গেল।

শবনম মুশতারীকে তালিম হোসেন ট্রাস্ট-এর উপদেশকমণ্ডলীর সদস্য হিশেবে সম্মত আছি, জানালাম।

অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদল কাইয়ুমকে ॥ চৌধুরী শামসুর রহমান সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা গেল। চৌ.শা.র.-এর স্মৃতিকথার ভূমিকায় উল্লেখ করব।

৩০-১০-২০০১

সারাদিন খেটে চৌধুরী শামসুর রহমানের দুটি গ্রন্থ *মুসাফির* ও *পঁচিশ বছর*-এর একটি ভূমিকা লিখলাম। সন্ধেবেলা মইনুল আহসান সাবের এল। 'দিব্য প্রকাশ' থেকে বইটি বের করবে। আমি নাম দিতে বললাম *স্মৃতিকথা*। সাবের বেশ কিছুক্ষণ ছিল। ভালো লাগল।

কবি আবুল হোসেন ফোন করলেন। জানালেন, প্রফেসর আফসারউদ্দিনরা আমার জন্যে যে-বক্তৃতার আয়োজন করেছেন, সেটা ১৪ তারিখে বিকেলে হবে। দেশ-জাতি-সাহিত্য নিয়ে আরো নানারকম কথা হলো। আবুল ভাই সাহিত্য প্রসঙ্গে দুটি শব্দ খুব ব্যবহার করেন– 'রুচি' এবং 'রসবোধ'। তিনি বললেন, এই সাহিত্য-রসবোধে কাজী আবদুল ওদুদের ঘাটতি ছিল। তিনি মনে করেন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর মধ্যে রসবোধ ছিল এবং তিনি কাজী আবদুল ওদুদের চেয়ে বড় প্রাবন্ধিক। এখন মনে হচ্ছে, রসস্রষ্টা প্রাবন্ধিক হিশেবে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী *শিখা*-গোষ্ঠীর এবং সমসাময়িক অন্য প্রাবন্ধিকদের চেয়ে উঁচুতে ছিলেন।

সন্ধেবেলা রানুকে নিয়ে নিউমার্কেটে। শবেবরাতের কেনাকাটা হলো ঢের।

দুপুরে মেজোভাবি আর ঝিনুক এসেছিল। সাগরের বিয়ের দাওয়াত দিল। ১১ই তারিখে বিয়ে, ১৪ই তারিখে বৌভাত।

৩১-১০-২০০১

সকালবেলা প্রফেসর আফসারউদ্দিনকে ফোন করলাম। ১৪ই নভেম্বর বিকেল সাড়ে-চারটায় 'অবসর ভবনে' ওদের প্রোগ্রাম। বিষয় : 'জীবনানন্দ দাশ : তাঁর রোমান্টিকতা'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

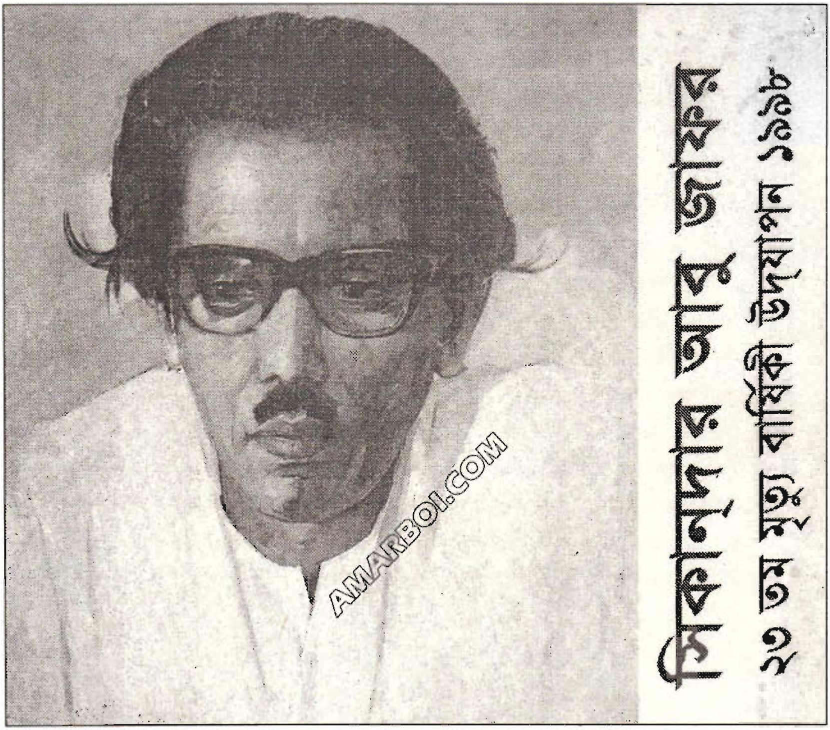

শিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীর আর কবি বেলাল চৌধুরীর উদ্যোগিতায় আমরা অনেক বছর ধরে কবি-সম্পাদক সিকান্‌দার আবু জাফরের মৃত্যুবার্ষিকী (৫ই আগস্ট) উদযাপন করে যাচ্ছি। এ উপলক্ষে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি স্মরণিকা সম্পাদনা করেছি আমি। তারই একটি।

আফসারউদ্দিন শাহেবই বলে বলে আবুল ভাইকে স্মৃতিকথা লেখাচ্ছেন। প্রত্যেক সপ্তায় আবুল ভাই তাঁকে ঘণ্টাখানেক স্মৃতিকথাটি পড়ে শোনান।

অমিয় চক্রবর্তীর *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*-এর নির্বাচিত তালিকা তৈরি করলাম। (২৬শে জুন ২০০১) বিকেলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে জমা দিলাম।

প্রমথ চৌধুরীর *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*-এর একটি তালিকা প্রাথমিকভাবে তৈরি করলাম। অসম্পূর্ণ। প্রস্তুয়মান। (২৭শে জুন ২০০১) পরে সম্পূর্ণ হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*-এর প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুয়মান। (২৭শে জুন ২০০১)। পরে সম্পূর্ণ করতে হবে। এটি দ্বিতীয় খণ্ড : সমাজ। প্রথম খণ্ড আগেই জমা দিয়েছি। দুটোরই ভূমিকা নতুন দিতে হবে।

৮-১১-২০০১
মানববিদ্যা কেন্দ্র, ঢা.বি.। সকাল এগারোটা।

'মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী : সাহিত্য-ভাবনা'। লিখিত বক্তৃতা। ৪৫ মিনিট। মানববিদ্যা কেন্দ্রের পরিচালক প্রফেসর আহমদ কবিরের ফোন অনুসারে।

রাত সাড়ে-আটটা। আসবে আলিম আজিজ। গল্প নিতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর মানববিদ্যা। গবেষণাকেন্দ্রে সকাল এগারোটায় 'মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী : সাহিত্য-ভাবনা' প্রবন্ধ পড়লাম। সভাপতি : ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। আলোচক : ড. মাসুদুজ্জামান, প্রফেসর মোহাম্মদ আবু জাফর ও ড. আনিসুজ্জামান। অনুষ্ঠান উপস্থাপন করলেন গবেষণাকেন্দ্রের পরিচালক প্রফেসর আহমদ কবির। হৃদয়গ্রাহী আলোচনা হলো। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর পুত্র বিনীত ওয়াজিহুর রহমান ও মনোরম আশরাফ আলী উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী, সুধী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ফ্যাকাল্টির পিছনের চারতলায় মানববিদ্যা কেন্দ্রে হলো এই অনুষ্ঠান।

AMARBOI.COM

৯-১১-২০০১
সকালে নন্দিনী আয়োজিত অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সভাপতি ফজলে রাব্বি, প্রধান উপদেষ্টা আশরাফ সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক : (সম্রাজ্ঞী) সুলতানা রিজিয়া স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট এবং একটি সুন্দর ক্রেস্ট পাওয়া গেল। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি *বেগম*-সম্পাদিকা নূরজাহান বেগমের হাত থেকে। ফজলে রাব্বি ভাই, কাজী রোজী প্রমুখের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ হলো। বাড়ি পৌঁছে দিল আমাকে আর সাযযাদ কাদিরকে বেদু (আমিনুল ইসলাম বেদু) তার গাড়িতে। 'নন্দিনী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সাহিত্যসম্মেলন' নামে আমাদের পরিচিতি সংবলিত সুন্দর একটি স্মরণিকা বের করেছে।

বিকেলে গেলাম 'তালিম হোসেন শ্রেষ্ঠ পুরস্কার' অনুষ্ঠানে। সভাপতি : ড. মোজাফফর আহমদ। আলোচক : সাব্বির আহমদ চৌধুরী, আমি এবং খালিদ হোসেন। পুরস্কারপ্রাপক : ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও গায়ক জুলহাসউদ্দিন আহমদ। আহ্বায়ক : শবনম মুশতারী। সুন্দর হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠান হলো। সাতজনের একটি উপদেশকমণ্ডলী তৈরি হলো এবার তালিম হোসেন ট্রাস্টের— আমি তার একজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩-১১-২০০১

শবনম মুশতারীর ফোন। কিছু কথাবার্তা হলো।

আলিম আজিজের ফোন। রাতে আসবে বলল।

সিকদার আমিনুল হক ॥ এক ঘণ্টা কথা বলল। প্রসঙ্গ : বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি। জীবনযাপনের ধারা সম্পর্কে– জলপাইএর তেল খেতে বলল—ভুট্টার (cornoil) তেল খেতে বলল। এক ঘণ্টা হাঁটার কথা। সিকদারকে মনে হলো আশাবাদী, আনন্দবাদী, বিলাসবাদী। দশ লাখ টাকা দিয়ে টয়োটা VISTA গাড়ি কিনেছে বলল। এইসব প্যাঁচাল। বনানী-বারিধারায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে যাবে। সাহিত্যের কোনো কথা নেই।

১৪-১১-২০০১

বিকেল সাড়ে-চারটা। অবসর ভবন। প্রফেসর আফসারউদ্দিনের উদ্যোগে অনুষ্ঠানে ভাষণ। ৩০-৪০ মিনিট। মাঝে উদ্যোক্তাদের একজন আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী (অবসরপ্রাপ্ত জয়েন্ট সেক্রেটারি) আমাকে ফোন করেছিলেন। এক সময় জগন্নাথ কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন, চেনা তখন থেকে, পরে সিএসপি। কবি আবুল হোসেন এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই আমার নাম প্রস্তাব করেছেন। 'অবসর ভবন' সাত মসজিদ রোডে মেডিনোভা'র উল্টোদিকে অবস্থিত– তার পাঁচতলায় অডিটোরিয়াম। 'সুগন্ধা' কমিউনিটি সেন্টারের ওপরে—খালেদ বলল।

'কাব্যকুঞ্জে'র অনষ্ঠানে 'অবসর ভবনে' যোগ দিলাম প্রধান অতিথি হিশেবে। আমিই প্রধান আলোচক। বিষয় : জীবনানন্দ দাশ এবং তার রোমান্টিকতা। সভাপতি : প্রফেসর আফসারউদ্দিন। সহ-সভাপতি : আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ শামসুল হুদা, লিলি হক, প্রফেসর মোজাফফর হোসেন প্রমুখ বেশ কয়েকজন। অনুষ্ঠান চমৎকার লাগল। বিকেলে অনুষ্ঠান। ফিরতে ফিরতে রাত আটটা বাজল।

১৬-১১-২০০১

সকাল থেকে 'কে ছিলেন বনলতা সেন?' প্রবন্ধটি লিখে যাচ্ছিলাম। এলেন বিনীত ওয়াজিহুর রহমান (ঢাকা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক)– মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর তৃতীয় পুত্র। অনেকক্ষণ ছিলেন। পারিবারিক অনেক কথা বললেন খোলামেলা– নিজের, বড় ভাইএর (সুশোভন আনোয়ার আলী), মেজো ভাইএর (মনোরম আশরাফ আলী), সুষমা নার্গিসের। দাদার অবস্থা ভাল ছিল। অন্যায়ের প্রতিবাদকারী মো-ও-আ লিখে অনেক কষ্ট করে সংসার চালাতেন। ওঁদের আপন বড় মামাই ছিলেন ওঁদের প্রধান আশ্রয়দাতা। অন্যায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

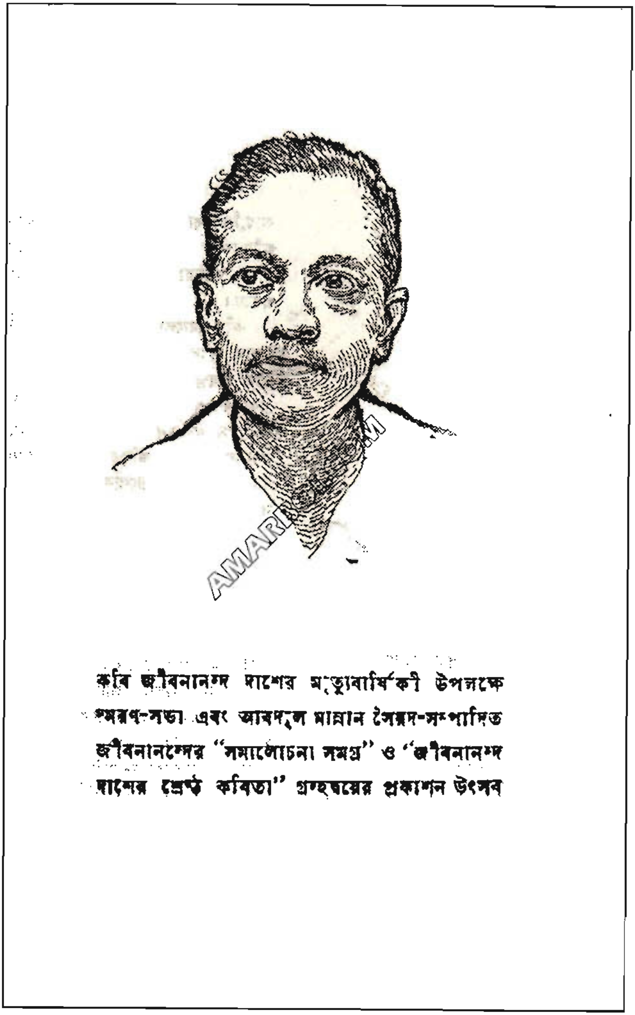

আন্ওয়ার আহমদের উদ্যোগে প্রকাশিত জীবনানন্দ-সংপৃক্ত আমার দুটি গ্রন্থের প্রকাশন-উৎসবের পুস্তিকা। *সমালোচনা-সমগ্র* বেরিয়েছিল রূপম প্রকাশনী থেকে।
আর জীবনানন্দ দাশের *শ্রেষ্ঠ কবিতা* বেরিয়েছিল নলেজ হোম থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি জীবনানন্দ দাশের
৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে

স্মরণসভা

২২ অক্টোবর, ১৯৯৬
৭ কার্তিক, ১৪০৩

জীবনানন্দ একাডেমী
৫১, গ্রীন রোড, ঢাকা ১২০৫

আবিদ আজাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জীবনানন্দ একাডেমী। আমি ছিলাম তার সভাপতি। একটিমাত্র অনুষ্ঠানই হয়েছিল, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। কবি আবুল হোসেন এসেছিলেন প্রধান অতিথি হিশেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিবাদকারী মো-ও-আ-কে দুবার মেরে ফেলার চেষ্টা হয়। প্রথমবার হাট থেকে ফিরছিলেন, সঙ্গে বিনীত, ছুরি মেরেছিল, মাথার ওপরে লেগেছিল, সে-দাগ শেষ পর্যন্ত ছিল, অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার ঘরের মধ্যে মধ্যে খলের ভেতরে নিজের ওষুধ মাড়ছিলেন, সে-সময় জানালা দিয়ে গুলি করেছিল। তিনি নড়ছিলেন বলে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বিনীত শাহেবকে সরল মানুষ বলে মনে হলো।

তিনটের সময় আতাহার খান (*পূর্ণিমা*) এল। *পূর্ণিমা* অফিসে গেলাম ওর সঙ্গে। 'কে ছিলেন বনলতা সেন?' তাকে দিলাম। *বিভাব* জীবনানন্দ-সংখ্যা থেকে ছবি নিল অনেকগুলো। ইউসুফ শরিফ, মুন্সী মান্নান, আবিদ আজাদ।

পূর্ণিমা অফিস থেকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে গেলাম। হুমায়ুন আমার সম্পাদিত নতুন প্রকাশিত দুটো বই দিল— হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* এবং কাজী নজরুল ইসলামের *শ্রেষ্ঠ গল্প*।

রাত ন-টার দিকে এল আলিম আজিজ। ছিল অনেকক্ষণ।

১৭-১১-২০০১

আমীরুল ইসলামের ফোন : চ্যানেল আই-এ 'নজরুলের ইসলামি গান' বিষয়ে আলোচনা। গেলাম দুপুরবেলা। গায়িকা ফেরদৌস আরা আমাকে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে নজরুলের ইসলামি গান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা।

আজ প্রথম রোযা। বাসায় ফিরে ইফতার করলাম। তার আগে জিনান-জাহিনের সঙ্গে কথা বললাম ফোনে।

২১-১১-২০০১

কবি আবুল হোসেনের ফোন : দীর্ঘ। সুধীন দত্তের কাছে গিয়েছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুবের চিঠি নিয়ে। সুধীন দত্ত প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'What can I do for you, young man?' সুধীন দত্ত তখন রাজেশ্বরীকে বিয়ে করে চৌরঙ্গিতে থাকছেন। ইংরেজিতে কথা বলতেন সুধীন। টি-শার্ট আর ট্রাইজার্স-পরা। অমিয় চক্রবর্তী কিন্তু বাংলাতেই কথাবার্তা বলতেন। অমিয় চক্রবর্তীর মামা সোমনাথ মৈত্র আবুল ভাইয়ের শিক্ষক ছিলেন (ইংরেজির) প্রেসিডেন্সি কলেজে। সুসজ্জিত থাকতেন খুব সো. মৈ.। সো. মৈত্রের বাড়িতে আবুল ভাই যেতেন খুব। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র (দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁর আপন ভাই) ওঁদের আত্মীয় ছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীরও আত্মীয়, কিন্তু আপন মামা নন।

মনজুরুর রহমান (প্রযোজক, বিটিভি)-এর ফোন : বাংলাদেশ টেলিভিশনে ৩০শে নভেম্বর 'শিল্পসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ' অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং। উপস্থাপক : শামসুজ্জামান খান। আমার আলোচ্য : আহমদ ছফার *ওংকার* উপন্যাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফজল শাহাবুদ্দীনের ফোন। বহুদিন পরে। আমার সম্পাদিত *জীবনানন্দ দাশের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র* তাঁর কাছে মনে হয়েছে একটি 'মনুমেন্টাল কাজ'। বললেন, তিনি মুসলমান এবং তিনি ঐতিহ্যবাহী। ফোনে কথা বলতে বলতেই আল মাহমুদের প্রবেশ বোঝা গেল। কবি আল মাহমুদের সঙ্গে কিছু কথা বললাম। চোখের অসুবিধার কথা বললেন।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের হুমায়ুনের সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। কয়েকটি বইএর ভূমিকা দিতে হবে দ্রুত।

শামসুজ্জামান খান (মহাপরিচালক, জাতীয় জাদুঘর)-এর ফোন। টিভি প্রোগ্রাম ব্যাপারে।

২৮-১১-২০০১

সকালবেলা কবি আবুল হোসেন ফোন করলেন। আবুল ভাই বললেন, শামসুর রাহমানের পরে তুমিই শ্রেষ্ঠ কবি। — আবুল ভাইকে আমার *নির্বাচিত কবিতা* বইটি উৎসর্গ করেছি। বইটি বোধহয় মাস দুয়েক আগে দিয়ে এসেছিলাম আবুল ভাইকে। আবুল ভাই বাড়তি কোনো মন্তব্য করেন না। দীর্ঘ সময় ধরে বইটি পড়ে উত্তেজিতভাবেই এই মন্তব্য করলেন। বললেন : তোমার কবিতা উত্তরোত্তর এগিয়ে গেছে। বললেন : বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করলেও কবিতাতেই তোমার প্রধান পরিচয়।— আরো অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন। চল্লিশের দশকের— তাঁদের সমসাময়িক— গল্পকার ফজলুল হক সম্পর্কে বললেন অনেক কথা। ফজলুল হক কলকাতায় কয়েকটি মাত্র গল্প লিখে সাড়া জাগিয়েছিলেন। আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর গল্পের খুব অনুরাগী ছিলেন। ময়মনসিংহে ছিল তার বাড়ি। কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে অপশন দিয়ে চলে এসেছিলেন দেশবিভাগের পরে। হতাশায় ভুগছিলেন। আত্মহত্যা করেন, নীলখেতে ট্রেনের নিচে নিজেকে সঁপে দিয়ে। দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন আবুল ভাই। আমার প্রশংসার পুনরাবৃত্তি করলেন। আবুল ভাই কোনোদিন আমার কবিতার কথা এভাবে বলেননি। দুপুরবেলা সায়ীদ ভাই ফোন করলেন। মুনীর চৌধুরী সম্পর্কে আজ তাঁকে একটি ভাষণ দিতে হবে। সে-সম্পর্কে জেনে নিলেন কিছু তথ্য ও সংবাদ। আবুল ভাইয়ের মন্তব্য— আমার কবিতা সম্পর্কে— জানালাম তাঁকে।

২৯-১১-২০০১

এখলাসউদ্দীন আহমদের ফোন : *জনকণ্ঠ* ঈদ-সংখ্যার জন্যে গল্প আগামী বুধবারে (২৮.১১.২০০১) দেবো জানালাম।

একুশের কাইয়ুম সাহেবের ফোন : *শিখা*-সংকলনের ভূমিকা ও পরিশেষ অংশের জন্যে। ঈদের পরে ধরব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরিদ আহমেদের (সময়) ফোন : আ. হে. মো. কা.এর *কাব্যসমগ্র*-এর জন্য ফোন। ঈদের আগেই দিতে হবে।

আতাহার খানের ফোন : *পূর্ণিমা* ঈদ-আনন্দ-সংখ্যার জন্যে গল্প। বৃহস্পতিবার দেবো জানালাম।

গোলাম আম্বিয়ার ফোন : *রোববারে* ঈদ-সংখ্যার গল্প। সোমবার রাতে দেবো জানালাম।

আসলাম সানীর ফোন : *বিচিত্রা*-র ঈদ-সংখ্যার গল্প। আজ ধরেছি। কাল সকালে আসতে বললাম।

মুস্তাফা মাসুদের ফোন : *অগ্রপথিক*-এর জন্যে শাহাদাৎ হোসেন সম্পর্কে প্রবন্ধ দিয়েছিলাম তার কিছু শব্দ বুঝতে পারছিল না, জেনে নিল। শাহাদাৎ হোসেনের *ইসলামী কবিতা* (তৃ.সং.) প্রেসে গেছে। আগের প্রবন্ধটি খুঁজছে, জানাল। চুক্তিপত্র ঈদের পরে স্বাক্ষর করলে চলবে।

মোবারক হোসেনের ফোন : *মো-ও-আ-রচনাবলী*-র তৃতীয় খণ্ড প্রেসে গেছে। বাকি রচনা (অগ্রন্থিত প্রবন্ধাদি) আগামী বৃহস্পতিবারে দেবো জানালাম। ভাষাভিত্তিক (ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে) একটি গল্পসংকলনের জন্যে 'একুশের গল্প' দিতে হবে একটি। আগামী বিষ্যুৎবার বা আর দু'তিন দিনের মধ্যে দেবো ইনশাআল্লাহ।

AMARBOI.COM

১৭-১২-২০০১
আজ ঈদুল ফিতর।

সকালবেলা বিষণ্নতা দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে ঈদের নামাজ পড়তে গেলাম। পড়ে এসে ভালো লাগল। স্বাভাবিক সামাজিক জীবন-যাপন যে কত ভালো, কত উপকারী! সেমাই নিয়ে আম্মার কাছে গেলাম মসজিদ থেকে ফিরে। জিনান-জাহিনের সঙ্গে ফোনে কথা বললাম।

মুস্তফা মাসুদের ফোন : আসবে একদিন বলল ঈদের ছুটিতে।

আলমগীরের ফোন : ঈদের পরে একদিন নিয়ে যাবে 'অবসর' অফিসে। দিন দশেক নিয়মিত ওর অফিসে বসে কাজগুলো শেষ করব— জানালাম। খুশি হলো। আমার বিষণ্নতার কথা জানাতে, বলল— বিষণ্নতা খুব খারাপ, আমি তো নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলি।

বিকেলে জিনানরা এল। শ্বশুরবাড়ি ঘুরে এসেছে। আসিফ, জাহিন। সঙ্গে আরজু ও টিংকু। অনেক হইচই। আনন্দ। খাওয়া-দাওয়া। আরজু-টিংকু খুব পছন্দ করল আমাদের এই নতুন এ্যাপার্টমেন্ট। রাতে জিনানদের মোহাম্মদপুরের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিলাম।

হেঁটে ফিরছি, যখন, রাত্রি প্রায় ন-টা, বাংলা একাডেমীর সেক্রেটারি মইনুল হাসানের সঙ্গে দেখা। এদিকেই থাকেন। দাঁড়িয়ে, হেঁটে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ হলো দেশ-কাল নিয়ে। সর্বব্যাপী হতাশার মধ্যে আমিই আশার কথা শোনালাম।

বাড়িতে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা পেরিয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

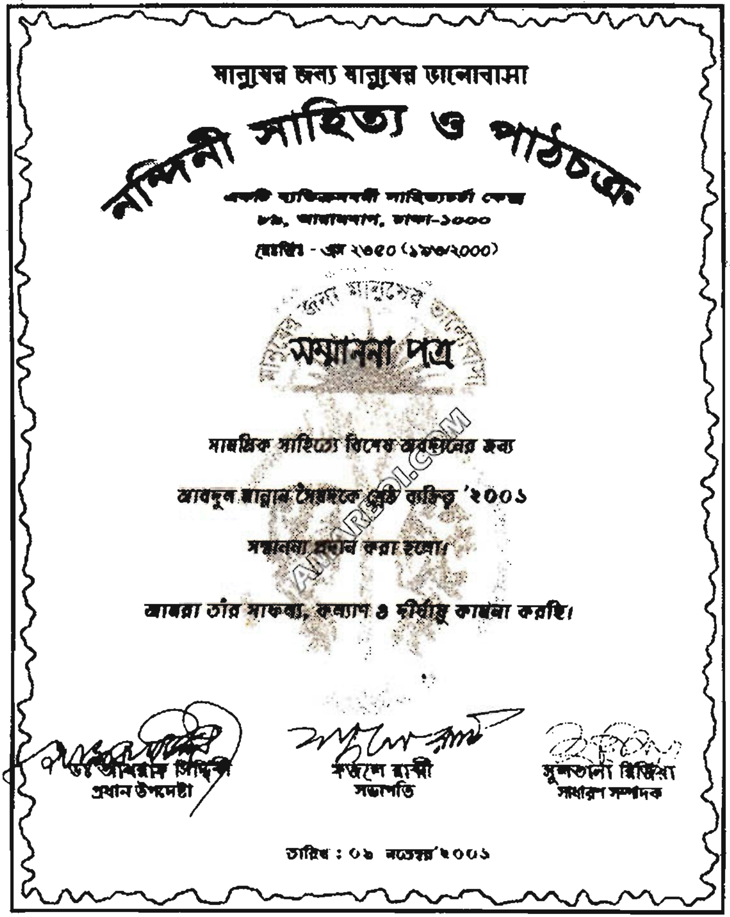

মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসা

নন্দিনী সাহিত্য ও পাঠচক্র

একটি ব্যতিক্রমধর্মী সাহিত্যচর্চা কেন্দ্র

৮৯, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

রেজিঃ - এস ২৩৫০ (১৯৮/২০০০)

সম্মাননা পত্র

সামগ্রিক সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য

আবদুল মান্নান সৈয়দকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব '২০০১

সম্মাননা প্রদান করা হলো।

আমরা তাঁর সাফল্য, কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

ড. আশরাফ সিদ্দিকী
প্রধান উপদেষ্টা

ফজলে রাব্বী
সভাপতি

সুলতানা রিজিয়া
সাধারণ সম্পাদক

তারিখ : ০৯ নভেম্বর'২০০১

'নন্দিনী সাহিত্য ও পাঠচক্র' অনেক বছর ধরে প্রচারবিমুখ একটি বিরল শ্রমিকতায়-প্রেমিকতায় মূলত নারী-সংগঠন হিশেবে কাজ করে যাচ্ছে। সম্রাজ্ঞী সুলতানা রিজিয়ার অধিনায়কত্বে। এঁদের স্বীকৃতি আমাকে স্মরণ করিয়ে দ্যায় — আমি জীবনের প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলাম মেয়েদের হাত থেকেই। তখন ঢাকা কলেজের কিশোর পড়ুয়া আমি। ওমেন্‌স্ হল (এখন রোকেয়া হল) থেকে ঘোষিত একটি গল্পপ্রতিযোগিতায় পুরস্কার আনতে গিয়েছিলাম কার্জন হলে, ভিড়াক্রান্ত মেয়েদের মধ্য থেকে তৎকালীন উপাচার্যের হাত থেকে কোনোরকমে পুরস্কার নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

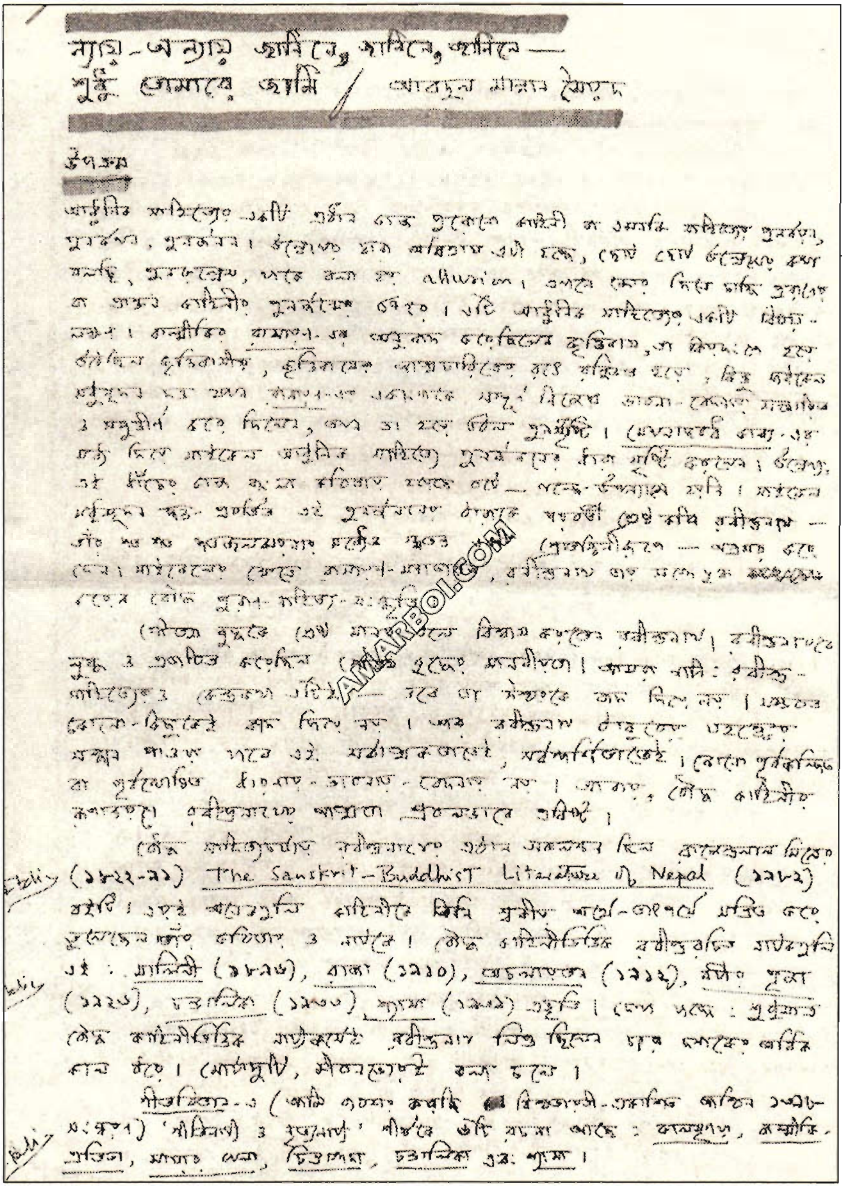
ন্যায়-অন্যায় জানি নে, জানি নে, জানি নে —
শুধু তোমারে জানি / আবদুল মান্নান সৈয়দ

উপক্রম

[illegible]

(১৮২২-৯১) The Sanskrit-Buddhist Literature of Nepal (১৮৮২)

[illegible]

মালিনী (১৮৯৬), রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), নটীর পূজা (১৯২৬), চণ্ডালিকা (১৯৩৩) শ্যামা (১৯৩৯) প্রভৃতি।

[illegible]

গীতবিতান-এ [illegible] 'গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য' শীর্ষকে ৬টি রচনা আছে: কালমৃগয়া, বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা এবং শ্যামা।

রবীন্দ্রনাথের *শ্যামা* গীতিনাট্যের আমার কৃত সমালোচনার পাণ্ডুলিপি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০০২

কয়েকটি দিন

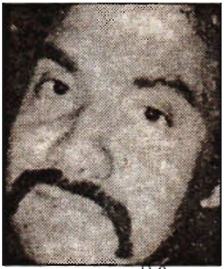

AMARBOI.C

It is not life that matters but the courage you bring to it.

১-১-২০০২ ♦ পৌষ ১৪০৮ ♦ মঙ্গলবার

বঙ্কিমচন্দ্রের *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*-এর ভূমিকা লেখার প্রস্তুতিতে সারাদিন—বিকাল পর্যন্ত। আবু হেনা মোস্তফা কামালের *কাব্যসমগ্র*-এর সম্পূর্ণ প্রুফ এবং পান্ডুলিপি দিলাম ফরিদ আহমেদকে—এসেছিলেন বিকালে। আরএকবার প্রুফ দেবেন। বিকালে আজিজ মার্কেটে। মোবারক হোসেনের (বা-এ) সঙ্গে দেখা। *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-রচনাবলী* (তৃতীয় খন্ড)-এর সূচিপত্র দিতে বলল।

সন্ধে ছ-টায় 'কাব্যকলা'র অনুষ্ঠান জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে। আমি বিশেষ অতিথি। সভাপতি : শাহেদ রহমান। সাধারণ সম্পাদক : আতাহার খান। মঞ্চে আমরা তিনজনই ছিলাম। 'কাব্যকলা পুরস্কার ২০০১' দেওয়া হলো শিহাব সরকার আর নাসির আহমেদকে (নাসির অসুস্থ বলে তার স্ত্রী পুরস্কার গ্রহণ করেন)। তারপর স্বরচিত কবিতা পাঠ, কবিদের কণ্ঠে। আমার ভাষণ। সভাপতির ভাষণ। জ্যাক শিরাজিকে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুষ্ঠানের পরে বেরোলাম। শাহবাগের মৌলিতে পুডিং আর কোল্ডড্রিংক খেলাম। আজিজ মার্কেটের 'একুশে' দোকান থেকে আবু সয়ীদ আইয়ুবের *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ* বইটি কিনলাম আবার। দুজন গল্প করতে করতে বাড়িতে ফিরলাম। কথা হলো সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানটি করবে ওরা ওদের সংগঠনে। আমি অংশ নিতে রাজি হলাম।

২-১-২০০২
সকালে রানুকে নিয়ে বেরিয়ে তমালের বিয়ে উপলক্ষে তার বৌয়ের জন্য ব্রেসলেট কিনলাম আমিন জুয়েলার্স (বায়তুল মোকাররম) থেকে। আরো কিছু এটা-ওটা। ফিরে, আজিজ মার্কেট থেকে মিষ্টি কিনে ওদের পরিবাগের পাঁচতলা ফ্ল্যাটে রানু দিয়ে এল। আমি নিচে দাঁড়িয়ে। ফিরে, বাড়িতে স্নানাহার, ঘুম।

বিকালে আহমাদ মাযহারের ফোন। *নজরুল ইসলামের কবিতা* (অনুপম প্রকাশনী) বইয়ের প্রুফ পড়ে আছে। তাগাদা দিতে হবে। আরো দিতে হবে মোহাম্মদ হারুন-উর-রশীদের কবিতাগ্রন্থের নাম। পাণ্ডুলিপি আমার কাছেই।

রাতে মনি হায়দারের ফোন। 'উচ্চারণ' নামে বাংলাবাজারের এক প্রকাশকের জন্যে কিশোরতোষ এক বই লিখে দিতে হবে। ক্রাউন সাইজ এক ফর্মা।

১০-১২ তারিখের মধ্যে দেবো, জানালাম।

শিল্পতরু থেকে ঢাকা বইমেলা উপলক্ষে আমার কিশোরতোষ গল্পগ্রন্থ *ভুতুড়ে কান্ড* (জানুয়ারি ২০০২) বেরিয়েছে।

ভাবছি *ভূতের গল্প* নামে উচ্চারণের জন্যে একটি গল্প লিখে দেবো। অনেকদিনের আইডিয়া। কুমিল্লায় আমাদের বাড়ির পটভুমিকায়। অশোকতলার সেই পুরোনো বাড়ি। কিংবা কোনো অভিযানের গল্পও লেখা যায়।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে হুমায়ুন আমার সদ্যপ্রকাশিত নতুন দুটি বই পাঠিয়ে দিল। আমার সম্পাদিত গোলাম মোস্তফার *শ্রেষ্ঠ কবিতা* এবং আমার মুখবন্ধ সংবলিত জীবনানন্দ দাশের *কবিতার কথা* গ্রন্থটি। ফোনে হুমায়ুনের সঙ্গে কথাও হলো। দুটিরই প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০০২।

৩-১-২০০২
সারাদিন বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রবন্ধ পড়লাম। আর তাঁর সম্পর্কে লেখালেখি। প্রাণবন্ত তরতাজা লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের। বিস্ময়কর বিশ্লেষণ। তবে খারাপ লাগল দেখে যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় সব সময় ঈর্ষাবোধ করতেন বিদ্যাসাগরের প্রতি। এত বড় লেখক, কিন্তু বাঙালি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকীর্ণতার ওপরে উঠতে পারেননি। শ্রেয়োবোধের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের কথা বঙ্কিম সব সময়ে বলেছেন, সাহিত্যকে সব সময় একটি বড় পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন। সমাজবিচ্ছিন্ন সাহিত্যের কথা ভাবেননি কখনো, কিন্তু শিল্পী হিশেবেও বিবেচনা করেছেন। আর সংযম। রচনারীতিতে সংযম। কিন্তু তীব্র, তীক্ষ্ণ। অকপট। বহু প্রবন্ধই তাৎক্ষণিক, সাময়িক প্রয়োজনে লেখা। এখানেই তো কৃতিত্ব। প্রাণবন্ততার কারণও এই তাৎক্ষণিকতা। সাময়িকতা। সব মিলিয়ে অবাক-করা। বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি স্পর্শসহ মানুষ বলে মনে হয়।

৪-১-২০০২

রানু দুপুরবেলা তমালের গায়ে-হলুদে গেল, আজ মেয়ের বাড়িতে গায়ে-হলুদ, কাল ছেলের বাড়িতে, কাল আর যাবে না। আড়াইটেয় গিয়েছিল। এল রাত এগারোটায়। গাড়ি এসে নিয়ে গিয়েছিল, গাড়িতেই দিয়ে গেল।

সন্ধের পর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে লোক এল। হুমায়ুন কবিরের *বাংলার কাব্য* বেরিয়েছে। মুখবন্ধ আমার লেখা। আর দিয়ে গেল অমিয় চক্রবর্তীর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* বইয়ের প্রুফ। আজ সকালবেলা আবদুশ শাকুরের *গল্পসমগ্র* বইয়ের ব্লার্ব লিখলাম। বিকালে লিখলাম সাব্বির আহমদ চৌধুরীর গান সম্পর্কে 'মানবিকতার উদ্ভাসন' নামে ছোট একটি লেখা। সাব্বির আহমদ চৌধুরীর সংবর্ধনাগ্রন্থে যাবে লেখাটি।

৬-১-২০০২

অমিয় চক্রবর্তীর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* বইয়ের প্রুফ দেখলাম দিনভোর। বিকালে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ছিলাম।

ওখান থেকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সালাম সমেত গেলাম 'ঢাকা বইমেলা'য়, শেরে-বাংলা নগর এলাকায়, বাণিজ্যমেলা হয় যেখানে তার একটু আগে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত স্বরচিত কবিতাপাঠের অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম। সেদিন নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে এসেছিল মাহবুব বারী। আল মাহমুদ তাঁর একটি ইংরেজি অনুবাদকাব্য উপহার দিলেন।

বইমেলা থেকে গেলাম মোহাম্মদপুরে জিনানের ওখানে। জিনান আর জাহিনকে নিয়ে বসলাম। তারপর ওদের বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে গ্রীন রোডে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা।

বাসায় এসে দেখলাম, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত বইগুলি পাঠিয়ে দিয়েছে। আর পাঠিয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*-এর প্রুফ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*-এর ভূমিকার প্রুফ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭-১-২০০২
দিনভোর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* বইয়ের প্রুফ দেখলাম।

ব্রাত্য রাইসু সকালে এসেছিল। তাকে নিয়ে বের হলাম। ধানমন্ডিতে। তারপর গ্যেটে ইনস্টিটিউটে। ওখান থেকে ব্রাত্য চলে গেল। আমি গ্যেটে ইনস্টিটিউটের সদস্যপদ নবীকরণ করলাম। হেরমান হেস-এর জীবনভিত্তিক একটি ফিল্মের কিয়দংশ দেখলাম। দুটি বই নিলাম— পাউল সেলান-এর পুরো বইটি এবং অন্য বইটির প্রয়োজনীয় অংশ ফটোকপি করে রাখব।

রাতে তমালের বিয়েতে গিয়েছিলাম রানু আর আমি। ধানমন্ডির 'প্রিয়াঙ্কা কমিউনিটি সেন্টারে'। ভালোই লাগল অনেকদিন পরে এরকম একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে। ফিরতে ফিরতে রাত দশটার বেশি হয়ে গিয়েছিল।

৮-১-২০০২
সকালে একটু বেরিয়েছিলাম। ফিরে দেখি, জিনানরা এসেছে। জিনান আর জাহিনকে আমাদের বাসায় দিয়ে আসিফ অফিসে গেছে। খুব ভালো লাগল। ১লা তারিখেই ফোনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তারপর চলছিল সাউন্ড চালিয়ে। তারপর তাও বন্ধ।

রাতে এলেন ফরিদ আহমেদ। আবু হেনা মোস্তফা কামালের *কাব্যসমগ্র*-এর প্রুফ নিয়ে। তারপর এল 'একুশে'র কাইয়ুম শাহেবের ফোন। *শিখা-সংকলন* বইয়ের ভূমিকার জন্য তাগাদা। সামনে রোববার নাগাদ দেবো, বললাম।

১০-১-২০০২
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের *শ্রেষ্ঠ কবিতা* বইয়ের ভূমিকা লেখা সম্পূর্ণ হলো। হারুন ভাই (প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ) ফোন করলেন। আগামীকাল তাঁর কবিতাগ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেবো জানালাম।

মাঝে, গতকালই, ফোন করেছিল মনি হায়দার। রোববার সন্ধেবেলা আসবে পাণ্ডুলিপি নিতে। গল্পটির নামটি বদলে রাখল *পুরোনো বাড়ির ভূত*।

আবিদ ফোন করেছিল। *কবিতাসমগ্র*-এর জ্যাকেটের পরিচিতি লিখে দিতে বলল। নান্টু রায় এসেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*-এর ভূমিকা তাকে দিলাম *ভারত-বিচিত্রা*-র জন্যে। নাম দিলাম : 'বঙ্কিমচন্দ্র : সাহিত্যভাবনা'।

মদু গাড়ি পাঠিয়ে দিল। আমি আর রানু নাসিমাকে নিয়ে গেলাম। তমালের বৌভাত। গুলশান ১ নম্বর শুটিং ক্লাবের কমিউনিটি সেন্টারে। গুলশানে ঢুকেই বড় রাস্তার ওপর ঝলমল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

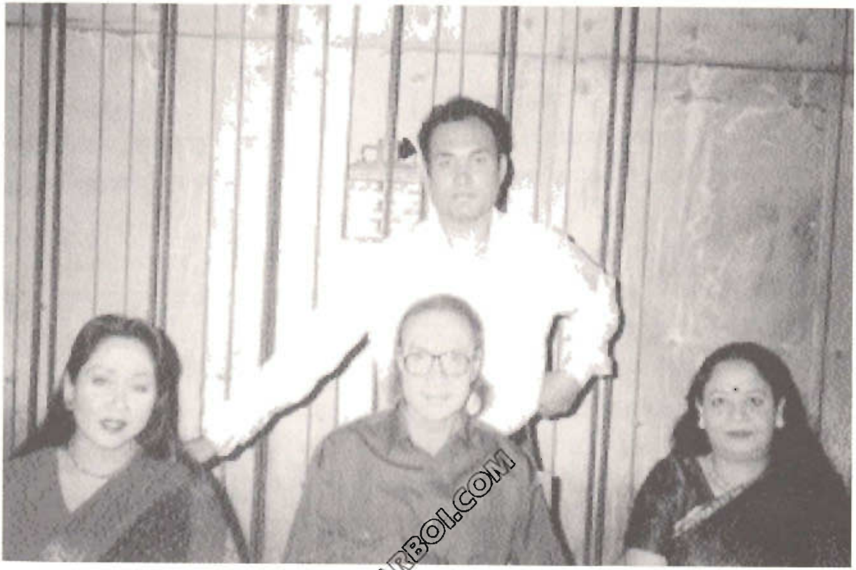

শিশিরসিক্ত নজরুল-নক্ষত্র শবনম মুশতারী, আমি আর রানু। বিটিভি-তে এক অনুষ্ঠানে ব্যাপ্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল আমার। শবনম গেয়েছিল 'শাওনরাতে যদি...', রানু ব্যক্তিগত কিছু কথা বলেছিল, আমি বিস্তারিত। পিছনে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎকারী।

AMARBOI.COM

করছে। খেলাম সব-কিছুই। ফিরতে দেরি হলো। রাত এগারোটারও উপরে। শেলি-মাহবুবরা তাদের গাড়িতে পৌঁছে দিল। এসে, জিনানকে ফোন করলাম।

১১-১-২০০২

রাতে ঘুম ভালো হয়নি। সকালে একটু বেরোলাম। দুপুরে কবি আতাউর রহমানের স্ত্রী আর কন্যা সোমা *উত্তরনক্ষত্র*-এর বিশেষ আতাউর রহমান-স্মৃতিসংখ্যা দিয়ে গেলেন। আমার একটি লেখা আছে এতে। ঘুম। বিকালে রানু আর আমি জিনানদের ওখানে। রানুকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। হুমায়ুনের সঙ্গে কথা হলো। এর পর বেগম রোকেয়ার *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*-এর ভূমিকা জমা দিলাম। দুপুরে আতাহার খানের সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথন। আতাহারের প্রিয় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার কথা উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২-১-২০০২
সারাদিন টুকরো টুকরো কাজ করলাম।

কবিতাসমগ্র-এর পরিচিতিমূলক লেখা।

আবু হেনা মোস্তফা কামালের *কাব্যসমগ্র*-এর ব্লার্ব লিখলাম। ব্রাত্য রাইসুর ফোন ॥ আপাতত লেখা দিতে পারব না, জানালাম। মিলন নাথের ফোন ॥ *নজরুল ইসলামের কবিতা* শিগগিরই ধরছি।

মনি হায়দারের ফোন ॥ মঙ্গলবার সন্ধের পরে আসতে বললাম। (১৫-১-২০০২)

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ এলেন। পাণ্ডুলিপি দিলেন। আগামীকাল সন্ধের পরে তাঁর পাণ্ডুলিপির (কবিতাগ্রন্থের) ভূমিকা দেবো, জানালাম।

সন্ধের পরে জিনান এল। আবদুশ শাকুর ভাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করছিলাম তখন, ফোনে। হাস্যময় তীক্ষ্ণ সচেতন মানুষ। জিনানের সঙ্গে খেলাম। আসিফ আর জাহিন এলিফ্যান্ট রোডে গেছে। পরে জিনানকে পৌঁছোতে মোহাম্মদপুরে। আসিফ-জাহিনরা একটু পরে এল। আমি তার মধ্যে গেলাম আবিদের অফিসে।

শিল্পতরু অফিসে আবিদের হাতে জমা দিলাম আমার *কবিতাসমগ্র*-এর পরিচিতি। আশুর (আশুতোষ ভৌমিক) সঙ্গে আড্ডা।

AMARBOI.COM

১৩-১-২০০২
সকালে উঠতে দেরি হলো। রাতে ঘুম ভেঙে প্রুফ দেখেছিলাম অনেকক্ষণ।

ফরিদ আহমেদ ॥ আ-হে-মো-কা-এর *কাব্যসমগ্র*-এর প্রুফ ইত্যাদি।

পথিক সম্পাদক তারিক মাহমুদের ফোন ॥ ১৫ তারিখের অনুষ্ঠানে যেতে অনুরোধ।

আলমগীর রহমানের ফোন ॥ জীবনানন্দ দাশের *কবিতাসমগ্র*-এর প্রুফ দিতে হবে। দুপুরবেলা এল কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার আর কামরান ইবনে দিলওয়ার। কয়েকটি বই ও পত্রিকা দিল। ছিল ঘন্টাখানেক। গল্প করে খুব ভালো লাগল। কিশওয়ারের চিন্তার গভীরতা ও ভারসাম্য আছে। নতুন দৃষ্টি। মফস্বলে দুর্লভ। ওর বই *পাখির রাজার কাছে* উপহার দিল। কামরান দিল তার সম্পাদিত *ইনসানিয়াত*। ৬৪-পৃষ্ঠার লিটল ম্যাগাজিন। দশ বছর ধরে পত্রিকাটি বের করে যাচ্ছে। দশ বছরে ১২টি সংখ্যা। তাতেই বা কম কী! কবি দিলওয়ারের ৬৬তম জন্মদিনে ১৬-পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকাও বের করেছে। ভালোই তো! কিছু না-হওয়ার চেয়ে খারাপ কী!

রাত্রিবেলা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে মকবুল এসে আমার সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের *শ্রেষ্ঠ কবিতা* বইটি দিয়ে গেল। কিছু প্রুফ নিয়ে গেল। মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদের *স্বপ্নের*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোড়কে ইচ্ছার বসবাস কবিতাগ্রন্থের ভূমিকা লেখা সম্পূর্ণ করা গেল। এ্যাডোর্ন থেকে ফোন এল সৈয়দ জাকির হোসাইনের। *ভাঙা নৌকা* উপন্যাসের জন্যে তাগাদা। বিজ্ঞাপনও দিয়েছে। আগামী শুক্রবার দিতে বলল। যাই হোক, দেবো বলে রাজি হলাম।

১৪-১-২০০২

হারুন ভাই (প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ) সকালে ফোন করলেন এবং এলেন। তাঁকে তাঁর কবিতাগ্রন্থ *স্বপ্নের মোড়কে ইচ্ছার বসবাস* বইয়ের ভূমিকা পড়ে শোনালাম। খুশি হলেন। ভূমিকা সমেত পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেলেন।

ফরিদ আহমেদ এলেন ॥ আ-হে-মো-কা-এর *কাব্যসমগ্র*-এর প্রুফ নিয়ে গেলেন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ফোন ॥ এ্যালবার্ট হলের প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে থেকে আমার প্রকাশিতব্য বইপত্রের কথা হলো।

রাতে আবুল ভাইকে (কবি আবুল হোসেন) ফোন ॥ আগামীকাল শরীর ভাল থাকলে আবুল ভাই *পথিক*-এর অনুষ্ঠানে যাবেন জানালেন। অনেকক্ষণ কথা বললাম আবুল ভাইয়ের সঙ্গে। আবুল ভাই একমত হলেন আমার সঙ্গে, যে, বাংলা গদ্যে বাঙালি-মুসলমানের প্রাত্যহিক ভাষার প্রয়োগ দরকার। কবিতায় কিছুটা হলেও হয়েছে, কিন্তু গদ্যভাষায় হয়নি। কবিতায় আবুল ভাই 'পানি' শব্দ ছাড়া লেখেন না, বললেন। সুধীন্দ্রনাথের গদ্য আবুল ভাইয়ের পছন্দ নয়। ইডিয়মকে আবুল ভাই খুব গুরুত্ব দেন। আবুল ভাইয়ের কথাতেই আমার এখন মনে হয়, ইডিয়ম প্রাণ সঞ্চার করে রচনায়—কবিতায় যেমন, তেম্নি গদ্যেরও।

১৫-১-২০০২

সকালে আলমগীরের ফোন। 'অবসর'-এর বইয়ের জন্য তাগাদা। আজই রাতে লোক পাঠাবে।

'অবসর'-এর কাজগুলো ধরব আজ থেকে। জিনান আর জাহিনের সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তখন বিষ্ণু দে-র *শ্রেষ্ঠ কবিতা* বইয়ের ভূমিকা লেখার কাজ। সকালে আলমগীরের ফোন পেয়ে ঠিক করলাম, জীবনানন্দ-সংশ্লিষ্ট কাজগুলো শেষ করি আগে।

বেরিয়েছিলাম *পথিক* আয়োজিত কবিতাসন্ধ্যা-র আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে। পাবলিক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠানটি হবে। *পথিক* আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতি কবি আবুল হোসেন, আলোচক মনজুরে মওলা, জাকারিয়া শিরাজি এবং আমি। জ্যাক লিখিত আলোচনা। স্বরচিত কবিতা পড়ল : মুস্তফা আনোয়ার, রিফাত চৌধুরী, তারিক মাহমুদ, ফারুক মাহমুদ, আশিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজাদ, আল মুজাহিদী, শাহাদাত বুলবুল, জুয়েল মাজহার, হোমায়রা নাজনীন সোমা, মারজুক রাসেল প্রমুখ। আবুল ভাই চলে যাওয়ায় এক পর্যায়ে সভাপতিত্ব করতে হলো আমাকে।

অনুষ্ঠানের পরে শাহবাগে মৌলিতে এসে বসলাম জ্যাক, আমি, মুস্তফা আনোয়ার, রিফাত চৌধুরী। একটু পরে সরকার মাসুদ আরো দুজনকে নিয়ে উপস্থিত। তারেক মাহমুদ কাজের কাজ করে চলেছে, দেখা গেল। অনেকদিন পরে কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে শরিক হয়ে ভালো লাগল খুব।

গতকাল নাসিমার মা এসে গেছে। কাজেই নিশ্চিন্তে রাত দশটা পর্যন্ত বাইরে কাটানো গেল। এসে জিনানকে ফোন করলাম। অনেক রাতে এই ডায়েরি লিখছি।

১৬-১-২০০২

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ফোন ॥ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আমার সম্পাদিত বইপত্রের খোঁজ। বেগম রোকেয়া, মোহিতলাল মজুমদার, প্রমথ চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধগ্রন্থ তৈরি করে দিতে হবে।

WWW.AMARBOI.COM

রাতে ঘুম ভালো হচ্ছে না আজকাল। নানারকম দুশ্চিন্তায়-টেনশনে-বইমেলায় বই সম্পূর্ণ করাই মুশকিল। ফলে শেষ দুপুরে ঘুমোলাম। ঘুম থেকে উঠে কিছু ফটোস্ট্যাট করে রানু আর আমি গেলাম জিনানের বাড়িতে— মোহাম্মদপুরে। জিনান, জাহিন, রানু, আমি মিলে ঘুরলাম কিছুক্ষণ। তারপর গেলাম শিল্পতরু অফিসে। আশু (আশুতোষ ভৌমিক) এল কিছু পরে। রাত আটটার দিকে আবিদ। *কবিতাসমগ্র*-এর প্রুফ এনে দিল সাইফুল। প্রুফ বাসায় নিয়ে এসেছি। রানুকে নিয়ে বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। এসে জিনানকে ফোন করলাম।

১৭-১-২০০২

সকালে বেরিয়ে মিসেস আবু হেনা মোস্তফা কামালের সঙ্গে দেখা। বাসায় ফিরতেই এলেন ফরিদ আহমেদ। আবু হেনা মোস্তফা কামালের *কবিতাসমগ্র*-এর ফাইনাল প্রুফ দিলাম। ফরিদ শাহেব বললেন, বইমেলায় আমার *নির্বাচিত গল্প* বের করবেন। গত বছর বইটির প্রুফ দেখে দিয়েছিলাম।

১৮-১-২০০২

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র ফাইনাল প্রুফ দেখা হলো। আমার *কবিতাসমগ্র*-এর প্রুফ দেখা শুরু করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট্টগ্রাম 'নজরুল-চর্চা ও গবেষণাকেন্দ্র বাংলাদেশ'-এর আমন্ত্রণে চট্টগ্রাম রেলোয়ে স্টেশনে ট্রেনের কামরার ভেতরে। আমি, রানু, নজরুল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক মিন্টু রহমান আর সুকণ্ঠী-সুরূপা বিশিষ্ট নজরুলসংগীতশিল্পী ফাহমিদা রহমান। চট্টগ্রামে কয়েকদিন কেটেছিল নজরুলী উতরোল-গভীর আনন্দে।

আবুল হোসেনের দীর্ঘ ফোন ॥ জাকিরের ফোন ॥ আগামী শুক্রবার *ভাঙা নৌকা* উপন্যাস দেবো জানালাম।

মুস্তাফা মাসুদ (সম্পাদক, *অগ্রপথিক*) এল। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করলাম। রাত দশটা পর্যন্ত ছিল।

সারাদিন আজ কাজ করিনি। সন্ধের পর গল্প, আড্ডা ইত্যাদি চলল।

২০-১-২০০২

শিখা-সংকলনের ভূমিকা লিখছি।

লিখতে লিখতে ফোন করে *ইনকিলাব* অফিসে জানা গেল, আমার গত দুই বছরের লেখার পারিশ্রমিক (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'মজুরি') তৈরি আছে। রানুকে মেজ্‌জুর ওখানে রেখে গেলাম। আসার সময় বেবিট্যাক্সিতে চেক নিয়ে এদিকে আসতে হবে চেক ভাঙানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। বিষ্ণু দে-র *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র কবিতাংশ সংশোধন ও পুনর্বিন্যাস করলাম। ভূমিকা লেখা বাকি। হুমায়ুন। কামাল। আহমাদ মাযহার এল। আবদুশ শাকুর ভাই। রঙ্গরসের খনি। এদিকে অগাধ পড়াশোনা। ক্ষুরধার মেধা ও কথা। আমাকে তাঁর গাড়িতে এগিয়ে দিলেন। রানুকে নিয়ে বাসায় ফিরলাম। শবনম মুশতারীর ফোন। আবিদ আজাদের ফোন। টিভিতে আমাদের 'বইপত্রে'র অনুষ্ঠান দেখাল। 'আমাদের ধ্রুপদী বই' শিরোনামে মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ-সিন্ধু* নিয়ে আমি আলোচনা করেছি। রেকর্ডিং হয়েছিল আগেই। আবিদকে দেখাল সুন্দর, কিন্তু গলা ঘ্যাড়ঘেড়ে। এ্যাজমার প্রকোপ। খাওয়াদাওয়া করে উঠতেই এল আলিম আজিজ (*যুগান্তর*-সাহিত্য সম্পাদক)। ও থাকতে থাকতেই সায়ীদ ভাইয়ের ফোন। আলিম আজিজও কথা বলল সায়ীদ ভাইয়ের সঙ্গে। সায়ীদ ভাই শহীদুর রহমানের জন্ম-মৃত্যু-সাল জানতে চাইলেন, ঘেঁটে বের করতে পারলাম না। শহীদুর রহমান আজ আর খুব পরিচিত নয়। কখনোই ছিল না অবশ্য, তবু আমাদের বন্ধু তো, 'বিড়াল' প্রভৃতি কয়েকটি গল্প লিখে যে-নাম করেছিল কালের ঝাপটায় তা মুছে গেছে। রাতে ফোন। আমি সাধারণত ফোন করি না, নিজের কাজের মধ্যে ডুবে থাকি, তার চেয়ে আনন্দ কী আছে আর!

বাংলা একাডেমী। শাহিদা, ওবায়েদদের সঙ্গে লাইব্রেরিতে। ওখান থেকে ওবায়েদের সঙ্গে গল্প করতে করতে প্রেসে। এলেন কাইয়ুম চৌধুরী। কাইয়ুম ভাইয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ। অগ্রণী ব্যাংকে সময় পাঁচ মিনিটও লাগল না। স্টেডিয়ামে এলাম। ওখানেই দুপুরের খাবার সেরে নিলাম। অনেকদিন পরে বাইরে খেতে ভালো লাগে। খেয়ে উঠে বেবিট্যাক্সি নিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। হুমায়ুন। সায়ীদ ভাইয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র-বিষয়ক আমার সম্পাদনকর্ম নিয়ে উদ্দীপক গল্প। বেগম রোকেয়ার *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* বইয়ের ভূমিকা লিখলাম। সন্ধ্যার দিকে বাসায় এসে রানু আর নাসিমাকে নিয়ে মোহাম্মদপুরে— জিনানের বাড়িতে। জাহিন নিচে এল, জিনান আর নামল না, নিচে থেকেই কথা বললাম। গেলাম কাছেই শিল্পতরু অফিসে। আবিদ আর আশুর সঙ্গে দীর্ঘ দু ঘণ্টার আলাপ। *কবিতাসমগ্র*-এর প্রুফ জমা দিলাম। এর পর মেকআপ প্রুফ দেবে। দিনদুয়েক পরে। রানুদের নিয়ে ফিরতে ফিরতে রাত শেষ। বাড়িতে এসে জিনানের সঙ্গে কথা বললাম ফোনে। মুস্তাফা মাসুদের সঙ্গে। ঘুমোতে ঘুমোতে এগারোটার অনেক বেশি হয়ে গেল।

২২-১-২০০২

সকালবেলা বেগম রোকেয়ার *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*-এর ভূমিকার কিছু পরিযোজন করলাম। বেগম রোকেয়ার স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের বন্ধু ছিলেন মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের (*ভূদেব-*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত-এর লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র, অনুরূপা দেবীর পিতা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাহিত্যিক) একটি স্মৃতিচারণ *বুলবুল* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেখান থেকে উদ্ধৃত করলাম।

২৩-১-২০০২

ওগো অপ্রাসঙ্গিকতা

ওগো অপ্রাসঙ্গিকতা, শেষ-সত্য জেনেছি তুমিই।
যত বস্তু তত মিথ্যা রেঙে ওঠে দেশ-কাল ব্যেপে।
সব মিথ্যা ভেদ করে তুমি জাগো সোনার মৌসুমি।
জীবন তৈরি হয় রাশি রাশি মিথ্যার প্রলেপে।
আনন্দিত একমাত্র যে-অপ্রাসঙ্গিক, যে-নির্ভার—
শান্ত সেই, সত্য সেই : কখনো ওঠেনি সে খেপে।
— নির্ভার, তোমার উপরে আজ অপ্রাসঙ্গিকের ভার :
ওই উড়ে-যাওয়া পাখি, তাপহীন রৌদ্রের সোনালি :
একমাত্র ওই-ই সত্য মানুষের শাশ্বত যাত্রার।
ওগো অপ্রাসঙ্গিকতা, মনে পড়ে তোমাকেই খালি ॥

রচনা : ২২/১২/২০০১

AMARBOI.COM

২৪-১-২০০২

দুপুরে তারেক (সম্পাদক, *পথিক*) ফোন করল। পাঁচটার দিকে গেলাম আজিজ মার্কেটে 'একুশে' দোকানে। *শিখা*-সংপৃক্ত পাণ্ডুলিপির ব্যক্তিপরিচিতি অংশ দিলাম। সেখান থেকে তারেককে নিয়ে লালমাটিয়ার 'সাম্প্রতিক সাহিত্যচিন্তা' অফিসে। 'কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জন্মশতবার্ষিকী' অনুষ্ঠান। জ্যাক (জাকারিয়া শিরাজি)র আমন্ত্রণে। আমিনুল ইসলাম বেদু ও জামাত আলিও ছিল পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে। সভাপতি : খালেদা এদিব চৌধুরী। আলোচক : আমি, রফিক আজাদ, সাযযাদ কাদির, দিলারা হাফিজ, নাসরিন নঈম প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ : জ্যাক শিরাজি। তরুণ-প্রবীণ অনেকেই ছিলেন। খুব ভালো লাগল। অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে রাত ন-টা। আবিদ এবং আশু ছিল। প্রুফ দিল। ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা হয়ে গেল।

২৭-১৭-২০০২

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*-এর তালিকা গত বছর ডিসেম্বরের শেষে করেছিলাম। এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে জমা দিয়েছিলাম। সূচিপত্রের ফটোস্ট্যাট কপি নিয়ে এসেছি সেদিন। ভূমিকা লিখতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি আবুল হোসেনের ফোন ॥ ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমীতে একটি ভাষণ দেবেন। বিষয় হিশেবে তিনি বেছে নিয়েছেন বাংলা ভাষা— এ বছর ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি, সেই হিশেবে। আমিও কিছুটা বিষয়টার পরামর্শ দিয়েছিলাম। টানা দেড় ঘণ্টা কথা বললেন, *শিখা* সম্পর্কে লিখছি, *নির্বাচিত শিখা* সম্পাদনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা জেনে নিলাম। তখনকার দিনে কলকাতায় *শিখা*-গোষ্ঠী সম্পর্কে তাঁরা কিছু শোনেননি। সামাজিক আন্দোলন রূপে সফল হননি তাঁরা, সাহিত্যিক আন্দোলনও বলা চলে না— আবুল ভাইয়ের এই মত।

২৮-১-২০০২

হৃদয়, ফেরো এবার

চিনে নাও এবার বাস্তব।
চিনে নাও একমাত্র তা-ই— যা সম্ভব।
সুদূর যা, নৈশ যা, যা অসম্ভব— তার মধ্যে কত ছুটবে আর ?
হৃদয়, ফেরো এবার!
কে কার কথায় দ্যায় কান ?
— ঘুমের মধ্যেও দেখি সেই শিখা অনির্বাণ!
স্বপ্নের মধ্যেও দেখি ঘোড়া ছুটছে তারায় তারায়—
তার ধুলোয় হৃদয় হারায়!
শরীর ভেঙেছে তবু হৃদয়ে পড়েনি কোনো জং,
আজো ঘূর্ণিস্রোত! ময়ূরকলাপ! পরতে পরতে আজো রঙ।
যন্ত্রণা ভেদ করে আজো ছুটে চলে মন চিরন্তন :
রৌদ্র আজো ঝরে পড়ে,
আকাশ আকাশে তারা ঝরে,
কাদা থেকে ফুটে ওঠে আরক্ত গোলাপ,
হৃদয়ে প্রলাপ!
হে অবিনশ্বর !
অনেক দেরিতে এসে শুনেছি তোমার কণ্ঠস্বর।
হে হৃদয়! হে সংবেদন! চলো, চলতে থাকো।
অক্ষর বেঁকে যাক, তবু তুমি আঁকো
রেখামালা। কেননা সে থেকে যায়। ঝড়ে-জলে সে থাকেই বেঁচে।
গোলাপের মধ্য দিয়ে সংখ্যাহীন গোলাপ ছুটেছে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০০৩

কলকাতা ? কলকাতা !

AMARBOI.COM

'It the artist does not plunge into his work like Curtuis into the abyss, if he does not toil within the crater like a miner buried alive... then he is guilty of murdering his talent.' – Balzac

৩১-১-২০০৩

কলকাতায় এলাম। রাত সাড়ে-দশটায় রানু-জিনানদের সঙ্গে ঢাকায় কথা বললাম।

১-২-২০০৩

সকাল ছ'টায় ঘুম ভাঙল।

বিকেল পাঁচটায় বাংলাদেশ হাই কমিশন অফিস থেকে গাড়ি এল। 'কলিকাতা পুস্তকমেলা'য় গেলাম। বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নটি সাজিয়েছে আমাদের আহসান মঞ্জিলের আদলে। 'তারাবাংলা' এবং 'বিবিসি' থেকে সাক্ষাৎকার নিল আমার। বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের অফিস থেকে দুটি, পরে অনুষ্ঠানস্থলের মঞ্চ থেকে একটি। 'বই অবিনশ্বর' বলায় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী মেয়েটি আমার পা ছুঁয়ে সালাম করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল প্রবন্ধ 'সমৃদ্ধির জন্য বই' পড়লাম আমি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনার মোঃ তৌহিদ হোসেন।

অনুষ্ঠানশেষে ওঁদের গাড়িতে ডেপুটি হাই কমিশনারের অফিসে (বাড়ি একসঙ্গে) ডিনার পার্টি। আলো-জ্বালা চমৎকার বাগানের লনে ব্যবস্থা। অনেকের সঙ্গে দেখা হলো, আলাপ হলো। রাতে হোটেলে ফিরে এসে রানু আর জিনানের সঙ্গে কথা হলো।

২-২-২০০৩

ইচ্ছা করেই দেরি করে বেরোলাম।

ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় মৃদু ঠাণ্ডা। রাতে শীত পড়ে। আবহাওয়া সুন্দর। গরমকালের মতো দুঃসহ নয় মোটেই।

সন্ধে সাতটার দিকে ক্লান্ত-ধ্বস্ত হয়ে ফিরলাম হোটেলে।

টেলিভিশন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম অঘোরে।

AMARBOI.COM

৩-২-২০০৩

রাতে ভালো ঘুম হলো। বেরোতে বেরোতে দেরি। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা।

চুরুলিয়ায় কাজী মাজহার হোসেনকে ফোনে পাওয়া যায়নি। রাতে ফিরে দেখলাম তিনি ফোন করেছেন এবং ফোন করতে বলেছেন। ফার্স্ট সেক্রেটারি মিকাইল শিপারের সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। জিনান-রানুদের সঙ্গে।

৪-২-২০০৩

সকালবেলা কাজী মাজহার হোসেনের ফোন। শুক্রবার বারোটা নাগাদ তিনি আসবেন সদলবলে। দশটার দিকে বেরিয়ে অনেকখানি হেঁটে নাশতা খেলাম। ট্রাম ধরলাম। অনেকদিন পরে। টিকিরটিকির করে চলল গড়িয়াহাটা। নতুন নিয়ম হয়েছে— ট্রাম গড়িয়াহাট পর্যন্ত গেল না। নেমে পড়তে হলো বেশ আগেই। সুদর্শনকে পাওয়া গেল না।

হোটেলে ফিরে ওই ট্যাক্সি করেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। ভি-মে-এর কিউরেটর সেক্রেটারি মি. পান্ডার সঙ্গে ডেপুটি হাইকমিশনের পার্টিতে আলাপ হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, আজ আসব। ছিলেন না তিনি। তাতে অসুবিধে হয়নি। ভি-মে-এর সেলস সেন্টার থেকে কয়েকটি বইপত্র কিনলাম। রেস্তোরাঁয় চপ আর চা খেয়ে নিলাম। তারপর ভি-মে-এর মাঠে বসে এই ডায়েরি লিখছি। আসন্ন সন্ধ্যায় গাছে গাছে পাখিরা কিচিরমিচির করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

NSUএ আমার অগ্রজতুল্য ভাবুক ও প্রাবন্ধিক প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদের কক্ষে — তাঁর সঙ্গে। অনেক আনন্দময় দিন কাটে আমার ইংরেজি বিভাগের এই বাড়িতে। আমার কক্ষে আর কতক্ষণ ! হারুন ভাই, সেলিম সারোয়ার, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, আবদুস সেলিম, আজফার হোসেনের সঙ্গে সাহিত্যিক আলোচনা-প্রত্যালোচনায় উন্মুখর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাড়ে-ছ'টার দিকে ভি-মে-এর পাশ দিয়ে 'Light & sound show' শুরু হলো। নাম বোধহয় এরকম— 'Culcutta—Our Pride and Glory'। অসামান্য প্রযোজনা। ভি-মে-এর প্রসঙ্গ এসেছে বটে, কিন্তু আসলে কলকাতার ইতিহাস। ৪৫ মিনিট আশ্চর্য ধ্বনিতে-আলোসম্পাতে-চিত্রে-বর্ণনায়-নাটকীয়তায় জীয়ন্ত করে তোলা হলো।

৫-২-২০০৩

বেরিয়ে নজরুল-সংগীতের কয়েকটি ক্যাসেট কিনলাম। ফেরার সময় চৌরঙ্গিতে চালাক ট্যাক্সিওয়ালা ছেড়ে দেওয়ায় রিকশা নিতে হলো।

হোটেলে ফিরে বিশ্রাম হলো। টিভি দেখলাম শুয়ে শুয়ে। Skipper-এর বিশাল দোকান থেকে শার্ট কেনা হলো। এ পাড়ার রাস্তায় অনেক রাত পর্যন্ত হাঁটলাম।

৬-২-২০০৩

সকালবেলা হোটেলে এসেছেন সমালোচক-গবেষক নিতাই বসু। সমরেশ বসু নিয়ে সবচেয়ে সিরিয়াস কাজ করেছেন ইনি। সদালাপী, আবার অন্তরঙ্গ।

বেহালায় দীপালি নাগের বাসভবনে। উষ্ণ সংবর্ধনা। 'আপনি তো যে-সে লোক নন'—বললেন। তার মানে খোঁজখবর নিয়েছেন আমার। অনেক ছাত্রছাত্রী ছিল সকাল থেকে, দেরি দেখে চলে গেছে, হয়তো গান শোনাত। তাঁর স্বামী বি.ডি. নাগের সঙ্গে আলাপ হলো খাবার টেবিলে, অসুস্থ বোঝাই যাচ্ছিল। বুদ্ধদেব বসুদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ছিল এঁদের।

শৈল দেবীর কন্যা লীনা সাহার সঙ্গে দেখা করলাম।

হোটেলে ফিরে কানাই কুণ্ডুর সঙ্গে কথা বললাম ফোনে।

৭-২-২০০৩

কাজী মাজহার হোসেন দলবল নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে নজরুল একাডেমী (চুরুলিয়া)-র সংস্কৃতি সচিব অভিজিৎ ঘোষ। হাওড়া থেকে সিরাজুল ইসলাম, আরো দুএকজন। দুপুরে একসঙ্গে খেলাম। বিকেলে চলে গেলেন ওঁরা।

৮-২-২০০৩

সকালবেলা শিশির কর এলেন। তাঁর দুটি বই উপহার দিলেন। হাওড়ায় থাকেন। নিতান্তই ভালোমানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইমেলায় ১লা ফেব্রুয়ারি 'বাংলাদেশ দিবসে' একটি ছেলে চমৎকার আলোচনা করেছিল। কলেজের ছাত্র। রাজদীপ বসু। কী-একটা পত্রিকায় কাজ করে। হোটেলে এসে আমার একটি সাক্ষাৎকার নিল।

তারপর কলেজ স্ট্রিটে গেলাম। ফিরলাম দুপুরেই।

ঘুম থকে উঠে হাঁটতে হাঁটতে লেনিন সরণি।

ফিরে, রাত দশটাতেই, ঘুমিয়ে পড়ি।

৯-২-২০০৩

সুদর্শনের ফোনে সকাল আটটায় ঘুম ভাঙল।

নজরুলের পাণ্ডুলিপি পাঠানোর কথা ছিল কাজী মাজহার হোসেনের। সেদিন তো আমার সংগৃহীত নজরুলের দুষ্প্রাপ্য হস্তলিপির ৩-৪ পৃষ্ঠা দিয়েছি তাঁকে ফোটোকপি করে। অপেক্ষা করতে করতে দুপুর হয়ে গেল। তখন ঘুমোলাম।

বিকেলে কল্লতরু সেনগুপ্ত আর ড. অশোক বাগচীর বাসভবনে গেলাম। কল্লতরু সেনগুপ্তের একটি লেখা আর মুজফ্‌ফর আহমদের একটি বই উপহার দিলেন। কল্লতরু সেনগুপ্তকে উপহার দিলাম আমার প্রবন্ধগ্রন্থ *আধুনিক সাম্প্রতিক*। ড. অশোক বাগচীর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। উৎসাহে টগবগ করছেন এই এত বয়েসেও। উপহার দিলেন তাঁর দুটি বই। দুটিই ভিন্নধর্মী।

AMARBOI.COM

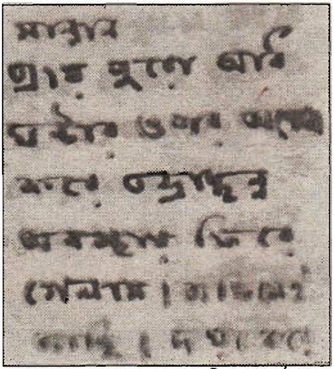

বন্ধু
বেলাল চৌধুরীর
টুকরো
খত্।

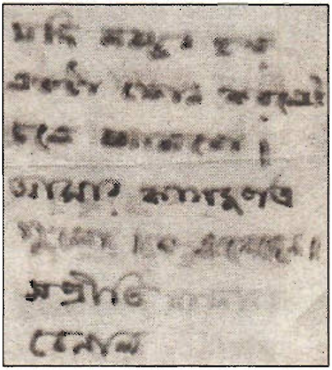

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০-২-২০০৩
রাতে ঘুম একটু বিঘ্নিত হলো। এখন সকালে উঠে শুয়ে আছি বিছানায়। কলকাতায় আজ শেষ দিন। দরকারি কাজগুলো আজ শেষ করতে হবে। গোছগাছই প্রধানত।

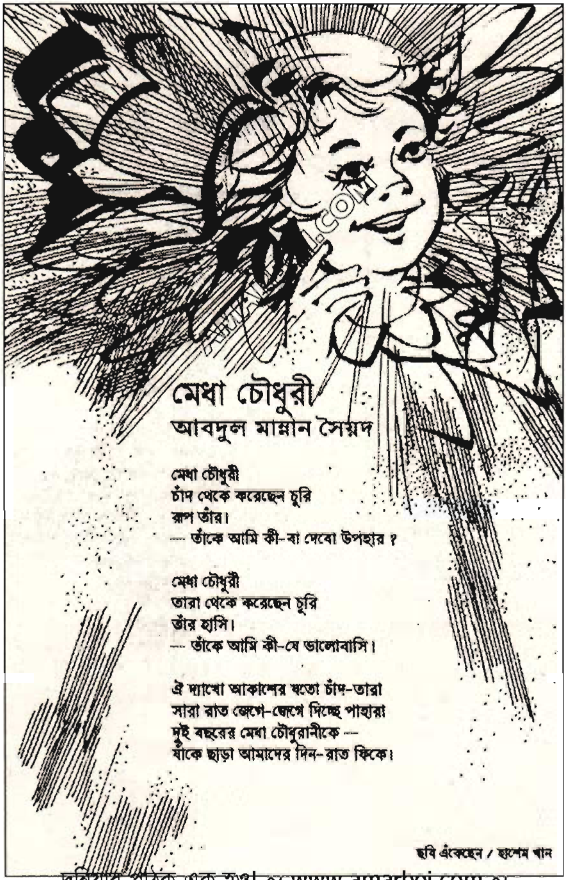

মেধা চৌধুরী

আবদুল মান্নান সৈয়দ

মেধা চৌধুরী
চাঁদ থেকে করেছেন চুরি
রূপ তাঁর।
— তাঁকে আমি কী-বা দেবো উপহার ?

মেধা চৌধুরী
তারা থেকে করেছেন চুরি
তাঁর হাসি।
— তাঁকে আমি কী-যে ভালোবাসি।

ঐ দ্যাখো আকাশের যতো চাঁদ-তারা
সারা রাত জেগে-জেগে দিচ্ছে পাহারা
দুই বছরের মেধা চৌধুরানীকে —
যাঁকে ছাড়া আমাদের দিন-রাত ফিকে।

ছবি এঁকেছেন / হাশেম খান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০০৪

তৃতীয় বাস্তবতা

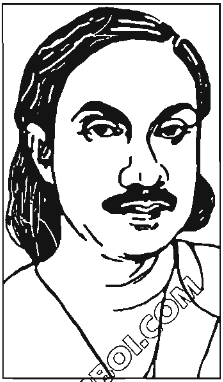

AMARBOI.COM

'... শুধু অতীত ও বর্তমানের দুটো বাস্তবতাকেই উপলব্ধি করলে চলবে না।... আরো একটি তৃতীয় বাস্তবতাকে আমাদের জানতে বুঝতে হবে— সেটি হলো ভবিষ্যতের বাস্তবতা।'
—ম্যাকসিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬)

১-৪-২০০৪ ♦ ১৮ই চৈত্র ১৪১০ ♦ বৃহস্পতিবার

আজকের কাগজ থেকে শামিম রেজার ফোন। আমার সম্পাদিত *কমরেড মুজফ্ফর আহমদের পত্রাবলী* পাঠিয়েছে। *অন্যদিন* থেকে ফোন। শনিবার সকালে 'দুই কবি' (রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল) লেখাটি দিতে হবে।

৫-৪-২০০৪
'দুই কবি : শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-ক্ষোভ-ক্রোধ' লেখাটি সকালে সম্পন্ন করলাম। *অন্যদিন*-এর জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২-৪-২০০৪
সন্ধ্যা ৬টা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-কর্তৃক নতুন সাহিত্যপত্র প্রকাশের জন্যে আসর। সায়ীদ ভাইয়ের আমন্ত্রণ।

১৫-৪-২০০৪
জাতীয় প্রেসক্লাব। বিকেল সাড়ে-তিনটা। ক্যামেলিয়া-রচিত *ক্যামেলিয়ার কথা*-র প্রকাশন-উৎসব। সভাপতি আমি।

১৭-৪-২০০৪
বিটিভি। 'সিন্ধু-হিন্দোল'। নজরুলের নতুন আবিষ্কৃত তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে বলতে হবে আমাকে। উপস্থাপক : মিন্টু রহমান। প্রযোজক : ফারুক ভুঁইয়া।

২১-৪-২০০৪
বিটিভি। রাত আটটা। আবু সালেহর উপস্থাপনায় 'গ্রন্থভুবন'। আমার আলোচ্য : আবু ইসহাকের *পদ্মার পলিদ্বীপ*।

নজরুল-সংগীত-সম্রাজ্ঞী ফিরোজা বেগমের ফোন। উপস্থাপনার জন্যে আহ্বান করলেন। এটিএন-এ অনুষ্ঠিতব্য তাঁর অনুষ্ঠানে যে-গানগুলি তিনি গাইবেন :

১। গানগুলি মোর আহত পাখির সম (ভৈরবী ঠাট)
২। গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু (ধ্রুপদ গান)
৩। সখি, আমি নাহয় মান করেছিনু (কীর্তন)
৪। সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে (ঠুমরি)।

২৪-৪-২০০৪
প্রেসক্লাব, ভি.আই.পি লাউঞ্জ। বিকেল চারটা। 'কবি গোলাম মোহাম্মদ পুরস্কার।' বিশেষ অতিথি : আমি। সভাপতি : মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।

সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, জাতীয় জাদুঘর। সন্ধে সাড়ে-ছ'টা। রাজীব হুমায়ুনের 'মিনি ওয়ার্ল্ড'-এর 'ঐতিহ্যবাহী হিন্দি গান ও সাহিত্য' বিষয়ে আলোচনা। বক্তৃতা : রাজীব হুমায়ুন। আলোচক : আমি।

৫-৫-২০০৪
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। বিকেল সাড়ে-পাঁচটা। বিষয় : 'ছোটগল্প এখন'। রাইটার্স এ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ। সভাপতি : শেহাবউদ্দীন আহমদ। প্রধান অতিথি : আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০-৫-২০০৪
এনটিভি। বিকেল চারটা। বিষয় : নজরুল ইসলাম। অংশগ্রহণ : আমি ও শাহাবুদ্দীন আহমদ। উপস্থাপনা : জয়নুল আবেদিন আজাদ। (সম্প্রচারিত হয়েছে ২২/৫/২০০৪ সন্ধ্যা)।

বিকেল পাঁচটা। *গদ্য-পদ্য* লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশন-উৎসব। মোড়ক উন্মোচন। ২৫৭-৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল।

১৩-৫-২০০৪
প্রথম আলো অফিস। বিকেল ৫টা।

সভাপতি : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। সদস্য : শওকত আলী, হায়াৎ মামুদ, আমি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের এক অধ্যাপিকা, সাজ্জাদ শরিফ। *প্রথম আলো*-র সম্পাদক মতিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন। বছরের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—১৪১০ বঙ্গাব্দ— (১লা বৈশাখ থেকে ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত) বিচার। ১৫টি বই দিল।

AMARBOI.COM

১৮-৫-২০০৪
চ্যানেল আই। নজরুলকে নিবেদিত কবিতা পাঠ।

২০-৫-২০০৪
চ্যানেল আই। 'তৃতীয় মাত্রা'য় অংশ গ্রহণ। সন্ধে সাড়ে-সাতটা। বিষয় : নজরুল। উপস্থাপক : ফরিদুর রেজা সাগর। আলোচক : আমি ও শাহিন সামাদ।

২১-৫-২০০৪
নোভেরা হল, জাতীয় জাদুঘর। বিকেল সাড়ে-চারটা। শামসুন নাহার জামান-সম্পাদিত *শেখ ফজলল করীম-রচনাবলী*-র প্রকাশন-উৎসব। আলোচক।

২৩-৫-২০০৪
আজিজ মার্কেটের তেতলা। 'নিত্য উপহার'। বাহার রহমানের ফোন। নজরুল ইসলামের লেখা ও ছবি সংবলিত টি-শার্ট। উদ্বোধন : আমি ও বিশিষ্ট নজরুল-সংগীতশিল্পী সাদিয়া আফরিন মল্লিক।

এটিএন। সন্ধে সাড়ে-সাতটা। বিষয় : নজরুল ইসলাম। বক্তব্য আমার। উপস্থাপক : খোন্দকার ইসমাইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪-৫-২০০৪
বাদ আসর আম্মার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হলো। ভাই-বোন সবাই এসেছিল। জিনানরা তো ছিলই।

সন্ধে সোয়া-সাতটা। বিসিএস প্রশাসন একাডেমী। বিষয় : 'নজরুল ইসলাম'। আলোচক।

২৭-৫-২০০৪
বিকেল পাঁচটায় মগবাজারে 'তমদ্দুন মজলিশে' গেলাম।

আমার ধারণা ছিল : বিষয় হবে নজরুল। গিয়ে দেখি, কথাশিল্পী শাহেদ আলীর ৮০তম জন্মদিবস উদযাপন। সভাপতি কাজী দীন মুহম্মদ, প্রধান অতিথি আমি, পরে এলেন এ.জেড.এম. শামসুল আলম (মহাপরিচালক, ই-ফা-বা)। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কবি তাহমিদুল ইসলাম, অধ্যক্ষ চেমন আরা (অভিযোগপ্রবণ স্বভাবত) প্রমুখ। তমদ্দুন মজলিশ অফিসে অনুষ্ঠিত হলেও অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা অধ্যাপক শাহেদ আলী ট্রাস্ট।

AMARBOI.COM

২৯-৫-২০০৪
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। বিকেল পাঁচটা। *সৈয়দ মুজতবা আলী-রচনাবলী* সম্পর্কে বৈঠক। সৈয়দ মুজতবা আলীর পরিবারের লোকজন উপস্থিত থাকবেন। সায়ীদ ভাইয়ের আমন্ত্রণ।

১৭-৬-২০০৪
বিকেল পাঁচটা। জেমস জয়েসের *ইউলিসিস* উপন্যাসের মূল দিনটির (১৬ই জুন ১৯০৪) শতবর্ষ উদযাপন। আলোচনা। 'সাম্প্রতিক সাহিত্যচিন্তা'। উদ্যোক্তা : জ্যাক শিরাজি।

২২-৭-২০০৪
ভোরবেলা এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলাম। আম্মা পাশ ফিরে শুয়ে আছেন। তাঁর ওপর দিয়ে বিরাট বড় একটা সাপ কুণ্ডলি পাকিয়ে চলে গেল। পরে আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, আম্মা সাপটা কি করে চলে গেল? আম্মা বললেন, আস্তে করে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০০৫

কাল তার দেখা পাব

AMARBOI.COM

১৮-৪-২০০৫ ♦ ৫ই বৈশাখ ১৪১২ ♦ সোমবার

বিটিভি। 'বইপত্র'।

এই অনুষ্ঠানটি প্রথম করেছিলাম ৩রা এপ্রিলে। সেদিন পুরোটাই করেছিলাম আবিদ আজাদকে নিয়ে। আবিদ আজাদ এই অনুষ্ঠানটি করত। আমি করলাম আবিদ আজাদের সহকর্মী সিরাজুল ইসলাম মুনীর, শান্তা মারিয়া প্রমুখের অনুরোধে। ধারাবাহিক চালিয়ে যাওয়ার জন্যে বলেছিল। ওদেরই অনুরোধে দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটিও করলাম।

২১-৪-২০০৫

বিকেল চারটা।

১২ই রবিউল আউয়াল ১৪২৬। মহানবী (সা.) নিয়ে সেমিনার। প্রত্যাশা প্রাঙ্গণ, মোহাম্মদপুর। প্রধান অতিথি : কাজী দীন মুহম্মদ। সভাপতি : আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১-৫-২০০৫

ফারুক সিদ্দিকী (সম্পাদক, *বিপ্রতীক*, বগুড়া) অনুরোধ করল তেরজা রিমা ছন্দে সনেট লিখতে। বলল তার নিয়ম-কানুনও।

তেরজা রিমা সনেট। মিলপদ্ধতি : কখক-খগখ-গঘগ-ঘঘঘ ॥ ঘঙগ ॥ ঙঙ ॥

এ মাসেই শেষদিকে পাঠিয়ে দেবো। সেই সঙ্গে তাকে একটি পত্রাকার প্রবন্ধ লিখব, জানালাম। সহর্ষ। বিজুর দোকানে আজ বিকেলে এলে দেখা, এবং ওপরে, বিজুর অফিসে ও রেস্তরাঁয়, গল্প।

রাত দশটার দিকে যখন আজিজ মার্কেট থেকে ফিরছি, তখন দেখা *আজকের কাগজ*-এর মাসুদের সঙ্গে। পরে শামিমের সঙ্গেও। জানাল, আবু কায়সার (১৯৪৫-২০০৫) আজ সকালে মারা গেছে।

৩-৫-২০০৫

গতকাল খবরের কাগজ বন্ধ ছিল, আজ বেরিয়েছে। ১লা মে মারা গেলেও আবু কায়সারের মৃত্যুসংবাদ আজই কাগজে বেরোল। আজ আবু কায়সারের মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে তার সম্পর্কে একটি স্মৃতিচারণও বেরিয়েছে। তাতে দেখলাম, সে ছিল প্রচারবিমুখ এবং চাপা স্বভাবেরও। একই সঙ্গে একটি সংবাদের দিকে নজর পড়ল আমার। নিঃসঙ্গতা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়, সামাজিক হওয়া দরকার। একটা যোগসূত্র খুঁজে পেলাম যেন। স্মৃতিচারণটিতে ক্ষোভ আছে, টাঙ্গাইলে তার সমসাময়িক লেখক-কবিরাও যায়নি কেউ। আমার সঙ্গেও কোনোদিন তার যোগাযোগ ছিল না তেমন। আমার সম্পর্কে একবার একটু কটু মন্তব্য লিখেছিল। ওতে আর কী করা যাবে ! ও প্রায় একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার দরকার হলে প্রার্থী হিশেবে উপস্থিত হয় এদেরই কেউ কেউ। আমার প্রকাশিতব্য স্মৃতিকথায় ওর সম্পর্কে কয়েক ছত্র লিখব। লেখা ওর ভালোই ছিল, একটু অতিরিক্তরকম কলকাতামুগ্ধতা বাদ দিয়ে।

৪-৫-২০০৫

> দৌলত উজির কহে মন মোর স্থির নহে
> অনুখণ দগধে পরান ॥ —দৌলত উজির বাহরাম খান

মধ্যযুগের কবি আমার দহনের কথা জানলেন কী করে! এই তো কবি! শিল্পী!

৭-৫-২০০৫

চ্যানেল আই। রাত্রি ন-টা। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনুষ্ঠান। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এবং আমি অংশগ্রহণ করলাম আলোচনায়। উপস্থাপক : ফরিদুর রেজা সাগর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল-সংগীতের এক আদি শিল্পী যূথিকা রায়ের সঙ্গে।
যূথিকা রায় আমাকে একান্ত স্নেহভরে গ্রহণ করেছিলেন। উপহার দিয়েছিলেন তাঁর অমূল্য *স্মৃতিকথা*।

AMARBOI.COM

৯-৫-২০০৫
বাংলা একাডেমী, বিকেল পাঁচটা। রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে মূল প্রবন্ধ আমার : 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িক কবিগণ'। আলোচক : আহমদ কবির ও আবুল কাসেম ফজলুল হক। সভাপতি : ড. আশরাফ সিদ্দিকী।

১২-৫-২০০৫
এনটিভি। বেলা তিনটে। বিষয় : ফররুখ আহমদ। আলোচক : অধ্যাপক মতিউর রহমান এবং আমি। উপস্থাপক : জয়নুল আবেদিন আজাদ।

১৩-৫-২০০৫
জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তন। বিকেল পাঁচটা। কথাশিল্পী শামসুদ্দীন আবুল কালামের ৭৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা। উদ্যোক্তা : শামসুদ্দীন আবুল কালাম স্মৃতিপরিষদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬-৫-২০০৫

ATN বাংলা। দুপুর ১২টা। নজরুল সম্পর্কে অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণ : রুবী রহমান এবং আমি। উপস্থাপক : সাইফুল বারী।

অনুষ্ঠানের পরে রুবী রহমান আমাকে আজিজ মার্কেটে পৌঁছে দ্যায়। অনেক কথা বলে। কবিতায় নিবিষ্ট হতে বলে। প্রচুর উৎসাহ দ্যায়।

১৮-৫-২০০৫

আজ নজরুল-জয়ন্তী উপলক্ষে তিনটি অনুষ্ঠান করলাম। —

এক. BBC-র জন্যে সাক্ষাৎকার নিল সাগর লোহানী। আমাদের ড্রয়িংরুমে। গত বছরও সাগর লোহানী BBC-র জন্যে সাক্ষাৎকার নিয়েছিল— এবং সেটা ভালো হয়েছিল। আমি শুনেছিলাম। ড্রইংরুমের সোফায় বসে সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল— জিনানকে বললাম ছবি তুলে রাখতে।

দুই. দুপুরের পরে BTV-তে মনজুরুর রহমানের প্রযোজনায় 'চির-উন্নত শির' নামে একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করলাম। নজরুলের জাগরণমূলক কবিতা আবৃত্তি, গদ্যরচনা থেকে পাঠ, নাচ, গান। মিন্টু রহমান ও রংপুরের এক অধ্যাপকের আলোচনা ইত্যাদিতে ভরপুর অনুষ্ঠানটি ২৫শে মে রাত সাড়ে-দশটায় সম্প্রচারিত হবে।

AMARBOI.COM

তিন. বিটিভি থেকে সন্ধে ৬টার পরে (আজ ছিল হরতাল) গেলাম কাওরান বাজার, ATN-এ। মুস্তাফা নূরউল ইসলামের উপস্থাপনায় 'কথামালা' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলাম আমি ও করুণাময় গোস্বামী। বছর বছর সারা পৃথিবীতে বাঙালিরা কেন নজরুল-জয়ন্তী উদযাপন করছে— এই প্রশ্ন ছিল আমার উদ্দেশে।

বেশ কিছু দিনের চেষ্টায় ও যত্নে *আমাদের আব্বা-আম্মা* নামে একটি ফোল্ডার প্রকাশিত হলো আমার। এর জন্যে 'পাঠক সমাবেশে'র মিল্টন ও রুবেল খুব পরিশ্রম করেছে। আজ ATN থেকে আসার পরে পাঠক সমাবেশে ফোন করে ছাপা হয়ে গেছে, জেনে, নিয়ে এলাম। আল্লাহর কাছে শোকর। 'মান্নান সৈয়দ শিল্পকেন্দ্র'-এর প্রথম প্রকাশন এটি।

২০-৫-২০০৫

২৪শে মে আম্মার তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী কিন্তু ছুটির দিন বলে আজ উদযাপিত হলো। পারিবারিক আয়োজন। মাসুমের ফ্ল্যাটে। দুপুরে খাবার। বিকেলে মিলাদ। দুপুরে খাবার সময় *আমাদের আব্বা-আম্মা* ফোল্ডারটি নিয়ে গেলাম। বু, মেজোভাই, কচি, মাসুদ— সবাই খুব খুশি। তাদের কাউকে কিছু বলিনি। কিছু সংশোধন-সংযোজন করল সবাই মিলে, সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতার এক অসাধারণ নজরুল-গবেষক ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের সঙ্গে। নজরুল-সংগীতের এত গভীর গবেষক নেই আর। ড. রফিকুল ইসলামের কাছে তাঁর মৃত্যুসংবাদ (২০০৮এ) শুনে মর্মাহত হলাম।

আলাদা কপিতে লিখে রেখে দিলাম। ভাইবোনদের সবাইকে ১৫ কপি করে দিলাম।

বিকেলে শিল্পকলা একাডেমী-র জাতীয় নাট্যশালার মিলনায়তনে। উদ্যোক্তা : সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার। কামালউদ্দীন নীলুর আহ্বান। মনজুরে মওলা-অনূদিত ইবসেন-এর *ব্র্যান্ড* নাটকের প্রকাশন-উৎসব। আলোচক : ফরিদুর রহমান (বিটিভি'র অনুষ্ঠান-প্রযোজক), সেলিনা হোসেন, ফেরদৌসী আজিম, আমি ও জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী।

চাবি

আমার পুরোনো অফিসে গিয়েছিলাম সেদিন।

যে-চেয়ারে আমি বসতাম, সেখানে এখন অন্যজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলাম ঠিক সেরকম ফাইল আসছে,
ফাইলে সই হচ্ছে।
একবার এই টেলিফোন বেজে উঠছে,
আরেকবার ওই টেলিফোন।
একবার ইনি আসছেন,
একবার উনি।
'স্যার......!'
'ভাই.......!'
'চমৎকার! সুন্দর! দুর্দান্ত!'
— এইসব শব্দ ঘুরছিল ঘরময়।
আর 'আমি একটা পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলাম। '
'আমার পত্রিকার একটা বিশেষ সংখ্যা বের করতে চাই আপনার ওপরে।'
'আমাদের একটা অনুষ্ঠানে যেতে হবে আপনাকে।
যেতে হবেই।'
—এইসব বাক্য উড়ছিল ঘরের ভেতরে।
কিছুদিন আগে এসব শব্দ-বাক্য আমারই চারপাশে এসে পড়ত।
এখন উদ্দিষ্ট আমার সামনের চেয়ার।
আমি একটা চাবি দিতে এসেছি।
অফিসের গোপনতম চাবি।
চাবিটা আমি হস্তান্তর করলামও।
কিন্তু আমার পকেট খালি হলো না,
আরেকটা চাবি নিয়ে ফিরলাম বাড়িতে ॥

২১-৬-২০০৫
নায়েম। বিকেল চারটা। রবীন্দ্র-নজরুল-জয়ন্তী।

শিক্ষাসচিব, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আমি ও নায়েমের প্রধান প্রমুখ। আমি বলব নজরুল সম্পর্কে, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ বলবেন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে।

আ.কা.ম.মো. আসেননি, অন্যেরা ছিলেন, ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে অনুষ্ঠান।

২৩-৬-২০০৫
সন্ধেবেলা ইমরুল চৌধুরীর অফিসে। সেগুনবাগিচা। আড্ডা। ফারুক মাহমুদ, জাহিদুল হক, নুরুল করিম নাসিম আর ইমরুল তো ছিলই। নাসিম আর আমি একসঙ্গে গ্রীন রোডে ফিরেছি রাত এগারোটায়। চমৎকার আড্ডা।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬-৬-২০০৫
সকালে আবিদ আজাদের *হাসপাতালে লেখা* বইয়ের ব্লার্ব নিতে আসবে বাড়িতে। (লিখেছি। ২৭/৬ তারিখে এসে নিয়ে গেছে।)

২৭-৬-২০০৫
প্রেসক্লাব, ভিআইপি লাউঞ্জ। সন্ধে ছ-টা। ইমরুল চৌধুরীর *কালের যাত্রা* দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। আলোচনা।

১-৭-২০০৫
সকাল ১১টা। বিটিভির 'বইপত্র' অনুষ্ঠানের outdoor রেকর্ডিং। কবি আবুল হোসেন ও কথাশিল্পী আবদুশ শাকুরের সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে সকাল সাড়ে-দশটার দিকে ব্যাগ ও ছাতা নিয়ে আবুল হোসেনের ধানমন্ডির বাড়িতে। ফোনে কিছুতেই যোগাযোগ করা যায়নি, গিয়েই বললাম সাক্ষাৎকারের কথা। আবুল ভাই গল্প করতে লাগলেন। বেলা বারোটা নাগাদ মুনীর, প্রযোজক নাসিরউদ্দীন সারোয়ার, ক্যামেরাম্যান প্রমুখ জনাদশেক এল। সাক্ষাৎকার শেষে জুমার নামাযের জন্যে কাউকে কাউকে মসজিদের কাছে নামিয়ে ফের মাইক্রোবাসে তুলে সাত মসজিদ রোডের ১৫ নম্বর রোডের একটা হোটেলে খেয়ে নিয়ে আড়াইটে নাগাদ আবদুশ শাকুরের বাড়িতে। আবদুশ শাকুরের সাক্ষাৎকারটা খুব ভালো হলো, এতাবৎকালের শ্রেষ্ঠ। অন্যেরা চলে গেল। শাকুর ভাই চারটে সাড়ে-চারটে নাগাদ আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন।

২-৭-২০০৫
দৈনিক *সংগ্রামে* গেলাম। সাজজাদ হোসাইন খানের কাছে। জয়নুল আবেদিন আজাদ ও অন্যদের সঙ্গে দেখা হলো। সেখান থেকে *প্রথম আলো* অফিসে।

গত বছরও *প্রথম আলো*-র বর্ষসেরা বইয়ের বিচারকমণ্ডলীর একজন সদস্য ছিলাম। ১৪১০এর বইএর। এ বছরও (১৪১১ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত গ্রন্থের বিচারকমণ্ডলীর একজন হিশেবে কাজ করছি। গত বছর যিনি সভাপতি ছিলেন সেই জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এ বছরও সভাপতি। অন্য তিনজন সদস্য বাদ গেছেন। সে-জায়গায় এবার গৃহীত হয়েছেন—আহমদ রফিক, মোহাম্মদ রফিক ও বশীর আলহেলাল। *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান ও ডেপুটি এডিটর সাজ্জাদ শরিফের সঙ্গে বৈঠক বসল। তিন মাস পরে আবার মিটিং হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিটিংয়ের আগে-পরে সম্পাদক, সাজ্জাদ শরিফ ও রাশেদের সঙ্গে আমার প্রদত্তব্য কিছু লেখা নিয়ে কথা হলো।

প্রথম আলো থেকে আজিজ মার্কেট হয়ে, কিছু বইপত্র কিনে, শৌভিক রেজার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, বাড়িতে ফিরলাম রাত ন-টা নাগাদ।

৩-৭-২০০৫

গতকাল চ্যানেল আই থেকে ফোন করেছিল। আজ সকালে ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে গেলাম। ফেরদৌস আরা উপস্থাপিত 'সঞ্চিতা'র জন্যে 'বাংলাদেশে নজরুল' এরকম বিষয়ে মিনিট দশেক বললাম। আমীরুল ইসলাম ও অন্য দু'একজনের সঙ্গে গল্প। ফিরলাম বেলা একটার সময়।

৮-৭-২০০৫

সাঈদ বারী এসেছিল দুপুর চারটের দিকে। গেল রাত-সাড়ে আটটায়। ম্যারাথন আড্ডা। তার 'সূচীপত্র' প্রকাশন থেকে আমার যে-সব বই প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে, সেগুলি নিয়ে কথা তো হলোই।

AMARBOI.COM

১২-৭-২০০৫

গতকাল রাতে খশড়া লিখেছিলাম। আজ গল্পটা পুনর্লেখন করতে করতে *অন্যদিন* থেকে এল মোমিন রহমান আর তার এক সহকর্মী। *অন্যদিন* পাঠক ফোরামের জন্যে লিখলাম এই অণুগল্প 'গোলকধাঁধা'। অনেক দিন পরে গল্প লিখলাম।

সকালে 'সময় প্রকাশন'-এর ফরিদ আহমেদকে ফোন করেছিলাম। আগামীকাল রাতে উনি আসবেন। *সমকাল কবিতা-সংখ্যা* বইয়ের প্রুফটা উনি ফেরত চাইলেন। ভূমিকার জন্যে দীর্ঘকাল পড়ে আছে আমার কাছে। আগামীকাল ভূমিকা সমেত দেবো সিদ্ধান্ত নিলাম।

২৩-৭-২০০৫

বাংলা সাহিত্য পরিষদ। তৌহিদ ও হাসান আলীম ছিল। *গোলাম মোহাম্মদ-রচনাবলী*-র সমীক্ষণ অংশটি লিখলাম অনেকখানি। ফিরতে ফিরতে সন্ধে। সম্পূর্ণ হয়নি, পরে করব। বা.সা.প.-এ থাকতেই দুটি ফোন এল। সৈয়দ জাহাঙ্গীর ও সাঈদ বারীর। জাহাঙ্গীর ভাই সিকান্‌দার আবু জাফরের মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবুদা, দেবকুমার বসু-র সঙ্গে আমি, তাঁর বাড়িতে। সমুদ্রহৃদয় দেবুদা-র সঙ্গে আমার পরিচয় সেই আশির দশকের সূচনালগ্ন থেকে। নেই তিনি আজ, তাতে কী ! মৃত্যু জীবনের শেষ কথা নয়।

AMARBOI.COM

২৪-৭-২০০৫

সকালে গেলাম 'পাঠক সমাবেশে'। বেলাল চৌধুরী এল। দুজন মিলে যাওয়া গেল সৈয়দ জাহাঙ্গীরের মোহাম্মদপুরের 'ইলোরা' নামের ফ্ল্যাটে। নতুন এই ফ্ল্যাটে উঠেছেন জাহাঙ্গীর ভাই।

আমাদের আলোচ্য : আগামী ৫ই আগস্ট সিকান্‌দার আবু জাফরের ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠান। বেঙ্গল ফাউন্ডেশনে ৫ই আগস্টে অনুষ্ঠিত হবে। বিকেল পাঁচটায়। তখন-তখনই কয়েকজনকে ফোন করা হলো। স্মরণিকা প্রস্তুত করব আমি। বেলা একটার দিকে বেরিয়ে আমি আর বেলাল খুঁজে পেতে 'স্বাদ তেহারি'-তে গেলাম। সেখানে পোলাও, চিকেন ইত্যাদি খেলাম। তারপর বেলালকে মিরপুর রোডের হাক্কানি ব্রাদার্সের বইয়ের দোকানে নামিয়ে, বাড়িতে।

বিশ্রাম নিয়ে সন্ধে সওয়া-সাতটায় মনজুরে মওলা ভাইয়ের বাড়িতে। দীর্ঘ আড্ডা। মওলা ভাই তার অনেকগুলি বই উপহার দিলেন। আমি মোবারক হোসেনের *প্রতিপদ* পত্রিকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশিত আমার 'সঞ্জীবকুমার' কবিতাগুচ্ছের (২৫টি কবিতা) ফটোস্ট্যাট কপি দিলাম। মনজুরে মওলা ভাই দেখালেন এলিয়টের 'ওয়েস্টল্যান্ড' কবিতার এজরা পাউন্ড পরিশোধিত একটি আশ্চর্য সংকলন। কী অসামান্য কাজ করতে পারে পশ্চিমারা! ফিরতে ফিরতে রাত দশটা।

২৬-৭-২০০৫

সকালে ফোন করলাম শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ প্রমুখকে। সিকান্‌দার আবু জাফর সম্পর্কে প্রত্যেকের কয়েক পঙক্তি মন্তব্য লিখে নিলাম।

এর মধ্যে দু'জনকে— শামসুর রাহমান আর আল মাহমুদকে— সাক্ষাৎকার নেবো আমি, জানালাম একথা।

২৭-৭-২০০৫

আবুল হোসেন ও মনজুরে মওলার মন্তব্য নিলাম ফোনে, সিকান্‌দার আবু জাফর সম্পর্কে।

সন্ধেবেলা পান্থপথের মোড়ে এল বেলাল। আমিও গেলাম ওখানে। একসঙ্গে জাহাঙ্গীর ভাইয়ের বাড়িতে। আম্বালা থেকে মিষ্টি কিনে নিয়ে গেলাম। আমরা যাওয়ার একটু পরেই এলেন মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন (সিএসপি)। চুটিয়ে আড্ডা হলো। মূল বক্তা : মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন। তীক্ষ্ণ, তুখোড়, স্মৃতিধর। সিকান্‌দার আবু জাফরের ব্যক্তিজীবনের কথা উঠল। অনেক খোলামেলা কথা। জাফর ভাই সম্পর্কে অনেক স্মৃতিচারণ।

চিপস, চানাচুর। পরে ডালপুরি, সমুচা। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের বক্তব্য লিখে নিল বেলাল। উনি চলে যাওয়ার একটু পরে আমরা বেরোলাম। রাত দশটারও পরে। বহু কষ্টে একটা হলুদ ট্যাকসিক্যাব পাওয়া গেল। আমাকে গ্রীন রোডে পৌঁছে বেলাল চলে গেল তার পুরানা পল্টনের বাড়িতে।

খুব আড্ডা হয়েছে। স্মরণিকার ম্যাটার জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।

জিনান কিছু ভাত-তরকারি পাঠিয়ে দিল, রানু দ্রুত রেঁধে দিল ইলিশ মাছের তরকারি। খেলাম। রেসলিং দেখলাম। ঘুমোতে ঘুমোতে রাত্রি বারোটা।

৩১-৭-২০০৫

গতকাল সারাদিনে দুটো কাজ সম্পন্ন করেছি। (১) *কবি গোলাম মোহাম্মদ-রচনাবলী*-র প্রথম খণ্ডের সম্পাদনাকর্ম। বাংলা সাহিত্য পরিষদে সারাদিন ছিলাম। অন্তত এ বইটির কাজ করে চলেছি গত ছয় মাস ধরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(২) সারাদিন পরে সন্ধেবেলা বেরোলাম। *সিকান্‌দার আবু জাফর-এর ৩০তম প্রয়াণ-দিবস* স্মরণিকার কাজ সম্পাদন করলাম। বাড়িতে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় দশটা।

অনন্যা প্রকাশনীর মুনীর শাহেব (মনিরুল হক)। *স্বনির্বাচিত প্রবন্ধ* এরকম নামে কথা হলো তাঁর সঙ্গে একটি পাণ্ডুলিপির। আমার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের সংকলন। সায়ীদ ভাইয়ের সঙ্গে বসে পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করব।

সমকাল দৈনিক পত্রিকা থেকে রিপন ফোন করল। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখা নিতে লোক পাঠাবে আগামী ২রা আগস্ট বিকেল পাঁচটায়।

সকালের দিকে ফোন করে বিকেলে এলেন বাবুল বিশ্বাস। হাসান হাফিজুর রহমানকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করছেন। আমার সাক্ষাৎকার নিলেন। হাসান ভাই সম্পর্কে আমি স্মৃতিচারণের চেয়ে বেশি বিশ্লেষণী আলোচনা করলাম। ক্যামেরাম্যান নিয়ে চারজন এসেছিলেন। সন্ধের পর চলে গেলেন।

১-৮-২০০৫

বিটিভি। রেকর্ডিং। সন্ধে ৭টা। সিকান্‌দার আবু জাফর স্মরণে অনুষ্ঠান। আলোচক : সৈয়দ জাহাঙ্গীর, আল মাহমুদ, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। উপস্থাপক : আমি। প্রযোজক : ফারুক ভুঁইয়া।

AMARBOI.COM

৫-৮-২০০৫

বেঙ্গল ফাউন্ডেশন। বিকেল পাঁচটা। সিকান্‌দার আবু জাফর স্মরণে অনুষ্ঠান।

৬-৮-২০০৫

শিল্পকলা একাডেমী। সন্ধে ছ-টা। ২২শে শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠান। আলোচক : আমি ও মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

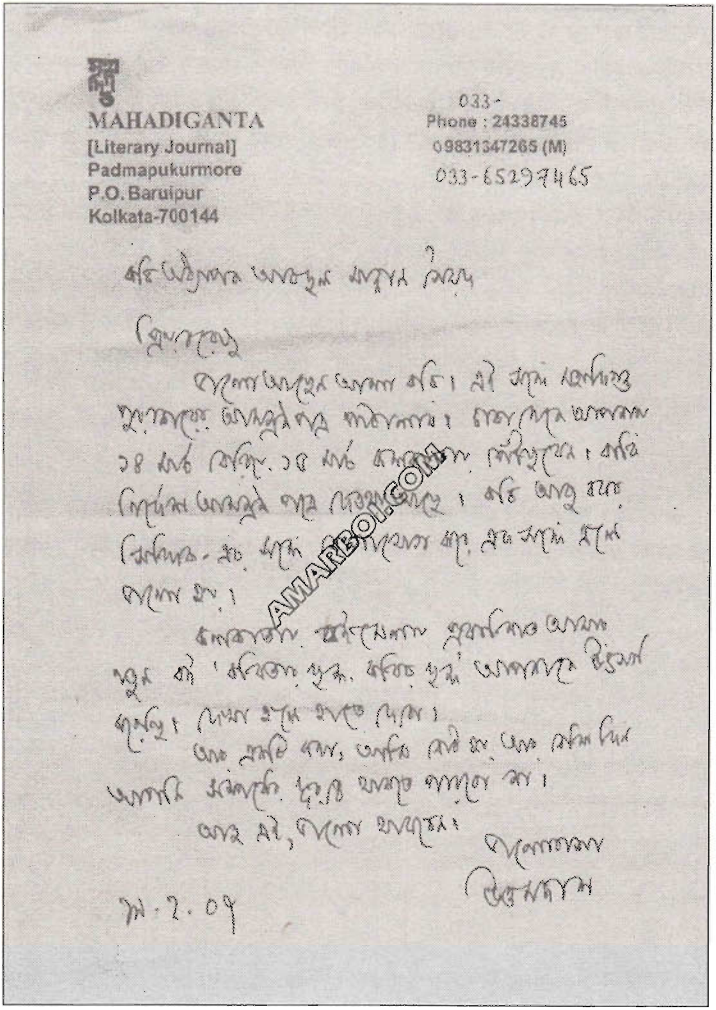

MAHADIGANTA
[Literary Journal]
Padmapukurmore
P.O. Baruipur
Kolkata-700144

033-
Phone : 24338745
09831347265 (M)
033-65297465

কবি-ছান্দসিক উত্তম দাশ কলকাতা থেকে ২০০৭-এ এই চিঠি পাঠিয়েছিল। তারপর তো ২০০৭এই কলকাতায় গিয়ে 'মহাদিগন্ত পুরস্কার' নিয়ে এলাম। আমাদের সময়েরই কবি উত্তম দাশের সঙ্গে গভীর বন্ধুতা হয়ে গেল। ওর স্ত্রী অধ্যাপিকা মালবিকা দাশও সুলেখিকা। ঢাকায়ও ঘুরে গেল। কী করে ভুলি, আমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে উত্তম ওর *কবিতার ছন্দ, কবির ছন্দ* বইটি 'কবি-ছান্দসিক' সম্বোধন করে আমাকে উৎসর্গ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২ ০ ০ ৬

তোমার হৃদয় আজ ঘাস

AMARBOI.COM

১। 'সত্যের সম্যক প্রতিষ্ঠা প্রতিকূলতার সাহায্যেই হয়।' — জগদীশচন্দ্র বসু

২। '... দেবী সরস্বতী যে শ্বেতপদ্মে আসীন তা সোনার পদ্ম নয়, তা হৃৎপদ্ম।' — জগদীশচন্দ্র বসু

৩। 'যখন ফল এবং নিষ্ফলতার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে শিখিলাম তখন হইতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল।' — জগদীশচন্দ্র বসু

৩-১-২০০৬ ♦ ২০শে পৌষ ১৪১২ ♦ মঙ্গলবার

সেদিন দুপুরে তুমি কেঁদেছিলে খুব।
কেন কেঁদেছিলে, আমি জিগেস করিনি।
আমার কি অংশ ছিল ? জানতে চাইব না।
শুধু বলব : ভালো থাকো, সুখী হও, সোনা ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৭-১-২০০৬

দুপুর আড়াইটা। NTV। নজরুল ইসলাম নিয়ে আলোচনা। সঙ্গে শাহাবুদ্দীন আহমদ। উপস্থাপক : জয়নুল আবেদিন আজাদ।

২৮-১-২০০৬

চ্যানেল আই। 'চিত্রক' গ্যালারিতে চিত্রশিল্পীদের (বারোজন) ছবি দেখে ছ-জন কবি কবিতা লিখবে। আমি তাদের একজন। দুটো কবিতা লিখলাম। 'হাশেম খানের ছবি দেখে' আর 'জালাল আহমদের ছবি দেখে' নামে। নির্মলেন্দু গুণ, সমুদ্র গুপ্ত, হাবীবুল্লাহ সিরাজীর সঙ্গে আড্ডা। আমীরুল ইসলাম আর আহমাদ মাযহার সঙ্গে ছিল। আমি ফোল্ডার আর *মান্নান সৈয়দ তথ্যপঞ্জি* বিতরণ করলাম সবাইকে। লাঞ্চ করেছিলাম ওখানেই। সন্ধেবেলা বাড়িতে ফিরে আসি। আমার অনুরোধে হাশেম খান একগুচ্ছ স্কেচ এঁকে দিলেন। চ্যানেল আই-এই একটি প্রাসঙ্গিক সাক্ষাৎকারও দিলাম।

৯-৫-২০০৬

AMARBOI.COM

অনামিকা নামে অচেনা একটি মেয়ের চিঠি পেয়েছিলাম মাস কয়েক আগে। বাড়িতে ছিলাম আজ। পুরোনো ব্রিফকেসের খোপের ভেতর থেকে বেরোল। এরকম সাহিত্যিক চিঠি ! আশ্চর্য! বিস্ময়কর! ফোন নম্বর চিঠিতে ছিল। যোগাযোগ করেছিলাম। বাড়িতে ছিল না। একটু পরে যোগাযোগ করেছে। আজ বিকেলে দেখা হওয়ার কথা ছিল। হলো। সাহিত্যবোধ, জ্ঞান দেখে অবাক হয়ে গেলাম। রবীন্দ্রনাথে গভীর নিমজ্জিত।

৩০-৭-২০০৬

সেকাল একাল : আবুল হোসেন

(আবদুল মান্নান সৈয়দ-কে)

আমরা পেয়েছিলাম বাহার
তোমরা তো এক সিকান্‌দার
এখন বাজার অন্য রাজার
পরের টাকায় দোকান সাজায়
মস্ত বড় সওদাগর
ব্যস্ত নিয়ে বাজারদর
কারও পসার শুঁড়িশহর
তাদের পেশা তাড়িয়ানা
হরহামেশা শাড়ি টানা ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পী রফিকুন্নবী আমার প্রথম কাবিতাগ্রন্থ *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ*-এর প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন।
অনেক বছর পরে বোধহয় রফিকুন্নবী আমার একটি ছোটগল্পের অলংকরণ করলেন।
প্রথম আলো-র ঈদসংখ্যায় (২০০৬) প্রকাশিত 'বিদ্যাসুন্দর কাহিনী'-র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১-৮-২০০৬

সন্ধে সাতটা। BTV ॥ সিকান্দার আবু জাফর স্মরণে অনুষ্ঠান। আলোচনায় অংশগ্রহণ : সুধীন দাশ ও আল মাহমুদ। গান ও কবিতা আবৃত্তি। আমি উপস্থাপক। প্রযোজক রেজাউল হক আল কাদরী। ৫ই আগস্টে সিকান্দার আবু জাফরের মৃত্যুবার্ষিকীতে সম্প্রচারিতব্য।

২-৮-২০০৬ ♦ ১৮ই শ্রাবণ ১৪১৩ ♦ বুধবার

এবার জন্মদিন পালন করলাম ১৮ই শ্রাবণ, বাংলা তারিখ অনুসারে, কাজেই ২রা আগস্টে। দুপুরে সুখাদ্য। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বিকেলে অনামিকার সঙ্গে। ঘুমোতে ঘুমোতে একটু রাতই হলো যেন।

৩-৮-২০০৬

সকালে সেলফোনে একটি মেসেজ। জন্মদিনের শুভেচ্ছা। সাযযাদ কাদিরের ফোন। সোনালি ফোন করেছিল ঠিক। ভোলেনি তাহলে! দীর্ঘ কথাবার্তা। NSU-এ। খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিম সারোয়ার, আবদুস সেলিম, আজফার হোসেন। হারুন ভাই (মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ) একটি ফুলের গুচ্ছ উপহার দিলেন। *১৮ই শ্রাবণ* নামে আমার জন্মদিন উপলক্ষে 'মান্নান সৈয়দ শিল্পকেন্দ্র' থেকে যে-ফোল্ডার বের করেছি, সবাইকে দিলাম। ১৮ই শ্রাবণ আর ৩রা আগস্ট– এবার আমার জন্মদিন দুদিনই উদযাপন করলাম। রাতে বিশেষ রান্নার ব্যবস্থা করল রানু।

৫-৮-২০০৬

দুপুর সাড়ে-এগারোটা। নজরুল কক্ষ, বাংলা একাডেমী ॥ *নজরুল-রচনাবলী* সম্পাদনা। ড. রফিকুল ইসলাম সভাপতি। প্রত্যেক শনিবারে বসছি।

৬-৮-২০০৬

সন্ধে সাতটা। শিল্পকলা একাডেমী ॥ রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক আলোচনা। আখতারুন্নেসার ফোন। অন্য দুজন আলোচক : করুণাময় গোস্বামী ও সৈয়দ আজিজুল হক।

২২-৮-২০০৬

সন্ধে সাতটা। চ্যানেল আই ॥ নজরুল-সংপৃক্ত অনুষ্ঠান। পাঁচ মিনিট বললাম। 'পূজারিণী' কবিতার শেষাংশ পড়লাম। খিলখিল কাজীকে দেখলাম। অনুষ্ঠানে আরো অংশগ্রহণ করবেন মমতাজউদ্দীন আহমদ ও আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

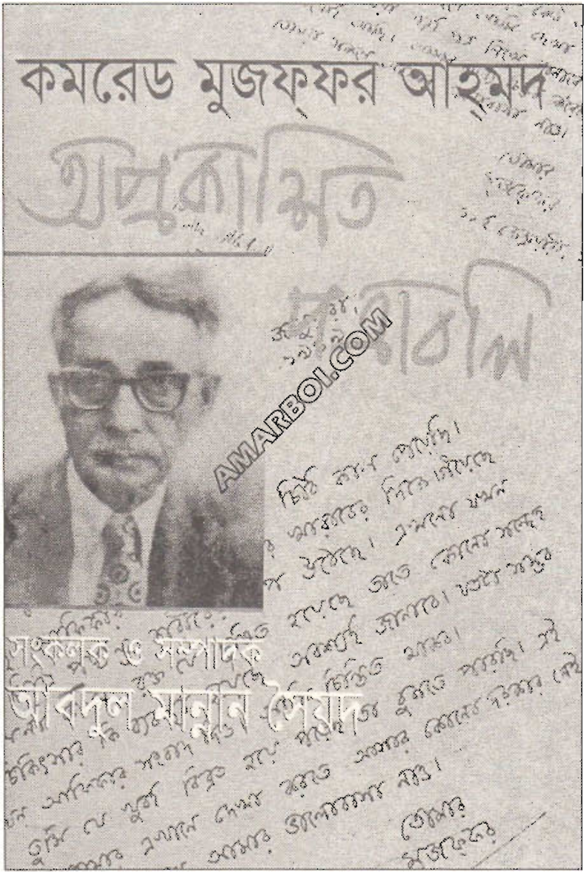

কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের একমাত্র দৌহিত্র, কবি আবদুল কাদিরের পুত্র, আমার বাল্যবন্ধু সিকান্দার দারা শিকোহ্ আমাকে মুজফ্‌ফর আহমদের লেখা অনেক চিঠি দ্যায়। আমি ব্যক্তিগত চিঠিগুলো বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সাহিত্যপ্রাসঙ্গিক চিঠিগুলো আমার কাছে রাখি।
কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ : অপ্রকাশিত পত্রাবলি ওরই সৌজন্যে ও আবেগে সম্পাদনা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩-৮-২০০৬
সোনালির সঙ্গে এক সন্ধ্যা উদযাপন।

— এই, নেবে ?

— চ্যালাকাঠ কোথায়? চ্যালাকাঠ!— খুব হাসছিল।

— আচ্ছা, একটু শুনবে, যে-কথা কোনোদিন বলিনি, বলতে পারিনি।

— 'মাইর' দেবো। বুঝলে ?

— কি ?

— মাইর! মাইর! এতকাল এদেশে থাকলে, তাও বোঝো না ?

— না, বুঝি না। বিদেশিই থেকে গেলাম তোমাদের কাছে। তোমরা সম্মান দেখালে, কিন্তু হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করোনি।

— করেছিল।

— করেছিল ? অতীতকাল ?

(নিস্তব্ধতা)

— সব কথা কি বলা যায় ? রবীন্দ্রনাথের গানের ওই লাইনটা জানো না ? 'আমার না-বলা যামিনীর মাঝে'।

— বুঝি না। আমি কিছু বুঝি না। জানো, আমার সবচেয়ে সমস্যা কি ? বাস্তবতা। আমি বাস্তবতা বুঝি না। আমার এক বন্ধু কবি মুস্তফা আনোয়ার ধরতে পেরেছিল আমার কেন্দ্রসমস্যা।

— 'তুমি স্বপনে গঠিত।'

— না। না। আমার কাছেই চিরকাল 'তুমি স্বপনে গঠিত।'

— এত মিশেও স্বপ্নভঙ্গ হয়নি ?

— না। হয়নি। তুমি আমার স্বপ্ন, সোনালি। দিনের বেলার চাঁদ। রাত্রিবেলার সূর্য।

— এই, মায়া বাড়িয়ো না। ম্যয়া বাড়িয়ো না।

— আমাকে বলছ ?

— শুধু তোমাকে বলছি না। নিজেকেও বলছি।

— আচ্ছা, দেখা হবে।

— তুমি ভালো থেকো।

— তুমি ভালো থেকো।

সোনালি স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল। সোনালি কি এতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিল ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিভা বসু আর আমি। সোফায় মীনাক্ষী দত্ত আর দময়ন্তী বসুসিং — বুদ্ধদেব বসুর দুই কন্যা।

AMARBOI.COM

সোনালি মাথায় কাপড় তুলে দিয়েছিল জোর বাতাসে। বলেছিলাম, 'তোমাকে ঠিক বউয়ের মতো লাগছে।' বলেছিল, 'অ্যাই, দুষ্টুমি কোরো না।' বাতাসে কি কথা উড়ে গিয়েছিল ? কথা কি উড়ে যায় ? স্বপ্নও কি মিথ্যা ? জানি না। বুঝি না।

মন শূন্য হয়ে গেল। মন ভরে গেল।

২৭-৮-২০০৬
সন্ধে সাতটা। নজরুল একাডেমী ॥ ভাষণ : রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। পাঁচ মিনিট। স্বাগত ভাষণ : মিন্টু রহমান।

২৯-৮-২০০৬
বিকেল পাঁচটা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বায়তুল মোকাররম ॥ ফোন করেছিল ই-ফা-র ডিরেক্টর সিরাজুল হক— আমার ছাত্র। বিষয় : নজরুল। আলোচক : শাহাবুদ্দীন আহমদ এবং আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮-৯-২০০৬

আমরা তিনজন

আমি একটা কবিতার পিছনে ছুটে চলেছি।
ধরতে পারছি না।
ছুটছি, আর সরে সরে যাচ্ছে কবিতাটি।
সে কি ছায়া ? নাকি মায়াহরিণী ?
শব্দ ধরা দ্যায় তো ছন্দ পালিয়ে যায়।
একটুখানি ছন্দ গাঁথা হয়ে যায় তো ইমেজ যায় নড়ে।
কবিতাটি কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারি না।
*
হরিণীর পিছু পিছু ছুটে চলেছি এরকম—
হঠাৎ আমার পেছনে তাকিয়ে দেখি
আরেকটি কবিতা আমাকে ধরার জন্যে ছুটে আসছে।
আসছে তো আসছেই।
সেও কিছুতেই নাগাল পাচ্ছে না আমার।
ও হয়তো ভাবছে—
এ কি কবিতা রে বাবা!
ধরা যায় না কিছুতেই !
*
আমরা তিনজন কেউ কাউকে ধরতে পারি না।
আমরা তিনজন যেন একটা চাকায় ঘুরে চলেছি।
একটা মধুময় গোলকধাঁধায় ॥

AMARBOI.COM

১১-৯-২০০৬

সোনালির এর মধ্যে অসুখ হয়েছিল কবে। ভেবেছিল, বাঁচবে না। আজ ফোনে বলল— ভেবেছিলাম আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

বলল — সেদিন খুব রাগ হচ্ছিল তোমার ওপর। একা একা শুয়েছিলাম। তোমার টেলিফোনের অপেক্ষা করছিলাম।

একটা পাখির মতো কোমল। একটা ফুলের মতো নম্র। অভিযোগ না, যেন একটা রিপোর্ট দিচ্ছিল।

জানো সোনালি, তুমি একটা পাখি, আমি একটা পাখি। আমাদের ঘিরে বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা ডালে ডালে ওড়াউড়ি করতে করতে একটা ঝুপসি পাতা-ভরা গাছের ডালে এসে বসেছি। বৃষ্টির শাদা শাদা লম্বা লম্বা সুঁইয়ের ফোঁড় থেকে বাঁচবার জন্যে। আমার পালকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচিত্রকর্মা জ্যোতির্ময় দত্তের সঙ্গে কলকাতার একটি বিশাল ব্রিজের ওপরে। সেবার কলকাতায় জ্যোতিদা আমাকে অসম্ভব সহৃদয়তায় গ্রহণ করেছিলেন। দু-তিন দিন চলে এসেছিলেন আমার হোটেল-কক্ষে। তারপর বেরিয়েছিলেন আমাকে নিয়ে। একটি লেখা ও ফটোসেশানও দিতে হয়েছিল তাঁর নাছোড়বান্দা নির্বন্ধে।

তোমার পালক ঢেকে দিচ্ছি। ওই, ওই রোদ উঠে যাচ্ছে। বৃষ্টির ক্ষরণ কমে আসছে। এসো-না ওড়াউড়ি করি আমরা পরস্পরকে কেন্দ্র করে। যতক্ষণ আলো থাকে ! ডালে ডালে, পাতায় পাতায়, আকাশে আকাশে।

১৮-৯-২০০৬
আগারগাঁওয়ের গহনে শহীদের বাড়িতে আমার সন্দর্ভ কম্পোজ চলছে। দীর্ঘক্ষণ সোনালির সঙ্গে কথা বলি। ফোন কেটে যেতে সোনালি ফোন করে। কথা আর ফুরোয় না। এত কথা ছিল আমাদের দুজনের মনে ! মনে হয়, একটা রুদ্ধ জলপ্রপাত হঠাৎ তোড়ে বেরিয়ে আসছে। ফিরতে রাত এগারোটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯-৯-২০০৬

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে— আসলে প্রায় ঘুমের ঘোরে একটি কবিতা লিখলাম। ছেঁড়া টুকরো কাগজে।... সোনালি আজ খুব খুশি। হাস্যোজ্জ্বল।

২০-৯-২০০৬

কবি আবুল হোসেনকে NSU-এ আমার অনুষ্ঠানের কার্ড দিতে গেলাম বিকেলে। সঙ্গে অনামিকা।

অন্তরঙ্গ আলাপ হলো আবুল ভাইয়ের সঙ্গে।

আবুল ভাই একটি মজার গল্প করলেন শরৎচন্দ্রকে নিয়ে।

শরৎচন্দ্রকে দেখতে গেছেন তিনি। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র নিয়ে গেছেন তাঁকে।

কে একজন গ্রাম থেকে এসেছে। বলল— দা-ঠাকুর, কেমন আছেন?

শরৎচন্দ্র হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন— পেন্নাম করলিনে, হারামজাদা?

আবুল ভাইরা স্তম্ভিত।

ছিলাম কিছুক্ষণ। বেরিয়ে একটি রেস্তরাঁয়। রাত্রি দশটায় ফেরার সময় মুষলধার বৃষ্টি। কোনোরকমে একটা রিকশা পাওয়া গেল। তাও ভিজে যাচ্ছি। ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছি। শাদা সংখ্যাহীন তীরের মতো বৃষ্টি পড়ছে। হলদে আলো ঝলমল করছে। দিনের বেলার চেয়ে উজ্জ্বল। আলো আর বৃষ্টি মিলে উজ্জ্বলতা ঝরে পড়ছে। অনামিকার চোখে-মুখে আনন্দআভা। যেন আলোকদীপিত রাত্রিটাই প্রতিফলিত।

২৩-৯-২০০৬

সোনালি।

২৪-৯-২০০৬

সোনালি।

২৫-৯-২০০৬

সোনালি।

২৮-৯-২০০৬

নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির স্টার টাওয়ারের এগারো তলার ১১০২ নম্বর কক্ষে বিকেল চারটায় আমার প্রথম 'নজরুল গবেষণা বক্তৃতা' দিলাম। শিরোনাম : *কাজী নজরুল ইসলাম : ১৯২২*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধু কথাশিল্পী কানাই কুন্ডুর বাড়িতে। ক্যামেরায় কানাই আড়ালে পড়েছে এখানে। কলকাতার কয়েকজন সাহিত্যিক-সাংবাদিকের সঙ্গে এক জমাটি আড্ডায়। আমি, বন্ধুকবি সুদর্শন সাহা, কানাই-এর স্ত্রী চাঁদনি, অন্য বন্ধুরা।

AMARBOI.COM

NSU-এর উপাচার্য মহোদয় প্রফেসর ড. জি. এ. সিদ্দিকী সভাপতিত্ব করলেন। কবি আবুল হোসেন প্রধান অতিথি। স্বাগত ভাষণ দিলেন ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. খালিকুজ্জামান ইলিয়াস। আমি মূল প্রবন্ধ পড়লাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ। দর্শকদের মধ্যে খ্যাতনামা অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আমার presentation খুব ভালো হয়েছিল। উদ্দীপ্ত। তথ্যময়। হারুন ভাই, শবনম মুশতারী খুব খুশি।

১১-১০-২০০৬
সন্ধে সাতটা। বিটিভি ॥ কবি গোলাম মোস্তফার মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন। উপস্থাপক আমি। আলোচনায় অংশগ্রহণ : মোস্তফা মনোয়ার, আশরাফ সিদ্দিকী, আল মুজাহিদী। পাঠ ও আবৃত্তি : ফাহমিদা মঞ্জু মজিদ। প্রযোজক : পিন্টু শাহেব। ড. আশরাফ সিদ্দিকী ফেরার সময় আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন তাঁর গাড়িতে।

১৬-১০-২০০৬
সকাল সাড়ে-দশটা। বাংলাভিশন ॥ জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কিছু কথা বলতে হলো। সাক্ষাৎকার নিল সালমা। প্রযোজক মামুন খান। দেখলাম ছেলেটি আমার জীবনানন্দচর্চার নাড়ি-নক্ষত্র জানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭-১০-২০০৬

সন্ধে সাড়ে-সাতটা। আরটিভি ॥ 'প্রিয় মুখ' অনুষ্ঠান। খ্যাতিমান শিক্ষকের প্রিয় ছাত্র অথবা বিখ্যাত ব্যক্তির প্রিয় পাত্র— এই হচ্ছে বিষয়। ড. রফিকুল ইসলাম তাঁর প্রিয় ছাত্র হিশেবে আমাকে নির্বাচন করেছেন। প্রথমে ড. রফিকুল ইসলাম। পরে আমি ক্যামেরার সামনে গেলাম। একটু অন্যরকম অনুষ্ঠান। উপস্থাপক : ইমদাদুল হক মিলন। প্রযোজক : আরজু শাহেব।

১৯-১০-২০০৬

বিকেল চারটে। ভিআইপি লাউঞ্জ, প্রেস ক্লাব ॥ বিষয় : ফররুখ আহমদ। উদ্যোক্তা : বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্র।

২০-১০-২০০৬

সন্ধে সাতটা। ইমরুল চৌধুরীর অফিসে আড্ডা। সোনালির সঙ্গে কথা।

২১-১০-২০০৬

বেলা এগারোটা। বা-এ-তে সম্পাদনা। সোনালির সঙ্গে কথা।

AMARBOI.COM

২৫-১২-২০০৬

তুমি তুমিই

তুমি ফুলের মতন নরম
তুমি গ্রানাইটের মতন শক্ত
তুমি রৌদ্রালোকের মতন উজ্জ্বল
তুমি রাত্রির মতন রহস্যময়
তুমি ফলের মতন ছোট্ট
তুমি সমুদ্রের মতন গভীর-বিশাল
তুমি ফুল
তুমি গ্রানাইট
তুমি দিবালোক
তুমি রাত্রি
তুমি ফল
তুমি ফুল-ফল দিন-রাত্রি গ্রানাইট কি সমুদ্র নও
তুমি তুমিই ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০০৭

রণাঙ্গন বিকশিত ফুলে

‘I have not been put on this earth to amuse myself, I am a beast of burden yoked to duty.’
— Victor Hugo

১-১-২০০৭

আজ ঈদুল ফিতর। একই সঙ্গে ইংরেজি নতুন বছরের সূচনা।

সকালে ঘুম থেকে উঠে পাড়ার মসজিদে ঈদের নামাজ পড়লাম। মসজিদে প্রাক্তন সহকর্মী সাদিকুর রহমানের সঙ্গে দেখা। নামাজের পর কোলাকুলি।

সকালে সাঈদ বারী ফোন করেছিল। *ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শহীদ কাদরী* বইটির প্রুফ দেখা শেষ হলে কাল বা পরশু ওকে রাতে আহ্বান করব নিয়ে যেতে।

গতকাল কবি আবুল হোসেনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওঁর স্মৃতিকথার তৃতীয় খণ্ড — *দুঃস্বপ্নের কাল* — বই হয়ে বেরোচ্ছে। অবসর থেকে। কবি আবুল হোসেনের পরিচিতি ও বইয়ের পরিচিতি লিখে দিতে হবে আমাকে। ঈদের পরে দেবো বলেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব কত কঠিন, কিন্তু অভ্যেস করতে হবে। আজ সারাদিন একা থাকলাম, দুএকটি ফোন, কচি একবার এসেছিল, মদু একটুখানির জন্যে, সারাদিন কাজ নিয়ে থেকেছি, একমাত্র কাজই সহনীয় করে একাকিত্বকে, নিঃসঙ্গতার ভারকে। আমার চারপাশে সবাই আছে, তবু একা লাগে, একমাত্র শান্তি পাই কাজের ভেতরে ডুবে গিয়ে। তা-ই অভ্যাস করতে হবে।— সোনামনি, তুমি শক্তি দিও।

২-১-২০০৭

সকালে এল আন্‌ওয়ার আহমদের ছেলে রূপম আর গল্পকার মনি হায়দার। ওরা নিয়ে এসেছে আন্‌ওয়ার আহমদের *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র আন্‌ওয়ারের প্রস্তুতকৃত ট্রেসিং। এই বইয়ের জন্যে ৬ পৃষ্ঠার একটি পরিচিতি লিখে দিতে হবে। ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। বেরিয়ে রাস্তায় হাঁটলাম।

নৈরাশা, হতাশা, এসব আমার চিরসঙ্গী। এরা কাজ করতে দ্যায় না। এদের দূর করতে হলে কাজ করে যেতে হবে। কাজ আর কাজ। একটার পর একটা কাজ। ভোলতেয়ারের *কঁদিদ* উপন্যাসের কঁদিদ-এর উপলব্ধি : 'নিজের বাগান চাষ করো।'

AMARBOI.COM

৪-১-২০০৭

তুমি তো সেই যাবেই চলে, কিছু তো না রবে বাকি —
আমায় ব্যথা দিয়ে গেলে জেগে রবে সেই কথা কি ॥
তুমি পথিক আপন মনে
এলে আমার কুসুমবনে
চরণপাতে যা দাও দলে সে-সব আমি দেবো ঢাকি ॥
বেলা যাবে আঁধার হবে, একা বসে হৃদয় ভরে
আমার বেদনখানি আমি রেখে দেবো মধুর করে।
বিদায়-বাঁশির করুণ রবে
সাঁঝের গগন মগন হবে,
চোখের জলে দুখের শোভা নবীন করে দেবো রাখি ॥

— *গীতবিতান* : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৯০০

৫-১-২০০৭

রাতে ফরিদ আহমেদ (সময়), বেলাল চৌধুরী, মইনুল আহসান সাবের (দিব্যপ্রকাশ)-এর ফোন। দিব্যপ্রকাশ-কে দিতে হবে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*-এর ভূমিকা। লিখতে হবে 'গীতবিতানের ৭৫ বছর পূর্তি' নামে প্রবন্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি কবি নজরুল ইসলামের ১০৮তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন আর একই সঙ্গে NSU-এর স্কলার-ইন-রেসিডেন্স হিশেবে *কাজী নজরুল ইসলাম : তিন অধ্যায়* গ্রন্থটির প্রকাশন-উৎসবের আয়োজন করেন। ছবিতে (বাঁদিক থেকে) : NSU-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. হাফিজ জি.এ. সিদ্দিকী, প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমেরিটাস জামাল নজরুল ইসলাম, আমি, বিশেষ অতিথি NSU ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বেনজির আহমদ এবং বিশেষ অতিথি প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইফতেখারুল আলম।

৬-১-২০০৭

Creativity জাগিয়ে রাখতে হবে। মূলত কবিতা ও গল্পে। গদ্যও হতে হবে শিল্পায়িত। তাবৎ ছড়ানো-ছিটোনো লেখাগুলো গ্রন্থিত করতে হবে। — এই পরামর্শ।

৭-১-২০০৭

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের হুমায়ুন ফোন করেছিল। বাড়িতে ফিরে, খেয়েদেয়ে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। আ-আ-সায়ীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ। হুমায়ুনের টেবিলে। সবাইকে *কবি শাহাদাৎ হোসেন* ফোল্ডার দিলাম। আমার *শ্রেষ্ঠ গল্প* বেরোচ্ছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে — আহমাদ মোস্তফা কামালের সম্পাদনায়। তার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি মনে ধরল। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, জমি পতিত রাখতে হয়, অর্থাৎ ফেলে রাখতে হয়, তাতেই ফসল ভালো ফলে। — অর্থাৎ ক্রমাগত লিখে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। ভাবনারও, লেখারও বিশ্রাম দেওয়া দরকার। — ধূর্জটিপ্রসাদকে বলেছিলেন।

৯-১-২০০৭

সন্ধেবেলা রানুকে নিয়ে লেকে। হেঁটে তারপর বসলাম। চটপটি আর কফি খেলাম। জিনানদের জন্যে নিয়ে এলাম ফুচকা। আসছি, দেখি বেলুনে বন্দুকের গুলি দিয়ে মারছে। একটি মেয়ে বলল— আংকেল, আসেন না। তার পুরুষটি বলল— আপনি চারটি গুলি করতে পারবেন।— চারটির মধ্যে, দুটো গুলি লাগল। মেয়েটিকে বললাম— খুশি তো আপনি ? হেসে বলল— হ্যাঁ।

পাশাপাশি হেঁটে আসছি, দুটি মেয়ে উল্টোদিক থেকে আসছিল, আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটি মেয়ে বলছিল— ইচ্ছা করে ধাক্কা লাগাতে মজাই লাগে। — ওমা, দেখি কি, আমার কনুইয়ে গুঁতো দিয়ে চলে গেল মেয়েটি। রানুও শুনেছে কথাটা। আমরা হাসছিলাম।

সায়ীদ ভাই ফোন করলেন। 'ভিতর' ও 'ভেতর' কোনটা হবে, এই প্রশ্ন ? আমি বললাম, যে-কোনো লেখায় একটি ব্যবহার্য। তারপরে আমার প্রশ্ন— আমার জীবন ব্যর্থ কিনা— এর উত্তরে বললেন, না, ব্যর্থ নয়। কিন্তু তোমাকে কয়েকটি কাজ করতে হবে।— (১) *রচনাবলী* বের করতে হবে, (২) *সেরা লেখা* বের করতে হবে ৩/৪ খণ্ডে, (৩) *স্মৃতিকথা* লিখতে হবে (৪) *কথোপকথন*— সায়ীদ ভাই আর আমার কথাবার্তা ৩/৪ দিন ধরে রেকর্ড হতে থাকবে। পরে বইটি *কথোপকথন* নামে বের হতে পারবে। (৫) অপ্রকাশিত সমস্ত লেখা গ্রন্থিত করার কথাও বললেন সায়ীদ ভাই।

১০-১-২০০৭

বেশ কয়েকদিন পরে ইউনিভার্সিটিতে এলাম আজ। এ বছর এই প্রথম। ঈদ, নববর্ষের ছুটি, অবরোধ ইত্যাদি মিলিয়ে দীর্ঘ ছুটি।

একাকিত্বের চেষ্টা অবিশ্রাম। নিঃসঙ্গতা থেকে আনন্দ ছেঁকে নেওয়ার, সহ্য করবার, কঠিন প্রাণান্ত চেষ্টা। অবিশ্রাম ব্যর্থতার বোধ কুরে কুরে খেয়েছে।

সায়ীদ ভাইকে সে-কথাই জিগেস করেছিলাম কাল, আমি ব্যর্থ কিনা। আজ NSUতে এসে হারুন ভাইএর রুমে সেকথা জিগেস করলাম। হারুন ভাই বললেন— কোরআন শরিফে আছে কখনো আল্লাহর রহমত থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে কোরো না। তাহলে কাফের হয়ে যাবে। নিরাশ হতাশ ব্যর্থ হওয়ার কোনো স্কোপ নেই ইসলামে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইমরুল চৌধুরী ফোন করেছিল। শুক্রবারে ওর বাড়িতে বসার কথা। হাসান হাফিজ ফোন করেছিল। শুক্রবারে আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজে বসব বলেছি। ওখান থেকে মোবাইলে ফোন করলে ইমরুলের ওখানে যাব।

... ফোন করেছিল। মজা করা গেল যথারীতি। আমাকে একটি বুটজুতো কিনে দিতে বললাম। আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির যে-অবস্থা !

১৬-১-২০০৭

কলকাতা থেকে রাতে উত্তম দাশ জানালেন— আগামী ১৬ই মার্চ 'মহাদিগন্ত পুরস্কার' দেবেন আমাকে, কলকাতার বাংলা আকাদেমিতে। বারুইপুরে একদিন যেতে হবে আড্ডা দেওয়ার জন্যে।

১৯-১-২০০৭

'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান।
তুমি জানো নাই, তুমি জানো নাই, তুমি জানো নাই
তার মূল্যের পরিমাণ।'

২৪-১-২০০৭

ঢুকেবুকে গেছে। তবু ধিকিধিকি জ্বলছে অঙ্গার।
ধুলো উড়ছে, ছাই উড়ছে। তারই মধ্যে জ্বলছে বিন্দু হিরে।
বহুদূরে চলে গেছ। উর্দ্ধে তবু আকাশ অপার।

উর্দ্ধে অপার আকাশ। অশ্রু ঝরিয়েছে যে-আকাশ
কাল রাত্রিভোর। রাত্রিভোর ঝড়ের দাপট।
মেঘেলা সকালে আজ একটুখানি রৌদ্রের আভাস।

যে-আকাশে ঝড় বয়, অশ্রু ঝরে, সেও রৌদ্রে ভেসে যায়,
নিকষ আঁধারে তার তারা জ্বলে, চাঁদের ফোয়ারা।

৩০-১-২০০৭

'বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণপ্রাতে।
ছিলে কি মোর স্বপনে সাথিহারা রাতে।
বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে—
কথা কও মোর হৃদয়ে, হাত রাখো হাতে।' — *গীতবিতান*, পৃ. ৪৬০

— নজরুলের অর্থে নয়, শোম্যানশিপটাই তোমার চরিত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১-২-২০০৭

NSUএ ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান এতকাল ছিল ড. খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, আজ থেকে বহাল হলো ড. সেলিম সারোয়ার। এই উপলক্ষে NSU পাড়ার Sky-View চিনে হোটেলে আমরা সবাই দল বেঁধে গেলাম। খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, হারুন ভাই, আমি, সেলিম সারোয়ার, আবদুস সেলিম, আজফার হোসেনের মেম বৌ, মিসেস সেলিম সারোয়ার ও আরো কয়েকজন। সবাই ইংরেজি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। ভালো লাগল। সেলিম সারোয়ার অনেক ছবি তুলল হোটেলে এবং ডিপার্টমেন্টে ফিরে। আজফার ডিপার্টমেন্টে এল। আড্ডা। চারটে বাজতে হারুন ভাইয়ের গাড়িতেই ফিরলাম আজ।

আশুতোষ ভৌমিক আমার জন্যে বসেছিল। ও কি যেন পুরস্কার পাবে কিশোরগঞ্জ থেকে — ওর পরিচিতি লিখে দিলাম। আড্ডা। বৈকালিক নাশতা ব্যাপক।

রাত সাড়ে-আটটার দিকে জিনানের সঙ্গে গল্প করছি, মোবাইলে টিংকু জানাল — চ্যানেল আই-য়ে আমার 'অস্থির অশ্বখুর' নামে একটি নাটক হচ্ছে।

AMARBOI.COM

১০-২-২০০৭

বাংলাভিশন। সাক্ষাৎকার : 'প্রাভাতিক'। বিষয় : জীবনানন্দ। 'সূচীপত্র' প্রকাশনসংস্থা থেকে আমার প্রেমের কবিতা কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হলো।

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তো জানে না।
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তো মানে না ॥
ফিরি আমি উদাস প্রাণে তাকাই সবার মুখের পানে
তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না ॥
বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর।
বাহির হতে দুয়ারে কর কেউ তো হানে না ॥
আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো জানে না ॥ — *গীতবিতান* , পৃ. ৭৪

১২-২-২০০৭

এটিএন। বিকেল চারটা। বিষয় : ভালোবাসার কবিতা। আলোচক : আমি, কাজী রোজী, বুলবুল মহলানবীশ ও নাসির আহমেদ। সঞ্চালক : সাইফুল বারী।

১৫-২-২০০৭

বিটিভি। 'অমর একুশ ও আমাদের সাহিত্যপত্রিকা'। প্রযোজক : বদরুজ্জমান। সঞ্চালক : কাজী মদিনা। আলোচক : আমি ও আমিনুর রহমান সুলতান। দুপুর আড়াইটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

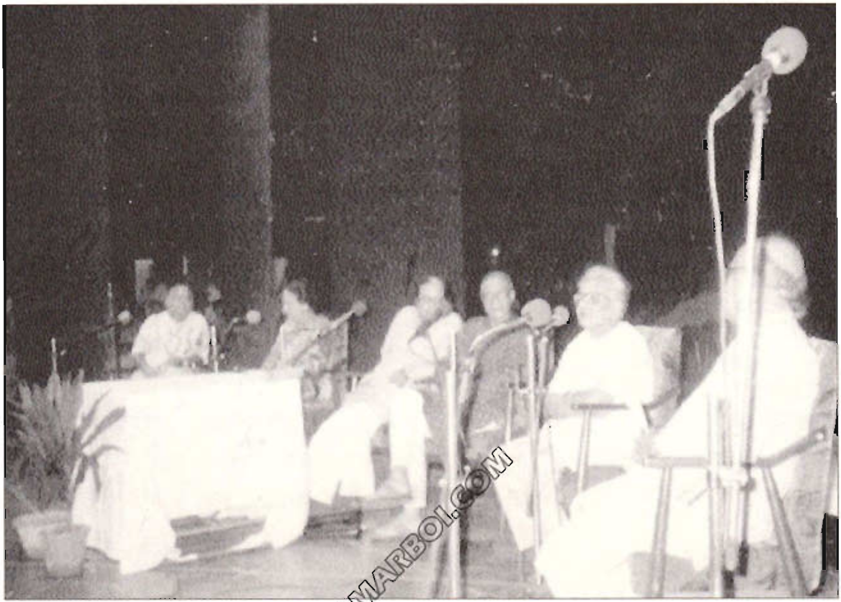

AMARBOI.COM

কলকাতা। ২০০৫। জীবনানন্দ দাশের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা আকাদেমি আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। বাঁদিক থেকে : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বসু, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আমি, ভূমেন্দ্র গুহ আর সঞ্চালক সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত।

১৬-২-২০০৭

দুপুর তিনটা। *সাপ্তাহিক ২০০০* আয়োজিত 'বাংলাভাষা : অর্জন ও করণীয়' বৈঠক।

২১-২-২০০৭

সন্ধেবেলা শফিউল আলম এল। ফোন করে। *ফিরে দেখা* নামে তার একটি বই উৎসর্গ করেছে আমাকে ও সুব্রত বড়ুয়াকে। বইটি দিল। শিক্ষা-সংক্রান্ত আরেকটি তার লেখা বইও দিল, তার ফ্ল্যাপের লেখা আমার। আমি ওকে আমার *শ্রেষ্ঠ গল্প* উপহার দিলাম। বেশ রাতে ফোন করল কলকাতা থেকে উত্তম দাশ। আমাকে 'মহাদিগন্ত' পুরস্কার দিচ্ছে প্রবন্ধে। ১৫, ১৬, ১৭ই মার্চ তিনদিনব্যাপী মহাদিগন্তের অনুষ্ঠান হবে। জানাল তার *কবিতার ছন্দ কবির ছন্দ* বইটি আমাকে উৎসর্গ করেছে। কথা প্রসঙ্গে জানলাম কানাই কুণ্ডু ও সুদর্শন সাহাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেনে ও। ওদের জানাতে বললাম। দেবুদা (দেবকুমার বসু)-কেও। অনুষ্ঠানে যেন এরা উপস্থিত থাকেন।

২-৩-২০০৭
'নন্দিনী'। বার্ষিক সাহিত্যসভা। নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তন, মহিলা সমিতি মিলনায়তন। উদ্বোধন করলাম। প্রধান অতিথি ছিলাম। মঞ্চে ছিলেন : ড. আশরাফ সিদ্দিকী, ড. খালেদা সালাহউদ্দিন, অনামিকা হক লিলি, আজিজ আহমদ (সভাপতি), সেলিনা খালেক, নন্দিনীর উপহারপ্রাপ্ত লেখক-লেখিকাগণ।

১২-৩-২০০৭
কলকাতা থেকে ফিরে এসে NSUএ তৃতীয় বক্তৃতা দিতে হবে। বিষয় : 'কাজী নজরুল : ইসলাম ১৯৪১।' ড. সেলিম সারোয়ার পরামর্শ দিল, তিনটি বক্তৃতা যখন বই আকারে প্রকাশিত হবে তখন তার নাম দেওয়া যেতে পারে— *তিন অধ্যায়*। নামটি ভালো লাগল।

AMARBOI.COM

২৫-৩-২০০৭

একটি গল্পের খসড়া

মনে হচ্ছিল উঠে যাই। তারপরই মনে হচ্ছিল বসে থাকি।
বসে থাকলাম। কিন্তু মন কি বসে থাকে ? মন চলতে লাগল।
দেখলাম, আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজে বসে আছি। সামনে নন্দিতা।
কিন্তু আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজে আমি ছিলাম না। আমি ছিলাম NSUতে আমার ঘরে।
নন্দিতা বলছিল : জানেন, ঢাকায় আসার কথা ছিল না। আপনার জন্যেই চলে এলাম। অবশ্য একটু কাজও ছিল।
আমি বলছিলাম — আমি জানতাম। জানতাম আপনাকে আসতেই হবে। আপনি না-এলে আমিই চলে যেতাম।
নন্দিতা বলল : গেলেন না কেন ?
আমি একা বসে থাকলাম। NSUতে আমার ঘরে।
নন্দিতা কোথায় ? নন্দিতা কেন ঢাকা থাকবে ?
আমি একা বসে আছি আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজে। এক কাপ চা খাচ্ছি অনেকক্ষণ ধরে। লায়লা তার দলবল নিয়ে আড্ডা দিচ্ছে ওদিকে। আরো লোকজন আছে।
আমার ঘরে NSUতে। আমার বইয়ের প্রস্তুতি চলছে।
আচ্ছা, প্রতিভা বসুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কলকাতায়। তিনিই কি রানু সোম ? রানু সোম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন প্রতিভা বসু থেকে আলাদা মানুষ। দুজনার নামও তো আলাদা।
আচ্ছা, যে-আমি দেখা করেছিলাম প্রতিভা বসুর সঙ্গে, সে-আমি তো আমি নই। সে একজন অন্য লোক।
নন্দিতা বলল : আমি ভাবছিলাম, আপনি না-এসে পারবেন না। কিন্তু আপনি গেলেন না, তাই আমাকে আসতে হলো।
আমি বললাম : সে তো ভালোই হলো। ঢাকা দেখা হলো আপনার।
নন্দিতা বলল : আর আপনাকে?

২৪-৫-২০০৭
আজ আম্মার মৃত্যুবার্ষিকী। ২০০৩ সালের এই দিনে আম্মা ইন্তেকাল করেন। আজ কেবল আশা করব, আল্লাহতালা আম্মাকে বেহেশত নসিব করুন।

গতকালও, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে, নজরুল প্রসঙ্গে আলোচনায় আম্মার উল্লেখ করেছি। আজ আমি লেখালেখিতে যেখানে এসেছি, তা কেবল সম্ভব হয়েছে আল্লাহতালার রহমতে আর আব্বা-আম্মার দোয়ায়।

সকালে প্রেস থেকে আমার *কাজী নজরুল ইসলাম : তিন অধ্যায়* বইটি দিয়ে গেল। NSU-তে। সেলিম সারোয়ার আর খালিকুজ্জামান ইলিয়াস আমাকে নিয়ে গেল উপাচার্য প্রফেসর সিদ্দিকীর অফিসে। বই পেয়ে তিনি প্রীত। ৩০শে মে বইটির প্রকাশন-উৎসব ও নজরুলের জয়ন্তী পালিত হবে, ঠিক হলো। ফের আমাদের ভবনে। হারুন ভাই (প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ) এলেন। তাঁকে বই উপহার দিলাম। ফোন করলাম টগর শাহেবা (ফাতেমাতুজ জোহরা) ও অন্যান্যকে।

সন্ধের পরে বাড়িতে CSB (নিউজ চ্যানেল) থেকে এক তরুণী ও ক্যামেরাম্যান বাড়িতে এল। সাক্ষাৎকার নিল আমার।

২৫-৫-২০০৭
[১১ই জ্যৈষ্ঠ/নজরুল-জন্মবার্ষিকী]

সকালে সোমা নামে একটি মেয়ে এল। Radio Today-তে নজরুল সম্পর্কে সাক্ষাৎকার। দুপুরে চ্যানেল আইয়ে। ড. ফজলুল আলম সাক্ষাৎকার নিলেন। চ্যানেল আই-তে ফেরদৌস আরার ৩টি সিডির উদ্বোধন করলাম। একুশে টিভি থেকে রিপন এল বাড়িতে। ক্যামেরাম্যান সমেত। নজরুল বিষয়ে সাক্ষাৎকার। বিটিভি। 'বইপত্র'। উপস্থাপনা। কবীর চৌধুরীর সাক্ষাৎকার নিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৭-৫-২০০৭

সকালে NSU-তে।

বিকেল সাড়ে-চারটায় নজরুল ইনস্টিটিউটে গেলাম। 'নজরুল ইসলাম : জীবন ও কর্ম' বিষয়ক আলোচনাসভা। সভাপতি : ড. রফিকুল ইসলাম। আলোচক : খিলখিল কাজী, ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, আমি, ড. করুণাময় গোস্বামী ও আসাদুল হক। আলোচনার পরে ওপরে বোর্ডরুমে গেলাম সবাই। চা-নাশতা, নিজেদের মধ্যে আলোচনা। ফিরতে ফিরতে রাত ন-টা।

৩০-৫-২০০৭

বিকেল চারটে। NSU-এর উদ্যোগে Star Tower-এর ৩০০ নম্বর রুমে (তেতলা) নজরুল-জয়ন্তী ও NSU থেকে প্রকাশিত আমার *কাজী নজরুল ইসলাম : তিন অধ্যায়* গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব।

স্বাগত ভাষণ : সেলিম সারোয়ার (ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান)। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ও পরিচালনা : হারুন ভাই (প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ) ও ইলিয়াস (খালিকুজ্জামান ইলিয়াস)। বক্তব্য : মাহবুব-উল আলম চৌধুরী, ড. রফিকুল ইসলাম, মিন্টু রহমান (সাধারণ সম্পাদক, ন-এ)। তারপর বললেন বেনজীর আহমদ (বিশেষ অতিথি, চেয়ারম্যান, NSU), ইফতেখারুল আলম (প্রাক্তন চেয়ারম্যান, NSU) আর উপাচার্য প্রফেসর সিদ্দিকী। নজরুল-সংগীত : ফেরদৌস আরা, ফাতেমাতুজ জোহরা, খালিদ হোসেন। NSU-এর ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নজরুল-সংগীত, কবিতা, আবৃত্তি ও নৃত্য।

১-৬-২০০৭

বিকেল পাঁচটা। নজরুল একাডেমী। কবি তালিম হোসেনের প্রতিকৃতি প্রদান অনুষ্ঠান। সভাপতি : ড. আশরাফ সিদ্দিকী। স্বাগত ভাষণ : মিন্টু রহমান। খালিদ হোসেন, রসুল শাহেব আর আমি তালিম ভাই সম্পর্কে কিছু বললাম। শবনম মুশতারী, পারভিন মুশতারী, ইয়াসমিন মুশতারী— তিন বোনও তাদের বক্তব্য পেশ করল।

৬-৬-২০০৭

বিটিভি। 'বইপত্র'। সন্ধে ৭টা। বিটিভিতে যেতে আটটা বাজল।

সারাদিন শুয়ে থাকলাম। বিশ্রাম। সৈয়দ শামসুল হকের সাক্ষাৎকার নিলাম আজ। 'বইপত্র' বছর দুয়েক করে আজ ছেড়ে দিলাম। হক ভাই মুহূর্তে বুঝলেন। হেসে বললেন, 'অপচয় ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিম বাংলার সবচেয়ে বড় নজরুল-সংগঠক কল্পতরু সেনগুপ্তের সঙ্গে।
কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের নির্দেশে তিনি শুরু করেছিলেন নজরুল-চর্চা।
পরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। তারপরও নজরুলচর্চায় একটি অভিভাবকশূন্যতা সৃষ্টি হলো।

AMARBOI.COM

১০-৬-২০০৭

সকালে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে NSU-তে গিয়েছিলাম। দুপুরে হারুন ভাইয়ের গাড়িতে ফিরলাম। চারটে নাগাদ। বৃষ্টি ধরেছে।

বিকেল পাঁচটা। ফররুখ আহমদের জন্মবার্ষিকী। বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র, শ্যামলী।

অনুষ্ঠানের পরে ওদের গাড়ি পৌঁছে দিল অনামিকার বাড়িতে। আহার। আড্ডা। ওর গাড়ি পৌঁছে দিল বাড়িতে।

২৩-৬-২০০৭

—তুমি তো অনেকদিন অনেক রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়েছ। সে-সব আমি টুকে রেখেছি। শুধু বইয়ের পৃষ্ঠায় নয়। আজ তোমাকে দোসরা জুলাইয়ের পরে আমার অনুভূতির একটি বাক্য শোনাব। রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতাটি মনে আছে? সেই-যে 'দূরে বহুদূরে—উজ্জয়িনীপুরে', সেখানে আছে পঙ্‌ক্তিটি— 'সে ভাষা ভুলিয়া গেছি, নাম দোঁহাকার'—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(একটু পরে, আর্তকণ্ঠে)— না—
(আবার আর্তকণ্ঠে) —না—
(একটু পরে) এটাই অবশ্য universal truth, শাশ্বত সত্য— তবু— তবু—
—তুমি তাহলে ভোলোনি ? ভুলতে দেবে না ?

৩১-০৭-২০০৭
ডুবে যেতে হবে নিভৃত নির্জন সাধনায়।—

তোমার জন্যে
আঙুলও ছুঁইনি কোনোদিন। সাহস করিনি।
তারই মধ্যে তোমার বাড়ানো হাত
আমার মুঠোর মধ্যে এসে পড়ল হঠাৎ।
তৎক্ষণাৎ দিনের আকাশ থেকে নেমে এল লুকোনো তারারা।
ঝরতে লাগল আমার দুপাশে লাল-নীল-রুপালি-নীরব তারা।
মুছে গেল সব হইচই। সব এক মুহূর্তে নীরব। তুমি ছাড়া নেই আর-কেউ।
দুজনার নির্জন দ্বীপে চারদিকে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঢেউ।
হে আশ্চর্য দিন, হে দৈব, হে অকস্মাৎ তোমাকে সালাম।
চিরদিন আমি হৃদয়ে তোমাকে রাখলাম।

AMARBOI.COM

১৮-৬-২০০৭
আজ দুপুরে কলকাতা থেকে বুদ্ধদেব বসুর কন্যা দময়ন্তী বসু সিং (রুমি) ফোন করেছিল। বুদ্ধদেবের কবিতা নিয়ে একটি লেখা লিখব। পাঠাব সেপ্টেম্বরে।

৬-৯-২০০৭

অনিন্দিতার জন্মদিনে
ঝড়ের কবলে পড়ে এক
বারান্দায় নিয়েছি আশ্রয়।
শান্ত হাত টেনে নিল ঘরে।
বলল : ঝড় ? ঝড় কিছু নয়।

ভাবছি : পরী, নাকি দেবদূতী ?
বলল ও : ছুঁয়েই দ্যাখো-না।
অনেক সাহসে ভর করে
ছুঁয়ে দেখি : এ তো খাঁটি সোনা ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতায়। আমাদের আধুনিক কবিতার জনক মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধিফলকের সামনে। অবিস্মরণীয় সেই পঙক্তিগুলো খচিত এখানে : 'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে / তিষ্ঠ ক্ষণকাল... ।' আমাকে তো দাঁড়াতেই হবে, আমার তো শুধু বঙ্গেই জন্ম নয়, বাংলা ভাষার দীন সেবকদেরও একজন আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১-৯-২০০৭
...বদমাশির কথা বললাম। ফরহাদ খান বলল, আপনি ওনাকে অনেক আগে ছাড়িয়ে গেছেন। আর হেনা স্যার এবং অন্যেরা নেই, এ সময়ে উনি ছড়ি ঘোরাবেন— এটাই তো স্বাভাবিক। আমার বরং রাগ হচ্ছে, আপনি এরকম তুচ্ছ বিষয় নিয়ে রেগে গিয়েছিলেন বলে। নির্বিকার হতে বলল। বলল— আপনার অবস্থান আপনি জানেন না। আপনি সবসময় আল্লাহতালার কাছে শোকর করেন আপনার অবস্থানের জন্যে।

৯-১১-২০০৭
—যেখানে যাই, মনে হয়, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

—আমারও। সেদিন এক দাড়িওয়ালা লোক আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়েছিল। ভাবলাম, দাড়ি-টাড়ি রেখে তুমিই কিনা। রাস্তায় যাতায়াতের সময় মনে হয়, তোমাকে দেখতে পাব।

—আমি তো এখন বেরোই না। গৃহবন্দি। তবু যখন বেরোই, তখন মনে হয়, যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

—জানো, সেই-যে জায়গাটায় তুমি প্রথম দিনে দাঁড়িয়েছিলে আমার অপেক্ষায়, ওখান দিয়ে যাওয়া-আসার সময় ওদিকে চোখ পড়ে যায় আমার— যাবেই—

—জানো, আমি ঠিক দাঁড়িয়ে থাকি ওখানে— তুমি আমাকে দেখতে পাও না—

AMARBOI.COM

১৩-১০-২০০৭
আমার জীবনের নতুন পরিচ্ছেদ সম্পর্কে সায়ীদ ভাই [আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ] তাঁর বাবার উক্তি উদ্ধৃত করে উচ্চারণ করলেন— তোমার হৃদয় বা আত্মা বা বিবেক যা চায়, তা-ই করবে।

১৪-১০-২০০৭
আজ ঈদ। ঈদুল ফিতর।

ফোনে ঈদের শুভেচ্ছা জানাল : সাঈদ বারী, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিম সারোয়ার, ফারুক মাহমুদ, ড. ফজলুল আলম, মাহবুব (ন-ই), অঞ্জনা। SMS করেছে : মাহবুব, মসউদ-উশ-শহীদ, নাসির হেলাল, রানা (আলোকিত নগরী), ওয়াসিফ-এ-খোদা, আইয়ুব সৈয়দ (চট্টগ্রাম)। রুমি (দময়ন্তী বসু সিং) ফোন করল কলকাতা থেকে। জানালাম— বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে লেখা দিতে পারলাম না। জানালাম— কলকাতায় গেলে আমি দেখা করব। বলল— হাঁটাহাঁটি করবেন, এটা খুব ভালো শরীরের জন্যে। ঈদের কথা শুনে বলল— ভালো দিনেই আপনার সঙ্গে কথা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

THROUGH THE GLASS DARKLY

January 25, 2007. 3 pm. North South University. It was another historic moment when Professor Abdul Mannan Syed delivered his second research lecture on the above topic. The lecture theatre at the 11th floor of the Star Tower at Banani was full to the brim with a choice audience who comprised the cream of the intellectual society of Bangladesh. The session, presided over by Professor Hafiz G A Siddiqi, Vice-Chancellor of North South University, lasted for about two hours, Mannan himself consuming nearly half the time summing up a 63 page written monograph which is the result of his intense research into the year that saw Nazrul at the

But in terms of popularity his albums probably topped the list. Mannan then gives a detailed list of the publications of Nazrul in that year which is a valuable document.

The next chapter is devoted to the poet's life and activities in 1928 when he was in Krishnagar in the Nadia district. This too along with an account of the Muslim literary Society at the time provides some documents which will form an important part of any future biographer of Nazrul. He clarifies the confusion regarding the different versions of his famous song-poem "Chal, chal, chal" giving an explanation about its earlier shadow by Monomohan Chakraborty.

'Kazi Nazrul Islam : 1928'

M Harunur Rashid

NSU-এ প্রদত্ত আমার দ্বিতীয় ভাষণের (২৫শে জানুয়ারি ২০০৭) আলোচনা লিখেছিলেন প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

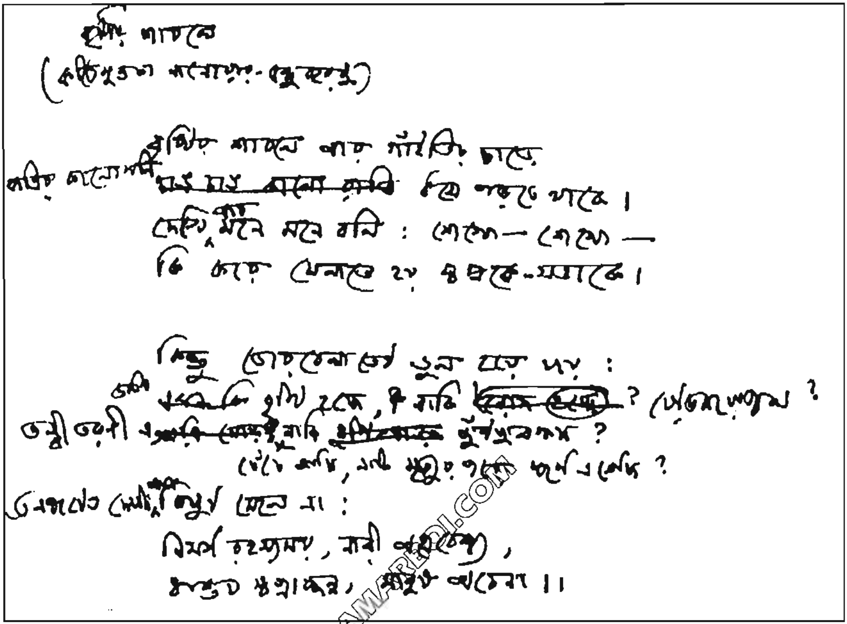

'বৃষ্টির শাবলে' কবিতার প্রথম খশড়া।

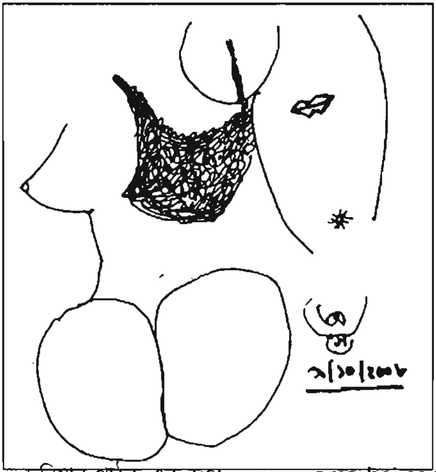

বিভঙ্গরঙ্গ

— চিত্রী : অশোক সৈয়দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০০৮

কেন আসিলে ভালোবাসিলে

AMARBOI.COM

'The emotions are so strong that one works without knowing one works...'
– Vincent Van Gogh

১-১-২০০৮

প্রেমেন্দ্র মিত্রের *শ্রেষ্ঠ গল্প*-এর ১৫টি গল্পের প্রুফ দেখলাম। ২০০৫ সাল থেকে আমার কাছে পড়ে আছে। ভূমিকা লিখতে হবে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* পাণ্ডুলিপির ভূমিকা খুঁজে পেয়েছি। প্রুফ পাঠিয়েছে আজ। দেখে দিতে হবে। দুটি বই-ই আমার সম্পাদিতব্য, বেরোবে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে।

অনিন্দিতার সঙ্গে বিকেল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত।

২-১-২০০৮

আজ সকালে বোধ করলাম, কাঁদলামও, এই কথা ভেবে – লেখক হিশেবে হয়তো খানিকটা সফল হলেও হতে পারি, মানুষ হিশেবে আমি ব্যর্থ। ... বলল – তোমার সত্তাই লেখকের, সেখানেই তোমার সাফল্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩-১-২০০৮

সারাদিন *শ্যামলী তোমার মুখ* উপন্যাসের (দুটি) প্রুফ দেখা শেষ হলো।/বিকেলে রানুকে নিয়ে নিউমার্কেটে। টুকিটাকি কেনাকাটা।/ফিরে এসে রিসেপশনেই পেলাম ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*। তারপরই বেঙ্গল কমপ্রিন্ট থেকে পেলাম সিরাজুল ইসলামের *গল্পসমগ্র*। এই বইয়ের ভূমিকা লিখতে হবে আমার।/ ফোন : হারুন ভাই (প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ), খাজা খোন্দকার (তার গল্পগ্রন্থের ভূমিকা), হাসান হাফিজ (তার কবিতাগ্রন্থের ফ্ল্যাপের লেখা), হাসান আলীম (তার সম্পাদিত *আশির দশকের কবিতা*-র ভূমিকা)।

১৪-৩-২০০৮

যতবার দেখা হবে

যতবার দেখা হবে, ততবার কবিতা লিখব।
লিখব কেন ? — এজন্যে, যে, তুমিই আমার শব্দশিল্প।
জীবন করেছি পার 'শিল্প' 'শিল্প' করতে করতে।
কখনো জানিনি আগে স্বর্গ আছে এ মাটিরই মর্তে।
যতবার কথা হবে, ততবার হবো উদ্দীপ্ত।
কলম ধরতেই ছুটে চলবে পাগলা এক অশ্ব ক্ষিপ্ত।
দিবসে যে চলে গেছে, ধরা দেবে নীলতম রাত্রে।
এক লহমায় পাড়ি দেবো সাত সমুদ্র সাঁৎরে।
যতবার দেখা হবে, ততবার লিখব কবিতা।
তূরীয় আনন্দ পাব — জলের লিখন হোক সবই তার।
যতবার দেখা হবে ততবার আনন্দ — আনন্দ।
ততবার ধরা দেবে চিত্রকল্প, উপমা ও শব্দ।
জীবনে পাইনি যাকে, ধরা দিল কবির শব্দে-ছন্দে।
মিলনে তো বাঁধতে পারিনি, বেঁধেছি বিরহবন্ধে ॥

২১-৩-২০০৮

'খুন করে ফেলতে পারো না ?'

'খুন করে ফেলতে পারো না ?'
— না, তা তো পারি না, মনিসোনা !
তাছাড়া করবে কে বলো দেখি ?—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে কী খুন করতে পারে নাকি
যে নিজেই হয়ে আছে খুন,
ফুরিয়েছে যার সব তূণ ?
— এই তো উঠেছে ঘূর্ণিঝড়,
বাজ পড়ছে এদিকে-ওদিকে।
সর্বনেশে চৈত্রমাস তবে
বৎসরের শেষ প্রান্তে এসে
ডাক দিল তোমাকে-আমাকে :
'বেরিয়ে পড় মাতাল উৎসবে
'হাত-ধরাধরি করে দুইজন,
'চল্ — চল্ — বেরো — বেরিয়ে পড়—
'নগরেই খুঁজে নে নির্জন !
'ভেঙে ফ্যাল্ সমাজ-টমাজ !
'চৈত্রমাসে পড়বেই বাজ !
'প্রকৃতিকে রোখে সাধ্য কার?
'মিছে সব সমাজ-সংসার !'

AMARBOI.COM

২৫-৩-২০০৮

বৃষ্টি

একদিন দেখলাম, টবের প্রোজ্জ্বল সোৎসাহী আনন্দময় মানিপ্ল্যান্ট গাছটা কিরকম মরা-মরকুটে। অনেক পাতা ঝরে গেছে। কিছু পাতা একদম শুকিয়ে ঝর্ঝরে—নিশ্চিত্ ঝরে পড়বে। যেগুলো আছে, তাও কেমন রঙচটা পুরোনো বিবর্ণ।

তারপর থেকে রোজ সকাল-বিকেল টবের মাটিতে পানি দিই। ভিজিয়ে দিই গাছের পাতাগুলো। তাও কি আর রঙ ফেরে ? পাতা ঝরে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। শুকিয়ে চিমসে নিষ্প্রাণ হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ একদিন চৈত্রের রাত্রিতে আকাশ ফাটিয়ে বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি নামল। অল্পক্ষণের জন্যে। আকাশ ঢেলে দিলে তার অনেকদিনের জমানো উপচার।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি : একি ! পাতাগুলো আবার সবুজ ! গাছটি একরাত্রির জাদুবলে আবার যেন সজীব হয়ে উঠেছে !

সত্যি কথাটি লিখব এখানে ? — সেদিন গাছটি আসলে বেঁচে উঠেছিল আমার আনন্দিত চোখের জলে। কেননা সেদিনই তুমি আদর করে পাশে বসিয়েছিলে আমাকে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৯-৩-২০০৮

... জীবনবাদী, আনন্দময়, কোলাহলময়, সামাজিক। আমার জীবন ব্যর্থতার, বিরামহীন সংগ্রামের, একাকিত্বের। দুজনার জীবন দুরকম সম্পূর্ণ দুরকম। নাকি কোথাও আশ্চর্য সাযুজ্য আছে ?

১-৪-২০০৮

'মোর লাগি করিয়ো না শোক।
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই।
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।'

২-৪-২০০৮

অ্যাডর্ন। সেগুনবাগিচা।

সত্যের মতো বদমাশ-এর চতুর্থ সংস্করণের প্রকাশকাল ও পরিশেষ-এর পুরো ম্যাটার দিলাম গুছিয়ে। রোববার সকালে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হবে না। যাব মঙ্গলবারে। নাকি রোববার সকালেই ? দেখে দেওয়া ভালো।

—আমাকে জাগিয়ে তোলো।

—সেলফোন সামনে নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

কী বিচিত্র জীবন!

ফেরার সময় আজিজ মার্কেটে ফের। 'একুশে' থেকে বই কিনলাম। ঝেঁপে বৃষ্টি এল। বাড়িতে ফিরতে ফিরতে চারটে। খেলাম। বই ঘাঁটলাম। শুতে শুতে অনেক রাত।

৩-৪-২০০৮

—সারাদিন ফোনের আশায় আশায় থাকি যখন, তখন ফোন করো না। সন্ধেবেলা ফ্রি থাকবে নাকি ?

৪-৪-২০০৮

সকাল দশটার দিকে এল আতিক (নিউইয়র্ক) এবং তার দল। শহীদ কাদরী সম্পর্কে এক ঘণ্টার দীর্ঘ সাক্ষাৎকার ভিডিও করল। জানাল পরে, খুশি হয়েছে ওরা। গেল দুপুর প্রায় দেড়টার দিকে।

অনেক সকালে উঠেছি। ওরা চলে যেতেই খেয়েদেয়ে ঘুম।

বিকালে আড্ডা। রাত্রি ন'টা পর্যন্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোল্ডার ৫

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধার্ঘ্য

(১৯০৮/২০০৮)

জন্ম ১৯শে মে ১৯০৮ · মৃত্যু ৩রা ডিসেম্বর ১৯৫৬

১। পিতার সঙ্গে খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করা চলে — পিতারও অনেকরকম দোষ থাকে। কিন্তু পিতৃত্বকে যে অস্বীকার করতে চাইবে, সে বলবে ঐতিহ্য বলে কিছু নেই — তাকে আমি অসভ্য অমানুষ বলব, তাকে আমি ধিক্কার দেবো। — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখপত্র-সম্পাদককে চিঠি, আ. ১৯৫২-৫৩।

২। ঐতিহ্য সম্পর্কে অন্ধ অনুরাগ বিপজ্জনক। — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, একটি হস্তলিপি থেকে।

'সন্ধ্যায় বাড়ি ভরে যেতো। শৈশবে দেখেছি দিলীপকুমার রায়, সত্যেন বসু, যামিনী রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, এমনকি প্রমথ চৌধুরীকে। মার কাছে শোনা প্রমথ চৌধুরীকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে আমি "রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ" বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন মাতাল হয়ে এসেছিলেন — তখন যদিও বুঝিনি মাতাল, আমার ধারণা তিনি আমার মার প্রতি দুর্বল হয়েছিলেন — যার ছাপ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্পে পড়েছিল।' — একটি স্মৃতিচারণায় একথা লিখছেন বুদ্ধদেব বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা মীনাক্ষী দত্ত ('আমাদের ২০২', ৩০শে নভেম্বর : কবিতাভবন বার্ষিকী, প্রথম সংখ্যা) বুদ্ধদেব বসুর বিখ্যাত 'কবিতাভবনে' সেকালের প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিমান বহু ব্যক্তি আসতেন।

২০০৫ সাল থেকে অনিয়মিত ৪-পৃষ্ঠার ফোল্ডার বের করে চলেছি 'মান্নান সৈয়দ শিল্পকেন্দ্র' থেকে। প্রথম ফোল্ডার *আমাদের আব্বা-আম্মা*-র শোধিত-বর্ধিত সংস্করণ বের করেছিলাম ফের। ১৯শে মে ২০০৮-এ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধার্ঘ্য* ফোল্ডারটি প্রকাশ করি। দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করতে হয় অচিরাৎ। কিছু না — আমার অতিব্যক্তিগত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

৫-৪-২০০৮

সকালে বাংলা একাডেমীতে *নজরুল-রচনাবলী* সম্পাদনকর্ম। সপ্তম খণ্ডের কাজ শেষ। অষ্টম খণ্ড ধরা হয়েছে।

বিকালে আজিজ মার্কেটে।

ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে-ন'টা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭-৪-২০০৮

পর পর তিন দিন অসম্ভব ব্যস্ত ছিলাম। সেজন্যে আজ আর বেরোলাম না। সকালে উঠে একটি কবিতা লিখলাম, 'সোনার অক্ষরে'।

সারাদিন বাড়িতে। দুপুরে ঘুম। সন্ধেবেলা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলাম।

তারপর শোবার ঘরে এসে ঘর অন্ধকার করে শুয়েছি, পর পর ফোন পেলাম তিনজনের। অন্তরঙ্গ আলাপন। প্রথম ফোন এল আমেরিকার ফ্লোরিডা থেকে। লায়লা শার্মিন। তরুণ শিল্পী। বারবার বলল— আমি আপনার ভালো বন্ধু। বলল— আপনি তেমনভাবে গ্রহণ করেছেন কিনা জানি না। বললাম— আপনাকে একটি বই উৎসর্গ করব। তাতেই প্রমাণিত হবে আপনাকে আমি বন্ধুভাবে গ্রহণ করেছি। —অনেক কথা বলল। জাতশিল্পী। লায়লার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল।

৮-৪-২০০৮

অবিলম্বে বের করা দরকার 'মান্নান সৈয়দ শিল্পকেন্দ্র' থেকে 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধার্ঘ্য' ফোল্ডারটি। কিছু দুর্লভ আলোকচিত্র, ছবি ও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

AMARBOI.COM

৯-৪-২০০৮

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে 'গোলকধাঁধা' গল্পটি লেখা ধরলাম। শেষাংশ বিকাল পাঁচটায় 'অন্তরে রেস্তোরাঁ'য় শুরু করে শেষ হলো রাত্রি ন-টায়। সঙ্গ দিল অমিতাভ পাল। সারাক্ষণ। রাতে ওখানেই এল দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর সাহিত্য-সাময়িকীর সম্পাদক ফারুক আহমেদ। ওকে গল্পটা দিলাম। আমার সঙ্গে রিকশায় এল গ্রীন রোড পর্যন্ত।

১৩-৪-২০০৮ ♦ ৩১শে চৈত্র ১৪১৪

আজ সারাদিন কাটাচ্ছি আসলে ১লা বৈশাখ ১৪১৫ (আগামীকাল) উদযাপনের মতো।

একটি মাঠের সবুজে বসলাম আমরা দুজন। নির্জনপ্রায়। কামিনীফুলের বেড়া, ফুল নেই, গাছ শুধু। মেহগনি গাছ, সোজা অনেকদূর উঠে গেছে, পাতার গুচ্ছ ওপরে। দোয়েল পাখি, কালো, একটা শাদা টানা বুকে।

পরে অন্য জায়গায়। নতুন আবিষ্কার। ওরই।

ফিরতে ফিরতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বজ্র-বিদ্যুৎ-বৃষ্টি। বাড়িতে রাত সাড়ে-দশটায় ফিরলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪-৪-২০০৮ ♦ ১লা বৈশাখ ১৪১৫ ♦ সোমবার

শরৎচন্দ্রের *গৃহদাহ* উপন্যাস পড়লাম। আগের মতোই অসাধারণ মনে হলো। বিকেলে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে রানুকে নিয়ে সাত মসজিদ রোড হয়ে, ধানমণ্ডি ব্রিজের ওপর দিয়ে, ৭ নম্বর রোড দিয়ে, বাড়িতে। রিকশায়। পয়লা বৈশাখের অগণন মানুষের ভিড়। লেকের পাড়ে গানের জলসা। তিনজন অপরিচিতের সানন্দ সম্ভাষণ। এই তো স্বীকৃতি। এই চেনাটুকু। এই সম্ভাষণটুকু। সব মিলিয়ে খুব ভালো লাগল।

১৫-৪-২০০৮

কবিতার টুকরো

আমাকে নাহয় লুকোলে।
কিন্তু আমার ফোন পেলে তোমার মুখে যে-দীপ্তি জ্বলে ওঠে,
তাকে ঢাকবে কি করে ?
সুইচ টিপলে বিদ্যুৎবাতি জ্বলে ওঠার মতো,
চৈত্রের বৃষ্টিতে গাছের নতুন পাতার চকচকে সবুজপাতার মতো,
বৈশাখের আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে পৃথিবীতে তার আলোর ঝলকানির মতো —
কে এসব আড়াল করে ফেলতে পারে ?
— হে আমার দুঃখ-জাগানিয়া,
একমাত্র এই ভাবনাতেই আমার একটুখানি সুখ।
ওই একটুখানি সুখ
আজকে
নতুন বৈশাখে
নতুন রোদের সঙ্গে যাচ্ছে ব্যাপ্ত হয়ে।

বিকালে আজিজ মার্কেটে। আমীরুল ইসলাম (চ্যানেল আই)কে বলায় কাকে যেন পাঠিয়ে *মাতাল কবিতা পাগল গদ্য* কিনে নিল। আমার ভক্ত। খোন্দকার আশরাফ হোসেনকে *মাতাল কবিতা...* উপহার দিলাম। গিয়ে বসলাম 'অন্তরে রেস্তোরাঁ'য়। বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে প্রবন্ধ দিতে হবে– দেবো দীর্ঘ প্রবন্ধ। ব্যাপক ভরসা দিল আমাকে সাহিত্যে বিষয়ে। বলল– আমি আপনার ভক্ত। — অভয় পেলাম এরকম গুণী মানুষের উচ্চারণে।

চৈত্রসংক্রান্তিতে (৩১শে চৈত্র ১৪১৪) ঢাকা শহরের আকাশ ছেয়ে যেতো ঘুড়িতে ঘুড়িতে। ঢাকার অনেক-কিছুর মতো এই ঐতিহ্য হারিয়েছে। এখন তা সংস্কৃতিজীবীদের দখলে এবং তাদের কলকাঠি অনুসারে নির্ধারিত হচ্ছে। বরং পয়লা বৈশাখ দেখলাম জনসাধারণ সকলের সম্ভোগ্য। পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬-৪-২০০৮
রাত্রি একটা ॥ আমার একটি মিশ্রিত আনন্দ-ও-বেদনার কথা বলি। আমি বিশ্বাস করি : তিরিশের দশকের মহত্তম কবি জীবনানন্দ দাশ আর মহত্তম কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-কে আমি মনে করি মহৎ কবি; তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে করি মহৎ ঔপন্যাসিক। আমার বিশ্বাসে কখনো কখনো বিচলন ঘটে না, তাও নয়। তারপরও আমার বিশ্বাস, এটি একদিন সাধারণ সত্যে পরিণত হবে। তবু আমি জানি যে, সাহিত্যে শেষ সত্য বলে কিছু নেই। তারপরও আমার সৎ অনুভবটি জানিয়ে যেতে চাই। জীবনানন্দ নিয়ে প্রায় চার দশক ধরে কাজ করে চলেছি। তৃপ্তির কোনো কারণ নেই, কিন্তু অংশত হলেও আমার সাধ্যানুসারে কর্তব্য করে গেছি। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে-সময় দেওয়া উচিত ছিল, তা দিতে পারিনি। এজন্যে ক্ষমাহীন অপরাধ করেছি বলে মনে হয়। তারপরও ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। জীবনানন্দের জন্মশতবর্ষ দেখে যেতে পেরেছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষও স্পর্শ করতে পারা গেল।

২৮-৪-২০০৮
বিকাল পাঁচটা। ভিআইপি লাউঞ্জ, প্রেসক্লাব ॥ সিরাতুন্নবী উপলক্ষে আলোচনা-সভা। আলোচনা ও কবিতাপাঠ। মতিউর রহমান মল্লিকদের অনুষ্ঠান। আমি রসূল (সা.) সম্পর্কে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম সামান্য কয়েকটি কথায়।

২-৫-২০০৮
নজরুল একাডেমী। বিকাল সাড়ে-পাঁচটা। নজরুল-ভবন (মগবাজার) ॥ নির্বাহী পরিষদের সভা। পরিষদ সদস্য হিশেবে নিমন্ত্রণ। গেলাম। মিন্টু রহমান ও অন্যদের সাদরে গ্রহণ।

*

সম্পাদকী চতুরতা
প্রথম জীবনে অনেক ভালো সম্পাদকের সংস্পর্শে এসেছিলাম বলেই এখন কোনো কোনো সম্পাদকী চতুরতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারি না। এখনকার সদ্যজাত তরুণ লেখক-কবিদের কথা ভেবে খারাপ লাগে। এদের কী হবে ? এইসব সাহিত্য-সম্পাদক আমাদের সাহিত্যকে অগ্রসর করে দেবে কি, আরো জট পাকিয়ে দিচ্ছে। কে এইসব গ্রন্থিমোচন করতে পারবে, জানি না।

কালি ও কলম (যার নাম কল্লোল-যুগের বিখ্যাত একটি পত্রিকার নামের নকল) নামের একটি পত্রিকা দু-দুবার আমার সঙ্গে এম্নি একটি চতুরতা করে। আমি সাহিত্য ব্যাপারে এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত্রি — চিত্রী : অশোক সৈয়দ

গভীর লিপ্ত থাকি, যে, বিষয়টা আমার অনেক পরে নজরে আসে। এই পত্রিকায় প্রথম থেকেই আমি মাঝে মাঝে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে আসছি। বলা বাহুল্য, সম্পাদকদের আহ্বানে।

কবি জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে আমার একটি প্রবন্ধ লিড আর্টিকেল হিশেবে ছাপা হয় *কালি ও কলম* পত্রিকায়। তারপরে চিঠিপত্র কলামে একটি চিঠি মুদ্রিত হয় 'মান্নান সৈয়দ কী জবাব দেবেন ?' এরকম শিরোনামে (স্মৃতি থেকে লিখছি, শিরোনাম একটু এদিক-ওদিক হতে পারে)। পত্রটিতে আমার প্রবন্ধে কবি জসীমউদ্‌দীনের ছন্দ বিশ্লেষণ সঠিক করেছি কি না এই প্রশ্ন তোলা হয় প্রায় কৈফিয়ৎ হিশেবে। কয়েক সংখ্যা পরে আরেকটি চিঠিতে স্বীকার করা হয়— না, মান্নান সৈয়দের ছন্দবিশ্লেষণে ভুল ছিল না। তখন আর চিঠির শিরোনামে আমার নাম ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন আমার প্রশ্ন : যে-ভুল আমি করিনি, সেই ভুলের জন্যে আঠারো পয়েন্ট টাইপে আমার কৈফিয়ৎ তলব করা হলো কেন।

দ্বিতীয়বার, ওই *কালি ও কলম* পত্রিকাতেই আমার নজরুল ও তাঁর সমসাময়িক কবিদের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেও পত্রিকার প্রথমে। এবং তারপরই আবার একটি পৃষ্ঠাজোড়া চিঠি ছাপা হলো, শিবরাম চক্রবর্তীকে আমি কবি হিশেবে বিস্তারিত মূল্য দিইনি কেন।

এখন, আমার প্রশ্ন হলো, একটি অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধে শিবরাম চক্রবর্তীকে আলাদা করে গুরুত্ব দেবো কেন আমি, যার মূল বিষয় নজরুল ইসলাম। শিবরাম চক্রবর্তীর প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় উল্লেখ ছিল আমার প্রবন্ধটিতে।

আসলে *কালি ও কলম* সম্পাদকমণ্ডলীর লক্ষ্য উপলব্ধি করতে আমার একটু দেরি হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যেভাবেই হোক, আবদুল মান্নান সৈয়দের লেখা তারা প্রার্থনা করবেন এবং তারপর তাকে অপমানিত করবেন।

এই সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে লেখক হিশেবে অল্পবিস্তর পরিচিত কয়েকজন আছেন। অন্য যাঁরা আছেন, তাঁরা যেহেতু সাহিত্যসংপৃক্ত নন কাজেই তাঁদের কথা বলছি না।

এখানে আমাদের জ্যেষ্ঠতম কবি আবুল হোসেনের একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে। আবুল ভাই কি এই চতুর খেলাটি লক্ষ্য করে আমারই উদ্দেশে কবিতাটি লিখেছিলেন ? 'আবদুল মান্নান সৈয়দ-কে' নামে আবুল হোসেনের ছোট্ট কবিতাটি এখানে পুরোটাই উদ্ধৃত করে দিলাম :

আমরা পেয়েছিলাম বাহার।
তোমরা তো এক সিকান্‌দার।
এখন বাজার অন্য রাজার
তাদের বাড়ি শুঁড়িখানা,
শেখায় তারা তাড়িয়ানা,
হরহামেশা শাড়ি টানা।

এখানে একটু টীকা লিখে রাখি। — 'বাহার' মানে হবীবুল্লাহ বাহার, যিনি *বুলবুল* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই *বুলবুল* পত্রিকাতেই আবুল হোসেন, শওকত ওসমান, আবু রুশদ প্রমুখ প্রথম-আধুনিক বাঙালি-মুসলমান কয়েকজন লেখক-কবি বেরিয়ে এসেছিলেন। আর সিকান্‌দার হচ্ছেন *সমকাল*-সম্পাদক সিকান্‌দার আবু জাফর, যাঁর পত্রিকা থেকে বেরিয়ে এসেছেন বেশ কয়েকজন লেখক— আমিও যাঁদের একজন।

আবুল ভাইয়ের কবিতা এখনকার কোনো কোনো পত্রিকার সম্পাদকের স্বভাব চমৎকার উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে। বিবিধ লিপ্সা ও হিংসা, সে গোপন বা প্রকাশ্য যা-ই হোক, সু-সম্পাদকের প্রধান প্রতিবন্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটাও মনে হচ্ছে : *সমকাল* দেশবিভাগোত্তর অদ্যাবধি এদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্রিকা। *সমকাল*-সম্পাদক বেতনভুক কর্মচারী ছিলেন না। যেমন ছিলেন না রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রমথ চৌধুরী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু, হবীবুল্লাহ বাহার, হুমায়ুন কবির প্রমুখ।

সজনীকান্ত দাসের উপরে আমি চটে ছিলাম এজন্যে যে, তিনি তাঁর সম্পাদিত *শনিবারের চিঠি* পত্রিকায় নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসুদের বিরুদ্ধে অবিশ্রাম ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে গেছেন। কিন্তু *কালি ও কলম* পত্রিকার চতুরতা দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। এজন্যে যে, সজনীকান্ত অন্তত এঁদের লেখা প্রার্থনা করে, ছেপে, তারপর বিরুদ্ধাচরণ করেননি। সজনীকান্ত দাস অন্তত এটুকু সততা দেখিয়েছেন।

রক্তকরবী পড়ছিলাম ফের। বিশু পাগলার একটি উক্তি নজরে পড়ল। নন্দিনীকে বিশু পাগলা বলছে, '[ওদের] ভিতরে মস্ত একটা পশু রয়েছে-যে— মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না। ভিতরের জানোয়ারটার লেজ ফুলতে থাকে, দুলতে থাকে।'

AMARBOI.COM

৩-৫-২০০৮

নজরুল-কক্ষ। বা-এ। দুপুর ১২টা। ন-র-র সম্পাদকীয় মিটিং। ন-র-র অষ্টম খণ্ডের প্রস্তুতি। 'শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়' নামে রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে প্রবন্ধটি আজ ধরতে হবে। আজকালের মধ্যেই ধরতে হবে ইনশাআল্লাহ।

৪-৫-২০০৮

'মান্নান সৈয়দ শিল্পকেন্দ্র' থেকে ৭ নম্বর ফোল্ডার বেরোল। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধার্ঘ্য* ১৯শে মে ২০০৮ তারিখে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে বেরোল। আল্লাহর রহমতে বেশ আগেই বেরোল। বিজু, মিল্টন, মিতুকে দিলাম। পারভেজ হোসেনের সঙ্গে দেখা বিজুর 'পাঠক সমাবেশে'। পারভেজ ও আহমাদ মাযহার *লালন ফকির* নামে একটি বই সম্পাদনা করেছে, সায়ীদ ভাই আর আমাকে যৌথ উৎসর্গ। উপহার দিল বইটি। মানিক-ফোল্ডারটি পারভেজকেও দিলাম।

*

কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি কবিতার সমালোচনা করে গেছি। আমার সাহিত্য-জীবনের একেবারে সূচনামুহূর্ত থেকে। আমার কবিতার সঙ্গে আমার সমালোচনার কোনো সাযুজ্যরেখা আছে কিনা তা সমালোচকরা বলতে পারবেন। নিশ্চয় কিছু আছে। তবে সবসময় থাকেনি, তাও বোধহয় সত্য। কবিতা বিষয়ক আমার প্রথম প্রবন্ধ কবি সুধীন্দ্রনাথকে নিয়ে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কালো সূর্যের নিচে বহ্ন্যুৎসব'। দীর্ঘ এই প্রবন্ধটি আবদুল গনি হাজারী-সম্পাদিত *পরিক্রম* পত্রিকা দুটি সংখ্যায় পর-পর প্রকাশিত হয়েছিল। এমনকি সম্পাদক মহোদয় এই প্রবন্ধটি নিয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্যও করেছিলেন। প্রবন্ধটি ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন প্রবন্ধসংকলনে পূর্ণত, রূপান্তরিত বা অংশত মুদ্রিত হয়েছে। আমার একটি প্রবন্ধগ্রন্থেও সংকলিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের সঙ্গে আমার প্রথম কবিতাগ্রন্থ *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ*-এর তিলমাত্র সাযুজ্য নেই।

আমি ঠিক বিশ্লেষণ করতে পারব না, কিন্তু আমার ধারণা : আমায় কবিতার মত্ততার একেবারে প্রতীপে অবস্থান করছে আমার কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ-সমালোচনা-গবেষণা। সম্ভবত আমি একটু জটিল মানুষ। ব্যক্তিমানুষ হিশেবে বোধহয় আমি পুরোপুরি অন্তর্বৃত। আমার উন্মাতাল কল্পনার উত্তালতা (মূলত আমাকে দিয়ে যা কবিতা ও গল্প লেখায়) আমাকে পাগল করে দিত, যদি-না আমি প্রবন্ধ-সমালোচনা-গবেষণা লিখে বাঁধ তৈরি করতাম অনবরত।

এই তো গত কয়েক বছর কবিতায় কবিতায় ভেসে যাচ্ছি। রাশি রাশি সমাপ্ত-অসমাপ্ত তড়িন্ময় কবিতায়, কিন্তু প্রাবন্ধিক গদ্য লিখতে পারছি না— এর দ্বারা আহত হচ্ছি শুধু। যেমন এই কবিতা প্রাসঙ্গিক গদ্যরচনাটি লিখে একটি শান্তিতৃপ্তি পাচ্ছি। বিশেষত *অমিত্রাক্ষর* সম্পাদক আমিনুর রহমান সুলতান আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। এই স্বতস্ফূর্তি ও স্বাধীনতা ছাড়া লেখা যায় না। লিটল ম্যাগাজিনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে যত-এবং-যা-ইচ্ছা লিখতে বলেছেন, এতে গভীর আনন্দ পেয়েছি ও মুক্তির আস্বাদ পেয়েছি।

লিটল ম্যাগাজিন থেকেই বেরিয়ে এসেছি আমি। ফলে এখানে আমি জলে মাছের স্বাচ্ছন্দ্যে সাঁতার কেটে চলেছি।

আমার অগ্রজ, সমকালজ ও অনুজ কবিদের নিয়ে লিখে গেছি আমি। কিন্তু নিজের কবিতা বিশ্লেষণ করতে পারব না, যদিও তাও একটুআধটু করেছি।

৫-৫-২০০৮

মো. ফখরুল ইসলাম নামে চিত্রশিল্পীর একক চিত্রপ্রদর্শনীতে এসেছি আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজে। তাঁরই আমন্ত্রণে। অনিন্দিতাকে নিয়ে। ক্যাটালগ পাওয়া গেল। 'ইমেজ' নামের ছবি সমেত। শোভন সোম আগেকার ক্যাটালগে (ফখরুল দিয়েছিলেন) *দেশ* পত্রিকার আলোচনায় ফখরুলের ছবি সম্পর্কে— নিসর্গকেন্দ্রী। আমাদেরও তাই মনে হচ্ছে। ফখরুল তাঁর ছবির চমৎকার ব্যাখ্যা দিলেন। গাছ কেটে ফেলায় পৃথিবী রিক্ত হয়ে যাচ্ছে – তারই রূপায়ণ তাঁর লক্ষ্য। সেজন্যেই তাঁর ছবিতে ধূসর আর পাণ্ডু আর কালো রঙের প্রাধান্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতায় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে। দেবকুমার বসু আর আমি।

AMARBOI.COM

আমার বাড়িতে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিল তিন কবি (বাঁদিক থেকে) : *খেয়া* পত্রিকার সম্পাদক পুলক হাসান, রাজু আলাউদ্দিন (বর্তমানে মেকসিকো-প্রবাসী) আর বুলান্দ জাভীর। — ছবি : জাহাঙ্গীর শাহেব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওখান থেকে গেলাম বেঙ্গল ফাউন্ডেশনে। পরিতোষ সেন, যোগেন চৌধুরী প্রমুখ সাতজন বাঙালি শিল্পীর (যাঁদের জন্ম পূর্ববঙ্গে) প্রদর্শনী। ভালো লাগল। বীরেন সোম ও কিংশুক (চট্টগ্রাম) দুজন শিল্পীর সঙ্গে আলাপ। বীরেন পুরোনো পরিচিত আমার। বীরেন বলল আর আমিও লক্ষ্য করলাম কলকাতার শিল্পীদের ছবিতে ফিগারের প্রাধান্য, অন্তত স্পর্শ। আমাদের ছবি– এখন মনে হচ্ছে– জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসানদের পরে এক লাফে এ্যাবস্ট্রাকশনে পৌঁছে গেছে।

৬-৫-২০০৮
সকালে উঠে রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী* পড়লাম।

৯-৫-২০০৮
আমাদের বার্ষিক মিলন-দিন। ঘটক : রবীন্দ্রনাথ। আমাকে খুশি করবার জন্যে পরেছিল বাসন্তী রঙের শাড়ি, হাত-ভরা চুড়ি, কপালে টিপ। কী-যে সুন্দর লাগছিল ! তিন জায়গায়। কী-যে ভালো লাগছিল ! ফিরলাম পরিপূর্ণ মন নিয়ে।

AMARBOI.COM

সকাল

কল্যাণীয়াসু

বৎসরান্তে ঘুরে এল আমাদের মিলন-দিবস। দুই বছর আগে এই দিনে আমরা প্রথম মিলিত হয়েছিলাম। তুমি আর আমি। গত বছর এই দিনে ছিল পঁচিশে বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আমার একটি বক্তৃতা ছিল। তারপর আমরা দিনব্যাপী আড্ডা দিয়েছিলাম। সে এক উৎসবের দিন ছিল। আলোকোজ্জ্বল দিন। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আরেকজন রবীন্দ্রপ্রেমী।

তুমি-আমি আরেকটু আগে জন্মালে আমাদের এই মিলন-দিবস উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় ৪ বা ৮ ছত্রের, নিদেন ২ ছত্রের, একটি আশীর্বাদী-কবিতা লিখে দিতেন। অবশ্য পঁচিশে বৈশাখ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে আমাকেও একটি কবিতা লিখতে হতো। নাহলে খারাপ দেখাত। সে না-হয় আমি লিখে দিতাম বাংলা ভাষার অন্যসব কবিদের মতোই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদী-কবিতা থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম, এই দুঃখ যাবে না আমার। তুমি নিশ্চয় সেই আশীর্বাদী-কবিতা তোমাদের বসবার ঘরে বা শোবার ঘরে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখতে। তাহলে আর তোমাকে-আমাকে কষ্ট করে এই শুভদিনটিকে মনে রাখতে হতো না।

কাল রাতে তুলকালাম ঝড়বৃষ্টি হয়ে আজকের দিনটি বেশ প্রশান্ত হয়ে উঠেছে। 'প্রশান্ত' কথাটি লিখতে দিয়ে প্রশান্তকুমার মহলানবিশের কথা মনে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। তাঁর স্ত্রী রানি মহলানবিশও রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা। রানি মহলানবিশকে কত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি অনিন্দিতা — চিত্রী : অশোক সৈয়দ

চিঠিই-না লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ! ইচ্ছা ছিল, তোমাকেও এরকম অনেক চিঠি লিখব। কিন্তু জমিদারি প্রথা উঠে যাওয়ার সাহিত্যিক অসুবিধা দ্যাখো কত। প্রত্যেক জিনিশের উপকারিতা আছে। জমিদারিপ্রথা বহাল না-থাকলে রবীন্দ্রনাথ কি এত চিঠি লেখার সময় পেতেন ? তারপর মুশকিল হয়েছে আজকাল টেলিফোন তো অতি সুলভ। এমনকি সেলফোনও নাহলে এক মিনিট চলে না। আচ্ছা, টেলিফোনে-সেলফোনে তোমার সঙ্গে যে-ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলি, সেগুলি কোনোরকমভাবে রেকর্ড করে রাখতে পারো না ? তাহলে যুগান্তকারী সাহিত্য হতো। অবশ্য পরচর্চার অংশগুলো বা যে-সব ব্যক্তিগত আবেদন-নিবেদন তোমার কাছে করি, সেগুলো তোমাকে বাদ দিতে হবে। গ্রন্থসম্পাদক হিশেবে আমার শিক্ষা সে-ক্ষেত্রে নিশ্চয় তুমি কাজে লাগাবে। তখন তোমার ভূমিকা হবে রানি মহলানবিশ বা রানি চন্দের মতো। কী ভালোই না হবে !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এজন্যেই চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয় না। এক কথা থেকে অন্য কথায় চলে যেতে হয়। একটা 'প্রশান্ত' শব্দ থেকে লেখা কিরকম অশান্ত হয়ে উঠল।

আমাদের বাড়ির সেই ঐতিহাসিক ছ-কোনা টেবিলটিতে বসে এই চিঠি লিখতে লিখতে বাইরে চোখ পড়ল। পাতায় পাতায় আলোর নাচন দেখা গেল না। তবে পাশের বাড়ির দেয়ালে আর বিশাল জানলার কাচে ভোরের কাঁচা রোদ খারাপ দেখাচ্ছে না। বেশ একটা কবিত্বের জোশ যখন উথলে উঠছে, তখনই দেখি তারই পাশের নির্মীয়মাণ একটি বহুতল বাড়ির দুএকটি বাঁশ নিতান্ত গদ্যের মতো দেখা যাচ্ছে। একটা বাঁশের ডগায় একটা দড়িও ঝুলে আছে। কবিতার মধ্যে এইসব নেহাৎ অকবিতা দেখে একটু দমে যাচ্ছি।

তাও একটা কথা ভাবছি। বেশ মরিয়া হয়েই ভাবছি। সেটাও তোমাকে খুলে বলা দরকার।

রোজ রোজ বা দু-একদিন পরপর নিয়ম করে চিঠি লেখা আমার পোষাবে না। সেটা তোমার মতো ব্যতিক্রমিণীকেই মানায়। ভাবছি, এই চিঠিটাই দু-তিনশো পৃষ্ঠা লিখে একবারে তোমার হাতে সমর্পণ করলে ল্যাঠা চুকে যায়। তাতে একটা সুবিধা হবে, তোমার ইচ্ছামতো পত্রসাহিত্যও রচনা করা হবে আমার। আবার, এদিকে উপন্যাসের মতোও হবে। চিঠি-কে চিঠি, উপন্যাস-কে উপন্যাস। উপন্যাসের পাবলিশারের তো অভাব নেই। আগামী বইমেলায় ছাপা যাবে।

AMARBOI.COM

বিষয়টা একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো।

তবে, ঘটনা হচ্ছে এই : এখনি এই চিঠিটা লিখতে টায়ার্ড লাগছে। দু-তিনশো পৃষ্ঠা লেখা কি খেলা-কথা ? বিষয়ও ঠিক খুঁজে পাচ্ছি না। তবে তারও উপায় আছে। শিলাইদহের দিকে ছোট একটা বাড়ি করলে কেমন হয় ? মনে হয়, তাতে বিষয়বস্তুর অভাব ঘটবে না আর।

সেটাই গভীরভাবে চিন্তা করে জানিয়ো আমাকে।

আপাতত ৩০০ পৃষ্ঠার চিঠির পরিকল্পনা বাদ দিতে হওয়ায় বেদনা দূরের কথা, একটু খুশিখুশিই লাগছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে যে-রকম আত্মার স্বাধীনতার কথা আছে কিংবা নজরুলের সাহিত্যে যে-রকম দেশের স্বাধীনতার কথা আছে, প্রায় সেরকম মুক্তির আস্বাদই পাচ্ছি।

তুমি জানো, চা আমার প্রিয়। রঙ-চা। এই সময় এক কাপ রঙ-চা হলে মেজাজটা ফুরফুরে হয়ে যেত। কিন্তু রানু এখনো ঘুমোচ্ছে। আমি আবার রবীন্দ্রনাথের মতোই নিজে রান্নাবান্না তো দূরের কথা এক কাপ চা-ও বানাতে পারি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতোই পরীক্ষমূলক বিভিন্ন রান্নার ফরমাশ দিতে ওস্তাদ। কী করব, বলো ? এক কাপ চা হলে চিঠিটা ৩০০ পৃষ্ঠা না-হোক, আরো দুএকটা পৃষ্ঠা এগোত।

আমাদের মিলনদিনের ডট্ ডট্ গ্রহণ করো। — তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২-৫-২০০৮
বিকেল পাঁচটা। সভাকক্ষ, বাংলা একাডেমী। *রোকেয়া-রচনাবলী* সম্পাদনা। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিশেবে।

১৪-৫-২০০৮
সকাল

সোনালি,

গরমের দাহ ও প্রবাহ চলছে। ঋতুর যা স্বভাব ! আমাদের অমিলন সম্পর্কে তুমি সেদিন একটি অক্ষর বলছিলে, 'D'। আমি জিগেস করেছিলাম, 'মানে ?' তুমি বললে, 'Destiny।' হবে হয়তো তা-ই। কিন্তু আমরাও খানিকটা তার জন্যে দায়ী নাকি ?

তবে একটা জিনিশ সেদিন রাস্তায় যেতে যেতে মনে হচ্ছিল। এই-যে বৈশাখে গরমকালে অসহ্য গরম চলছে, তারই মধ্যে আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া জারুল সোনালু। নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখি যদি তবে বলব, এই সোনালু জারুল রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়াও সত্যি, উষ্ণ প্রবাহও সত্যি। তুমি আমার জীবনে একই সঙ্গে এনেছ দাহ আর কৃষ্ণচূড়া। ঢাকা, আশ্চর্য হয়ে মনে হচ্ছে, এখনো আছে কৃষ্ণচূড়ার শহর হয়ে। সদাশয় দুর্বৃত্তদের হাত থেকে এখনো ঢের কৃষ্ণচূড়া বেঁচে আছে — এ-ই আশ্চর্য ! সে যাই হোক, যা বলছিলাম। একদিকে উষ্ণ প্রবাহ চলেছে, অন্যদিকে ফুটে উঠছে পরমাশ্চর্য সব রঙচঙে ফুলের সমারোহ। কৃষ্ণচূড়াও কত রঙের লক্ষ্য করেছ ? — ঘন-লাল, কমলা, ফ্যাকাশে। কিন্তু পলাশগাছ চোখে পড়ে না আর। আগে ঢাকা শহরে টকটকে লাল পলাশ দেখা যেত এরকম সময়। তুমি আমার জীবনে সেই পলাশের নেশা ফিরিয়ে এনেছ। কিন্তু পলাশফুল-যে লুপ্ত হয়েছে। ঢাকা শহর এবং আমার জীবন থেকে। একদিন 'দুটি সোহাগের বাণী যদি হতো কানাকানি', তাহলে আমার হৃদয়ে বৃষ্টি নামত। এখন শুধু খরা, শুধু দাহ, দাহের প্রবাহ, কৃষ্ণচূড়া জারুল ফুল শুধু দিতে পারে লাল আর বেগুনি রঙের মরীচিকা। মরীচিকাই বলব। শুধু দৃষ্টিসুখ। বৃষ্টিসুখ নয়। আমার জীবনজোড়া দাহ আর তাপপ্রবাহের মধ্যে আমি সৃষ্টিমুখর থেকেছি। আমার সমস্ত বেদনাকে বিস্মৃত হওয়ার এই চেষ্টাকে লোকে বলে আমার সাহিত্যকর্ম। তা নিয়েও কত ঘোঁট পাকানো। ভালোবাসাও পেয়েছি ঢের। এখন সব নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে চাই।

সেদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘুম আসছিল না আর। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম ঘন-নীল রাত্রির আকাশে একটিমাত্র তারা জ্বলছে। মনে হলো, আমার জীবন আকাশের ওই একলা তারাটির মতো। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, মনে হলো আমিও 'প্রকাণ্ড একেলা'। আমার বেদনার অংশ নিতে পারত যে, সে কাছে নেই। সেই না-পাওয়ার হাহাকার কবি করেছে আমাকে। শুধু বলব, 'যারে হাত দিয়ে দিতে পারো নাই মালা,/ কেন মনে রাখো তারে ?/ ভুলে যাও, ভুলে যাও একেবারে।' (উদ্ধৃতি সব ঠিক হচ্ছে কিনা, আজ আর সেদিকে লক্ষ্য করব না।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনামনি আমার, — আমার জীবন পূর্ণ করে দিয়ে গেছ তুমি, আমার জীবন শূন্য করে দিয়ে গেছ তুমি। তুমি আমার জীবনে এনেছ গ্রীষ্মকাল — দারুণ দহন, আবার কৃষ্ণচূড়া জারুল সোনালু : লালে-কমলায়-হলুদে-বেগুনিতে ভরে দিয়েছ। ওগো আমার শূন্য, ওগো পূর্ণ আমার — পৃথিবীতে এসে তোমাকে পাবো-এবং-পাবো-না— এই ছিল আমার নিয়তি। আমি কবিতা-গল্প-উপন্যাস লিখে থাকি। জীবন আমাকেই কবিতা করে তুলল, গল্প করে তুলল, উপন্যাস করে তুলল। তুমি মাঝে মাঝে মনে পড়িয়ে দাও, 'Truth is stranger than fiction'। তুমি-আমি জীবন দিয়ে সেটা বুঝলাম।

তোমাকে যে-বেদনা দিয়েছি, মনে রেখো : সে-বেদনা আমি তোমাকে দিতে চাইনি, দিতে চেয়েছি আমার নিয়তিকে। তাকে তো ধরাছোঁয়া যায় না। তবে নতুন করে দুঃখ পাওয়ারও অধিকার বোধহয় কিছু নেই আমার। আমি তো বাস্তুচ্যুত মানুষ। জন্ম থেকেই হারাতে হারাতে চলেছি। শুধু একটু বেদনা রয়ে গেল : তুমি আমার জন্যে একটু বেদনা পেয়েছ সেজন্যে।

আমি পাথরে পরিণত হয়েছি, তুমি সেই পাথরে একটি প্রস্রবণ হয়ে থাকো। তুমি কোনো কষ্ট পেয়ো না। তুমি আনন্দে থাকো। তুমি চিরজীবী হও। সুখী হও। মাঝরাত্রির ঘননীল আকাশ থেকে একলা তারার মতো আমি তা দেখে সব বেদনা ভুলে যাব আমার।

সোনামনি আমার, তোমাকে নিয়ে যত কবিতা লিখেছি আসলে তা সব-মিলিয়ে একটি সুদীর্ঘ সাংকেতিক উপন্যাস। এর চেয়ে সত্য উপাখ্যান পৃথিবীতে-যে আর-কেউ লেখেনি, তা কেবল জানি তুমি আর আমি। ছাপার হরফে লোকে কবিতা হিশেবে পড়ুক, শুধু আমরা দুজন উপন্যাস হিশেবে পড়ব। আমি কিন্তু উপন্যাসটি দূরে সরিয়ে রেখেছি। কেননা পড়তে গেলে চোখ ভেসে যায়।

তুমি পোড়ো, যদ্দিন ইচ্ছা হয় পোড়ো। তারপর ফেলে দিয়ো। পুরোনো কাগজের ফেরিঅলার কাছে বিক্রি করে দিয়ো। কাগজ আর জীবনের কতটুকু ধরে রাখে ? হয়তো ওগুলো মণ্ড বানিয়ে আবার শাদা শূন্য কাগজে পরিণত হবে একদিন।

ফেরিঅলার কথা বলতে গিয়ে আর-এক ফেরিঅলার কথা মনে হলো। সুবোধ ঘোষের গল্পটা তুমিও পড়েছ। তুমি বুঝেছ, গল্পও জীবনে সত্য হয়ে ওঠে কখনো কখনো। হ্যাঁ, তুমিই সেই মেয়েটি আর আমিই সেই — ফেরিঅলা

১৬-৫-২০০৮

বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র। শাহাবুদ্দীন আহমদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। মূল প্রবন্ধ পড়লাম : 'শাহাবুদ্দীন আহমদ : ব্যক্তি ও প্রাবন্ধিক'। সভাপতি : অধ্যাপক মতিউর রহমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯-৫-২০০৮

নজরুল-জন্মবার্ষিকীতে নজরুল-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান (যে-সবে আমি অংশগ্রহণ করেছি। ১১ই জ্যৈষ্ঠ উপলক্ষে সম্প্রচারিতব্য)।—

১৮/৫/২০০৮

এটিএন। সকাল ১১টা। উপস্থাপক : শান্তা ইসলাম। আলোচক : মমতাজউদ্দীন আহমদ, আমি ও ফেরদৌস আরা।

ইটিভি। বিকেল পাঁচটা। উপস্থাপক : মুহম্মদ জাহাঙ্গীর।

বিটিভি। সন্ধে সাতটা। উপস্থাপক : অনুপম হায়াৎ। বিষয় : 'চলচ্চিত্রে নজরুল'।

২৩/৫/২০০৮

বাংলাভিশন। দুপুর সাড়ে-বারোটা। উপস্থাপক : নীলা।

২৪/৫/২০০৮

দুপুর। বা-এ। বিটিভি। ড. রফিকুল ইসলাম এবং আমি আলাদাভাবে বললাম।

দুপুর। বা-এ। একুশে। নজরুল কক্ষ। ড. রফিকুল ইসলাম এবং আমি আলাদাভাবে বললাম। সাক্ষাৎকার : রিপন। (আমার আলাদা করে কয়েক লাইন সাক্ষাৎকার নিল রিপন অসুস্থ সমুদ্র গুপ্ত সম্পর্কে।) দুটো প্রোগ্রামই নিউজে দেখাবে।

২৫/৫/২০০৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (আগারগাঁও)। দুপুর তিনটা।

নজরুল একাডেমী। বিকাল সাড়ে-চারটা। জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তন। সভাপতি : ড. আশরাফ সিদ্দিকী। প্রধান অতিথি : প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল। স্বাগত বক্তব্য : মিন্টু রহমান।

এনটিভি। রাত ন-টা বিষয় : নজরুল। আলোচক : রাহাত খান, আমি, ফাতেমাতুজ জোহরা)। উপস্থাপক : মারুফ রায়হান।

২৬/৫/২০০৮

নজরুল ইন্সটিটিউট। সভাপতি : ড. রফিকুল ইসলাম। মূল প্রবন্ধ আমার : 'নজরুলের চিন্তাজগৎ'। নজরুল ইনস্টিটিউট মিলনায়তন।

২৯-৫-২০০৮

বৃষ্টি। বৃষ্টি।

এবার আষাঢ় ঢেলে দিচ্ছে জমে ছিল যত ধারাজল।

দীর্ঘকাল খরা। শীতকালে বৃষ্টিই হয়নি। মাটি ফেটে চাকনাচুর।

সেই আষাঢ়স্য প্রথম দিবস থেকে চলেছে তো চলেছেই।

—সোনামনি, বলো দেখি, ভিজে জবজবে হয়ে গেল কার মর্মতল ?

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩-৬-২০০৮
অনিন্দিতার সঙ্গে আড্ডা চলল রাত্রি ন-টা পর্যন্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ক আমার দুটি লেখার (*মা-ব জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধার্ঘ্য* ও 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' — *প্রথম আলো*-য় প্রকাশিত প্রবন্ধ) একটি প্রতিক্রিয়া লিখেছে চমৎকার চিঠির আকারে। কোনো সময় জবাব দেবো — পত্রাকারেই।

৫-৬-২০০৮
'একজন শিল্পীর যাত্রাপথ গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে। সম্পূর্ণ একা। সেখানে তাঁকে পথ দেখানোর কেউ নেই।' — নীরদ মজুমদারকে কন্‌স্‌টান্‌টাইন্‌ ব্রাঁকুসি।

২৫-৬-২০০৮
সকালে উঠে বাইরে থেকে হেঁটে এলাম। তালশাঁস। জামরুল।—নাশতা খেয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ক চিঠির জবাব লিখতে বসলাম।—রাতে আশিকের বিয়ে। ধানমণ্ডির হোয়াইট প্যালেসে। রানুদের নিয়ে গেলাম। 'তুমি আসিবে বলে সুদূর অতিথি/ জাগি চাঁদের তৃষ্ণা লয়ে কৃষ্ণাতিথি।'

AMARBOI.COM

২৪-৭-২০০৮
প্রুফ দেখলাম। বু-কে ফোন। হাবিবকে দিয়ে বু-কে কয়েকটা বই পাঠিয়ে দিলাম। বু'র কাছে শুনলাম রত্নার অনেকদিন থেকে জ্বর হচ্ছে। ওর ফোন নম্বর নিয়ে রত্নাকে ফোন করলাম। বললাম বারবার— আজই ডাক্তার দেখাও। মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ ভাই খুব অসুস্থ, NSU-তে শুনেছিলাম গতকাল, হারুন ভাইয়ের ধানমণ্ডির বাড়িতে, আড্ডা, উৎসাহ দান, হাসালাম। নিজে কিন্তু অসম্ভব হতাশায় যাপিত হলো দিন। অসুখ ?

২৬-৭-২০০৮
বন্ধুর ফোন— বুঝেছি। শোনো। এভারেস্টের চূড়ায় একজনই উঠতে পারে। তেনজিংকেই প্রথম উঠতে বলে হিলারি। পরে হিলারি নিজে ওঠে। ওখানে আবহাওয়া এমন, যে, খুব অল্প সময় দাঁড়ানো যায়। ওখান থেকে নেমে এসো।

—সমতলে নেমে আসব ? সম্পর্কহীনতায় ? তুমি কী বলো ?

—নেমে এসে পামির উপত্যকায় থাকো। এভারেস্টের চূড়ায় অসম্ভব রক্তাক্ততা। ওখানে থাকা যাবে না। পামিরেও অসম্ভব ঝড়। সেও কিন্তু আল্পসের চেয়ে উঁচু। সেখানে কুটির বেঁধে থাকো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

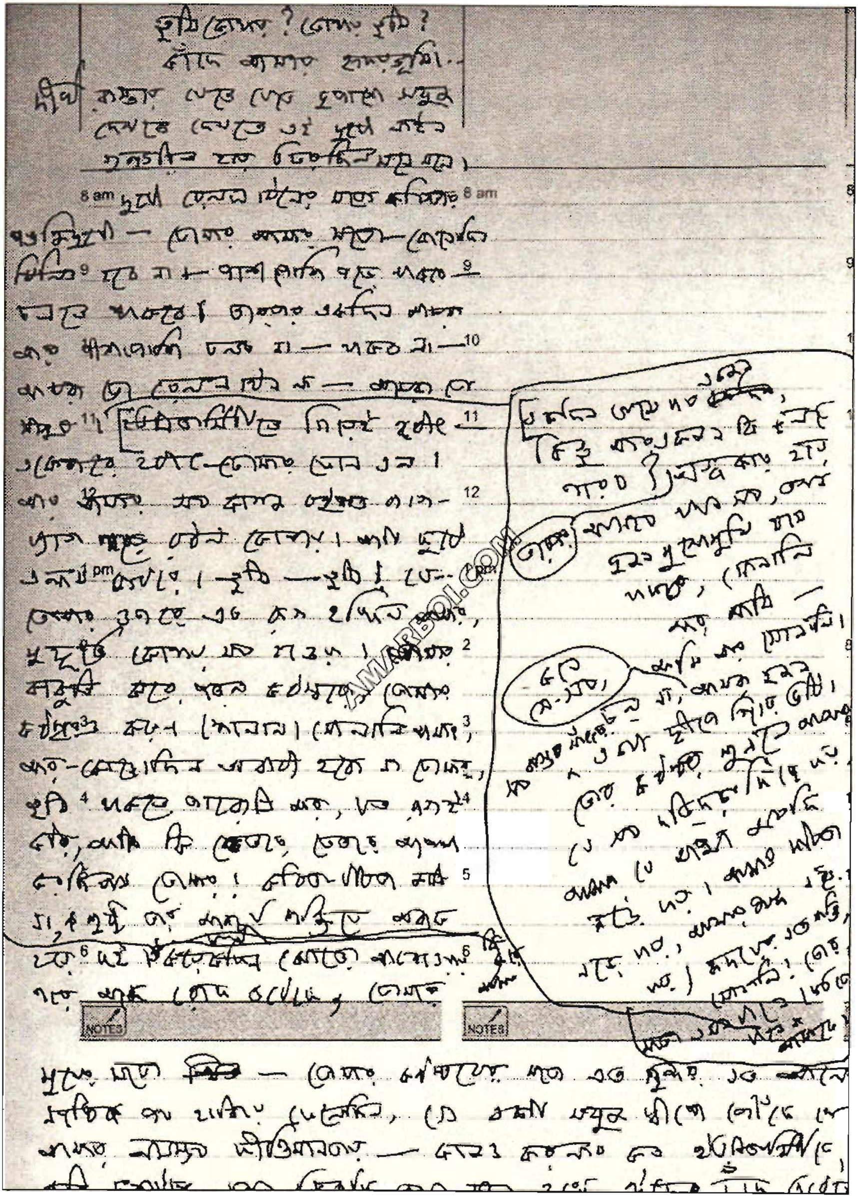

ডায়েরির একটি পৃষ্ঠাংশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তিনিই আগে এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছিলেন। পরে উঠি আমি।

—এখন, যা বলছি, শোনো।

—তোমার কথাই শুনব। নেমে যাব পামির উপত্যকায়। কিন্তু বলা যত সহজ, করা কি তত ?

—সে আমি বুঝি। কিন্তু তোমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে।

২৭-৭-২০০৮

সকাল ন-টায় ক্যামেলিয়ার আকুল আবেগী ফোন, আয়েশা মেমোরিয়াল হাসপাতাল থেকে। আবার অসুস্থ। সেদিন বাড়িতে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে (গত রোববারে, ১৩-৭-২০০৮) টানা তিন ঘণ্টা আক্ষেপ ও বেদনা প্রকাশ করেছে। সম্ভব হলে দেখতে যেতে হবে। রা.বি. থেকে সামাদী ও সৌভিক রেজার ফোন। বুদ্ধদেব বসু নিয়ে লেখা দিতে হবে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তায় দেবো।—বিকালে বেরোচ্ছি, আবুল কালাম ইলিয়াস বাড়িতেই আসছিল, গেটে দেখা। ওকে নিয়ে লেকের ধারে বসলাম। সুন্দর সন্ধ্যা।

AMARBOI.COM

২৮-৭-২০০৮

বেঙ্গল শিল্পালয়ে। সৈয়দ জাহাঙ্গীর, সুবীর চৌধুরী আর আমি। আগামী ৫ই আগস্ট সিকান্দার আবু জাফরের ৩৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বসলাম। ঘণ্টাখানেক আলোচনা চলল। একটু আগে সাঈদ বারী ('সূচীপত্র') ফোন করেছে। আসবে শিগগিরই। সেজন্যে বসে আছি। অন্যরা উঠে গেছেন। এই সুযোগে ডায়েরি লেখা হলো।

—এতক্ষণ মনে মনে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছি। সিরিয়াস ঝগড়া।

আজ সারাদিন অসম্ভব ব্যস্ততায় কাটল। সুররিয়ালিস্ট মান্নান সৈয়দ ক্রমশ এক্‌জিস্‌টেন্‌শিয়ালিস্ট মান্নান সৈয়দ হয়ে উঠেছে। আমাদের এই সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিজগৎ এই ঘটনা ঘটিয়েছে। নেহাৎ খারাপ কী ! মানুষ তো এক জায়গায় থাকেও না।

সাঈদ বারী এসে *বনলতা সেন*-এর প্রুফ দিল। বসল না।

ব্রাত্য রাইসুকে ফোন করেছিলাম। এল এক বান্ধবী নিয়ে। সাক্ষাৎকার নিল একটা টেপ রেকর্ডারে। অ-পূর্বঘোষিত।

—একটা কথা বলব? ভয়ে না নির্ভয়ে বলব ?

—নির্ভয়ে বলো। কোনো অসুবিধে হচ্ছে ? যদি তাই বলো, চলে যাব। আমার যা পাওয়ার পাওয়া হয়ে গেছে। আমার আর-কিছু দরকার নেই। কাঁদাকাটা করব হয়তো, কিন্তু তারপর মেনে নেবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—না। না। সে-সব না।

ফোন কেটে গেল।

—ফোন কেটে গিয়েছিল। আমার মন খারাপ। খুব খারাপ।

—না। মন খারাপ করা যাবে না। শরীর ভালো রাখতে হবে।

—আমাকে ভুলে যাস।

—চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করে ভোলা যায় না। তুইও পারবিনে।

—ভুলতে দিবি না আমাকে ?

—না।

৫-৮-২০০৮

বিকাল ছ-টা। 'বেঙ্গল শিল্পালয়ে'র কাফেতে 'সিকান্দার আবু জাফর স্মরণ উৎসব' ও 'বেঙ্গল শিল্পালয়ের' যৌথ উদ্যোগে সিকান্দার আবু জাফরের মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপিত হলো।

স্বাগত ভাষণ : সুবীর চৌধুরী। আলোচনা : ড. রফিকুল ইসলাম, ওবায়েদ জায়গীরদার, ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (মহাপরিচালক, বা-এ), মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীন, সৈয়দ দিদার বখত (প্রাক্তন সংস্কৃতিমন্ত্রী ও জাফর ভাইয়ের আত্মীয়) প্রমুখ। কবিতা আবৃত্তি : কাজী আরিফ ও অনিন্দিতা। সভাপতি : বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। ধন্যবাদ জ্ঞাপন : সৈয়দ জাহাঙ্গীর।

সৈয়দ জাহাঙ্গীর ভাই এবং আমার জন্যে অনুষ্ঠানটি করা গেল। আমার আমন্ত্রণে এসেছিল মোবারক হোসেন (বা-এ), সাব্বির আজম, পিয়াস মজিদ, আবুল কালাম ইলিয়াস, প্রমুখ। এসেছিলেন আরো নার্গিস জাফর, সুলতানা কামাল, কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খান, মালেকা বেগম, মুনতাসির মামুন প্রমুখ। আমন্ত্রিত কেউ কেউ না-এলেও দুঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠান জমজমাট হয়েছিল।

১৬-৮-২০০৮

একটি গোলাপের জন্যে

সারারাত জেগেছিলে, তুমি।
একা ? না। তা কখনো ভেবো না।
রাত্রিভোর তোমাকেই ঘিরে
চলেছিল চাঁদের বন্দনা।
নক্ষত্র করেছে ঘোরাফেরা
তোমার ঘরের চারপাশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যত ফুল ফুটেছিল রাতে,
একবাক্যে বলেছিল : চাই,
আজ রাতে আমরা যেতে চাই
একটিমাত্র গোলাপ-সকাশে—
যে-গোলাপ মানবীর রূপে
আজ রাতে জেগে আছে চুপে ॥

২১-৮-২০০৮
চ্যানেল ওয়ান থেকে প্রযোজক কমলের ফোন। বিষয় : নজরুলের গজলগান। উপস্থাপক : আমি। অংশগ্রহণ : ফাতেমাতুজ জোহরা, খায়রুল আনাম শাকিল ও সালাউদ্দীন আহমদ। দুপুরে গিয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধে। কখনো এত সময় লাগেনি আমার, অন্য শিল্পীদের, যন্ত্রীদের।

ওখানে গিয়েই শুনেছিলাম প্রিয়বন্ধু নাট্যকার অভিনেতা আবদুল্লাহ আল মামুনের মৃত্যুসংবাদ।

২৫-৮-২০০৮
ATN। নজরুল ইসলাম বিষয়ে আমার সাক্ষাৎকার নিল শান্তা ইসলাম। ১২ই ভাদ্র (২৭-৮) সকাল সাড়ে-সাতটায় 'পজিটিভ বাংলাদেশে' দেখাবে। প্রযোজক : রেজাউল।

আবদুল্লাহ আল মামুনের ওপরে লেখা দিয়ে এলাম *আমার দেশে*। সামনে শুক্রবার প্রকাশিত হবে। শিরোনাম 'হে বন্ধু, বিদায়'। এর আগে নাজমুল আলম, ফরিদা আখতার খান ও অন্য কয়েকজনকে নিয়ে 'এইসব মৃত্যুযাত্রা' নামে *আমার দেশে* একটি দীর্ঘ স্মৃতিচারণ করেছি।

২৮-৮-২০০৮
বিকাল পাঁচটায় আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজে।

সাব্বির। একটু পরে শাহেদ রহমান। আলাদা বসলাম। পিয়াস এল। শাহেদ রহমানকে এগিয়ে দিয়ে এলাম।

খেয়া-র (সম্পাদক : পুলক হাসান) জন্যে সাব্বিরের গৃহীত আমার সাক্ষাৎকারের প্রুফ দেখে দিলাম। চ্যানেল ওয়ান থেকে একটি মেয়ে এল সাক্ষাৎকার নিতে, সঙ্গে ক্যামেরাম্যান। একটি নিউজে দেখাবে। ভিতরে ছবির এগ্‌জিবিশন চলছিল, মেয়েটি সেখানে সাক্ষাৎকার নিল আমার। চলে গেল। সাব্বিরের কাজ ছিল, চলে গেল। পিয়াস আজো আমার পত্রিকায় ছাপা লুপ্ত কয়েকটি কবিতা উদ্ধার করে এনেছে। *যায়যায়দিন* দৈনিক পত্রিকা থেকে একজন তরুণ সাংবাদিক। তার হাতে দুটি কবিতা দিলাম। সাঈদ বারী এল। ওর গাড়িতে ফিরি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতাল কবিতা পাগল গদ্য বইটি লিখেছিলাম এক মত্ততায়। অত্যল্প সময়ে। বিজু স্বাধীনতা দিয়েছে যা-ইচ্ছে লেখবার, যা-ই লিখছি তাই মোশারফ হোসেন মিল্টন সঙ্গে সঙ্গে কম্পোজ করে যাচ্ছে – 'পাঠক সমাবেশে'র দোতলার অফিসে বসে আমি লিখে যাচ্ছি। বই আকারে বের করে আনলেন কুদ্দুস শাহেব। কবিতা না গদ্য – কী লিখেছি, জানি না।

AMARBOI.COM

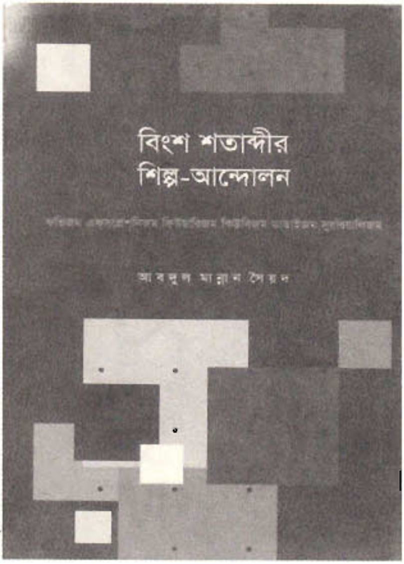

বিংশ শতাব্দীর শিল্প-আন্দোলন বইটি *মাতাল কবিতা...*-র উল্টো। বছর তিরিশ আগেকার লেখা। আমার এক অপূর্ণ সাধের রূপায়ণ। মূলত ভাস্কর-চিত্রশিল্পী সেলিম আহ্‌মেদের প্রস্তাবে একত্রিত ও গ্রন্থিত করা গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগান্তর সাহিত্য
শুক্রবার ৪ মে ২০০৭

বঁধু, কোন আলো লাগল চোখে

আবদুল মান্নান সৈয়দ

[উৎসর্গ : পরম শ্রদ্ধেয় ওয়াহিদুল হক স্মরণে]

উপক্রম

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলো ভাল লাগত সবসময়। *চণ্ডালিকা, শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, মায়ার খেলা*। তখন ছিল ক্যাসেটের যুগ। তারপর একদিন সে-সবে ছত্রাক জমল। পরে আর খুঁজেও পাই না। আমারও দিনরাত্রি অন্যত্র নিবিষ্ট। তারপর একদিন দেখি, সিডির জমানা এসে গেছে। রবীন্দ্রসংগীতে পুনর্নিবিষ্ট হলাম দু'একজন বন্ধুর সান্নিধ্যে। আর তারপরই নতুন করে 'চিত্রাঙ্গদা গীতিনাট্য' শুনে আমর্ম চমকে গেলাম। এরকম সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের?!— নতুন করে আশ্চর্য হলাম। নত হলাম রবীন্দ্রনাথের কাছে।

গীতবিতান (অখণ্ড)-এ পাওয়া গেল গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য অধ্যায়ে 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'। তারই সংক্ষিপ্ত পরিবেশন 'গীতিনাট্য চিত্রাঙ্গদা'। আর আমার হাতের কাছে আছে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত অশ্রুকুমার শিকদার-কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত '*চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যের পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ। এই সংস্করণটিই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত হয়ে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল— বইটি উৎসর্গও করা হয়েছে অবন ঠাকুরকেই।

প্রায় ৫০ বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা' সৃষ্টিকর্মটি নিয়ে মেতে ছিলেন। বলা বাহুল্য, তার অজস্র কাজের ফাঁকে। আমরা এর একটি ছোট্ট তালিকা করে নিতে পারি।—

১। কাব্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদার* প্রথম পরিচ্ছেদ, রচনা 'অনঙ্গ-আশ্রম নামে'। ১৮৯০ সালে। স্থান : শিলাইদহ, কুষ্টিয়া।

২। কাব্যনাট্য '*চিত্রাঙ্গদা* পূর্ণাঙ্গ রচিত হলো। ১৮৯১। রচনা সমাপ্তির তারিখ : ২৮ ভাদ্র ১২৯৮। স্থান : পাণ্ডুয়া, কটক, উড়িষ্যা।

জীবৎকালেই চিত্রাঙ্গদা অনেকবার ছাপা হয়েছে। এবং কবি অনেক পাঠ পরিবর্তন করেছেন। অনুবাদেও রবীন্দ্রনাথ স্বজনশোভন স্বাধীনতা নিয়েছেন। সুখের বিষয়, কবির জীবৎকালেই *চিত্রাঙ্গদার* একটি যৌগিক পাঠ নির্ধারিত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য না-করে পারি না, বিশেষত নাটকে রবীন্দ্রনাথ অবিশ্রাম শোধন-বর্ধন করে চলতেন। দু একটি উদাহরণ : *নলিনী* গদ্যনাট্য ভেঙে গীতিনাট্য *মায়ার খেলা* রচিত হয়; *রাজা ও রাণী* রূপান্তরিত হয় *তপতী* গদ্যনাট্যে; *রাজর্ষি* উপন্যাসের একাংশের কাব্যনাট্যরূপ *বিসর্জন*, *গোড়ায় গলদ* প্রহসন পরিবর্ধিত হয় *শেষ রক্ষায়*। ছোটখাটো রদবদলের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা-র বড় দুটি রূপ : কাব্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা* আর নৃত্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা*। দুটিই অসাধারণ সৃষ্টিকর্ম বলে মনে করি আমরা। স্মরণীয় : রবীন্দ্রনাথ *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্য যখন প্রথম লিখছেন, তখন পড়ছেন মূল জর্মান ভাষায় গ্যেটে-র *ফাউস্ট*।

রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) সত্যিকার আত্মজাগরণ ঘটেছিল তাঁর বছর তিরিশেক বয়সের সময়ে। কবিতায়, কাব্যনাট্যে ও ছোটগল্পে ঘটেছিল এই উন্মীলন। কাদম্বরী দেবীর অকালমৃত্যু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মনির্বাসন, ইন্দিরা দেবীর সাহচর্য, অনেক পুত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের হাতেই জমিদারির ভার এসে পড়া, কলকাতার বাইরে একটি অচেনায় ও নির্জনতায় প্রবেশ, প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য— হয়তো নেপথ্যে ছিল এইসবের সৃজনশীল ধ্বনি-প্রতিধ্বনি।

কবিতা, গান ও নাটক প্রথম থেকেই হাত ধরাধরি করে চলছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে। সত্যিকার কাব্যনাট্য লিখলেন তিনি ১৮৯০-এ এসে— *বিসর্জন* আর *চিত্রাঙ্গদা*। বিষয় দুটি সম্পূর্ণ দুরকম। *বিসর্জনে* ধাক্কা আছে অন্যরকম— বাইরের, সমাজের। আর *চিত্রাঙ্গদায়* অন্তর্লোকের।

ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলংকার শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়; ইহাই আমাদের একান্ত কামনা ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি।' ('ভারতী', মাঘ ১২৮৮/১৮৮২)

কাব্যনাট্য লেখেননি মাইকেল, কিন্তু মনোনাট্য (Dramatic monologue) তো লিখেছিলেন— *বীরাঙ্গনা কাব্য* (১৮৬২)। ঠিক এর ৩০-বছর পরে প্রকাশিত হলো রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২)। মনে পড়ছে সুধীন্দ্রনাথের কথা : '... এমন নয় যে মৌলিক প্রতিভায় মাইকেলের অগ্রগণ্য কবি এ দেশে বা বিদেশে অসংখ্য; এবং বিশুদ্ধ কল্পনায় 'সোমের প্রতি তারা' 'বিদায় অভিশাপ' এর চেয়ে উৎকৃষ্ট হোক বা না হোক, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রথম বীরাঙ্গনা দেবযানীর চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাস্য।' ('ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', *কুলায় ও কালপুরুষ*) প্রসঙ্গত, *বীরাঙ্গনা কাব্যের* ষষ্ঠ সর্গটি হচ্ছে 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী'। *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদার ভূমিকা এতটাই যে প্রায় তার নামকরণ করা যেতো 'অর্জুনের প্রতি চিত্রাঙ্গদা'।

মাইকেলের মতন রবীন্দ্রনাথও রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীকে নতুন অর্থে তাৎপর্যে ভরে দিয়েছেন : পুরাণের পুনর্জননে মাইকেলই পথিকৃৎ।

মাইকেলের ১৪-মাত্রার অমিত্রাক্ষর অক্ষরবৃত্ত রবীন্দ্রনাথেরও অবলম্বন। তবে মাইকেলের ৮+৬ এর মাত্রাবণ্টন রবীন্দ্রনাথ মানেননি অনেক সময় : ৯-সংখ্যক অধ্যায়ে চিত্রাঙ্গদার এসব উচ্চারণ : 'যদি এ লালিত্য : এই কোমল ভীরুতা' (৬+৮), 'পদতলে, পরের : বসনখণ্ডসম' (৭+৭), 'নহে নিত্য কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত, সে কি ভালো' (১০+৪)— ৮+৬ মাত্রাযোজনাকে ভেঙে দিয়ে একটি বাক্যভঙ্গির প্রবলতা সঞ্চার করেছে : অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ মুখের ভাষার দিকে এক কদম এগিয়ে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

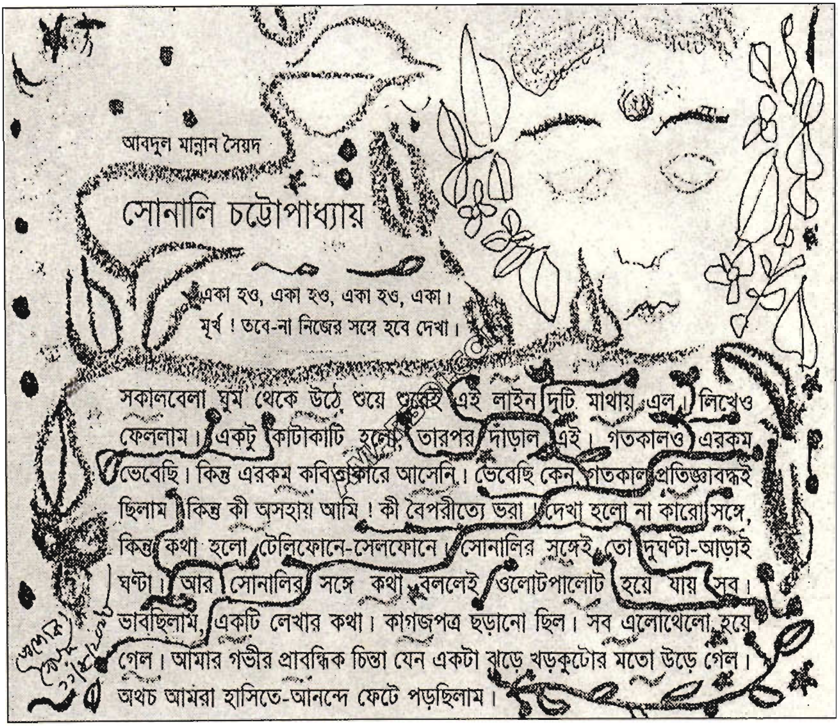

আবদুল মান্নান সৈয়দ

সোনালি চট্টোপাধ্যায়

একা হও, একা হও, একা হও, একা।
মূর্খ ! তবে-না নিজের সঙ্গে হবে দেখা।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শুয়ে শুয়েই এই লাইন দুটি মাথায় এল। লিখেও ফেললাম। একটু কাটাকাটি হলো। তারপর দাঁড়াল এই। গতকালও এরকম ভেবেছি। কিন্তু এরকম কবিতাকারে আসেনি। ভেবেছি কেন, গতকাল প্রতিজ্ঞাবদ্ধই ছিলাম। কিন্তু কী অসহায় আমি ! কী বৈপরীত্যে ভরা ! দেখা হলো না কারো সঙ্গে, কিন্তু কথা হলো টেলিফোনে-সেলফোনে। সোনালির সঙ্গেই তো দুঘণ্টা-আড়াই ঘণ্টা। আর সোনালির সঙ্গে কথা বললেই ওলোটপালোট হয়ে যায় সব। ভাবছিলাম, একটি লেখার কথা। কাগজপত্র ছড়ানো ছিল। সব এলোথেলো হয়ে গেল। আমার গভীর প্রাবন্ধিক চিন্তা যেন একটা ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল। অথচ আমরা হাসিতে-আনন্দে ফেটে পড়ছিলাম।

সোনালি চট্টোপাধ্যায় — চিত্রী : অশোক সৈয়দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪-৯-২০০৮

তিন লাইন হস্তাক্ষর

তিন লাইন হস্তাক্ষর আমাকে দিয়েছে অমরতা।
অজস্র ঐশ্বর্য নিয়ে পূর্ণে চলে যাব একদিন।
একফোঁটা সন্তাপ নেই। প্রত্যহ জীবন রঙিন
করে দিয়ে ফিরে গেছ, সোনা। তিন লাইন হস্তাক্ষর
মৃত্যুবাদীকে করেছে শান্ত স্নিগ্ধ সৌম্য অমর।
পৃথিবী ও জীবনের কাছে আর-কিছু চাই না তো।
আমার প্রতিটি দিন-মাস-ঘণ্টা আজ সূর্যস্নাত।
শূন্যবাদীকে দিলে তিনটি পঙক্তির সম্পূর্ণতা ॥

২৩-৯-২০০৮

একটি গল্পের আরম্ভ

ক্যালেন্ডারে দেখলাম, এটা ২০০৮ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর। কিন্তু আসলে কি আজ ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০০৮ সাল ? মনে হয় না। কি বার যেন আজ ? মঙ্গলবার ? যদি আজ বৃহস্পতিবারই হয়, অসুবিধেটা কি ? আজ যদি ৩রা অক্টোবর ২০০৫ হয়, তাতেই বা কি ? অথবা ২০০১ সালের কোনো রোববার ? সত্যিকার কোনো তফাৎ হবে কি ?

পৃথিবীতে আমি বেঁচে আছি— যদি অবশ্য বেঁচে থাকি। যদি বেঁচে না-থাকতাম, কি হতো ? পৃথিবীর কোনো এসে যেত না। মানুষের কোনো এসে যেত না। কেন্নোর বাঁচা, কোকিলের বাঁচা, আর আমার বেঁচে থাকার মধ্যে তিলমাত্র তফাৎ নেই। আমি যদি কেন্নো হতাম কিংবা কোকিল ! মাটির বিবরে বা গাছের ডালে ডালে উড়ে বেড়াতাম ! আমি মানুষ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি মাটির ওপরে। বাড়িতে বউ আছে, মেয়ে আছে। বন্ধু আছে কয়েকজন, কয়েকজন শত্রু আছে। মরে যাব, ব্যস। কেউ কেউ কাঁদবে কিছুদিন। কেউ কেউ খুশিও হবে।

আমার নাম আবদুল কাদের। আমার নাম যদি রহিমউদ্দিন হতো, পার্থক্য হতো কি ? এগুলো তো নামমাত্র। যদি সংখ্যা হতো, তাহলে খারাপ হতো কি? ধরা যাক আমার নাম হতো ক / ১১,১১১। তাতে কিছুমাত্র অসুবিধে হতো না। আমার বাপ-মা'র নামও হতো কোনো সংখ্যায়। মন্দ হতো না ওরকম। নিয়ম থাকত, মৃত্যুর পরে আমার নম্বরটির অধিকারী হবে আর-কেউ। যেমন, একটি কবরের জায়গায় কিছুদিন পরে আরেকটি মৃতের কবর দেওয়া হয়। কোথায় যেন পড়েছিলাম ব্রাহ্মরা একসময় বসিয়ে কবর দিত। কেউ কেউ পুড়িয়ে ফ্যালে। নদী বা সমুদ্রে ভাসিয়ে দ্যায় কেউ। ছাদে ফেলে রাখে কেউ কেউ, কাকের-চিলের-শকুনের আহার হয়। কেউ বন্য প্রাণীর ভক্ষ্য হয়। সবই তো লুপ্তি। শেষ-পর্যন্ত একই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

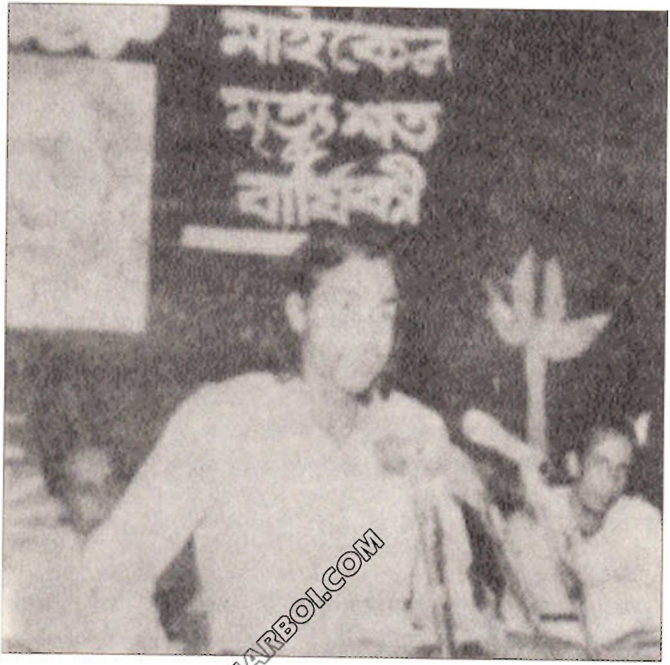

মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুশতবার্ষিকী (১৮৭৩/১৯৭৩)-তে বাংলা একাডেমীতে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম। বাংলাদেশ তখন সদ্যস্বাধীন। — দিনগুলো উত্তাল আনন্দে উপচে পড়ছে। আমার বছর ৩০-বয়েসে বা/এ-তে আমার অভিষেক সম্পন্ন হলো। ঘটিয়ে দিলেন আমার আবাল্য প্রিয়তম কবি-শিল্পী।

জন্মের ওপর হাত ছিল না আমার মৃত্যুর ওপরেও নেই। তাহলে এই আজাব কেন ? আমার যখন মূলে কোনো অধিকার নেই, তখন কি করব জীবন নিয়ে ভাবছি।

ভালোবেসে ছিলাম একজনকে। তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এখন ৭২ বছর বয়েস যখন আমার, ক্যালেন্ডারের হিশেবে যখন আমার সব চুল পড়ে গেছে দাঁত পড়ে গেছে শিশ্ন শিথিল, তিনি বলছেন তিনি জানতেন না, তিনি আমাকে গভীর ভালোবাসতেন।

আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। তখন তো পারতাম না আরো। এক বন্ধুকে পাঠিয়েছিলাম। সে আমার কথা চেপে গিয়ে নিজেই প্রস্তাব দ্যায়। আর তাই বাবলি অস্বীকার করে। এই হচ্ছে বাবলির ভাষ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সেই বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুতা আজো আছে আমার। সে বলে — বাজে কথা। আমি পরিষ্কার তোমার নামোল্লেখ করে বলেছিলাম। উনি শুধু হেসেছিলেন।

বন্ধু মোহিত বা বান্ধবী বাবলি কেউ একজন সত্য বলছে, কেউ একজন মিথ্যা বলছে। আমি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারলাম না। কী-জানি-কেন সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি না। জীবন বোধহয় এরকমই। সবই কুয়াশাময়। সবই সিদ্ধান্তহীনতা। যেমন আকস্মিক জন্ম, আকস্মিক মৃত্যু।

বাবলি বলছিল সেদিন — তুমি ছিলে আমার স্বপ্ন।

তুমি বলেছিলাম — তুমি আজো আমার স্বপ্ন।

আবার, স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন। স্বপ্নে বাবলির সঙ্গে দেখা হয় অদ্ভুত সব পরিবেশে। বাবলিও আমাকে স্বপ্নে দ্যাখে বিচিত্ররূপে।

এরকম স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্নে জীবন পার করে দেবো আমরা। কিন্তু বাস্তবতা ? সে তো আরেক জিনিশ।

৭-১০-২০০৮

সকালে কবি আবুল হোসেনের বাড়িতে। এগারোটা নাগাদ। যেন একটা ঝরনায় স্নান করা গেল একটা-দেড়টা পর্যন্ত। আবুল ভাইয়ের স্মৃতিচারণ— আকবর কবিরের *আত্মকথা* সম্পাদনার সূত্রে। কবির ভ্রাতাদের স্মৃতিচারণ করলেন। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়— একটি বড়ত্বের স্পর্শ পাওয়া গেল। এখন আমাদের অধ্যাপনাজগৎ নেমে এসেছে কোথায়! আমাদের বিদ্যাচর্চা! বামনদের দেশে লিলিপুটদের দেশে চলে এসেছি, মনে হয়। আকবর কবির সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক নোট নিলাম।

AMARBOI.COM

৮-১০-২০০৮

অনিন্দিতা ও সাকি। দিনভোর আড্ডা।

৯-১০-২০০৮

ভোররাতে বেশ শরীর খারাপ। জিনানকে ডেকে পাঠানো হলো। পর-পর কয়েকদিন বিরামহীন পরিশ্রম গেছে— আড্ডায় মূলত। ওরই ফল। স্বনির্বাসনে যেতে হবে। ভেঙে ভেঙে দিনভোর ঘুম।

বিকেল চারটেয় একএক করে এল ওরা— রাজু আলাউদ্দিন, বুলান্দ জাভীর, জাহাঙ্গীর শাহেব (ব্যাংকার) আর পুলক হাসান। *খেয়া* পত্রিকার জন্যে সাক্ষাৎকার নিল রাজু, বুলান্দ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাভীর। জাহাঙ্গীর শাহেব অনেক ছবি তুললেন। রাজুও। সাক্ষাৎকারশেষে আহারপর্ব। ন-টার দিকে চলে গেল ওরা।

১১-১০-২০০৮
বা/এ। সকাল এগারোটা। ন-র সম্পাদনা।

বিটিভি। সন্ধে ছটা। 'কবি গোলাম মোস্তফা স্মরণে'। উপস্থাপক : আমি। আলোচক : মোস্তফা মনোয়ার, মোস্তফা জামান আব্বাসী ও ফরিদা মজিদ।

ন-র অষ্টম খণ্ড পাওয়া গেল আজ। ড. রফিকুল ইসলাম ঈদের আগে আমাদের সম্পাদকমণ্ডলীর জন্য বা/এ থেকে পাঁচটি কপি সংগ্রহ করেন।

১২-১০-২০০৮
অনিন্দিতা ও সাকিকে নিয়ে আজিজ মার্কেট। বিজুর দোকান, মোতাহারের দোকান, পাঠশালা— কয়েকটি বই কিনল সাকি। ফেরার সময়, বিজুর সঙ্গে দরকারি কথা হলো বই নিয়ে।

AMARBOI.COM

১৪-১০-২০০৮
পুলক হাসান ও পিয়াস মজিদের সঙ্গে দীর্ঘ আড্ডা। পিয়াস আমার কবিতাকেন্দ্রী একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিল। পুলক হাসান একটি গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব দিল। ওদের 'খেয়া প্রকাশন' থেকে। রাজি হলাম।

১৫-১০-২০০৮
সকালে জীবনানন্দ-সংপৃক্ত প্রবন্ধ 'বাঙালি নারীর কাছে' লেখা ধরেছি। পাঁচটায় এল সাব্বির। ওর সঙ্গে আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজে। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে লিখতে লিখতে রাত নটায় শেষ। ফারুক মাহমুদ আটটায় এসেছিল। লেখাটি নিয়ে গেল।

১৬-১০-২০০৮
দিগন্ত টেলিভিশন। দুপুর দুটো। ড. কাজী দীন মুহম্মদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলাম। প্রযোজক : মাহবুব মুকুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮-১০-২০০৮

অনামিকা,

কেয়া খ্যাবর?
আপ্‌কা উর্দু-হিন্দি-বাংলা
মিক্সড্‌ 'বাৎচিত' শুন্‌ কার
ম্যায় তো 'চিৎপাত' হো গ্যায়া।
তুম্‌ তো ভারি আজিব লেড়কি।
চেহ্‌রা-সুরত্‌ তো ভোলাভালা।
রোমান্টিসিজম কা রোশনি ঝ্যলক্‌তা।
লেকিন ইয়ে ক্যায়া ? এত্‌না রস
ভাসা মে কেঁও ?
ম্যায় তো
সির্‌ফ্‌ এক শায়ের হ্যায়।
'ঝ্যলক্‌তা' লিখ্‌ কার 'কলকাতা' লিখ্‌না
চাহ্‌তা। 'লেকিন' লিখ্‌ কার মিল আ গ্যায়া—
'লেনিন'। বাংলা মে ইয়ে 'অন্তমিল' কাহতা
হ্যায়। ইয়ে 'অন্তমিল' কি লিয়ে কেত্‌না
পোয়েট্রি সিরফ্‌ বরবাদ হো গিয়া—
খ্যয়াল করনা। 'কর্‌ না' লিখ কার তুমহারি
দরওয়াজা পার মেরে হররোজ 'ধরনা' ইয়াদ
আতা। ইয়ে তো মেরে হাল্‌। 'পাল' টুটা
গ্যায়া তো 'নৌকা' বাঁচে ক্যায়সে ?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

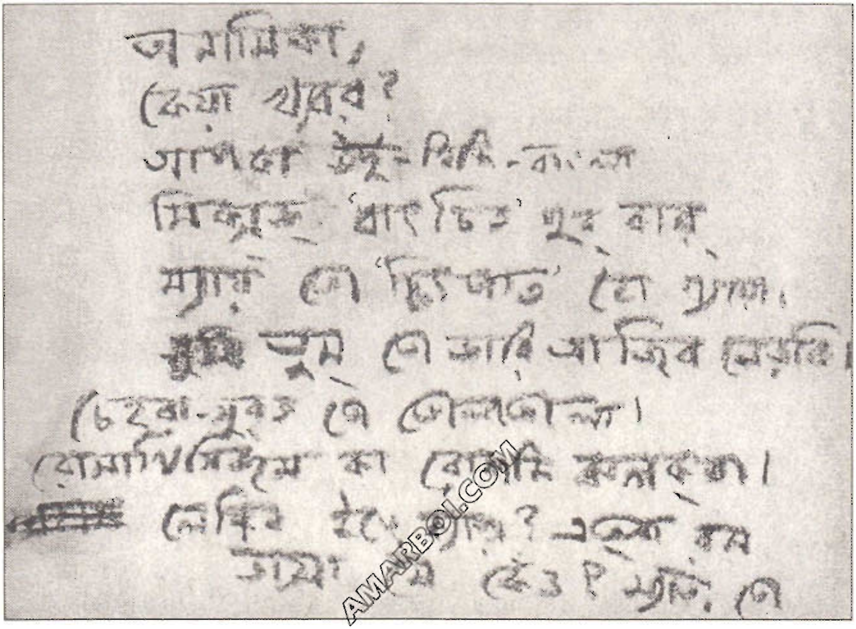

AMARBOI.COM

যাই হোক,
ম্যায় তো ইয়ে 'মওকা' ঢুঁড় রাহা।—
মেরে প্রেমনিবেদন কা ওয়াকত্ !
সামনাসামনি তো মুঝকা শরম আতা।
তাই ইয়ে 'চিট্‌ঠি'।
এক সনির্বন্ধ্ অনুরাধ, মুঝে পার হরওয়াকত্
রাখ্ না আপ্‌কা 'দৃষ্টি'।

তুমহারি
জান্-ই-দোস্ত
আর্টিস্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

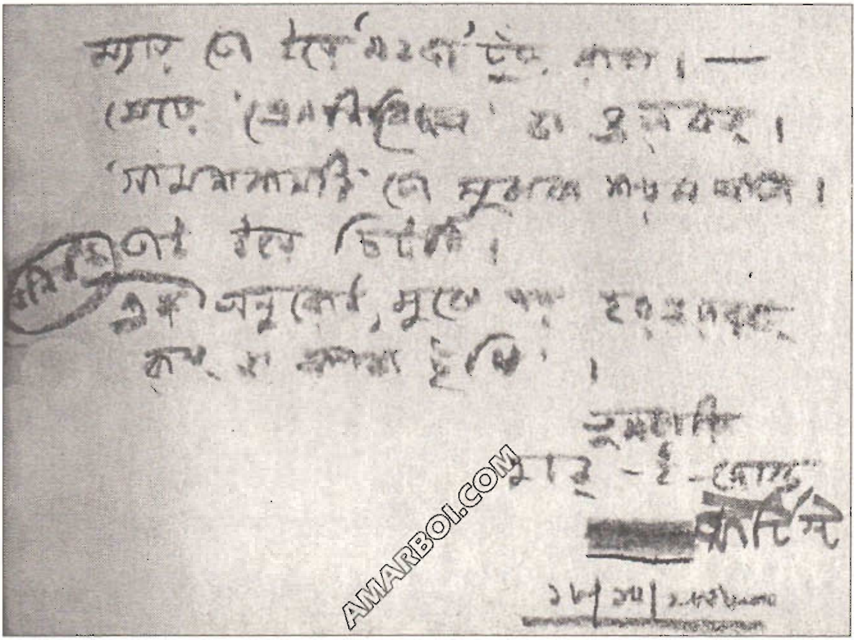

এই চিঠির উত্তর :

আর্টিস্ট,

মেরি জান্‌-ই-দোস্ত,
ম্যায় হো গ্যায়া মস্ত্‌।
তুমহারি আজিব চিট্‌ঠি শুন্‌ কার্‌
ক্যায়সে কাঁরু ইন্‌কার্‌ ?
ইয়ে বাতা নেহি সাক্‌তে
আব্‌ খুশি কি ওয়াক্‌তে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরি দিল্ কি আরমান্
কাহতে হ্যায় ইয়ে ফরমান–
তুম্হারা ইয়ে বাতে ছোটি ছোটি
লেকিন বহোত মিঠিমিঠি।
খোয়াবো মে খো গ্যায়া হাম্
ল্যাহরো মে গির গ্যয়া গাম্।
এক পেয়ার কি কলি
ভারি পবন কি ডোলি
ভেজা তেরি আঙ্গান
যিধার খিলে ধড়কান্
তুমহারা– হার্ দিল্ কা জুদায়ি
যিত্নি রিশ্তা লায়ি
উত্নি সে জিয়াদা–
ইয়ে মেরি ওয়াদা।
দুঙ্গি ঢের পিয়ার
হ্যাই– মেরি ইয়ার,
র্যাহে গা মিলান ইয়ে হামারা–
ইয়ে হামারা-তুমহারা !

অনামিকা
১৮/১০/২০০৮

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৯-১০-২০০৮

তুমি কোথায়? কোথায় তুমি ?
কাঁদে আমার হৃদয়ভূমি।...

দীর্ঘ রাস্তায় যেতে যেতে দুপাশে সুবজ দেখতে দেখতে এই দুটো লাইন গুঞ্জরিত হয়ে ফিরছিল মনে। দুটো রেললাইনের মতো কবিতার পঙক্তি দুটো– তোমার আমার মতো– কোনোদিন মিলিত হবে না– পাশাপাশি পড়ে থাকবে– চলতে থাকবে। তারপর একদিন আমরা আর পাশাপাশি চলব না– থাকব না– আমরা তো রেললাইন না। আমরা-যে মানুষ।

একদিন থেমে যাব একজন, কিন্তু আরেকজন কি ভুলতে পারব ? তারপর অন্ধকার হয়ে যখন আসবে সব, তখন দুজন মুখোমুখি বসে থাকব। সোনালি আর আমি। আমি আর সোনালি। কবে সে-সব– চল্ না আমরা দুজন সব বাস্তব সাঁথরে একটা দ্বীপে গিয়ে উঠি। তোর কণ্ঠস্বর শুনলে আমার-যে সব দড়িদড়া ছিঁড়ে যায়– আমার-যে আত্মা অবদি নড়ে যায়– আমার কবিতা নড়ে যায়– আমার প্রবন্ধ যায় এলোমেলো হয়ে। হৃদয়ের এত শক্তি, সোনালি! তোর মতো এমন টানে কেউ তো টানে না আমাকে।

ইউনিভার্সিটিতে গিয়েই হঠাৎ– একেবারে হঠাৎ– যেন এক যুগান্তর পার হয়ে তোমার ফোন এল। আর আমার সব কাগজ বইপত্র ব্যাগ-ট্যাগ পড়ে রইল কোথায়। আমি ছুটে এলাম বাইরে। তুমি ! তুমি !! যে-তোমার উপরে এত রাগ হচ্ছিল আমার, মুহূর্তে কোথায় সব হাওয়া। আমার কাকুতি ঝরে পড়ল কণ্ঠস্বরে, তোমার কণ্ঠস্বরও করুণ শোনাল। সোনালি আমার, আর কোনো-দিন তোমার অবাধ্য হবো না। তুমি থাকতে পারোনি আর! যত রাগই করি, আমি কি ভেতরে ভেতরে অপেক্ষা করছিলাম তোমার! কবিতা-টবিতা জানি না, শুধু তার আশ্চর্য শক্তিতে অবাক হয়ে যাই। এই একটু আগে রাস্তায় আসতে আসতে দুই লাইন কবিতার পঙক্তি কেন-যে অবিশ্রাম আমার মাথার ভেতরে একটি অন্ধ মৌমাছির মতো ঘুরে ফিরছিল !

কী করে আমার হৃদয়ের ক্রন্দনে কোন দূর থেকে সাড়া দিলে তুমি ?! আমি-যে অনেক দিন পরে ডাকার মতো ডেকেছিলাম। তোমারও কি অভিমান হয়নি ? আমি রোজ মনে মনে তোমার সঙ্গে কথা বলি। তোমাকে জিগেস করলাম দু-তিনবার– তুমি কি একদিনের জন্যেও বলেছ ? এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিলে না তুমি। তার মানে তুমিও মনে মনে অনেক কথা বলেছ আমার সঙ্গে। ইশ ! আমার কথা মনে করেছ তুমি ! আসলে তুই আঠারো বছরের কিশোরী, আর আমি — তোর ভাষায় — 'চির-কিশোর'।

কয়েকদিনের ঝোড়ো আবহাওয়ার পরে আজ রোদ উঠেছে– তোমার মুখের মতো সুন্দর– তোমার কণ্ঠস্বরের মতো আলোকোজ্জ্বল। অন্ধকারে যে-নাবিক পথ হারিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলেছিল, সে একটি নীল-সবুজ দ্বীপে পৌঁছে গেল আজ। সারাদিনটাই আজ ভরে গেল আমার অসম্ভব দীপ্তিমানতায়— কাজও করলাম কত—ইউনিভার্সিটিতে—প্রেসে—আড্ডাও কী আনন্দময় ! রাত্রি দশটায় যখন ফিরছি তখন মনে হচ্ছিল, ঈদের চাঁদ উঠেছে। রাস্তাঘাট দোকানপাট মানুষজন সবই উৎসবে ঝলঝল করছে। তুমিই আমার তাবৎ অন্ধকার সোনালি আলোয় ভরে দিলে ! সোনালি ! সোনালি !

৩-১১-২০০৮
সোনালি। এক ঘণ্টা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

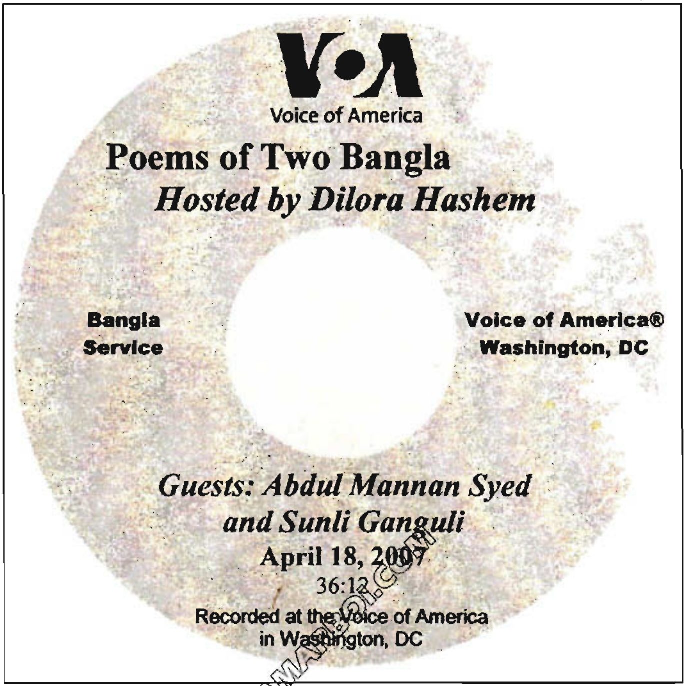

'ভয়েস অফ আমেরিকা' বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা সম্পর্কে
একটি আলোচনা-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। ১৮ই এপ্রিল ২০০৭এ। অংশগ্রহণ করেছিলাম
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর আমি। সঞ্চালন করেছিলেন কথাশিল্পী দিলারা হাশেম।
দুই দেশের কবিতা সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রোতা বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন।
সব-মিলিয়ে জমজমাট একটি অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিল।
তারই সি.ডি.র প্রচ্ছদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দেশিকা

অ

অব্যয়কুমার দাশগুপ্ত ১৫৬
অধ্যাপক মতিউর রহমান ২৬১, ৩১৬
অন্নদাশঙ্কর রায় ১৫৬
অনামিকা হক লিলি ২৯০
অনুপম হায়াৎ ১৬৬, ৩১৭
অনুরূপা দেবী ২৪৭
অনিন্দিতা ২৯৪, ২৯৯, ৩১০, ৩১৮, ৩২১, ৩২৮-২৯
অমলেন্দু বসু ২০৪
অমিয় চক্রবর্তী ১৯০-৯১, ২০৪, ২২৬, ২৩২, ২৩৯
অমিতাভ পাল ১০৯-১০, ১২৪, ৩০৪
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১৫৬
অতুলচন্দ্র গুপ্ত ২০৬, ২১২-১৩
অকতাভিয়ো পাজ ১৩৮
(ড.) অশোক বাগচী ২৫৩

আ

আঁদ্রে ম্যাসন ২৯
আনোয়ারা বাহার চৌধুরী ১৬৬
আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী ২৯
আবেদিন কাদের ৮৩, ৮৫
আতোয়ার রহমান ২০৪
আন্ওয়ার আহমদ ১২৬, ১৭১, ১৮৮, ২৮৪
আনতোনিন আর্তো ২৯
আইনুল হক খান ২১২
আবু সয়ীদ আইয়ুব ৯২, ২০৪, ২৩২-৩৩, ২৩৮
(প্রফেসর) আফসারউদ্দিন ২২৬-২৭, ২২৯
আফজল হোসেন ১২৩
আবদুর রাজ্জাক ৩৮
আবদুল কাদির ১৪৮, ১৬২, ১৮৩, ১৮৯, ১৯২, ২২২, ২২৪, ২২৮
আবদুল করিম ১৮১-৮৩, ২১৮
(অধ্যাপক) আবদুল গফুর ১৭১, ২০৫
আবদুল গনি হাজারী ৫৪, ৫৮-৫৯, ৩১০
আবদুল হক ১৮৪, ২০০
আবদুল হাই শিকদার ১৩৪
আবদুল হাফিজ ৫৮, ৬৮, ৮৩, ১০৮-১০৯
আবদুল হালিম ২১৮
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ৩৬, ৬৭, ৭৫, ৮৬, ৯০, ১০৬, ১২১, ১২৮, ১৩০, ১৩২, ১৪০, ১৯৬, ১৯৯, ২০৪, ২১২-১৪, ২২১, ২২৪, ২৩২, ২৪৩-৪৪, ২৪৬, ২৫৬, ২৫৮, ২৬০, ২৬৮-৬৯, ২৭৪, ২৮৬, ২৯৬, ৩০৯
আবদুল্লাহ আল মুতী ৯৪
আবদুশ শাকুর ২৩৯, ২৪২, ২৪৬, ২৬৫
আবদুস সেলিম ২৭৪, ২৮৮
আবদুস সাত্তার ৪৮, ১৩০-৩২, ১৮৯
আবদুস সালাম ৬২, ৯৪, ১৪৭, ১৫৭
আবু হেনা মোস্তফা কামাল ৫৪, ৬১, ৭৪, ৭৬, ৯৪, ১৮৯-৯১, ২০৪-৬, ২২০, ২৯৬
আবু ইসহাক ১৩০, ২৫৬
আবু রুশদ ৩২, ১৪৮, ৩০৮
আবু কায়সার ২৬০
আবু সালেহ ২১৮, ২৫৬
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ৮৫
আবুবকর সিদ্দিক ১৭১
আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ১১০, ১১২, ১১৬, ২৬৪, ২৬৯

AMARBOI.COM

আবুল হোসেন ১২৩-২৪, ১২৯, ১৪৮, ১৫৮-৬০, ১৬৮-৬৯, ১৭৮, ১৮০, ১৯০, ২১০, ২১২, ২২৪, ২২৬-২৭, ২২৯, ২৩২-৩৩, ২৪৩-৪৫, ২৪৮, ২৬৫, ২৬৮, ২৮০
আবুল আহসান চৌধুরী ১২৪, ১৪৩
আবুল ফজল শামসুজ্জামান ১০৬
আবুল মনসুর আহমদ ৩২, ৩৮
আবুল কাশেম ১১২, ১২৩, ২৬১
আবুল কাসেম ফজলুল হক ১১২, ১২৩, ২৬১
আবুল কালাম ইলিয়াস ৩২০-২১
আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ১১০, ১১২, ১১৬, ২৬৪
আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন ৭৮
আবুল হাসানাত ৪৭
আবুল হুসাইন জাহাঙ্গীর ২০৫
আমীরুল ইসলাম ১৩০, ১৮২, ২৩২, ২৩৬, ২৭২, ৩০৫
আশুতোষ ভৌমিক ১২৮, ১৪৮, ২৪২, ২৪৪, ২৮৮
আরশাদ আজিজ ১১৬, ১২১, ১২৩-২৪
আল মাহমুদ ৫৮, ৭৪, ৯১, ১০৫, ১১৪, ১২৫, ২৩৩, ২৩৯, ২৬৮-৬৯, ২৭৪
আল মুজাহিদী ২৪৪, ২৮১
আল্লামা শিবলি নোমানি ২৪৪, ২৮১
আলাউদ্দিন আল আজাদ ২৬৮
আলী ইমাম ৬৯
আলী মনসুর ১৩৬
আকবর কবির ৩২৮
আশরাফ সিদ্দিকী ৯৪, ১৬৬, ১৯৪-৯৫, ২০৯, ২২৮, ২৬১, ২৮১, ২৯০, ২৯২, ৩১৭
আসকার ইবনে শাইখ ১১২
আসাদ চৌধুরী ১১০, ১৯২, ২২১
আসাদ বিন হাফিজ ১০৫
আসাদুল হক ১৬৬, ২৯২
আহমেদ মুজিব (কচি) ১১১
আহমদ আখতার ৫৮, ৭০, ৭৫, ১০৫
আহমদ রফিক ২৬৫
আহমদ কবির ৭৬, ২১৮, ২২৮, ২৬১
আহমদ ছফা ১৯৮, ২৩২
আহমাদ মোস্তফা কামাল ২৮৫
আহমাদ মাযহার ১৩০, ১৭৭, ১৭৮, ১৮৪, ১৮৭-৮৮, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৯-২০০, ২০৬, ২১৪, ২১৮, ২২৪-২৫, ২৩৮, ২৪৬, ২৭২, ৩০৯
আহমাদ কাফিল ৬১
আহসান হাবীব ১৬৯, ১৯০
আয়নুল হক খাঁ ২২৪
আজফার হোসেন ২৭৪, ২৮৮
আজহার ইসলাম ১১১, ১১৬
আজহারউদ্দীন খান ১২২
(ড.) আনিসুজ্জামান ১১৬, ১৭২, ১৯৫, ১৯৮, ২০০
আবিদ আজাদ ৫০, ৫৪, ৬০, ৭৬, ৭৮, ৮৬, ৯০-৯১, ৯৪, ১০২, ১১০, ১১২, ১২৩, ১২৮, ১৩২, ১৪৬, ১৪৯, ১৭৩, ১৯৪, ২০০, ২২১, ২৩২, ২৩২, ২৩৪, ২৪৬-৪৭, ২৫৬, ২৫৯, ২৬৫
আমিনুর রহমান সুলতান ২৪৮, ৩১০
আমিনুল ইসলাম ১৯৬, ১৯৮, ২২৮, ২৪৭
আমিনুল ইসলাম বেদু ২২৮
আমিরুল মুমেনিন ১৭৬
আরিফুল হক ১৩৪
আলিম আজিজ ১৭৩, ১৮৮, ১৯৪, ২০০, ২০৬, ২১৭, ২২৮-২৯, ২৩২, ২৪৬
আশিক আজাদ ২৪৩-৪৪
আজিজুর রহমান আজিজ ১০২
আতিউর রহমান ১৯৭
আতাউর রহমান ১১১, ১৪৭, ১৯০, ২৪১
আতাউস সামাদ ১৩০
আতাহার খান ১২৩, ১৩৯, ১৪৬, ১৭১-৭২, ২৩২, ২৩৭, ২৪১

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ই
ইউসুফ শরিফ ১৯৮
ইবরাহিম খাঁ ৬১-৬২
ইমরুল চৌধুরী ২৬৪-৬৫, ২৮২, ২৮৭
ইকবাল আজিজ ৪৭
ইয়াসমিন মুশতারী ২৯২
ইদ্রিস আলী ৮৮

ঈ
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ২১৪, ২৪০, ২৪৪

উ
উদয়ন চৌধুরী ১৭২
উত্তম দাশ ২৮৭, ২৮৯
উমা কাজী ১৩৪

ও
ওমর খৈয়াম ১১৬, ১৪৬

এ
এখলাসউদ্দিন আহমদ ১৪৮, ১৯৮, ২০৫, ২৩২
এ.জেড.এম. শামসুল আলম ২৫৮
এ.এম. খান মজলিশ ১১১
এম. সেরাজুল হক ১৮৩
এনামুল হক ৫৮
ওবায়েদ জায়গীরদার, ৩২১
ওবায়েদ-উল হক ৫৮
ওবায়েদুল ইসলাম ১২৩

ক
কবীর চৌধুরী ৫৮, ১৭৬, ২৯১
করুণাময় গোস্বামী ১৬৮, ২৬২, ২৭৪, ২৯২
কল্পতরু সেনগুপ্ত ১৫০-৫১, ১৫৩-৫৪, ১৫৬, ২৫৩
কবিরুল ইসলাম ১৫২
কন্স্টান্টাইন্ ব্রাঁকুসি ৩১৮
কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার ২৪২
ক্যামেলিয়া ২৫৬, ৩২০
কাইয়ুম চৌধুরী ১৯৮, ২৪৬, ৩২১
কানাই কুণ্ডু ২৮৯
কামরুল হাসান ৩১২
কামরান ইবনে দিলওয়ার ২৪২
কামালউদ্দীন নীলু ২৬৩
কায়কোবাদ ১১০, ১১৬, ১২৪, ১২৮, ১৪৩, ১৭৩, ১৯৪-৯৫, ১৯৬
কায়খসরু ১৯৫
কায়সুল হক ১৯০
কাজল শাহনেওয়াজ ৩৮, ১০৯, ১৩২, ১৭২
কাজী দীন মুহম্মদ ১৩৬, ২৫৮, ৩২৯
কাজী রোজী ২২৮, ২৮৮
কাজী অনিরুদ্ধ ১৩৪
কাজী ফারুক ১১২
কাজী মাজহার হোসেন ১৫৭, ২৫০, ২৫২-৫৩
কাজী রব ৪১
কাজী সব্যসাচী ১৩৪, ২১৮,
কাজী আবদুল ওদুদ ১৩৪, ২২৬

খ
খান সারওয়ার মুরশিদ ১৬৭, ১৭২
খান মোহাম্মদ শিহাব ৮৫
খালেদা এদিব চৌধুরী ২৪৭
(ড.) খালেদা সালাহউদ্দিন ২৯০
খায়রুল আনাম শাকিল ৩২২
খায়রুল আলম সবুজ ১৭৭
খাজা খোন্দকার ৩০০
খালিদ হোসেন ১৩৪, ১৯২, ২২১, ২২৮, ২৯২
খালিকুজ্জামান ইলিয়াস ২৭৪, ২৮১, ২৮৮, ২৯১, ২৯২, ২৯৬
খোন্দকার আশরাফ হোসেন ৩০৫
খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন ৬২, ৬৭, ৮৮, ১৬৬
খিলখিল কাজী ১৩৪, ২১৮, ২৭৪, ২৩২

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ
গঁগা ২৬
গীতেশ শর্মা ১৭৬
গৌতম বুদ্ধ ৪৭, ১২৬, ১৩৬, ১৬৮
গোয়েটে ৩২, ৩৫, ৪৯, ১১১, ২১০, ২১২, ২১৬, ২৪০
গোপালচন্দ্র রায় ১৫২, ১৫৩
গোলাম মোস্তফা ১৮২-৮৩, ২০৪, ২২০-২১, ২৩৮, ২৮১, ৩২৯
গোবিন্দচন্দ্র দাস ১২৩, ১২৮

চ
চেমন আরা ২৫৮
চিত্তরঞ্জন সাহা ৯২ ৯৪

জ
জগদীশ গুপ্ত ১৭৮
জগদীশচন্দ্র বসু ১৫০, ২৭১
জগন্নাথ ঘোষ ১৫৪
জয়নুল আবেদিন ৩৮, ৩১২
জসীমউদ্‌দীন ১১৪, ১৯৬, ৩০৭
জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ১৯৮-৯৯
জাফর তালুকদার ৯২
জামাত আলি ১১২, ২৪৭
জালালউদ্দিন রুমি ১৯১
জাহানারা আরজু ৭৮
জীবনানন্দ দাশ ৩০, ৪৮, ৬০, ৬৬-৬৭, ৭৪, ৭৮, ১২২-২৩, ১৩২, ১৪৬, ১৫১-৫২, ১৫৯-৬০, ১৬৭, ১৭০, ১৭৬, ১৮০, ১৮২, ১৯০, ২০৪, ২১৩, ২২২, ২২৪-২৫, ২২৯, ২৩৮, ২৪২-৪৩, ২৮১, ২৮৮, ৩০৬, ৩০৯, ৩২৯
জুয়েল মাজহার ২৪৪
জুলহাসউদ্দিন আহমদ ২২৮
জিনাত রফিক ১৩০
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ২৬৩, ২৯১
জেমস জয়েস ১০৮, ২৫৮
জ্যাক [জাকারিয়া] শিরাজি ১২, ১২৮, ১৯৭, ২৩৭, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৭, ২৫৮

ত
তেনজিং ৩১৮
(অধ্যক্ষ) তোফায়েল আহমদ ৬২, ৯৪, ১৮২

দ
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১১০, ১৩৪, ১৮৯
দ্যলাক্রোয়া ২৩

ধ
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২০৪, ২৮৬, ২৯৯, ৩০০
ধ্রুব এষ ১৮৮

ন
নজরুল ইসলাম ৪৮, ৮৩, ৮৮, ৯০, ১০১, ১০৫, ১৩৪, ১৪৬, ১৬৬, ১৬৮, ১৭১, ১৭৬-৭৭, ১৯২, ১৯৮, ২০২, ২০৬, ২০৮, ২১০, ২১৮, ২৩২, ২৫৩, ২৫৫-৫৭, ২৭২, ২৮০, ২৯১-৯২, ৩০৯, ৩১৪, ৩২২
নলিনীকিশোর গুহ ২৬৫
নূরুল ইসলাম খান ৯২, ১৩০
নূরুল ইসলাম (বাঙালি) ১২৯, ২২২
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ২২৪
নান্টু রায় ১৭৮, ১৯১, ২০৬, ২৪০
নাসরিন নঈম ২৪৭
নাজমুল আলম ৭৪, ৩২২
নার্গিস জাফর ১২২
নাসির আলি মামুন ১৭২
নাসির আহমেদ ৬৭, ৮৫-৮৬, ১৭২, ২১৮, ২৩৭, ২৮৮
নির্মলেন্দু গুণ ২৭২
নিতাই বসু ১৫৭, ২৫২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীরদ মজুমদার ৩১৮
নীলুফার ইয়াসমিন ১৩৬, ১৬৮

প
পরশুরাম ৩২
পরিতোষ সেন ৩১২
প্রেমেন্দ্র মিত্র ৬৭, ১৯০, ২১৪, ২২২, ২২৫, ২৯৯
প্লেটো ৪২
প্রজ্ঞা লাবণি ১৯৮-৯৯
প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল ৩১৭
প্রফুল্লকুমার গুহ ২২৫
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ৩২৮
প্রমথ চৌধুরী ১২৩, ২০৪, ২২৭, ২৪৪, ৩০৯
প্রশান্তকুমার মহলানবিশ ৩১২
পাউল সেলান ২৪০
পারভিন মুশতারী ২৯২
পুলক হাসান ৭০, ৩২২, ৩২৮-২৯
পুলিনবিহারী সেন ১৬৪
পৃথ্বীলা নাজনীন ১৯৮-৯৯
প্রদীপ ঘোষ ১৫৬
পিকাবিয়া ২৯
পিয়াস মজিদ ৩২১-২২, ৩২৯

ফ
ফররুখ আহমদ ৪০, ১১১, ১২২-২৩, ১৩৬, ২৬১, ২৮২, ২৯৩
ফরহাদ খান ১৭৬, ১৯৪, ২৯৬
ফখরুজ্জামান চৌধুরী ৭৬, ১০২
ফয়জুল লতিফ চৌধুরী ১১২, ১২৪
ফজলে রাব্বি ২২৮
ফজল মোবারক ১০৫
ফজল শাহাবুদ্দীন ১১৪, ১২৫, ২৩৩
(ড.) ফজলুল আলম ২৯১, ২৯৬
ফজলুল হক ২৩৩
ফরিদা মজিদ ৩২৯
ফরিদুর রেজা সাগর ২৫৭, ২৬০
ফরিদুর রহমান ২৬৩
ফিরোজা বেগম ১১৬, ১৩৬, ২৫৬
ফেরদৌস আরা ২৩২, ২৬৬, ২৯১, ২৯২, ৩১৭
ফেরদৌসী আজিম ২৬৩
ফাতেমা কাওসার ১২৫
ফাতেমাতুজ জোহরা ২৯১-৯২, ৩১৭, ৩২২
ফারুক আলমগীর ৪০, ৬৯
ফারুক আহমেদ ৩০৪
ফারুক মাহমুদ ২৪৩, ২৬৪, ২৯৬, ৩২৯
ফারুক সিদ্দিকী ৪১, ৮২, ২৬০
ফারুখ ফয়সাল ৭০
ফাহমিদা মঞ্জু মজিদ ২৮১
ফাহিম ফিরোজ ১১৪

ব
বেনজীর আহমদ ১৯৬, ২৯২
বেলাল চৌধুরী ৬১, ৮৮, ১৪৫, ১৫৮, ১৬০, ১৯৬, ১৯৮, ২৬৭, ২৬৮, ২৮৫
বেগম রোকেয়া ৮৫, ২৪১, ২৪৪, ২৪৬
বেগম আক্তার কামাল ১৭৬
বেগম সুফিয়া কামাল ৪৮
ব্লেক ১৯০
ব্রেতোঁ ২৯
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ২৬৮, ৩২১
বিদ্যাসাগর ২৩৮
বিমল গুহ ২১৪
বিষ্ণু দে ৮৫-৮৬, ১০৮
বিনীত ওয়াজিহুর রহমান ২২৮-২৯
বালজাক ২৪৯

ভ
ভোলতেয়ার ২৮৪

ম
মনোরম আশরাফ আলী ১৭২, ২২৮-২৯
মইনুল আহসান সাবের ১৭৩, ১৭৮, ২২৪, ২২৬, ২৮৪

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজুরে মওলা ১৫৮, ১৭০, ২০৮-০৯, ২৪৩, ২৬৩, ২৬৭-৬৮
মনজুরুর রহমান ২৩২, ২৬২
মঈনুদ্দীন ৮৫, ২২০
মমতাজউদ্দীন আহমদ ২৭৪, ৩১৭
(ড.) মযহারুল ইসলাম ৯২
মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ১৯১, ৩০৯
মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী ২২৫
মনি হায়দার ২৩৮, ২৪০, ২৪২, ২৮৪
মফিদুল হক ১৭২
মফিজুল আলম ১৩০
মজিদ মোহাম্মদ ৬২
মতিউর রহমান ২৫৭, ২৬১, ২৬৫
মতিউর রহমান মল্লিক ৬২, ৬৬, ৭৪, ১০৫, ৩০৬
মো. ফখরুল ইসলাম ৩১০
মোস্তফা মনোয়ার ২২০, ২২১, ২৮১, ৩২৯
মোস্তফা জামান আব্বাসী ৩২৯
মোবারক হোসেন ১২১, ১২৩, ১৪৫, ১৭৬, ১৮৪, ২০১, ২০২, ২১৪, ২১৬, ২১৭, ২২২, ২৩৭, ২৬৭, ৩২১
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ৫০, ৮৩-৮৪, ১৪১, ১৪৫, ১৬৯, ১৭২, ২১৬, ২২৮-২৯, ২৩২, ২৩৪
মোশফেকা মাহমুদ ১৬৬
মোশাররফ হোসেন খান ৮৬, ১০৫
মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম ১৮০, ২১৮, ২২৫, ২২৬, ২৯২
মোহাম্মদ আবু তাহের ১০১, ১১৬
মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ৩০৯
মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ৪৮
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ৪৮, ১১০, ১৫৮, ১৬৮, ১৭৩, ১৯২, ২০৮, ২১৪, ২১৮, ২২৫, ২২৮
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ১৬৯, ১৭২, ২১৬, ২২২, ২২৬, ২২৮, ২২৯
মোহাম্মদ রফিক ১৩০, ২১৮, ২৬৫
(প্রফেসর) মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ ১৮৭, ২৪০-৪৩, ২৭৪, ২৮১, ২৯১-৯২, ৩০০, ৩১৮
মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীন ২৬৮, ৩২১
মোজাফফর হোসেন ২২৯
মোহিতলাল মজুমদার ৫০, ৬০-৬১, ৭৪, ৭৬, ৮৬, ১৩৪, ২৪৪
মসউদ-উশ-শহীদ ১২৩, ১৪৫, ১৪৮, ২৯৬
মহীউদ্দীন ২০২, ২২৪
মালেকা বেগম ৩২১
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৮৬, ১৭৮
মানস বটব্যাল ১৫৭
মান্নান সৈয়দ ১৭২, ২৬২, ২৭২, ২৭৪
মাহরুহা চৌধুরী ১৮৪
মারুফ রায়হান ২২২, ৩১৭
মারজুক রাসেল ২৪৪
মাসুদুজ্জামান ২২৮
মাহবুব বারী ২৩৯
মাহবুব হাসান ৯১, ১০২
মাহবুব-উল আলম চৌধুরী ২৯২
মাহমুদ হাজারী ৫৯
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫২, ১৫৬, ২৪৫, ৩০৪, ৩০৬, ৩০৯, ৩১৮
ম্যাকসিম গোর্কি ২৫৫
মুস্তফা আনোয়ার ১৩২, ২৪৩-৪৪, ২৭৬
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ২৬২
মুস্তাফা মাসুদ ১২৩, ১৯১, ২০০-০১, ২০৪, ২২১, ২৩৪, ২৪৫-৪৬
মুনীর চৌধুরী ১২৪, ২৩৩
মুনতাসির মামুন ৩২১
মুক্তাদির ২১৩
মুশাররফ করিম ৩৮
মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ২৪৬
মুকুল চৌধুরী ৪৮
মুহম্মদ আবদুল বাতেন ১২২, ১৬২, ২০২-৩
মুহম্মদ নূরুল হুদা ১২৮, ১৪৮, ১৭৬, ২০৮-০৯

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন ৬২, ৯৪
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ৪১, ১৭৩, ১৯২, ১৯৬
মুহম্মদ জাহাঙ্গীর ৩১৭
মুজফ্ফর আহমদ ২৫৩
মুজিবুল হক কবীর ২১০
মুন্সী আবদুল মান্নান ২১০, ২৩২
মিন্টু রহমান ২০৪, ২০৯, ২৫৬, ২৬২, ২৭৭, ২৯২, ৩০৬, ৩১৭
মিশেল লিরিস ২৯
মির্জা হারুন অর রশিদ ১০৫, ১১০, ১১২, ১১৬
মীর মশাররফ হোসেন ১০৮, ১৪৩, ২৪৬

য
যদুনাথ সরকার ১৪০
যতীন্দ্রমোহন বাগচী ১৭৮, ২০৪
যোগেন চৌধুরী ৩১২

র
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৪, ১২৬, ১৩২, ১৩৪, ১৪০, ১৬৪, ১৭০, ১৮৮, ২০৪, ২১৬, ১৮৮, ২০৪, ২১৩, ২১৬, ২৩৯, ২৫৫, ২৬০, ২৬৪, ২৬৯
রশীদ করীম ১৯০
(ড.) রফিকুল ইসলাম ১১২, ১১৬, ১১৮, ১৫৮, ১৭৩, ১৭৬, ১৯২, ১৯৪-৯৫, ১৯৮-৯৯, ২০৮, ২১৮, ২২৪-২৫, ২৭৪, ২৮২, ২৯২, ৩১৭, ৩২১, ৩২৯
রফিক আজাদ ৬২, ৬৬, ৬৮, ৭৬, ৮৩, ৮৫-৮৭, ২৪৭
রফিকুল্লাহ খান ১৭২, ১৭৬
রবিশংকর বল ১৫২
রূপা চক্রবর্তী ১৫৮, ১৯২, ২০৮
রেজাউদ্দিন স্টালিন ২১৭, ২১৮
রোমাঁ রোলাঁ ১৬৩
রওশন আরা মুস্তাফিজ ১৩৬, ১৬৮
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ২০৪, ২৪৪, ২৪৭
রাজেশ্বরী দত্ত ২৩২
রাম অধিকারী ১০৮
রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৭৬
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩০৯
রাহাত খান ৭৬, ৩১৭
রাজা রামমোহন রায় ১৩৪
রাজীব হুমায়ুন ১৬৮, ১৯২, ২৫৬
রাজু আলাউদ্দিন ৭০, ৮৬, ১২১, ১৪৫, ৩২৮
রাহুল সাংকৃত্যায়ন ১৭৬
রানি মহলানবিশ ৩১২-১৩
রানি চন্দ ৩১৩
রাশিদা আনওয়ার ৬৭, ৮৩, ৯১
রিফাত চৌধুরী ৮৬, ১০৯-১০, ১৩২, ১৪৯, ১৫৮, ১৯১, ২৪৩, ২৪৪

ল
লায়লা শার্মিন ১৬৪, ৩০৪
লুৎফর রহমান সরকার ১০২
লুৎফর রহমান রিটন ১২৮, ১৩০
লেফ তলস্তয় ৯০, ১৪০
লিলি হক ২২৯

স
সক্রেটিস ৬২
সন্তোষ গুপ্ত ৫৮
সত্যজিৎ রায় ১৪৬
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৮৬
সঞ্জয় ভট্টাচার্য ৩০৯
সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৫৬, ১৭৬
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ১৫০-৫২
সমরেশ বসু ২৫২
সমর সেন ১৯০
সলিমুল্লাহ খান ২১৪
সমীরণ মজুমদার ১৫০, ১৫২
সমুদ্র গুপ্ত ২১৮, ২৭২, ৩১৭
সরদার জয়েনউদ্দীন ৫৮-৫৯
সরকার মাসুদ ২৪৪
সজনীকান্ত দাস ৩০৯

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালাহউদ্দিন আইয়ুব ১০৯-১১০, ১২১
সেলিনা হোসেন ৫৬, ৮২, ১৬৬, ১৭১, ১৭৬, ২২২, ২৬৩
সেলিম সারোয়ার ২৭৪, ২৮৮, ২৯০-৯২, ২৯৬
সেজান ২৬
সৌভিক রেজা ১৭২, ৩২০
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ১৭৪
সৈয়দ আবুল মকসুদ ১৩২
সৈয়দ আলী আশরাফ ১৩৬
সৈয়দ আলী আহসান ১৪৭, ১৪৮, ১৫৯
সৈয়দ আজিজুল হক ২৭৪
সৈয়দ ইকবাল ৬৭, ৭০, ৭৪, ৭৮
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ১৪১, ১৭৩, ১৯২, ১৯৪
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ১৯৮
সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ৩২১
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ৩৪, ৪৮, ১১৬, ১৮৭, ১৮৮
সৈয়দ শামসুল হক ১৯৬, ২৯২
সৈয়দ শামসুল হুদা ১০২, ২২৯
সৈয়দ হায়দার ৭৮, ১৭১
সৈয়দ জাফর আলী ১৪৭, ১৫৯
সৈয়দ জাহাঙ্গীর ১৫৮, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ২০১, ২৬৬, ২৬৯, ৩২০, ৩২১
সৈয়দ দিদার বখত ৩২১
সোমনাথ মৈত্র ২৩২
সাদেকা শফিউল্লাহ ২০৫
সাজ্জাদ শরিফ ১৪৬, ১৭২, ২০৬, ২০৮, ২২৫, ২৫৭, ২৬৫, ২৬৬
সাইফুদ্দীন আহমদ মানিক ১৩২
সাইফুল বারী ২৬২, ২৮৮
সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল ৩৬, ১৮০
সানাউল্লাহ নূরী ৩৮
সাইফুদ্দীন আহমদ মানিক ১৩২
সাইয়িদ আতীকুল্লাহ ১৫৮, ১৮৯
সাঈদ আহমদ ১২৪
সামাদী ৩২০
সাযযাদ কাদির ২৮৮, ২৪৭, ২৭৪
সালাহউদ্দীন আহমদ ৩২২
সালাম শিকদার ২২২
সালাহউদ্দিন আইয়ুব ১০৯-১০
সাজজাদ হোসাইন খান ৭৭, ১০২, ১০৫, ১৯১, ২৬৫
গাজী শাহাবুদ্দীন আহমদ ১৩০
সাব্বির আহমদ চৌধুরী ১৯৫, ২২৮, ২৩৯
সাব্বির আজম ৩২১-২২, ৩২৯
সুদর্শন সাহা ১৫১-৫২, ১৫৪, ১৫৭, ২৫০, ২৫৩, ২৮৯
সুবোধ ঘোষ ৩১৬
সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ২৩২, ২৮০
সুশোভন আনোয়ার আলী ২২৯
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ৮৬, ১৮৮, ১৯০, ২০৪, ২২৫, ২৩৮-৪১, ২৪৩, ২৪৭, ৩০৬, ৩০৯-১০
সুধীন দাশ ২০০, ২৭৪
সুবীর চৌধুরী ৩২০-২১
সুভাষচন্দ্র বসু ২২৫
সুলতানা কামাল ৩২১
সুলতানা রিজিয়া ২২৮
সুকান্ত ভট্টাচার্য ৩০, ৯২
সুকুমার বিশ্বাস ১৭৬, ১৭৮
সুষমা নার্গিস ২২৯
সুহিতা সুলতানা ২১৮
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ১৩৬, ২২১, ২৫২, ২৫৯
সিরাজুল ইসলাম মুনীর ২৫৯
সিকদার আমিনুল হক ৩৮, ৮৫, ৮৭, ২২৯
সিকান্‌দার আবু জাফর ১৯০, ১৯৫-৯৬, ১৯৮, ২০০, ২৬৬-৬৯, ২৭৪, ৩০৮, ৩২০-২১
সিকান্দার দারা শিকোহ ১৬২, ১৬৭, ১৬১, ২০৮
সিদ্দিকুর রহমান ১৭৬

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ
হযরত মুহম্মদ (সা.) ১০৫, ১৩৪, ১৩৮-৩৯, ১৪২, ২১৩, ২৫৯
(প্রফেসর) হাফিজ জি.এ. সিদ্দিকী ২৮১
হেনা স্যার ২৯৬
হেরমান হেস ১৬৩, ২৪০
হোমায়রা নাজনীন সোমা ২৪৪
হোয়ান মিরো ২৯
হিলারি ৩১৮
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২০৪, ২১২, ২১৪, ২৩২
হামেদ শফিউল ইসলাম ৯২
হাশেম খান ২৭২,
হাসনা হাজারী ৫৯, ৮২
হাসনাইন ইমতিয়াজ ১২৩
হাসনাত আবদুল হাই ১৫৮
হাসান আলীম ১০৫, ৩০০
হাসান হাফিজুর রহমান ১২২, ১৭০-৭২, ১৯০, ১৯৮, ২০৬, ২৬৯, ২৮৭, ৩০০
হায়াৎ মামুদ ২৫৭
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩২৮
হুমায়ূন আহমেদ ৯২, ১৫০
হুমায়ুন কবির ২০৬, ২১০, ২১২, ২৩৯, ৩০৯
হুমায়ুন খান ১৩০
হযরত উমর (রা.) ২০৫
হবীবুল্লাহ বাহার ৮৫, ১৬৬, ১৬৯, ১৭০, ২১২, ৩০৮-৯

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~